

2020



ANNUAL REPORT



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ANNUAL REPORT 2020



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry **ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি**

65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 88-02-9552562, 9554383 (Hunting), Fax: 880-2-9560830, 9550103
Email: info@dhakachamber.com, secretary.general@dhakachamber.com
URL: www.dhakachamber.com

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	০৫
২. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০২০	০৬
৩. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাবেক সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ	১২
৪. ২০২০ সালে যাদের আমরা হারিয়েছি	১৭
৫. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০২০	১৮
৬. ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ও বরণীয়দের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৯২
৭. ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম	৯৯
৮. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	১০২
৯. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি ২০১৯-২০২০	১১২
১০. বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	১২৭
১১. ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত	১২৯
১২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকসমূহের সংক্ষিপ্তসার	১৫৩
১৩. ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার-২০২০	১৫৮
১৪. ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)	১৭৭
১৫. DCCI Business Institute (DBI) College	১৮১
১৬. সংবাদপত্রে ডিসিসিআই	১৮৫
১৭. ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ	১৮৯
১৮. DCCI Recommendations & Implementation Status to face the impact of Coronavirus on MSMEs	২০৬
১৯. ডিসিসিআই আয়োজিত ওয়েবিনার, ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা	২১০
২০. অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০১৯-২০	২৫৩



SHAMS MAHMUD

PRESIDENT

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ডিসিসিআই/প্রশাঃ/এজিএম/২০২০/১১৩৮

১৫ ডিসেম্বর, ২০২০

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস-এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০ (১৪ পৌষ, ১৪২৭ বাংলা) মঙ্গলবার, সকাল ১১-০০টায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম থেকে সরাসরি জুম ভিডিও কনফারেন্সের (Zoom Meeting ID: 927 2458 1781 Passcode: 784748) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচিঃ

- ১। ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;
- ২। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;
- ৩। ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালের পরিচালক এবং ২০২১ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;
- ৪। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।



আফসারুল আরিফিন
মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালনা পর্ষদ ২০২০



শামস মাহমুদ
সভাপতি



এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি



মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন
সহ-সভাপতি



ওসামা তাসীর
পরিচালক



ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী
পরিচালক



আন্দালিব হাসান
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০২০



ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন
পরিচালক



নূহের লতিফ খান
পরিচালক



এস এম জিল্লুর রহমান
পরিচালক



আশরাফ আহমেদ
পরিচালক



আলহাজ্জ দীন মোহাম্মদ
পরিচালক



এনামুল হক পাটোয়ারী
পরিচালক



মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না
পরিচালক



আরমান হক
পরিচালক



মোঃ শাহিদ হোসেন
পরিচালক



মোঃ জিয়া উদ্দিন
পরিচালক



মনোয়ার হোসেন
পরিচালক



ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০২০



- সামনের সারিতে (বাঁ থেকে) : সর্বজনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, সভাপতি শামস মাহমুদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন, এস এম জিল্লুর রহমান।
- পিছনের সারিতে (বাঁ থেকে) : সর্বজনাব এনামুল হক পাটোয়ারী, আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ, আশরাফ আহমেদ, মোঃ শাহিদ হোসেন, মোঃ জিয়া উদ্দিন, মনোয়ার হোসেন, ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী।
- ছবিতে যারা অনুপস্থিত : সর্বজনাব আন্দালিব হাসান, নূহের লতিফ খান, মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না এবং আরমান হক।

ঢাকা চেম্বারের ২০২০ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত
নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন এ্যাপিলেট বোর্ড

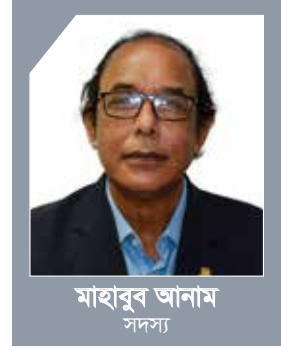
নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ



মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
চেয়ারম্যান



এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া
সদস্য



মাহাবুব আনাম
সদস্য

নির্বাচন এ্যাপিলেট বোর্ডের সদস্যবৃন্দ



আহমেদ হোসেন মজুমদার
চেয়ারম্যান



রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ
সদস্য



মোজ্জার হোসেন চৌধুরী
সদস্য

‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং
২০১৯-২০ অর্থ বৎসরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা’
সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ

- | | |
|---|------------|
| ১। জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই | - আহ্বায়ক |
| ২। জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই | - সদস্য |
| ৩। জনাব নূহের লতিফ খান
পরিচালক, ডিসিসিআই | - সদস্য |
| ৪। ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন
পরিচালক, ডিসিসিআই | - সদস্য |
| ৫। জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না
পরিচালক, ডিসিসিআই | - সদস্য |
| ৬। জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন
পরিচালক, ডিসিসিআই | - সদস্য |
| ৭। জনাব আফসারুল আরিফিন
মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত), ডিসিসিআই | - সদস্য |

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি

নাম	সাল
জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৫৯-৬০
জনাব আবু নাসির আহমেদ (মরহুম)	১৯৬০-৬১
জনাব ওয়াই এ বাওয়ানী (মরহুম)	১৯৬১-৬২
জনাব নূরুল হুদা (মরহুম)	১৯৬২
জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব (মরহুম)	১৯৬২-৬৩
জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৩-৬৪
জনাব আহাম্মদ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৭
জনাব কিউ জে আহম্মদ (প্রশাসক)	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ কাশেম (মরহুম)	১৯৬৮
জনাব আখলাক আহাম্মদ (মরহুম)	১৯৬৮-৬৯
জনাব মতিউর রহমান (মরহুম)	১৯৬৯-৭২
জনাব কে এ সান্তার (মরহুম)	১৯৭২-৭৬
মির্জা গোলাম হাফিজ (মরহুম)	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-৭৯
জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব এম এ সান্তার	১৯৮২-৮৪
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৮৪-৮৫
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-৮৬
জনাব আবু সায়ীদ মাহমুদ (মরহুম)	১৯৮৬-১৯৯০
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৯২-৯৩
জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩-৯৪
জনাব এ রব চৌধুরী (মরহুম)	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৫
জনাব আলী হোসেন	১৯৯৬
জনাব এ এস এম কাসেম	১৯৯৭
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৮
জনাব এম এইচ রহমান	১৯৯৯
জনাব আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	২০০০
জনাব বেনজির আহমেদ	২০০১
জনাব মতিউর রহমান	২০০২-২০০৩
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	২০০৪
জনাব সাইফুল ইসলাম	২০০৫
জনাব এম এ মোমেন	২০০৬
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৭-০৮
জনাব জাফর ওসমান	২০০৯
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১০
জনাব আসিফ ইব্রাহীম	২০১১-১২
জনাব মোঃ সবুর খান	২০১৩
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১৪
জনাব হোসেন খালেদ	২০১৫-১৬
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১৭-১৮
জনাব ওসামা তাসীর	২০১৯
জনাব শামস মাহমুদ	২০২০

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

নাম	সাল
জনাব এইচ এম সেকিল (মরহুম)	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ সাত্তার কারাওয়াদিয়া (মরহুম)	১৯৭০-৭২
জনাব খোরশেদ আলম	১৯৭৩
জনাব এ এম এম শামছুল আলম	১৯৭৫
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৬
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৭৮-৭৯
জনাব এম রেজা (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব শামছুজ্জোহা খান (মরহুম)	১৯৮২-১৯৮৪
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪-৮৫
জনাব মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫-৮৬
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৬-৮৮
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৯-৯০
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯২-৯৩
সৈয়দ জামালউদ্দিন হায়দার (মরহুম)	১৯৯৩-৯৪
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৪-৯৫
জনাব হোসেন আকতার	১৯৯৫
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
জনাব আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৯
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০০
জনাব মাহবুব-উজ-জামান	২০০১
জনাব সাক্বির আহমেদ খান	২০০২
জনাব জাফর ওসমান	২০০৩
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০৪
জনাব মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন) (মরহুম)	২০০৫
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৬
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০০৭
জনাব সালাহউদ্দিন আব্দুল্লাহ (মরহুম)	২০০৮
জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	২০০৯
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১০
জনাব টি আই এম নূরুল কবীর	২০১১
জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	২০১২
জনাব নেসার মাকসুদ খান	২০১৩
জনাব ওসামা তাসীর	২০১৪
জনাব হুমায়ুন রশিদ	২০১৫-১৬
জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	২০১৭-১৮
জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	২০১৯
জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস	২০২০

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহ-সভাপতি

নাম	সাল
জনাব ইসহাক আহমেদ	১৯৬৭-৬৮
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭০-৭২
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭৩
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৫
জনাব এ বি সিদ্দিকী	১৯৭৬
জনাব মোশাররফ হোসেন (মরহুম)	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ রাজ্জাক মিয়া (মরহুম)	১৯৭৮-৭৯
জনাব মজিবুর রহমান	১৯৭৯-৮২
জনাব এ এ মনিরুজ্জামান	১৯৮২-৮৪
জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির (মরহুম)	১৯৮৪-৮৫
জনাব সায়েদুর রহমান (মরহুম)	১৯৮৫-৮৬
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৮৬-৮৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৮৯-১৯৯০
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া (মরহুম)	১৯৯১-৯২
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া (মরহুম)	১৯৯২-৯৩
জনাব খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩-৯৪
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	১৯৯৪-৯৫
সৈয়দ তৌফিক আলী (মরহুম)	১৯৯৫
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
জনাব মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জনাব জাফর ওসমান	১৯৯৮
জনাব নাসির হোসেন	১৯৯৯
জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
জনাব হোসেন খালেদ	২০০২-২০০৩
জনাব এম আবু হোয়ায়রাহ্	২০০৪
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০০৬
জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০০৯-২০১০
জনাব নাসির হোসেন	২০১১
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০১৩
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০১৪
জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	২০১৫
খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	২০১৬
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০১৭
জনাব রিয়াদ হোসেন	২০১৮
জনাব ইমরান আহমেদ	২০১৯
জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন	২০২০

Research & Innovation Bangladesh Foundation

In line with the commitment for promoting research and innovation as well as to mark the birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, DCCI has constituted an independent research organization named “Research and Innovation Bangladesh Foundation (Rnl Bangladesh)”. Rnl Bangladesh is the pioneer in the country in bridging the industry-academia research gap through engaging industry, academia and researchers in the economic arena to unveil new and improved way of thinking especially bringing the industry centric research. Rnl Bangladesh will conduct research and promote innovation for creating equal economic opportunity and inclusive economic growth, facilitating an enabling environment for building Sonar Bangla in line with the dream of the architecture of sovereign and independent Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.



EDMS Software Implementation

As an initiative of making the Chamber a digital one and paperless, DCCI initiated to implement Electronic Document Management Software (EDMS) and Workflow Management Software (WMS) for better functioning of Chamber’s day to day tasks. The software is in full operation and the data are being updated. DCCI is the first Chamber in Bangladesh to implement complete digital office management software. Through EDMS, files, notes for approval or pre-approval including bills, I Owe You, leave application and cash voucher are being processed.



KPI Dashboard

Integration with the OSS

DCCI in order to integrate its two services namely issuing certificate of origin (CO) and membership certificate in the One Stop Service (OSS) signed a MoU with BIDA. The OSS is an online facilitation mechanism that brings relevant agencies and stakeholders together, coordinated and streamlined, to provide efficient and transparent services to the investors to improve doing business environment. Effective implementation of OSS will facilitate overall local and foreign investment, employment generation, boost economic development, and help attain the vision of becoming a developed nation by 2041. The said services are being provided through a separate platform of DCCI “Membership Online Service”.

MoU for Industry-Academia Collaboration

DCCI underscored the need of skilled business graduates for the growing demand of industry. Bangladesh has a great opportunity of demographic dividend. But there is a gap between industry and academia. To meet the requirement of industry, DCCI has signed MoU with United International University (UIU), Northsouth University, Bangladesh University of Professionals (BUP), Northern University of Bangladesh (NUB) and ICMAB. From the academy side, they suggested DCCI to put forward recommendations on curriculum development.

SME Development Department

As part of facilitation effort for CMSME members to rebound their business in this challenging time, DCCI has opened a dedicated ‘SME Development Department’. SME Development Department of DCCI guides its CMSME members through providing necessary information and advisory services to prepare proper documentation processes required for availing stimulus loan from banks along with connecting CMSMEs with banks. DCCI also issues recommendation letter with loan application of the CMSME member requesting concerned bank to disburse loan from stimulus package. SME Development Department created awareness about stimulus package among 3000 member companies of DCCI through awareness campaign.

Resurgent Bangladesh

In order to curb the adverse impact of COVID-19 and quick economic recovery, a national recovery strategy underpinned by systematic impact assessment, evidence-based and time-bound policy recommendations and inputs to the Government was essential. In this connection, DCCI in association with MCC, CSE, BUILD and the Policy Exchange has launched a platform titled “Resurgent Bangladesh” to facilitate Public-Private Dialogue for framing timely government policy actions to stimulate resurgence of the private sector dynamism and recovery of the economic activities.



২০২০ সালে যাদের আমরা হারিয়েছি



সৈয়দ জামালউদ্দিন
হায়দার

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সৈয়দ জামালউদ্দিন হায়দার ১৯৯৩-১৯৯৪ মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্রডওয়েজ চ্যাপমেন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ-জার্মান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিজিসিসিআই)-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন। তিনি আশির দশকের শুরুর দিকে জেসিআই বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারি জেনারেল এবং জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকার পাশাপাশি ফেনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি ছিলেন। সৈয়দ জামালউদ্দিন হায়দার গত ২ জুলাই, ২০২০ তারিখে ৭৯ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



আলহাজ্ব আনোয়ার
হোসেন মালেক

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন মালেক ১৯৪৩ সালে পুরোনো ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মরহুম আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বর্তমান পরিচালক জনাব মনোয়ার হোসেন-এর পিতা। তিনি ১৯৯৩-৯৫ মেয়াদে ডিসিসিআই-র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি রিনা গ্লাস হাউস-এর সভাপতি এবং মোরগ মার্কা কয়েল ও নিউ কটন ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গত ৪ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



মোঃ হাবিব উল্লাহ
(হাবিব)

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ (হাবিব) ১৯৫৭ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০২-২০০৪ মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি হাবিব বিল্ডার-এর সভাপতি এবং ব্রনইন কর্পোরেশন (প্রা.) লিমিটেড, বানপোষাক অর্থপেডিক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড, হাবিব বিল্ডার্স এসোসিয়েটস লিমিটেড, হাবিব ব্রিক ফিল্ড লিমিটেড, মাদ মেড ব্রিক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড এবং গ্রামীণ বহুমুখী কৃষিজ শিল্পগোষ্ঠী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ (হাবিব) গত ২৬ জুন, ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



আলহাজ্ব ফাইজুর রহমান

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ২০২০ সালের 'ল' অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ' এবং 'প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং' স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য আলহাজ্ব ফাইজুর রহমান গত ০৩ জুন, ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি লেদার সোর্স-এর এ্যাডভাইজর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানটি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০২০

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ

২০২০ সালের পরিচালনা পর্ষদে আমার সহকর্মীবৃন্দ

ডিসিসিআই'র সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ

আসসালামু আলাইকুম

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদের সকলকে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

জাতীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় ২০২০ সালটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে সরকার ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ই মার্চ পর্যন্ত মুজিব বর্ষ ঘোষণা করেছে। প্রথমেই আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির জনকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

২০২০ সালে ডিসিসিআই পরিবার, স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব কিংবা সামাজিকভাবে প্রথিতযশা ব্যাক্তিবর্গ যারা এ বছর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী ও সমবেদনা। পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যই শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

২০২০ সালে বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারি অর্থনীতি, জীবন-জীবিকা ও গণস্বাস্থ্য খাতে নিয়ে এসেছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। আর এই মহামারি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, শিল্পোৎপাদন হ্রাস, আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইন ব্যহত, বেসামরিক বিমান চলাচল বন্ধ, পর্যটন শিল্পে ধস, ব্যবসা-বানিজ্যে শ্লথ গতি, আমদানী রপ্তানিতে নিম্নমুখি প্রবণতা ও কর্মসংস্থানে নিয়ে এসেছে এক ভয়াবহ বিপর্যয়। কোভিড ১৯ এর কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের দেশেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতে সম্পৃক্ত জনজীবনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশাল অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত রপ্তানিমুখী শিল্প, স্থানীয় বাজার নির্ভর উৎপাদন খাত, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, সেবা খাত, কুটির, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়, পরিবহন, ভ্রমণ, হোটেল, রেষ্টোরা, মুদি, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসাসহ সকল স্তরের ছোট বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৯-২০ অর্থবছরের তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রান্তিকে এসে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

নজিরবাহিন এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, অর্থনৈতিক মন্দা রোধে, সাপ্লাই-চেইন পুনরুদ্ধারে, অর্থনীতির চাকাকে পুণরায় গতিশীল করতে এবং অনিশ্চয়তাকে সুযোগে রূপান্তরের স্বার্থে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত থেকে দ্রুত, সমন্বিত ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারি খাতের পুণঃজাগরণের জন্য আর্থিক কিংবা অনার্থিক সহযোগীতা প্রদানের নিমিত্তে ঢাকা চেম্বার সর্বদা এর নিরন্তর নীতিসহায়তামূলক ভূমিকা পালন কবে আসছে। ফলশ্রুতিতে, অর্থনীতি ও জনগনের উপর করোনা মহামারির প্রভাব থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত সম্যোপযোগী নীতিকৌশল গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। এ ধরনের ত্রাণিকালে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকার ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যে সিদ্ধান্তকে ডিসিসিআই অত্যন্ত সম্যোপযোগী বলে মনে করছে। সরকার কর্তৃক সম্যোপযোগী প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা এবং প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা বেসরকারি খাতকে মহামারির ভয়াবহ প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে ও অর্থনীতির গতিধারাকে ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

Annual Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the Year 2020

Bismillahir Rahmanir Rahim

Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI);

Respected Former Presidents and Business Leaders;

My Colleagues in the Board of Directors-2020;

All Officials and Staff of DCCI;

Ladies and Gentlemen.

Assalamu Alaikum.

On behalf of the Board of Directors, I am delighted to welcome all of you to the 59th Annual General Meeting (AGM) of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI).

Year 2020 was very significant in the national context. The government has declared the period from 17th March 2020 to 16th March 2021-'Mujib Borsho', celebrating the Birth Centenary of Father of the Nation, Architect of independent Bangladesh and the Visionary Leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. First of all, I would like to pay deep homage to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in observance of his birth Centenary.

I pay solemn condolence and homage to the departed souls belonging to DCCI family, eminent politicians, and nationally important, socially enlightened persons from diverse streams who left us in 2020. Members of the Board of Directors of DCCI shared their heartfelt solidarity for the members of the bereaved families who lost their beloved ones.

COVID-19 pandemic has caused unprecedented challenges to economy, livelihoods and public health across the world in 2020. The outbreak has also triggered the fear of global recession, affecting industrial production, disrupting global supply chain, damaging aviation, travel, hospitality industry, limiting trade, formal and informal businesses shrinking demand for products & services and impacting jobs. The global economic slump due to COVID-19 outbreak has severely impacted our economic operations and livelihoods of huge number of people engaged in formal and informal sectors. Widespread economic activities of the country encompassing export oriented industries and local market orientated manufacturing, agro processing and service industries, Cottage Micro Small and Medium (CMSME) businesses engaged in trading, service businesses; travel, transport, hotel, restaurant, grocery, ICT business and small businesses of informal sector encountered a several blows during the third and fourth quarters of the FY 2019-20.

The unprecedented challenge underscored the need for urgent, bold, prudent, collaborative and proactive role of the private sector partnering with the public sector to curb the economic shock, supply-chain recovery, transform uncertainty into opportunity and accelerate economic recovery pace. Bangladesh, under the leadership of Honourable Prime Minister Sheikh Hasina, has undertaken timely, laudable and historic policy measures to restrain the nerve-racking consequences of pandemic on businesses, economy and people against our relentless and focused advocacy for fiscal and non-fiscal support and incentives for private sector rehabilitation. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) profoundly appreciates timely leadership of Honourable Prime Minister for pro-economic decisions and declaration of total 21 stimulus packages worth Tk.1,21,000 crore for different sectors during this precarious situation. The timely stimulus packages and bold policy direction of the Government helped private sector to mitigate the adverse impact of the pandemic and rebound the economy.

ডিসিসিআই'র ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ ও সচিবালয়ের সার্বক্ষণিক সহযোগীতায় আমি ডিসিসিআই-এর নীতিসহায়তামূলক কর্মকাণ্ড বজায় রেখে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারে, টেকসই সিএমএসএমই উন্নয়নে, ব্যবসায়ীক কর্মচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনতে, রপ্তানিমুখী শিল্প বিকাশে, অর্থনৈতিক খাতের পুণঃজাগরণে, বিনিয়োগ আকর্ষণে এবং সর্বোপরি নতুন কর্মসংস্থান তৈরীতে ডিসিসিআই'র কার্যকর ভূমিকা রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বানিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিডা, বাংলাদেশ ব্যাংক, উন্নয়ন অংশীদারগণসহ বিদেশী অংশীদারদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে পেরেছি। আর এ প্রয়াসই ডিসিসিআই'র ভূমিকাকে আরো বেগবান করেছে চেম্বারের সদস্যদের উপর কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনায়। পাশাপাশি, অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে বেসরকারি খাতের উন্নয়নে ডিসিসিআই, চলমান কঠিন সময়ে জরিপ, আলোচনা সভা, স্টেকহোল্ডার ডায়ালগের আয়োজন করে প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংস্কারে সুপারিশমালা তৈরী করেছে।

৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি ২০২০ সালে ডিসিসিআই-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করছি। সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে যাওয়ার পূর্বে আমি ২০২০ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

বৈশ্বিক অর্থনীতি কোভিড-১৯ মহামারির নেতিবাচক প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পাচ্ছে। যেহেতু করোনা ভাইরাসের প্রাদূর্ভাব সহসাই শেষ হচ্ছেনা তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ধীরে ধীরে চালু করতে শুরু করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে আংশিক লকডাউন দিয়ে দ্বিতীয় ধাক্কা মোকাবেলা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের লক্ষণ আইএমএফ এর গত অক্টোবরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৪.৪ শতাংশ হারে কমে যেতে পারে যা ২০২০ সালের জুন মাসে প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৪.৯ শতাংশ এবং ওইসিডি ধারণা করছে যে এটা ৪.৫ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

করোনা মহামারির প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতেও দৃশ্যমান। ডব্লিওটিও এর মতে বিশ্বে পণ্য কেনা-বেচা বানিজ্য প্রায় ৯.২ শতাংশ কমে আসবে এবং বাংলাদেশসহ এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের রপ্তানি ১৬ শতাংশ কমে যাবে। তদুপরি, ২০২১ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক বানিজ্যের পরিমান ৭.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে তবে তা স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির চাইতে অনেক কম। আফ্রিডা এর বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন ২০২০ অনুযায়ী চলতি বছর বিদেশী বিনিয়োগের প্রবাহ ৪০ শতাংশ কমে আসতে পারে যা ২০০৫ সালের পর ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের নিচে নেমে আসার শঙ্কা করা হয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালের প্রথমার্ধে সারা বিশ্বে এফডিআই প্রবাহ ৪৯ শতাংশ কমে গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া আগামী ২০২২ সাল নাগাদ চলতে পারে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

বিশ্ব অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশ শক্তিশালী বেসরকারি খাত, উচ্চ রেমিটেন্স প্রবাহ ও অর্থনৈতিক মন্দা সহিষ্ণুতার উপর ভিত্তি করে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫.২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। বিশ্ব বানিজ্যে মন্দা গতি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে পণ্য বানিজ্যের পরিমান ছিল ৮৪.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমরা আশা করি কোভিড ১৯ চলমান থাকলেও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বানিজ্য ২০২১ সালের মধ্যে তার নিজস্ব গতিতে ফিরে আসবে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে শক্ত হাতে পরিচালনা করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রগতিশীল নেতৃত্বের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অর্থনীতির কাঠামো মূলত বিগত বছরগুলোর মতই দেখা যাচ্ছে যেখানে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান কিছুটা বেড়েছে তবে কৃষি ও সেবাখাতের অবদান কিছুটা কম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০ অর্থবছরে জিডিপি ও শিল্পখাতের অবদানের আনুপাতিক হার ৩৬ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫.৩৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে যেখানে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ৩০ পয়েন্ট কমে ১৩.৩৫ শতাংশে নেমে গেছে এবং সেবা খাতের অবদান ৫ পয়েন্ট কমে ৫১.৩০ শতাংশে নেমে আসে।

On the occasion of 59th AGM, I am pleased to mention that with continued support and cooperation from respected Board of Directors, Members and Secretariat of DCCI, I was able to strengthen policy advocacy role of DCCI and played forefront role deepening collaboration with Prime Minister's Office, Ministry of Finance, Ministry of Commerce, Ministry of Industries, Planning Commission, National Board of Revenue (NBR), Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), Bangladesh Bank, development organizations and foreign strategic partners across the world to expedite economic recovery, promote holistic policy approach for sustainability of MSMEs, sustain business operations, different export oriented businesses, create job opportunities, revive financial sector and encouraging investments. These endeavors helped expand the role of DCCI in addressing the COVID-19 induced business challenges of our valued business members. In addition, DCCI, through a detailed survey, one to one discussion and stakeholder dialogue framed suitable policy recommendations on the national economic priorities for the benefit of private sector, endeavored continuous improvement of good business environment and eased the economic stress on businesses during this critical period.

On the occasion of 59th AGM, it is my great pleasure to present the summary of activities performed and executed during the year 2020. Before highlighting summary activities of DCCI for the year 2020, I would like to shed a light on the state of global economy and performance of Bangladesh's economy in 2020.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

The global economy is recovering slowly from the shocks and blows of COVID-19 pandemic. As the pandemic outbreak continues, countries are carefully resuming the economic activities and in some cases reinstating partial lockdown to tackle the second wave of outbreak. The sign of recovery is portrayed in the latest October 2020 report of the International Monetary Fund (IMF) which revised the global economic fall to 4.4% which was 4.9% in the June 2020 report and OECD projected 4.5%.

The shock of the pandemic is also visible in global trade growth. The World Trade Organization (WTO) forecasts that merchandise trade volumes are expected to fall by 9.2% in 2020. And, total export from LDCs including Bangladesh reduced by 16%. However, trade volume growth is expected to rebound to 7.2% in 2021 but will remain well below the usual growth trend.

According to UNCTAD's World Investment Report 2020, global foreign direct investment flows are projected to decrease by up to 40% in 2020, from their 2019 value of USD1.54 trillion bringing FDI below USD1 trillion for the first time since 2005. We have seen that global FDI flows slipped by 49% in the first half of 2020 compared to the same period of 2019. According to the report, the recovery course may take place in 2022.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Despite COVID-19 strain in the global economy, Bangladesh as of few exceptional economies has registered 5.24% GDP growth in FY 2019-20 backed by steady private sector, remittance growth and economic resilience withstanding economic shocks. Despite slowdown in the global trade, total merchandise trade of Bangladesh recorded USD84.67 billion. We expect international trade of Bangladesh will rebound strongly in 2021 containing COVID-19 economic fallout. We acknowledge the dynamic and visionary leadership of H.E. Sheikh Hasina, Honourable Prime minister, Government of the People's Republic of Bangladesh to lead the economic recovery management.

The structure of the economy remains almost same as earlier years with increasing industry contribution and decreasing agriculture and service sector contribution to GDP. In FY2020, the contribution of industry sector to GDP ratio increased by 36 points to 35.36% whereas the share of agriculture reduced by 30 points to 13.35% and service sector by 5 points to 51.30% compared to those of FY 2018-19.

২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ৩৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে ৩৩.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ সেবা পণ্য রপ্তানি হয়। যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়েছে তা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৫.৯৯ শতাংশ কম ছিল যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের চাইতে ১৬.৯৩ শতাংশ কম। এর কারণ ২০১৯-২০ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে এসে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত কার্যাদেশ বাতিল হওয়ায় প্রধান প্রধান পণ্যের রপ্তানি কম হওয়া। এতদসত্ত্বেও, চতুর্থ প্রান্তিকে এসে রপ্তানি কিছুটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আমদানিও ৬.৫ শতাংশ কমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে যা কিনা ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও ছিল ৫৪.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। ২০২০ অর্থবছরে বানিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৭.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৯ অর্থবছরেও ছিল ১৫.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ব্যাংকগুলো প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ দেয়া শুরু করলে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কিছুটা বেড়ে সেপ্টেম্বর ২০২০ এ ৯.৪৮ শতাংশে উন্নীত হয় যা কিনা জুন ২০২০ এ ৮.৬১ শতাংশ ছিল। যদিও জুন ২০২০ এ জিডিপিতে বেসরকারি বিনিয়োগের আনুপাতিক হার ২০১৯ এর ২৩.৪ শতাংশের চেয়ে কমে ১২.৮ শতাংশে নেমে আসে। তবে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির সাথে সাথে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ ৫৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসেছে। অপরদিকে জিডিপির অনুপাতে সরকারি বিনিয়োগ ৮.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ২০২০ সালে বিনিয়োগ ও জিডিপির আনুপাতিক হারকে ২০.৮০ শতাংশে উন্নীত করেছে।

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স অবশ্য কোভিড-১৯ মহামারির কোন প্রভাব পড়েনি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাড়িয়েছে ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা বাংলাদেশের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স প্রবাহ ১০.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বিবিএস-এর হিসাব মতে একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হলো চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুণরায় চালু হওয়া সত্ত্বেও জুলাই নাগাদ বেকারত্বের হার ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা কিনা সেপ্টেম্বরে এসে আরো ৪ শতাংশ নেমে গেছে। নিয়মিত কিংবা অনিয়মিত উভয় খাতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ-হ্রাস অথবা কর্মী ছাটাই এর মত বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে। অরেকটি বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের উপর করোনা মহামারির নেতিবাচক প্রভাব। জনস্বাস্থ্য বৃকির পাশাপাশি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তি, চলতি মূলধন এবং বাজার ধরে রাখা এই খাতের জন্য ছিল বড় একটি চ্যালেঞ্জ। ২০২০ সালে আমরা সিএমএসএমই খাতের চ্যালেঞ্জগুলোকে নিয়মিত ফলো-আপের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের দৃষ্টিগোচরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি যাতে করে এ খাতে একটি ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

২০২০ সালে ডিসিসিআই ব্যবসা-বানিজ্যের পুণঃজাগরণ, সিএমএসএমই খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারের নিকট পুনরুদ্ধার কৌশল সংক্রান্ত নীতি সুপারিশ প্রেরণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ, জ্ঞান-মাল রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। বাংলাদেশের জন্য চলমান চ্যালেঞ্জিং সময় থেকে কিংবা অর্থনৈতিক মন্দাভাব কাটিয়ে উঠতে পারার পিছনে সরকারের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দৃঢ় অর্থনৈতিক নেতৃত্বগুণ ও বেসরকারি খাতের নিরলস প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি আনন্দের সাথে বলতে চাই যে ডিসিসিআই'র বিজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদ, সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ, সদস্য ও সচিবালয়ের সার্বক্ষণিক সহযোগীতায় ঢাকা চেম্বার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায়, সিএমএসএমই খাতের পুণঃজাগরণ, সাপ্লাই চেইনের ঘাটতি, পণ্যের চাহিদা-হ্রাস এবং করোনা মহামারির নানামুখী নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্তির লক্ষে সরকারকে সমযোপযুগী সামষ্টিক দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় নীতি সুপারিশ প্রদান করেছে। রপ্তানিমুখী শিল্পে সহায়তা, প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে সিএমএসএমই খাতের ঋণ প্রাপ্তি, ব্যবসার ব্যয়-হ্রাস, সিএমএসএমই ও বৃহৎ শিল্পখাতে আর্থিক সহযোগীতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নীতিমালা নির্ধারণ, অপ্রয়োজনীয় আইনী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ এবং অনিয়মিত খাতকে সহায়তা করাই ছিল ২০২০ সালে আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।

In FY 2019-20, total export reached USD39.8 billion, of which USD33.67 billion was contributed by goods export and USD6.13 billion by service export. Goods export marked 25.99% less than export target and 16.93% less than that of FY 2018-19 as Bangladesh experienced drastic fall in export of all major products in 3rd quarter of FY 2019-20 mostly due to order cancellation from the destination countries. However, exports started to slowly recover from the 4th quarter. Import also reduced by 6.5% to USD51.09 billion in FY 2019-20 from USD54.64 billion in FY 2018-19. Trade balance recorded a higher deficit of USD 17.86 billion during FY20 as compared to the deficit of USD 15.84 billion during FY19.

As the banks started to disburse the loans of stimulus packages private sector credit growth increased to 9.48% in September 2020 from the lowest level credit growth 8.61% recorded in June, 2020. Though the private investment to GDP ratio plunged to 12.8% in June, 2020 from 23.4% in 2019 it must turn around with the private sector credit growth. According to World investment Report 2020, FDI to Bangladesh fell by 56% to \$1.6 billion. On the other hand, public investment improved to 8.08% of GDP which helped to retain the overall investment-GDP ratio to 20.80% in FY2020.

Remittance is the highly performing sector that was least affected by the pandemic. With this positive trend, the foreign exchange reserve hits \$41 billion and helped Bangladesh to keep the positive growth rate. Remittance inflow amazingly increased by 10.87% to USD18.21 billion in FY 2019-20.

A major concern was the unemployment rate that swelled to 23% in July which again dropped to 4% in September with reopening the economy according to BBS. And, many employment opportunities were lost and huge job loss were noticed in both formal and informal sectors. Another major concern was the revival of the MSME sector, the most affected sector by the pandemic. Alongside public health risk, access to stimulus package loan, working capital and markets were the major challenges of this sector. During this year, we brought up the issues and challenges of the MSMEs to the Prime Minister's Office, Ministry of Industries, Ministry of finance, National Board of Revenue (NBR) and Bangladesh Bank along with follow-up measures in order to rebound the conducive business environment for MSMEs.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

In the year 2020, the priority of DCCI was to ensure business revival, build resilience of MSMEs, advocating Government the recovery strategies and propositions to protect businesses, encourage investment and protect livelihoods for containment of unprecedented economic vulnerabilities. The capability of Bangladesh to navigate through the challenging time and exogenous economic fall reflects the political wisdom, bold economic leadership of the government along with flexible private sector. I am delighted to articulate that with the valued guidance and effort of honorable Board of Directors, former Presidents, Members and Secretariat, DCCI played an important roles and made timely initiatives providing macro-level guidance and policy recommendations to the government for ensuring economic stability and rescuing MSMEs, supply-chain disruption, demand fall and snow-ball effects of the pandemic. Our top priorities include support exports oriented sectors, linking MSMEs to the stimulus packages, reduce cost of doing business, identify the policy measures to provide liquidity support to large and MSME businesses, reduce regulatory burden, stimulate local consumption and support informal sector.

যদিও নিয়মিত কিংবা অনিয়মিত উভয় খাতেই অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সিএমএসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তদুপরি সিএমএসএমই খাতের আর্থিক সক্ষমতা ততটা সবল নয়। অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই সিএমএসএমই খাতের উপর করোনা মহামারির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এ খাতের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পরিচালনা বেশ কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বানিজ্যে কোভিড ১৯ মহামারির প্রভাব নিরূপনের জন্য এবং তথ্য-উপাত্ত নির্ভর নীতি সুপারিশমালা প্রেরণের নিমিত্তে ডিসিসিআই বেশ কিছু জরিপ, গবেষণা, বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট তথ্য উপাত্ত নির্ভর পরামর্শ প্রদানের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে আলোচনা সভা পরিচালনা করেছে। ডিসিসিআই'র গবেষণায় লক্ষ করা যায় সিএমএসএমই খাতের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব উৎপাদন হ্রাস, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি, বানিজ্য ঘাটতি, চাহিদা হ্রাস, রপ্তানি কমে যাওয়া, চলতি মূলধনের অভাব এবং প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ প্রাপ্তির অভাব ইত্যাদির উপর খুব প্রবলভাবে পড়েছে। সিএমএসএমই খাতের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমনকি অনেককেই ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ডিসেম্বর ২০১৯ এর তুলনায় ২০২০ এর জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৬৫ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কুটির শিল্পে অবনতি হয়েছে। অপরদিকে ২৬ শতাংশ বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই শ্রেণীতে নেমে গেছে যা কিনা অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর প্রভাবের ভয়াবহতা প্রকাশ করে।

ডিসিসিআই'র গবেষণা থেকে আরো জানা যায় যে লকডাউনের কারণে ৬১ শতাংশ সিএমএসএমই খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় আর ৩৩ শতাংশ আংশিকভাবে খোলা ছিল। শুধুমাত্র ৬ শতাংশ ব্যবসায়ীরা বলেছেন যে তাঁরা লকডাউনের মধ্যে খোলা রাখতে পেরেছেন। ২০২০ মাসের আগস্টে ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের অর্ধেক সক্ষমতা নিয়ে লকডাউন চলাকালীন সময়ে তাঁদের ব্যবসা পরিচালনা করেছেন যার কঠোর প্রভাব তাঁদের ব্যবসার আয়ের উপর পড়েছে।

ডিসিসিআই'র মতে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত প্রায় ৮৫ শতাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এ সময়ে আমদানি ও রপ্তানি, উৎপাদন, স্থানীয় কাঁচামালের অপ্রতুলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ, আকার ভেদে সকল খাতেরই রপ্তানি কমে গিয়েছে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় সিএমএসএমই খাতে স্বল্প সুদে চলতি মূলধন হিসেবে ঋণ প্রদানের লক্ষে সরকার ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য এই প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করায় আমি ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থনপত্র ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এ খাতের বেশিরভাগ উদ্যোক্তাগণ ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তিতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। ডিসিসিআই'র গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ব্যাংকের ঋণ প্রদানে অনগ্রহ, জটিল ঋণ ছাড় প্রক্রিয়া, দূর্বোদ্ধ দালিলিক প্রক্রিয়া, ব্যাংকের সাথে ভাল সম্পর্কের অভাব এবং সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ প্রাপ্তিতে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। সহজ শর্তে ঋণ এবং স্বল্প সুদে চলতি মূলধনের অভাবে অনেক সিএমএসএমই উদ্যোক্তাগণ তাঁদের ব্যবসা চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারে।

ডিসিসিআই দেশে সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। বর্তমান চ্যালেঞ্জিং সময়ে সিএমএসএমই সদস্যদের সহযোগীতার লক্ষে ডিসিসিআই একটি আলাদা "এসএমই উন্নয়ন বিভাগ" চালু করেছে। "এসএমই উন্নয়ন বিভাগ" চেম্বারের সিএমএসএমইভুক্ত সদস্যদের প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করতে তথ্য ও নীতি সহায়তা প্রদান করবে একইসাথে যাতে তাঁদের সাথে ব্যাংকের একটি সুসম্পর্ক তৈরী হতে পারে সেদিকটিও বিবেচনা করবে। এমনকি ডিসিসিআই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে এর সদস্যদের পক্ষে সুপারিশ পত্র পেশ করবে যাতে করে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহজেই প্রণোদনা থেকে ঋণ পেতে পারে। এই বিভাগটি বিভিন্ন সচেতনামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রায় ৩ হাজার সদস্যদের মাঝে প্রণোদনার প্যাকেজের বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করতে পেরেছে।

Though Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises (CMSMEs) of formal and informal sectors apparently play important roles in driving economic growth and creating employment, the financial strength of CMSMEs is fragile. The coronavirus pandemic has substantially impacted CMSMEs across all sectors of the economy. Many CMSMEs are struggling to continue their businesses. In order to assess the impact of COVID-19 on local and international trade and provide evidence based policy recommendations to curb the economic fallout, DCCI conducted several surveys, background research, stakeholders' consultations in the context of providing research and fact-based inputs from the private sector to the government for consideration of private sector betterment. DCCI studies indicated that major impact of COVID-19 on CMSMEs include fall in production, employment, trade, demand shrink, sharp fall in export, shortage of working capital to maintain business operations and employees' salary payment along with difficulties in the stimulus package reach out. Micro enterprise is the most affected sector among the CMSMEs and more prone to complete shutdown. According to findings of the study, 65% of micro enterprises downgraded into cottage enterprises in July 2020 compared to December 2019. On the other hand, around 26% large enterprises degraded into SME category during the same period which indicate the severity of the COVID-19 on economic activities.

DCCI Studies also found that due to lockdown, 61% of the businesses which are mostly from the CMSME sector were closed while 33% businesses were partially open. Only 6% said that their businesses remained open in that particular period. In August 2020, 50% of the respondent enterprises were operational with less than 50% capacity which has a harsh implication on their revenue and cash flow.

According to the DCCI's, more than 85% enterprises witnessed fall in production, export, import, local raw material sourcing in April-June 2020 compared to same period in 2019. Export is reduced in all enterprises regardless of their sizes. However, cottage and large enterprises are more prone to the export reduction.

To mitigate the impact of COVID-19 induced economic fallout, Government has declared stimulus package of TK. 20,000 crore as low cost working capital credit for CMSME sector. On behalf of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), I profoundly appreciate timely leadership of Honourable Prime Minister for pro-economic bold decisions to recover the CMSME sector, the lifeline of our economy.

Most of the entrepreneurs from this sector are facing numerous challenges when trying to secure loans from the stimulus package fulfilling all requirements of banks. DCCI study found that reluctance of banks, complicated disbursement process, cumbersome documentary process, lack of good relations with bank and lack of awareness among CMSMEs are main bottlenecks for access to stimulus package for the CMSMEs. Many CMSMEs may shut permanently in absence of easy access to low-cost finance and working capital support.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has been working relentlessly for the development of cottage, micro, small and medium enterprises (CMSMEs) in the country. As part of facilitation effort for CMSME members to rebound their business in this challenging time, DCCI has opened a dedicated 'SME Development Department'. SME Development Department of DCCI guides its CMSME members through providing necessary information and advisory services to prepare proper documentation processes required for availing stimulus loan from banks along with connecting CMSMEs with banks. DCCI also issues recommendation letter with loan application of the CMSME member requesting concerned bank to disburse loan from stimulus package. SME Development Department created awareness about stimulus package among 3000 member companies of DCCI through awareness campaign.

সিএমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীরা যাতে করে ব্যাংকের কাছ থেকে প্রণোদনার টাকা পেতে পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের স্বার্থে নীতিনির্ধারকদের সমন্বয়ে যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, ৩৫টি ব্যাংকের এসএমই বিভাগের প্রধান এবং সিএসএমই ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। গবেষণা ও জরিপের পাশাপাশি ডিসিসিআই স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে যাতে করে সিএমএসএমই দের জন্য একটি সহায়ক নীতি পরিবেশ তৈরী করা যায় যেখানে তাঁরা সহজে ঋণ পেতে পারে। উপরন্তু, কোভিড পরবর্তী সময়ে সিএমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের টিকে থাকতে নীতি সহায়তারও প্রয়োজন রয়েছে। ডিসিসিআই নিবিড়ভাবে নীতিনির্ধারকদের সাথে যেমন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং খাতভিত্তিক সংগঠনগুলোর সাথে কাজ করে আসছে যাতে করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন করতে পারে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

কোভিড ১৯ সৃষ্ট মহামারির বিরূপ প্রভাব থেকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উত্তোরণের জন্য একটি জাতীয় পুনরুদ্ধার কৌশল প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী আর এ জন্য সরকারের দরকার একটি নিয়ন্ত্রিত প্রভাব পর্যালোচনা পত্র, তথ্য-উপাত্তভিত্তিক এবং সমন্বয়পূর্ণ নীতি-সুপারিশমালা। এ উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে বেসরকারি খাতের পুনরুদ্ধারে ও অর্থনীতিতে স্বাভাবিক গতিধারায় ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয়, সমন্বয়পূর্ণ নীতিমালা সংস্কার কিংবা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করার জন্য ঢাকা চেম্বার, এমসিসিআই, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, বিল্ড এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ এর সাথে যৌথভাবে “রিসারজেট বাংলাদেশ” নামে একটি প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে বেসরকারি খাত সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করে আসছে। বেসরকারি খাতের উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে দেশে একটি সুন্দর নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা এবং ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে ডিসিসিআই নির্দিষ্ট নীতিমালা সংস্কারের জন্য বিডাসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরসমূহে সুপারিশ প্রেরণ করেছে। দেশে সহজে ব্যবসায় করার পরিবেশ উন্নয়নে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) সেবা চালু করেছে। ডিসিসিআই ওএসএস এর কার্যকর বাস্তবায়নে অংশীদার হিসেবে কাজ করতে বিডা’র সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করেছে। দেশের প্রথম বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিসিসিআই এর সেবাসমূহ বিডা’র ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসতে বিডার সাথে অংশীদারিত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যা ডিসিসিআই’র জন্য একটি মাইলফলক। ওএসএস এর সাথে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ডিসিসিআই তার সদস্যপদ সনদ এবং সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সিও) উক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদান করতে পারবে। এই সেবা ডিসিসিআই’র সদস্যগণকে কিংবা আগ্রহী বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সময় ও ব্যয় কমাতে সাহায্য করবে বিশেষ করে যাদের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ বা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চেম্বারের সদস্যপদ প্রয়োজন। ডিসিসিআই ও বিডা’র অংশীদারিত্ব স্থানীয় অথবা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন সড়াকার দ্বারা উন্মোচিত করবে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গবেষণা ও উদ্ভাবন নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নই প্রকৃত সাফল্যের কারিগর। ২০২০ সালে ডিসিসিআই শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা ও উদ্ভাবনমুখী শিক্ষার জন্য শিল্প ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যদিও বিভিন্ন মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে নানা ধরনের গবেষণা পরিচালিত হয়ে আসছে, তদুপরি শিল্প খাতের সাথে শিক্ষা খাতের একটি বৃহৎ সমন্বয়হীনতা রয়েছে যে কারণে শিল্পের চাহিদামাফিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছেনা। শিল্প ও শিক্ষার মধ্যে একটি শক্তিশালী মেলবন্ধনের জন্য ডিসিসিআই “রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন (আরএনআই বাংলাদেশ)” নামে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। শিল্প কেন্দ্রীক গবেষণাকে উদ্বুদ্ধ করতে শিল্প ও শিক্ষা খাতের মধ্যকার বিদ্যমান দূরাবস্থান কমিয়ে আনতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

In order to improving access to CMSME stimulus package for DCCI members, DCCI also organized policy discussion engaging Bangladesh Bank, Head of SME Financing Department of 35 Banks and CMSME businesses. In addition to the research and survey, DCCI conducted stakeholders' dialogues to create enabling policy environment for CMSMEs allowing easy access to stimulus package and expedite the loan disbursement from stimulus package. In addition to the stimulus package, CMSMEs need policy support to rebound and sustain their business in the post COVID period. DCCI has been closely working with policy makers, relevant ministries, regulatory agencies, Bangladesh Bank and sector associations identifying different issues and challenges of CMSMEs for a smooth transition of CMSME sector.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

In order to curb the adverse impact of COVID-19 and quick economic recovery, a national recovery strategy underpinned by systematic impact assessment, evidence-based and time-bound policy recommendations and inputs to the Government was essential. In this connection, DCCI in association with MCCI, CSE, BUILD and the Policy Exchange of Bangladesh has launched a platform titled "Resurgent Bangladesh" to facilitate Public-Private Dialogue for framing timely government policy actions to stimulate resurgence of the private sector dynamism and recovery of the economic activities.

Private sector is essential partner of the government in improving the doing business environment of Bangladesh. As a part of strong commitment to the private sector development, DCCI put forwarded focused policy reform proposals to relevant Government agencies including BIDA for improving the regulatory efficiency and doing business ambience in the country. Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) have started One Stop Services (OSS) to ease and improve further doing business environment. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) has been working very closely with BIDA for effective functioning of the One Stop Service (OSS). DCCI is the first private sector organization in Bangladesh made partnership with BIDA for integration of its services with BIDA's One Stop Services (OSS) which is a milestone achievement for DCCI. By integrating with OSS, DCCI will issue online membership certificate and certificate of origin. This initiative will help DCCI's members along with prospective foreign investors to save time and cost for starting business and getting license from different agencies where membership of the Chamber is mandatory. The partnership between DCCI and BIDA will help increase the confidence of local and foreign investors as well as unlock new opportunities for economic development.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

In the wake of current economic progress, the research and innovation led economic development in Bangladesh becomes a crucial enabler to our road to prosperity. During 2020, DCCI stepped up effort to forge partnership between Industry and academia to promote industry-demand driven research and innovation in line with the structural shift of the economy. Though various research works are being conducted at different levels, there are still a huge coordination gap between academia and industry resulting in lower focus on industry demand driven research. In order to forge stronger collaboration between industry and academia, DCCI has established an independent entity-"Research and Innovation Bangladesh Foundation (RnI Bangladesh)". RnI Bangladesh is the pioneer in the country in bridging the industry-academia gap through engaging industry, academia and researchers in the economic arena to unveil new and improved way of thinking especially bringing the industry centric research. RnI Bangladesh is a non-government, non-profitable, non-partisan, voluntary, research oriented and social development organization duly registered in office of the Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSCF)

উভয় খাতেরই গবেষণা পরিচালনার্থে আরএনআই বাংলাদেশ দেশে অন্যতম প্রধান সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। সেপ্টেম্বর, ২০২০ এ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এক্ট ১৮৬০ এর আওতায় রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস এর অধীনে আরএনআই বাংলাদেশ একটি বেসরকারি, অলাভজনক, অরাজনৈতিক, সেবামূলক গবেষণা ভিত্তিক সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। শিল্প শিক্ষার সমন্বয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা ও শিল্প খাতের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করাই আরএনআই বাংলাদেশের মূল্য উদ্যোগ।

আরএনআই বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক গঠন পরিবর্তনে গবেষণা ও উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এলক্ষ্যে আরএনআই বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেম ও পলিসি এক্সচেঞ্জ এমনকি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিক পলিসি রিসার্চ ফাউন্ডেশন, তুরস্ক এর সাথে একযোগে কাজ করবে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও চেয়ারের সদস্যবৃন্দ

কোভিড ১৯ এর কারণে নিয়মিত কিংবা অনিয়মিত খাতের স্বল্প মূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে যার ফলে লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী ও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ টিকে থাকতে কঠোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। অর্থনীতির উপর কোভিড এর প্রভাব হ্রাসে ও পরিস্থিতি মোকাবেলায় সিএমএসএমই সহ পাইকার, খুচরা ব্যবসায়, একক মালিকানাধীন ব্যবসায়, সাময়িক মৌসুমি ব্যবসায়ীদের বানিজ্য পুনরুদ্ধারে ডিসিসিআই বেশ কিছু সময়োপযুক্তী সুপারিশ প্রদান করেছে। কোভিড সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা এবং কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া বিবেচনায় ডিসিসিআই গবেষণা, জরিপ ও স্টেকহোল্ডার ডায়ালগের মাধ্যমে বাস্তবমুখী নীতি সুপারিশ প্রণয়নের পাশাপাশি বিদ্যমান নীতিমালা সহজীকরণের জন্য সংস্কার সুপারিশ, যৌক্তিকিকরণ এবং সমন্বয়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

উপরন্তু, ডিসিসিআই'র নীতি সহায়তার ভূমিকাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য এ বছর স্ট্যাডিং কমিটিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আপনার জানেন যে এ বছর ১৮টি স্ট্যাডিং কমিটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের উপর কাজ করেছে। এসকল স্ট্যাডিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিসিসিআই এ বছর কমপক্ষে ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে পাশাপাশি নীতিনির্ধারকদের সাথে বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারেও অংশগ্রহণ করে। ২০২০ সালে অনুষ্ঠানগুলো আয়োজনকালে ডিসিসিআই অর্থনীতির মূল বিষয়সমূহ যেমন আন্তর্জাতিক বানিজ্যের উন্নয়ন, সিএমএসএমই'র সহজ অর্থায়ন, শুল্কের স্থানীয় বানিজ্য সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন, স্থানীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, ই-কমার্স এবং ভোক্তা অধিকার, আর্থিক খাতের সংস্কার, ভ্যাট ও এসডি আইনের উপর সচেতনতা বৃদ্ধি, শিল্প নীতি ও লজিস্টিক খাতে প্রতিযোগী সক্ষমতার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন মহলে যে সকল সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয়েছে তা বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য আমরা কিছু ফলো-আপ কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এরই অংশ হিসেবে আমরা মাননীয় বানিজ্য মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর মূল্য সচিব, বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান, এনবিআরের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করি।

সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে যে সকল সুপারিশমালা প্রেরিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

সিএমএসএমই'র সুরক্ষার্থে সুপারিশমালাঃ

- অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই এবং অনিয়মিত খাতের জন্য ১ শতাংশ সুদে জরুরী ৩-বছর মেয়াদী তহবিল তৈরী করা যাতে তারা কর্মীদের বেতনাদি পরিশোধ করতে পারে। যে সকল সিএমএসএমইদের বার্ষিক টার্নওভার ১ কোটি টাকার নিচে তাদের জন্য ১ শতাংশ সুদে আর যে সকল সিএমএসএমইদের বার্ষিক টার্নওভার ১ কোটি টাকার উপর তাদের জন্য ২ শতাংশ সুদে ঋণ দেয়া যেতে পারে।

under the Societies Registration Act, 1860 in September 2020. One of the key objective of the Rnl Bangladesh is to foster collaboration between industry and academia to bridge the research gap and to promote industry oriented learning, innovation and research culture in Bangladesh.

Rnl Bangladesh will also play important role to promote research and innovation at the national level to shape the economic future of the nation. Rnl Bangladesh has already formed partnership with local research think tank SANEM and Policy Exchange of Bangladesh as well as international research organization- Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV). Moreover, Rnl Bangladesh is in discussions with many renowned local and international research organizations and academicians to forge partnership to work together, share experience and conduct economic research together on regional and shared economic issues resulting into a new horizon in the industrial development of the country.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Due to the COVID-19, small capital based businesses belong to formal and informal sectors are the hardest hit posing threat to the livelihoods of millions of people. On the other hand, CMSME engaged with local and export oriented businesses and large corporate face challenges for their survival. To keep economic effects minimum and fight against the potential damage caused by the COVID-19, DCCI put forward timely and economic recovery friendly recommendations in terms of policy measures and reforms to assist CMSMES and export sectors including wholesalers, retailers and sole traders, temporary seasonal businesses to rebound their businesses. Considering the COVID induced economic slowdown and post-pandemic economic recovery, DCCI formulated pragmatic policy recommendations, reform proposals on simplification, rationalization and synchronization of existing policies and identified implementation gap to scale-up efficacy of the policy through conducting research, survey and stakeholders' dialogues.

Moreover, Standing Committees played important roles during the year to strengthen policy advocacy role of DCCI. You are aware that 18 Standing Committees of DCCI covering important avenues of the economy have worked in 2020. Complying with recommendations of these Standing Committees, DCCI organized 19 important and opportune events including conferences, handful number of call-on meetings with policy makers for enabling environment for the private sector. While organizing the events in 2020, we focused on core areas of growth pillars of the economy such as development of international trade, Access to finance for CMSMEs, Urban local business growth, skills development, local investment and FDI, 4IR, E-commerce & Consumer Rights, Financial sector reform, awareness on VAT & SD Act 2012, Industrial policy and logistics competitiveness etc.

We had also undertaken different follow-up measures to ensure that recommendations and economic recovery propositions placed by DCCI are being considered by the concerned government agencies. In this connection, we called on Honourable Commerce Minister, Planning Minister of GoB, Honourable Adviser of Prime Minister on Private Sector Industry and Investment to Hon'ble Prime Minister, Honourable Principal Secretary of PMO Office, Honourable Executive Chairman of BIDA, Chairman of NBR, Governor of Bangladesh Bank and Chairman of Financial Reporting Council, Bangladesh.

Some of the key policy recommendations and important issues placed to the highest policy makers of the country are noted below:

Policy Recommendations to Safeguard CMSME Sector:

- 3-year long Emergency Fund with 1% interest to support the financially stressed local CMSMEs and informal sector for paying salary of their workers. CMSMEs with turnover TK. 1 crore can get loan with 1% interest and 2% interest for CMSMES over 1 crore turnover.

- সংগা অনুযায়ী কুটির, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের চাইতে মাঝারি শিল্পের প্রেক্ষাপট অনেকটাই বেশি। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণোদনার সুশ্রম বিতরণের জন্য সংগাতে পরিবর্তন আনতে পারে।
- সিএসএমই খাত যাতে করে সহজে ঋণ পেতে পারে সেজন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম চালু করা যেতে পারে।
- সিএমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের পক্ষে আদায়যোগ্য টাকাকে নগদে প্রাপ্তিতে রূপান্তর করা এ সময়ে খুব কঠিন একটি কাজ কারণ সকল ধরনের ব্যবসাই এ বিপর্যয়ের সময় তাদের খারাপ সময় পার করেছে। এর দরুন সিএমএসএমই খাত আর্থিক অভাবে পড়তে পারে সেজন্য ঢাকা চেম্বার উক্ত খাতের জন্য ঋণের সুদ আগামী ১ বছরের জন্য মওকুফ করা প্রস্তাব করেছে।
- বিসিক কিংবা ইপিজেড এলাকাতে অবস্থিত অফিস অথবা উৎপাদনমুখী শিল্পের ভাড়া আদায় ছয় মাসের জন্য পিছিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়।
- সিএমএসএমই খাতের চলতি মূলধন হিসেবে এসএমই রিফাইন্যান্সিং স্কীম চালুর প্রস্তাব করা হয়।
- বিলম্বে পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে বন্দরে পোর্ট মাশুল এবং ব্যাংক সুদ মওকুফ করার সুপারিশ করা হয়।
- সরকারি জায়গায় অবস্থিত কলকারখানার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত মওকুফ করার প্রস্তাব করা হয়।
- সরকার স্থানীয় পর্যায়ে যেসকল মালামাল ক্রয় করে থাকে, জেলা পর্যায়ের এমএসএমই-দের সুযোগ দেয়া হলে তারা সরকারের মোট ক্রয় চাহিদার ২০% শতাংশ সরবরাহ করতে পারে।
- বানিজ্যিক ভাড়া, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল ও লাইসেন্স নবায়ন ফি এর উপর আরোপিত ভ্যাট ১ বছরের জন্য প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়।
- আমদানি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যবহৃত জরুরী মালামালের উপর ভ্যাট, সাপ্লিমেন্টারি শুল্ক ও অগ্রিম কর কর্তন মওকুফ করার সুপারিশ করা হয়।
- এমএসএমই'র পুনরুদ্ধারে স্বল্প সুদে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনার টাকা ঋণ প্রদান করতে আর্থিক বহির্ভূত এবং ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজে লাগানো যেতে পারে এতে করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সহজে ঋণ পাওয়ার সুযোগ পাবে।
- পণ্য কেনা-বেচা ব্যবসার সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার ঋণের সীমা বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হয়।
- পাবলিক এনটিটিগুলোর প্রেক্ষাপট সীমা পুনর্বিবেচনা করা উচিত কারণ এর পরিমাণ খুবই কম। বর্তমান অবস্থা থেকে এর পরিমাণ বেশি হওয়া উচিত যাতে করে এফআরসি তাদেরকে তদারকি করতে পারে।
- এমএসএমই খাতে সহজে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য সহজ, ভোক্তা বাস্তব হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন নীতিমালা থাকা উচিত।
- প্রণোদনার টাকা থেকে নমনীয়, বামেলানুমুক্ত এবং জামানতবাহীন ঋণ প্রদান ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা উচিত।
- এমএসএমই খাতের আর্থিক স্বল্পতা দূর করতে ডিজিটাল ট্রেড রিসিভেবল ডিসকাউন্টিং প্ল্যাটফর্ম চালু করা উচিত।
- দেশে সিএমএসএমই খাতের সকল ব্যবসায়ীদের এবং তাদের আর্থিক লেনদেনের একটি খাতভিত্তিক জাতীয় ডাটাবেইজ থাকা প্রয়োজন।

- The thresholds of medium enterprises compared to Cottage, Micro and Small in the definition are so high. Hence, Bangladesh Bank should reconsider the definition to ensure fair disbursement of the package.
- Introduce credit guarantee scheme in order to allow easy access to finance especially for cottage, micro and small enterprises.
- Converting accounts receivable into cash will be very difficult for CMSMEs as all businesses are undergoing the similar adversity. During this uncertain business time, CMSMEs have liquidity shortage. In this connection, DCCI proposes to waive the interest of bank loan of impacted CMSMEs for 1 year.
- Defer the payment of office and manufacturing premises rent for next six months in Governments run plots like in BSCIC, EPZ.
- SME refinancing scheme for working capital for CMSMEs.
- Waiver of Port demurrage fee and Bank interest rate for delayed goods release.
- Waiver of Rent of factories located on the government owned spaces and utility bills.
- Market access support for MSMEs allowing district level MSMEs to contribute to local procurement of Government by 20%.
- Withdrawal of VAT on commercial rent, electricity, gas and water bills and license renewal fees for next 1 year.
- Waiver of VAT, SD & AT on Essentials Commodities and Health Safety Instruments at Import.
- Low-cost international fund to support the MSME recovery.
- Integrate non-banking channels such as micro-credit organizations and NGOs in order to enhancing the outreach and disburse loan under stimulus package to the affected enterprises.
- Increase credit limit for trading businesses under stimulus package.
- The threshold for public entities need revision as its amount is very low. It should be higher than the existing level so that a minimal number of entities will be there and FRC can monitor it properly.
- Simple, user-friendly accounting and financial reporting guidelines for MSMEs need to be in place to ensure better access to finance.
- Flexible, hassle free and collateral free loan disbursement need to be ensured under the stimulus package.
- Introduce digital trade receivable discounting platform to get rid of the financial shortage of MSMEs.
- A sector wise national database needs to be created for the CMSMEs and their financial transactions to enlist their national data.

কোভিড ১৯ মহামারিকালীন সময়ে রপ্তানি খাতে সহযোগীতার জন্য সুপারিশমালা

- আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা যাতে করে বেতনাদী পরিশোধ করতে পারে তার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ১ শতাংশ সুদে একটি জরুরী তহবিল তৈরী করা যেতে পারে।
- সম্ভাবনাময় রপ্তানিখাতসমূহকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) স্কীমের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে এবং প্রদত্ত ঋণের সুদ কমিয়ে আনা যেতে পারে।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ঋণ পরিশোধের সময়সীমা এক বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- ঋণের শ্রেণীবিন্যাস এবং সুদ পরিশোধের সময়সীমা এক বছরের জন্য স্থগিত করার সুপারিশ করা হয়।
- স্বল্প সুদে এবং নমনীয় জামানত ব্যবস্থায় বিদ্যমান পুণঃঅর্থায়ন স্কীমকে পূর্ব-অর্থায়ন স্কীমে রূপান্তরের সুপারিশ করা হয়।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হাসপাতালে ব্যবহৃত মালামাল এবং রপ্তানিমুখী উৎপাদন নির্ভর শিল্পের উপর থেকে সব ধরনের অগ্রিম কর ও ভ্যাট মওকুফের প্রস্তাব করা হয়।

স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে সুপারিশসমূহ

- স্থানীয় ব্যকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প উন্নয়ন, সমন্বয়পূর্ণ নীতি সংস্কার, সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা এবং দীর্ঘমেয়াদী নীতি পরিবেশ প্রণয়ন একইসাথে আন্তঃদপ্তর সমন্বয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।
- বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালীকরণ এবং মহামারিকালীন সময়ে শিল্প উৎপাদন যাতে করে বিঘ্নিত না হয় তার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়।
- গতানুগতিক ধারার বিপরীতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে চালুকৃত বাংলা বন্ডের মত এ ধরনের উদ্ভাবনী মডেল বাস্তবায়ন করার সুপারিশ করা হয়।
- বিদেশী নন-লিস্টেড কোম্পানীর আওতায় বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত শেয়ার বিক্রয়ের টাকা স্ব-স্ব দেশে পাঠানোর বিধান রাখা যেতে পারে।
- আন্তর্জাতিক উত্তম পদ্ধতি অনুসরণে কর্পোরেট ডেব্ট রিস্ট্রাকচারিং মেকানিজম (সিডিআরএম) বিকশিত করা যেতে পারে।
- বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে বেজা, বিডা এবং হাইটেক পার্ক অথরিটিকে আরও ক্ষমতায়ন করা যেতে পারে।
- বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ার সুপারিশ করা হয়।
- প্রবাসীদের জাতীগত বিনিয়োগের ব্যপারে আমাদের ভাবতে হবে এবং যেহেতু বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে তাদের অর্থ রয়েছে তাই তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যাংকিং খাত

- বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত জামানত-নির্ভর ঋণ প্রদানে অভ্যস্ত তবে ব্যাংকগুলোকে নগদ প্রবাহ নির্ভর ঋণ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত যাতে করে সিএমএসএমই ব্যবসায়ীরা সহজে ঋণ পেতে পারে।
- ব্যাংক খাতে পর্যাপ্ত তরল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সিআরআর, এসএলআর এবং এডিআরকে কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিতে পারে।
- সাবেক গভর্নর, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং আর্থিক খাতে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র “ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর এডভাইজরি কমিটি” গঠন করার সুপারিশ করা হয়।

Policy Recommendations to Support Export Sector in the Context of COVID-19

- Create an Emergency Fund with 1% interest using foreign exchange reserve to support the financially stressed businesses for paying salary of their workforce.
- Bring promising export sectors under the scope of EDF scheme along with increase the limit of EDF and reduction of interest rate.
- Extension of repayment period for affected businesses for one year.
- Moratorium to classification of loan and interest payment for one year.
- Convert existing Re-financing Scheme into Pre-Financing Scheme with low interest rate and relaxing collateral requirements.
- Waive all forms of AT and VAT for both import and local stages including food and essentials items, health, hygiene, safety instruments, medical kits and export oriented manufacturing industry.

Recommendations for promoting Local and Foreign Investment

- Focus needs to be given on developing local backward linkages, adopt timely policy reforms, policy consistency and predictability along with inter-agency policy coordination.
- Strengthen the investment ecosystem through implementing mega infrastructure projects and pandemic resistant industrial operation protocol.
- To attract FDI apart from conventional model, focus needs to be given on designing innovative models like Bangla Bond introduced in London Stock Exchange.
- Allowing foreign investors to remit share sale proceeds in non-listed companies under three bases without taking prior approval from the central bank.
- Need to develop a structured model of Corporate Debt Restructuring Mechanism (CDRM) as per international best practices.
- To attract more FDI and investment, it is important to empower BEZA, BIDA and Hi-Tech Park with more authoritative power.
- Need to widen the scope of investment to allow NRBs to make direct investment.
- We have to think about the NRB Ethnic investment and need to provide security as they have huge money in the banking sector of Bangladesh

Banking Sector

- The Banking system of Bangladesh is accustomed to collateral-based loans rather than cash flow-based loans and hence there needs to promote the cash flow-based loan which will ease the access of finance for CMSMEs.
- In order to ensure adequate liquidity in the Banking Sector relax the threshold of CRR ,SLR and increase ADR along with providing direct liquidity support to commercial banks by the Bangladesh Bank.
- Formation of an independent committee titled "Financial Sector Advisory Committee (FSAC) including former governors, leading economists and financial sector experts.

পুঁজিবাজার উন্নয়ন

- আইপিও তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, মার্চেন্ট ব্যাংক ও এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীগুলোর ভূমিকাকে আরো শক্তিশালীকরণ এবং আইপিও পরবর্তী নীতিগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সুপারিশ প্রদান।
- পুঁজিবাজারে সম্পূর্ণ অনলাইন মিমাংসা পদ্ধতি চালু করার পাশাপাশি শেয়ার কেনা-বেচাসহ লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অটোমেটেড পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন।
- পুঁজিবাজারে সবুজ প্রকল্পসমূহকে তালিকাভুক্তির সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহের অনুমোদন দেয়া উচিত।
- ব্রোকারেজ হাউজ এবং মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোকে দেখভাল আরো শক্তিশালী করা উচিত এবং ব্রোকারেজ হাউজ ও মার্চেন্ট ব্যাংক দ্বারা ঝুঁকি-নির্ভর ক্যাপিটাল এডুকেশি নিশ্চিত করতে হবে।
- শেয়ার বাই-ব্যাংক পদ্ধতির প্রচলন করা।
- সেকেন্ডারি বন্ড মার্কেট প্রচলনের জন্য নীতি সংস্কার এবং বন্ড মার্কেট বেঞ্চমার্কিং ইন্ড কার্ড চালু করা যেতে পারে।

অবকাঠামো ও জ্বালানী

- টেকসই, যৌক্তিক প্রাথমিক জ্বালানী সোর্সিং মিশ্রণ এবং একটি মূল্য নির্ধারণ নীতিমালা থাকা উচিত।
- স্থানীয় উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং তাদের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত করা দরকার।
- সকল জ্বালানী ক্রয় চুক্তিসমূহের সংস্করণ প্রয়োজন। ‘নো প্রোডাকশন, নো পেমেন্ট’ এই কৌশল অবলম্বন, বিদেশী মুদ্রার উপর চাপ কমাতে ও চলতি হিসাবের অসামঞ্জস্যতা কমাতে স্থানীয় মুদ্রায় মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা রাখা।
- স্বল্প গ্যাসের মজুদ এবং অপ্রতুল উত্তোলন বিবেচনায় গ্যাস ভিত্তিক পিপিএ নবায়নের সুযোগ না রাখা।
- বৃহৎ প্রকল্পগুলোকে দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য উদ্ভাবনী ও মূল্য সশ্রয়ী প্রকল্প সম্পাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা দরকার।
- বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নে গভীর সমুদ্র বন্দর বাস্তবায়ন উপযোগী সমাধান হতে পারে।

দক্ষতা উন্নয়ন

- দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প-শিক্ষার সমন্বয়ে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং বাজার চাহিদার উপর ভিত্তি করে পাঠ্যসূচি সাজাতে হবে।
- বিদেশে দক্ষ মানবসম্পদ রপ্তানি করার নিমিত্তে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- পরিবর্তিত প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য আইএলও, ইউনিডো এবং ইউএনডিপি’র সহায়তায় প্রতিনিয়ত রি-স্কিলিং ও আপ-স্কিলিং প্রোগ্রাম হাতে নিতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে স্বল্প দক্ষ ও অর্ধদক্ষ কর্মীদের আরো বেশি প্রতিযোগী সক্ষম করে তোলার জন্য কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।
- ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে কি ধরণের হতে পারে তার উপর ভিত্তি করে নতুন দক্ষতা ম্যাপিং করা প্রয়োজন একই সাথে সরকার, শিক্ষাখাত এবং শিল্পখাতের সমন্বয়ে একটি রোডম্যাপ থাকা উচিত।

Capital Market Development

- Simplifying the IPO listing process, strengthening the role of merchant banks and asset management companies and address the post IPO regulatory hurdles.
- In the capital market, an online settlement system needs to be introduced with full automations of the share trading and transaction ecosystem.
- Allow listing Green-Field projects to raise funds from the capital market.
- Monitoring of brokerage houses and merchant banks needs to be strengthened and risk based capital adequacy by the brokerage houses and merchant banks need to be ensured.
- Introduce share buyback system.
- Policy reform for developing secondary bond market and introduce bond market benchmarking yield curve.

Infrastructure & Energy

- Stable, predictable primary energy fuel sourcing mix and pricing policy are needed.
- Local exploration and production companies need to be well-equipped and enlisted in capital market for raising fund.
- All Power Purchase Agreements (PPAs) need revision. No production, no payment strategy and local currency payment can be followed to reduce foreign currency pressure and current account imbalance.
- Gas based PPA may not be renewed considering slim gas reserve and exploration.
- Innovative and cost-effective project completion solutions need to be developed to complete the mega projects within planned time.
- Expediting Deep Sea Port project implementation can be sustainable solution for port infrastructure.

Skill Development

- Strengthen Industry-academia collaboration to orient emerging skills and redesign the education curricula based on market demand.
- Arrange internationally accredited skills development training to meet the skills requirements of overseas skilled employment.
- Continuous reskilling and up-skilling programmes to equip workforce due to technology shift with the support of ILO, UNIDO and UNDP.
- Vocational skills building training, education for the low and semi-skilled professionals need to be arranged to make them more competitive in the job market.
- Focused future job trend and conventional and new skill mapping and time bound execution roadmap is needed through shared cooperation of Government, academia and industry.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহায়তা

- আসিয়ান, বিগ-বি এবং ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড উদ্যোগের মত আঞ্চলিক সহযোগীতামূলক ফোরামের সাথে বহুমুখী অর্থনৈতিক প্রাপ্তির স্বার্থে অংশীদারিত্বের হাত বাড়ানো যেতে পারে।
- বানিজ্য প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে করে সহজে ব্যবসা সূচকে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতা সূচকে উন্নতি লাভ করা যায়।
- সকল খাতের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার যাতে করে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে লিড টাইম ও ব্যয় কমিয়ে আনা যায়।
- ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো এর দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার।
- কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিবেচনায় রপ্তানি নীতি, আমদানি নীতি এবং শিল্প নীতি সংশোধন করা প্রয়োজন।
- যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া এবং শ্রীলংকার মত সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে মুক্ত বানিজ্য চুক্তি বা অধাধিকারমূলক বানিজ্য চুক্তি করা প্রয়োজন।
- আসিয়ান অঞ্চলে বাংলাদেশের অবজার্টার মর্যাদা লাভ করতে অর্থনৈতিক কূটনীতি ও রাজনৈতিক কূটনীতি বাড়াতে হবে।
- এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি চালু করতে হবে। চীন সরকার তাদের রপ্তানিকারকদের এ ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকে।
- রপ্তানি বহুমুখীকরণের স্বার্থে সকল রপ্তানি খাতকে একইভাবে খেয়াল রাখতে হবে।
- এমএসএমই খাতের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড এবং নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে এবং রপ্তানিমুখী খাতের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রণোদনার হার নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ

- বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ মাসে একবার অথবা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বেসরকারি খাতের বিদ্যমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করতে পারে।
- শুল্ক ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কার এবং বিদেশী কোম্পানীগুলো যাতে তাদের মুনাফা নিজ নিজ দেশে নিয়ে যেতে পারে তার বিধান রাখা যেতে পারে এতে করে বিদেশী বিনিয়োগ আরো আকর্ষিত হবে।
- বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ট প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রায় তা পরিশোধ করার বিধান রাখা যেতে পারে।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, যে সকল সুপারিশমালা আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন শাখায় প্রেরণ করেছি তার অনেকগুলোই সরকার আমলে নিয়েছে এবং কোভিড ১৯ এর প্রভাব বিবেচনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা বাস্তবায়নও করেছে। নীতি নির্দেশনার যে জায়গাগুলোতে ডিসিসিআই সফল হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই'র সহায়তায় সরকার ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ, ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের বাস্তবায়ন, পণ্য কেনা-বেচা ব্যবসায় ঋণের সময়সীমা বৃদ্ধি, প্রণোদনার টাকা ঋণ পেতে আবেদনের ক্ষেত্রে দালিলিক প্রক্রিয়ার সহজীকরণ, বিসিক শিল্প এলাকায় সার্ভিস চার্জ বাতিল, রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ, ইডিএফ ফান্ডের সুদের হার হ্রাস, এলসি'র সময়সীমা বৃদ্ধি, কন্টেইনার সংরক্ষণ ফি মওকুফ, মেডিকেল পণ্য আমদানিতে শুল্ক ও কর অব্যাহতি, বানিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ঋণ শ্রেণীবিন্যাস স্থগিত, সিআরআর এর হার হ্রাসকরণ, এডিআর হার শীথিল করা, রেপো হার কমানো এবং নতুন প্রি-শিপমেন্ট ব্যবস্থা চালুকরণ।

International Trade Facilitation

- Need to accelerate regional cooperation with ASEAN, BIG-B, and One Belt One Road initiatives for multilateral regional economic interests.
- For trade competitiveness, time bound strategies for improvement in Ease of Doing Business Index and global competitive index.
- Develop Bonded Warehouse policy across all sectors to reduce lead time and cost.
- Faster implementation of National Single Window.
- Export policy, import policy and industrial policy needs to be revised following the COVID-19 impact and better coordination among the policies are required.
- Need to sign Free Trade Agreements (FTA)/ Preferential Trade Agreement (PTA) with potential countries- UK, Malaysia and Sri Lanka .
- Economic Diplomacy and Political Diplomacy are required to gain Observer status of ASEAN bloc.
- Export credit guarantee needs to be started. Chinese government gives an Export credit guarantee facility to its exporters.
- For export diversification, all major export sectors need to be treated equally.
- Export promotion and development fund and cash incentive must be in place as an incentive for MSME development in export value chain and the incentive rate must determine based on actual assessment of export oriented sectors.

Ease of Doing Business

- Private Sector representatives need to meet with the Honorable Prime Minister monthly or quarterly for speedy solution of the private sector related problems.
- Immediate reforms are needed in customs and repatriation of profits by the foreign companies for bringing more FDI.
- Dividend payable to foreign shareholders may be credited to their foreign currency accounts maintained in Bangladesh.

It is my pleasure to share with you that many of the policy recommendations and relief measures proposed by the DCCI to the Prime Minister's Office and different Government agencies were endorsed by the Government and, in turn, these were implemented by the concerned agencies of the government to reduce the COVID-19 induced impacts. Success of DCCI in implementing policy direction include Tk.20000 crore stimulus package for affected CMSMEs, introduction of credit guarantee scheme, increase credit limit for trading business, simplification of documentation and application process for stimulus loan, suspension of service charge in the BSCIC, stimulus package for export oriented sector, reduction of interest rate of EDF, extension of time period for L/C, waiver of container storage fees, waiver of import duty and taxes on medical items, moratorium on classification of loans till December 2020 by the commercial banks, reduction of CRR ratio, relaxation of ADR ratio, lowering the REPO rate, introduction of new pre-shipment and measures to expedite disbursement of loan to CMSMEs under stimulus package by the private and public banks.

দুই দফায় সময়সীমা বৃদ্ধি করার পরও ব্যাংকগুলো সিএমএসএমই খাতে ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ অর্ধেকও প্রদান করতে পারেনি। বেশিরভাগ কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যাংক হিসাব নেই এছাড়াও ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী তাদের পর্যাপ্ত হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাও নেই। অপরদিকে ফ্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকগুলো কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জামানতবাহিন ঋণ দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। তবে সরকার ডিসিসিআই'র মতামতকে আমলে নিয়ে প্রণোদনা প্যাকেজের আর্থিক সহায়তা এনজিওগুলোর মাধ্যমে ছাড়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। প্রণোদনার টাকা ছাড়করণে এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ সিএমএসএমইদের চলতি মূলধন প্রাপ্তিকে আরো বেগবান করবে।

এছাড়াও ডিসিসিআই'র সুপারিশকে আমলে নিয়ে সরকারি ত্রয়ের ২৫ শতাংশ যাতে এসএমই উদ্যোক্তাগণ সরবরাহ করতে পারে তা বিবেচনা করা হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে পত্র পেরণের মাধ্যমে সুপারিশ করেছে যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৮ সংশোধন করে এসএমই উদ্যোক্তাদের সরকারি ত্রয়ের ২৫ শতাংশ সরবরাহ করা সুযোগ দেয়ার জন্য। আর এ সুযোগ এসএমই খাতের জন্য প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকার বাজার সম্প্রসারিত করবে। এতে করে এসএমই ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসাকে আরো বৃদ্ধি করতে পারবে একই সাথে প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ সুযোগ অনেক কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এটা আশাব্যঞ্জক যে, ডিসিসিআই'র সুপারিশ অনুযায়ী সেকেন্ডারি বন্ড মার্কেট উন্নয়নের জন্য পুঁজিবাজারে তারল্য বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি এবং ডিএসই বিও হিসাবের মাধ্যমে সেকেন্ডারি মার্কেটে ট্রেজারি বন্ডের কেনা-বেচা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। সেকেন্ডারি মার্কেটে ট্রেজারি বন্ড এর কেনা-বেচা সঠিক মূল পেতে এবং ইন্ড কার্ভ উন্নয়নে সাহায্য করবে যা প্রকৃতপক্ষে একটি শক্তিশালী বন্ড মার্কেট উন্নয়নে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর চাপ কমাতে বেসরকারি খাতের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সুবিধা পেতেও সহায়তা করবে।

সম্মানিত সহকর্মী ও চেয়ারম্যানের সদস্যবৃন্দ

ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে ও বেসরকারি খাতের স্বার্থে একটি সুষ্ঠু নীতি পরিবেশ উন্নয়নে ডিসিসিআই বিভিন্ন বানিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্প বিষয়ক খসড়া জাতীয় নীতিমালার উপর মতামত প্রদান করেছে। এ বছর ডিসিসিআই খসড়া কৃষিখাদ্য প্রক্রিয়া শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২০ এর উপর এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে ও বিদেশী কোম্পানির বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকর্ষণের জন্য বিডাতে সুপারিশ পাঠানো হয়। এছাড়াও এনবিএফআই এর ক্ষেত্রে এক অংকের সুদহার নির্ধারণ, কোম্পানি আইনের সংস্কার, অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ও সর্বশেষ হালকা শিল্প খাতের উন্নয়নে প্রণীত খসড়া নীতিমালার উপর সুপারিশ পাঠানো হয়।

২০২০ সালে ডিসিসিআই জাতীয় যে সকল নীতিমালার উপর সুপারিশ প্রেরণ করেছে তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১. খসড়া কৃষিখাদ্য প্রক্রিয়া শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২০
২. কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর প্রস্তাবিত সংশোধনীর উপর সুপারিশ
৩. অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২০ এর উপর মতামত
৪. জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ এর উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত সুপারিশমালা
৫. এমএসএমই ব্যবসার উপর করোনা ভাইরাসের প্রভাবের উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সুপারিশ এবং করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।
৬. আমেরিকার বাজারে পোষাক খাতে জিএসপি সুবিধা এবং উল্লেখিত বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের প্রবেশাধিকার আদায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অনুরোধপত্র পাঠানো হয়।

Despite extending deadline twice to disburse Tk.20,000 crore stimulus package announced by the government for CMSMEs, banks have not been able to disburse half of the loan. Most of the cottage, micro and small (CMS) enterprises have not bank account and lack proper 'accounting record keeping' as per requirement of the banks. On the other hand, banks are reluctant to provide collateral-free loan to cottage, micro and small enterprises though credit guarantee scheme has been set-up. I am delighted to reiterate that government has accepted DCCI views to involve non-government organizations (NGOs) to disburse stimulus loan for CMSMEs. Involvement of NGOs will ease and expedite disbursement of stimulus loan and provide much-needed working capital support to CMSMEs located across the country.

In addition, Government is considering DCCI's proposition to set aside 25% quota for SMEs in public procurement. Ministry of Industries has already sent a letter to Planning Ministry to amend the Public Procurement Rules 2008 (PPR) to procure minimum 25% goods and services from SMEs. 25% quota in the government procurement will create a market about Tk.34,000 crore for SMEs. It will also facilitate SMEs to expand their businesses, improve competitiveness and help graduate their businesses to the next level. It is also encouraging that considering recommendation of DCCI initiatives have been taken for increasing liquidity in the capital market by developing secondary bond market. Bangladesh Bank, BSEC and DSE have taken concerted effort to launch the trade of treasure bonds in the secondary market through beneficiary owner account (BO). Trading of the treasure bonds in the secondary market will help create price discovery and develop yield curve which will ultimately help develop vibrant bond market in the country and encourage private sector organizations and corporates to raise long-term capital for their businesses by issuing bonds reducing pressure in the banks.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

In order to create enabling business environment, DCCI also forwarded policy inputs to different draft national policies for trade, investment, industry to ease the policy ecosystem and further development of private sector. During the year, DCCI provided research-based policy inputs on Draft Agro Food Processing Industry Promotion Policy 2020, BIDA for creating enabling investment environment to attract foreign companies to relocate in Bangladesh, single digit lending rate for NBFIs, inputs to the amendment of the Companies Act, the Automobile Industry Development policy and development of light engineering sector.

During the year 2020, DCCI Recommendations on different National Policies are noted below:

1. Draft Agro Food Processing Industry Promotion Policy 2020.
2. Proposed amendments to the Companies (Amendment) Act 1994.
3. Input to the Automobile Industry Development Policy 2020.
4. DCCI National Budget Proposal for FY2020-21 placed to National Board of Revenue (NBR) and Ministry of Finance.
5. Submission to the Hon'ble Prime Minister highlighting Impact of Coronavirus on MSME Business and required stimulus packages and incentives to fight against corona induced economic fallout.
6. Submission to the Prime Minister's Office to tap the opportunity GSP for apparel items and market access of Bangladeshi product to USA.

৭. কোভিডকালীন সময়ে পোর্ট ডেমারেজ চার্জ এবং পোর্ট ব্যবহার চার্জ প্রত্যাহারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আবেদন করা হয়।
৮. আমদানিকৃত পণ্য আসার সাথে সাথে ৫ দিনের ভিতর বিল অব এন্ট্রি জমা দেয়ার যে বিধান রয়েছে তা কিছুটা শীথিল করার জন্য এনবিআরকে অনুরোধ জানানো হয়।
৯. রপ্তানি বহুমুখীকরণে এবং মূল্যসংযোজিত পণ্যের বাজার বহুমুখীকরণে ন্যাশনাল এক্সপোর্ট স্টিয়ারিং কমিটির নিকট আবেদন পেশ করা হয়।
১০. বাংলাদেশ-ভারত যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠকের আলোচনায় দ্বি-পাক্ষিক বানিজ্য উন্নয়নে বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ পত্র পাঠানো হয়।

সম্মানিত সহকর্মী ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

যেহেতু বেসরকারি খাত নির্ভর শিল্প উন্নয়নের জন্য আর্থিক এবং মুদ্রানীতির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, তাই ২০২০-২১ সালের বাজেটটি ব্যবসায়ী সমাজের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে দেশে ব্যবসা বান্ধব ও বিনিয়োগ বান্ধব বাজেট, মুদ্রানীতি প্রণয়নে ও দ্রুত মহামারি থেকে উত্তোরণের নিমিত্তে ডিসিসিআই তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে এনবিআর ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে অংশীদারিত্ব আরো জোরদার করেছে। সিএমএসএমই খাতের সুরক্ষায় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ভ্যাট ও এসডি আইনে সিএমএসএমই বান্ধব ব্যবস্থা রাখা একই সাথে পণ্যের মূল্য সংযোজন অনুযায়ী ভ্যাট নির্ধারণ, টার্নওভার ট্যাক্সের থ্রেশহোল্ড সীমা বৃদ্ধি, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ভ্যাট প্রদান ব্যবস্থা রাখা, অনলাইনে ভ্যাট প্রদানের ব্যবস্থা, তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানির কর্পোরেট ট্যাক্সের হার হ্রাস, ডিভিডেন্ট এর উপর ট্যাক্স প্রত্যাহার, বিদ্যমান করদাতাদের উপর চাপ না বাড়িয়ে নতুন করদাতার সন্ধান, কর প্রদান প্রক্রিয়ার সহজীকরণ, আবাসন খাতের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি কমানো, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, আর্থিক খাতের উন্নয়ন, নতুন ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য ভ্যাট ও ট্যাক্স অব্যাহতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর সুপারিশ প্রদান করা হয়। ডিসিসিআই দেশের অর্থনীতির উপর যাতে করে কোভিড ১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব বেশি একটা পড়তে না পারে তার জন্য উন্নয়ন বাজেটের যৌক্তিক বরাদ্দ, সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের জন্য অধিক বরাদ্দ এবং স্বাস্থ্য খাতের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করে।

ডিসিসিআই'র নীতি সহায়তামূলক কর্মকাণ্ড বেশ ইতিবাচকভাবে কার্যকর হয়েছে এবং এনবিআর কর্পোরেট ট্যাক্স হ্রাস, সর্বনিম্ন কর প্রদানের হার বৃদ্ধি, ব্যক্তিখাতের আয়করের ক্ষেত্রে ন্যূনতম স্ল্যাব ৫ শতাংশ করা, আবাসন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত অর্থ সাদা করার সুযোগ, শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম কর ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ হ্রাস, এমএসএমই বান্ধব ভ্যাট ব্যবস্থার প্রচলন, আমদানি বিকল্প এসএমই সুরক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিলাসবহুল পণ্য আমদানিতে শুল্ক বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এনবিআর ব্যবসা কিংবা ব্যক্তি ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে। ডিসিসিআই'র সুপারিশকে গুরুত্ব দিয়ে এনবিআর ট্যাক্স রিটার্ন ফরমকে অনেকাংশে সহজতর করেছে। ছোট করপ্রদানকারীদের জন্য এনবিআর এক পাতার সহজ ট্যাক্স রিটার্ন ফরম চালু করেছে। এটা কর প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করবে একই সাথে সাধারণ জনগণকে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমি বিশ্বাস করি সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ উন্নয়নে এবং সরকারের রাজস্ব আদায়ে ভ্যাট ও এসডি আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থ আইন ২০২০ এবং ভ্যাট ও এসডি আইন ২০১২ সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ডিসিসিআই একটি কর্মশালার আয়োজন করে যেখানে প্রায় ১২০ প্রশিক্ষণার্থী বিশেষ করে ডিসিসিআই'র সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

7. Submission to the Prime Minister's Office to withdraw port demurrage charge and reduce port user charges during the pandemic period.
8. Submission to the NBR to relax the decision regarding obligations to present the Bill of entry to Customs within 5 days of goods' arrival.
9. Submission to National Export Steering Committee for export diversification encompassing product and market diversification and encourage value added products.
10. Submission to the Ministry of Foreign Affairs to discuss in the Bangladesh-India Joint Economic Commission (JEC) meeting to promote win-win bilateral trade and investment.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Both Fiscal and Monetary Policy have significance in determining the private sector-led industrial development of Bangladesh and hence National Budget for FY 2020-21 was very critical for the business community. I am delighted to mention that DCCI deepened its partnership and policy advocacy role with the National Board of Revenue (NBR) and Ministry of Finance by giving fact-based inputs to prepare a business and investment friendly National Budget and Monetary Policy, especially focusing on quick recovery of the businesses from the pandemic impacts. To safeguard the CMSME sector, DCCI was vocal to introduce CMSME friendly provisions in VAT & SD Act along-with other budget proposals such as imposing VAT based on the value addition of a product, enhancing the threshold level for turnover tax, quarterly VAT return, online VAT return system while putting emphasis on reducing corporate tax for both listed and non-listed companies, withdrawal of tax on dividend, increase the tax net without creating pressure on existing tax payers, simplification of tax return form, reducing registration fees for real estate sector, promote export diversification, financial sector development, waiver of vat and taxes of new small ventures along with other business and industry related recommendations to incorporate in the National Budget of FY 2020-21. DCCI also proposed rational allocation in development budget, higher allocation in social safety net and health sector to keep the pandemic effects at minimum in the economy with a view to ensuring quick COVID recovery.

I am pleased to refer that the policy advocacy roles of DCCI acted positively and NBR brought relief for both businesses and individuals through reducing corporate tax, increasing the minimum tax-free limit, reducing first slab of the income tax to 5%, allowing tax waiver to undisclosed money for investing in real estate sector, reducing AT for industrial raw material from 5% to 4%, MSME friendly Vat measures, providing protectionist measures for import-substituting SMEs and Increase duty for importing the luxury product and finished product on import stage. Following the recommendation of DCCI, NBR has also simplified the tax return form. NBR has introduced 'One Page Income Tax Return Form' for small tax payers. It will simplify tax payment as well as encourage people to submit tax returns.

I believe that the VAT &SD Act will play an important role in improving the doing business environment and increasing government revenue collection. However, to educate businesses and raise awareness across the business community about the Finance Act 2020 and VAT & SD Act 2012, DCCI organized a workshop where 120 participants from different businesses, especially DCCI members, participated.

আমরা যদি ২০২০-২১ সালের বাজেটকে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের ৩৮ শতাংশ আদায় হয় ভ্যাট থেকে, ৩১.৫ শতাংশ আদায় হয় কর থেকে, ১৭.৫ শতাংশ আসে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি থেকে আর ১৩ শতাংশ আসে আমদানি শুল্ক থেকে। ২০২০ সালে ডিসিসিআই এনবিআরকে করজাল বৃদ্ধি, বিদ্যমান করদাতাদের উপর করের বোঝা লাঘব করতে নিয়মিত নীতি সুপারিশ করে এসেছে। বেসরকারি খাতের স্বার্থ সুরক্ষায় ডিসিসিআই এনবিআরসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানি ও নন-পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার যৌক্তিকীকরণের সুপারিশ করে আসছে।

বাংলাদেশে কর্পোরেট করের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি যা দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে অনীহার অন্যতম কারণ। ভারতে কর্পোরেট করের হার ৩০ শতাংশ, ভিয়েতনামে ২০ শতাংশ, মালয়েশিয়াতে ২৪ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ২০ শতাংশ, মিয়ানমারে ২০ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়াতে ২৫ শতাংশ, কম্বোডিয়াতে ২০ শতাংশ এবং চীনে ২৫ শতাংশ। কর্পোরেট করের হার ধীরে ধীরে কমালে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ আরো বেশি আকর্ষিত হবে। কর্পোরেট করের হারকে যৌক্তিকীকরণের জন্য ২০২০ সালে ডিসিসিআই নীতি সুপারিশের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করেছে।

২০২০ সালে কর্পোরেট ট্যাক্সের হার যৌক্তিকীকরণের জন্যও ডিসিসিআই সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এর নীতি সুপারিশ অব্যাহত রেখেছে। প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে সংগতি রেখে কর্পোরেট ট্যাক্সের হার ধীরে ধীরে কমিয়ে আনলে বাংলাদেশের প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে একইসাথে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও সেবাখাতে স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে।

সম্মানিত সহকর্মী ও চেয়ারম্যানের সদস্যবৃন্দ

কোভিড-১৯ মহামারি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইনের উপরও এর প্রভাব পড়েছে। উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহের সাথে বানিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার এ মুহূর্তে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে এবং কর্মসংস্থান তৈরীতে সহায়তা করবে। ‘নিউ নরমাল’ পরিস্থিতিতে নতুন অর্থনৈতিক সহযোগীতা এবং একীভূত প্রয়াস অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে পুনরুদ্ধার করবে। ২০২০ সালে, উৎকৃষ্ট বিনিয়োগের স্থান হিসেবে বাংলাদেশকে প্রাতিষ্ঠিত করতে এবং মহামারির কারণে বানিজ্য ও বিনিয়োগ সুযোগ কাজে লাগাতে ডিসিসিআই বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক বানিজ্যিক ও অর্থনৈতিক হাবের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং যে কোন অর্থনৈতিক বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা, ৯টি সম্পূর্ণ কার্যকর রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, ১০০টি অর্থনৈতিক এলাকার পরিকল্পনা, হাইটেক পার্ক, বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস, ৩৩টি খাতে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান, প্রতিযোগী কর্মী বাহিনী, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ভাল মুনাফার হার, বৃহৎ অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প জ্বালানীর নিরাপত্তা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, স্থিতিশীল ও নমনীয় বাজার চাহিদা ভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার, ডিএফকিউএফ সুবিধা এবং প্রতিযোগী আর্থিক ও নন-ফিসকাল প্রণোদনা বাংলাদেশের জন্য ‘প্রবৃদ্ধি সহায়ক’ হিসেবে বিবেচিত, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রিয় স্থান হিসেবে এগুলোকে প্রাতিষ্ঠিত করতে হবে। সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ উন্নয়নে ও প্রত্যাশিত বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার অনেকগুলো নীতি সংস্কার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিধিতে কিছুটা সংস্কার আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যাতে করে প্রবাসীদের ইকুইটি বিনিয়োগ এবং ডিভিডেন্ট আয় বসবাসকৃত দেশে নিয়ে যেতে পারে। সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু ব্যবসা বান্ধব সংস্কার হাতে নেয়া হয়েছে।

নিউ নরমাল কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে বিশাল উৎপাদন ও সেবা খাতে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ একইসাথে রপ্তানি বাড়াতে ডিসিসিআই এর উদ্যোগসমূহকে এ বছর আরো গতিশীল করতে পেরেছে। এ বছর ডিসিসিআই যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান থেকে বিনিয়োগ আকর্ষণে ও নতুন রপ্তানি সুযোগ অনুসন্ধানে বেশ কিছু দ্বি-পাক্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এ ধরনের দ্বি-পাক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশকে একটি উৎকৃষ্ট বিনিয়োগের স্থান হিসেবে চিহ্নিত করতে এবং ভবিষ্যতে বানিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

If we recap the national budget FY2020-21, we found that 38% of NBR revenue comes from VAT, 31.5% comes from Tax, 17.5% comes from SD and the rest 13% comes from Import duty. During 2020-21, DCCI played strong advocacy role pursuing NBR to increase the tax net from direct tax and non-tax receipt net, reducing the tax burden from the existing taxpayers. Prioritizing the interest of private sector, DCCI placed recommendation in the different high-level policy making forums of the government including National Board of Revenue (NBR) for rationalization of corporate tax for publicly listed and non-listed companies in line with competing countries.

Corporate tax rate is the highest in Bangladesh compared with other competing countries, demotivating both foreign and domestic investment, as the highest corporate tax in India is 30%, 20% in Vietnam, 24% in Malaysia, 20% in Thailand, 20% in Myanmar, 25% in Indonesia 20% in Cambodia and 25% in China. Gradual decrease in corporate tax will increase domestic investment and foreign direct investment (FDI). In 2020, DCCI played an important role strengthening policy advocacy in the different high-level agencies for corporate tax rate rationalization. Gradual reeducation of the corporate tax in line with competing countries will help improve investment competitiveness of Bangladesh encouraging local and foreign investors to mobilize investment in diversified manufacturing and emerging service sector.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

The COVID-19 pandemic has brought unprecedented challenge to the global economy severely impacting global supply chain system. Trade and investment integration with developing and developed countries is crucial for economic recovery and creating employment. The new economic collaboration and collective efforts in the new normal situation can rebound this current economic stagnation. During 2020, DCCI also undertook many focused initiatives to brand Bangladesh as promising investment destination and secure new trade and investment opportunities unlocked due to the pandemic.

Close proximity to the global trade and financial hubs, strong economic fundamental and resilience tolerating economic shock, fully operational 9 Export Processing Zones (EPZ), plan for 100 Economic Zones, Hi-tech parks, online One Stop Service for investors, tax holiday facility up to 33 sectors, competitive labor force, political stability, outstanding return, huge infrastructure development, industrial energy security, technological advancement, stable and flexible market-based exchange rate policy, DFQF facility, and competitive fiscal and non-fiscal incentives have been considered as 'growth enablers' for Bangladesh, branding it as a favorite destination for foreign investment. Many focused reforms initiatives have been made by the government to improve the doing business environment and attract desired investment. Besides, Bangladesh Bank initiated some key reforms in foreign exchange regulations to ease the process for repatriation of sales proceeds of non-residents' equity investment and their dividend earnings. Relevant business-friendly reforms are being taken to improve doing business environment of Bangladesh.

To cope with the new normal post-pandemic state, DCCI strengthened its efforts to attract foreign direct investment in widespread manufacturing sector and service sector as well as boost export during the year 2020. During the year, DCCI also organized focused bilateral events to attract foreign direct investment from UK and Japan along with explore new export opportunities. This bilateral events helped promote Bangladesh as promising and resilient investment destination and ushered window of opportunities for future collaborations in trade and investment avenues.

বিনিয়োগ আকর্ষণে ও রপ্তানি সুযোগ কাজে লাগাতে ডিসিসিআই জানুয়ারি ২০২১ সালে ৩-দিন ব্যাপি “ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভ”এর আয়োজন করতে যাচ্ছে। ৩-দিন ব্যাপি এ আন্তর্জাতিক বিজনেস কনক্লেভে ডিসিসিআই ১৬টি দেশের যেমন চীন, ভিয়েতনাম, মিশর, পোল্যান্ড, ফিলিপিন, ইথিওপিয়া, তুরস্ক, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মরোক্কো, আলজেরিয়া, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, সাউথ আফ্রিকা এবং আয়োজক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি একটি নির্দিষ্ট একক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হবেন। ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভে দেশ বিদেশের প্রায় ৪০০টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ৭টি উচ্চ অধাধিকার খাতে ব্যবসা-বানিজ্য ও বিনিয়োগ অন্বেষণের সুযোগ পাবেন। এই বিজনেস কনক্লেভে ইতোমধ্যে প্রায় ৩০০টি দেশি বিদেশী কোম্পানি নিবন্ধন করেছে।

সম্মানিত সহকর্মী ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

বানিজ্য সহযোগীতা বৃদ্ধি করতে এবং নতুন বানিজ্যের দ্বার উন্মোচিত করতে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এ বছর বেশ কিছু কূটনৈতিক মিশন প্রধানগণের সাথে সাক্ষাৎ করে। দ্বি-পাক্ষিক বিনিয়োগ ও বানিজ্য বাড়াতে উভয় পক্ষই সভাগুলোতে জোরারোপ করে। উল্লেখযোগ্য কিছু সভার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

তুরস্ক দূতাবাসের সাথে বৈঠক

দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার ও বাংলাদেশে অবস্থিত তুরস্ক দূতাবাসের মধ্যকার সভা ২০ আগস্ট, ২০২০ তারিখে জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। তুরস্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মুস্তাফা ওসমান তুরান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আফগানিস্তান দূতাবাসের সাথে বৈঠক

দু-দেশের মধ্যকার বিদ্যমান বাণিজ্যকে আরো কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে এবং দূতাবাসের সাথে ডিসিসিআই’র একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে আফগানিস্তান দূতাবাসের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

মিশরীয় দূতাবাসের সাথে বৈঠক

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে ঢাকায় অবস্থিত মিশরীয় দূতাবাসের দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ১৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ডেপুটি হেড অব মিশন মিস মারিয়াম এম. রাগেই এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ভিয়েতনামের দূতাবাসের সাথে বৈঠক

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে ঢাকায় অবস্থিত ভিয়েতনাম দূতাবাসের দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ০৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ভিয়েতনাম দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েট চিয়েন বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এ বৈঠকেও ডিসিসিআই ভিয়েতনাম দূতাবাসের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়াও দু-দেশের ব্যবসায়ীদের আরো বেশি হারে তথ্য আদান প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

পাকিস্তান হাইকমিশনের সাথে বৈঠক

পাকিস্তানের মান্যবর হাইকমিশনার জনাব ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী ৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা ছাড়াও দু-দেশের বর্তমান বানিজ্য ঘটতিকে কমিয়ে আনতে ব্যবসায়ী মহলে আলোচনার আহ্বান জানানো হয়।

In order to attract the new investment and export opportunities, DCCI has undertaken a groundbreaking initiative to organize 3 day-long International Business Conclave titled '1st DCCI Business Conclave-2020' in January 2020. In this 3-day-long business conclave, as a legacy and commitment to trade and investment promotion, DCCI will unite the potential investors, business leaders from 16 countries- China, Vietnam, Egypt, Poland, Philippines, Ethiopia Turkey, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Morocco, Algeria, Libya, Nigeria, South Africa and host country Bangladesh in a single platform. DCCI Business Conclave offers unique opportunity to more than 400 companies from home and abroad to explore the rewarding investment and trade opportunities in 7 high priority industries in Bangladesh to leverage the new business model triggered by the pandemic. So far, 300 companies from home and abroad have registered and showed strong commitment to participate in the Conclave.

Distinguished Members

In order to increase the trade and investment cooperation, DCCI extended effort for exploring new avenues of mutual trade and investment cooperation and growth. In this regard, DCCI President Mr. Shams Mahmud, called on some core diplomatic missions' chiefs in Bangladesh. The meetings emphasized on extending the bilateral cooperation for boosting trade and investment. Some of the remarkable meetings are given below:

Meeting with Mission Chief of the Embassy of Turkey

The meeting between DCCI and Embassy Turkey at Dhaka was held on 20th August, 2020 in zoom platform with a view to strengthening bilateral trade and investment relationship. DCCI President Mr. Shams Mahmud met H.E. Mr. Mustafa Osman Turan, Ambassador of the Turkey to Bangladesh.

Meeting with Mission Chief of the of Embassy of Islamic Republic of Afghanistan

The meeting between DCCI and Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan at Dhaka was held on 24 September 2020 with a view to strengthening bilateral trade and investment relationship. DCCI side proposed a Memorandum of Understanding (MoU) to sign between DCCI and Embassy.

Meeting with the Mission Chief of the Embassy of Arab Republic of Egypt

The meeting between DCCI and Embassy of the Arab Republic of Egypt in Dhaka was held on 19 October 2020 at DCCI. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI, and H.E. Ms. Mariam M. Ragaei, Deputy Head of Mission, Embassy of the Arab Republic of Egypt in Dhaka joined the meeting.

Meeting with the Mission Chief of the Embassy of Socialist Republic of Viet Nam

The meeting between DCCI and the Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam was held on 03 November 2020 at DCCI. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI and H.E. Mr. Pham Viet Chien, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Bangladesh joined the meeting. DCCI recommended a Memorandum of Understanding (MoU) to be signed between DCCI and Embassy

Meeting with the Mission Chief of High Commission of Pakistan

The meeting between DCCI and the High Commission of Pakistan was held on 04 November 2020 at DCCI. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI and H.E. Mr. Imran Ahmed Siddiqui, High Commissioner, High Commission of Pakistan in Bangladesh joined the meeting. DCCI proposed a Memorandum of Understanding (MoU) to sign between DCCI and Pakistan High Commission.

সম্মানিত সহকর্মী ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

কোভিড ১৯ চলমান সময়ও আমরা আমাদের সদস্য-সেবা শক্তিশালী করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা বজায় রেখে আমাদের সদস্যদের সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে পেরেছি। কোভিড ১৯ সৃষ্ট মহামারি আমাদের ডিজিটাল সদস্যপদ সেবার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আর সেই তাড়না থেকেই আমরা ২০২০ সালে চেম্বার সচিবালয়কে একটি ডিজিটাল চেম্বারে রূপান্তর করতে পেরেছি। ডিসিসিআই দেশের সর্ববৃহৎ চেম্বার হিসেবে ডিজিটাল চেম্বার হিসেবে কার্যক্রম চালু করার অঙ্গীকার পূরণে সমর্থ হয়েছে। ডিসিসিআই সচিবালয়ে গতানুগতিক ফাইল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল অনুমোদন প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়েছে। আর এই ব্যবস্থা সাচিবিক কাজে আরো বেশি দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদাহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে সদস্য সেবা প্রদানে সচিবালয়ের ব্যয়হ্রাসে সাহায্য করেছে।

সদস্যপদ সেবাকে ডিজিটাইজ করার প্রয়াস হাতে নেয়া হয়েছে যাতে করে সদস্যপদ সনদ, সদস্যপদ নবায়ন এবং সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সিও) অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। উল্লেখিত উদ্যোগসমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, বিডা'র ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সাথে ডিসিসিআই এর সেবাসমূহের একীভূতকরণ ডিসিসিআই'র সদস্যগণের অন্যান্য সরকারি দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন কিংবা লাইসেন্স পেতে সময় এবং ব্যয় উভয়ই হ্রাস করবে। উপরন্তু, ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লুভের মাধ্যমে ডিসিসিআই'র সদস্যগণ ২১০টি বিটুবি ম্যাচ মেকিং এ অংশগ্রহণ করার মত একটি বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্ম পাবে যেখানে ১৬টি দেশের ব্যবসায়ীদের সাথে নতুন নতুন বানিজ্য অন্বেষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সম্মানিত সহকর্মী ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

আমি এ পর্যায়ে ডিসিসিআই'র কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের বিষয়ে আলোকপাত করবো।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এবং নলেজ সেন্টার (কেসি)

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) ১৯৯৯ সালে ডিসিসিআই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ডিবিআই'র প্রধান লক্ষ্য উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, বিভিন্ন কর্পোরেটে কর্মরত এক্সিকিউটিভ, চাকুরি প্রত্যাঙ্গীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে করে তারা আরো বেশি পেশাদারিত্বের সাথে, সফলতার সাথে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও আন্তর্জাতিক বাজারের অপরিণীম সুযোগ কাজে লাগিয়ে বানিজ্যিক পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

ডিবিআই এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ডিসিসিআই স্কিলস ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি এর সুপারিশ মোতাবেক এবং পরিশেষে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ডিবিআই এর ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে থাকে। তারপর এই প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারকে সম্পূর্ণ করে বিতরণ করা হয়। ডিবিআই সার্টিফিকেট, এডভান্স সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা কোর্স এবং আইটিসি, জেনেভার সাথে ডিসিসিআই'র চুক্তি অনুযায়ী মডিউলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএসএসসিসিএম) কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহসহ ব্যক্তিগত একক অংশগ্রহণকারীগণ এই কোর্সগুলোর প্রয়োজনীয়তাকে তারিফ করেছে। ব্যবসায়ী সমাজ, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়াও বেশ আশাব্যঞ্জক।

ডিবিআই ছয় মাস মেয়াদী (১) শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর এবং আয়কর ও ব্যবস্থাপনা (২) আন্তর্জাতিক বানিজ্য (আমদানি, রপ্তানি) ব্যবস্থাপনা, (৩) ব্যবসায় যোগাযোগ (৪) উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং এসএমই উন্নয়ন এবং (৫) এসএমই ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স এর উপর পোস্ট গ্র্যাডুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করে থাকে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ধী-শক্তি সম্পন্ন দক্ষ ব্যবস্থাপক উন্নয়নে বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

Distinguished Members

During the COVID-19 challenging time throughout the year 2020, we devoted our best endeavors to improve and strengthen our membership services. We continued our membership services following the health and safety protocol enforced by the Government. The COVID-19 has underlined the needs for digital membership services. As part of this, we have transformed DCCI as a digital chamber in 2020. DCCI is the pioneer chamber in the country to fulfill its commitment to be digital chamber. DCCI has introduced customized software for digital office approval process and document management system. Implementation of digital workflow and document management systems helped improve efficiency, transparency, accountability along with reducing cost in the functions of the secretaries resulted in faster and better membership services.

We have also undertaken initiative to digitize membership services including issuing online membership certificate, membership renewal, and certificate of origin (CoO). Digitalization of aforementioned membership services is under process. I have already mentioned that integration of DCCI with BIDA's one stop services (OSS) will immensely facilitate DCCI members to reduce their time and costs in getting different business and investment permits and licenses from other government agencies. Moreover, 210 one to one B2B matchmaking sessions and a multilateral platform for DCCI members to explore trade and investment opportunities in 16 countries under DCCI Business Conclave 2020 is remarkable. In addition to the aforementioned B2B matchmaking sessions, DCCI has taken initiative for matching the businesses of DCCI member companies with Poland, Turkey and Ethiopia. In order to explore new market opportunities.

Distinguished Members

I would like to share some of the institutional activities and achievements of the DCCI executed in 2020.

Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre (KC)

DCCI Business Institute (DBI) is one of the pioneer institutes of Bangladesh, established in 1999 by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI). The main objectives of DBI are to train and upgrade attitude, knowledge and skills of entrepreneurs, managers, executives, organizations and job seekers to develop their capacity and make them forward-looking to deal more successfully with the business world so as face the challenges of globalization and exploit emerging opportunities in a competitive global market.

DCCI Business Institute (DBI) conducted various training programme as per its Training Calendar 2020. The Training Calendar was prepared under the guidance of DCCI "Skills Development" Standing Committee and approved by the Board of Directors. Later, the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups. DBI has continued to organize Certificate, Advanced Certificate, Diploma courses and hold Examinations on "Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^P)", in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business organizations and individual participants. Responses from the business community and public sector organizations, as a whole, are satisfactory.

DBI has been offering 6 (six) months long Postgraduate Diploma Courses on (i) Customs, VAT and Income Tax Management, (ii) International Trade (Export & Import) Management, (iii) Business Communication, (iv) Entrepreneurship and SME Management, and (v) SME Banking & Finance. In addition it has also been implementing various short training courses and workshops to develop forward-looking entrepreneurs and business managers in private sector in Bangladesh.

২০২০ সালে ডিবিআই এর উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম

১. সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এর উপর সার্টিফিকেট, এডভান্স সার্টিফিকেট অ্যান্ড ডিপ্লোমা কোর্স আইটিসি, জেনেভার অধীন এমএলএস-এসসিএম (পি) প্রোগ্রাম

ডিসিসিআই ২০০৪ সালে আইটিসি-আফটাদ/ডব্লিউটিও, জেনেভার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ডিবিআই'র মাধ্যমে মডিউলার লাগিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এর উপর সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনাসহ পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে। ২০২০ সালে আইটিসি, জেনেভার সাথে চুক্তিটি আরও পাঁচ বছর অর্থাৎ আগামী ২০২৪ সাল পর্যন্ত নবায়ন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ডিসিসিআই বাংলাদেশে আইটিসি'র একমাত্র মনোনিত পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান। ২০২০ সালে ডিবিআই সফলতার সাথে এমএলএস-এসসিএম (পি) কোর্সটি পরিচালনা করতে পেরেছে। এই কোর্সটির মাধ্যমে পেশাদার ব্যবস্থাপকগণ প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে কার্যকরভাবে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করতে সক্ষম। এই কোর্সটির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কিভাবে ব্যয় বৃদ্ধি না করে গুণগতমান বজায় রেখে ও ক্রেতাকে তৃপ্ত রেখে প্রতিষ্ঠানের অভিস্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায় সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের তৈরী করে তোলা। প্রতিযোগী সক্ষম ক্রয় ব্যবস্থাপনাই হলো এমএলএস-এসসিএম (পি) এর মূল শ্লোগান যেখানে পি দ্বারা ক্রয়ের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। ২০২০ সাল থেকে এই কোর্সটির ৪টি মডিউল অনুস্মরণ করা হচ্ছে, যা কিনা ব্যবসার সাপ্লাই চেইন, কাঁচামাল ক্রয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্ক নিয়ে (১) কৌশল ও পরিকল্পনা, (২) সংগ্রহ (৩) অপারেশন (৪) লজিস্টিক এর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আইটিসি এসকল অসাধারণ, সহজে বোধগম্য মডিউলসমূহ প্রস্তুত করেছে যাতে করে প্রশিক্ষার্থীগণ সহজেই অনুধাবন করতে পারে। এই কোর্স থেকে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক বাজারে সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্তে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে একটি সুন্দর সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে পারবে।

২০২০ সালে ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মেয়াদে ২৫ জন প্রশিক্ষার্থী নিয়ে 'কৌশল ও পরিকল্পনা' এর উপর সার্টিফিকেট কোর্সের ২৭তম ব্যাচ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এ বছর এডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য ২১ জন এবং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ১৯ জন প্রশিক্ষার্থী ইতোমধ্যে নিবন্ধন করেছে। মহামারির কারণে শুক্রবার ও শনিবার সুবিধাজনক সময়ে ক্লাসগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে যাতে করে কর্মজীবীরা সপ্তাহান্তে তা করতে পারে। কোর্সগুলো প্রশিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও চাকুরির সুযোগ তৈরী করে দিতে সাহায্য করেছে। মার্চ এবং নভেম্বর মাসে এমএলএস-এসসিএম (পি) কোর্সের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মার্চ মাসে মোট ৭৯ জন প্রশিক্ষার্থী ১৪৪ টি মডিউলের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং নভেম্বর মাসে ১১৭টি মডিউলে ৫৪জন প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষাগুলো আইটিসি'র স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশনা মেনে নেয়া হয়।

এমএলএস-এসসিএম সার্টিফিকেট কোর্সটি অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যদিও বাংলাদেশ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অব পারচেজিং অ্যান্ড সাপ্লাই এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লাই চেইন এডুকেশন কোর্স এ বিষয়ে ডিপ্লোমা পরিচালনা করে আসছে। আইটিসি'র এমএলএস-এসসিএম কোর্সটি একটি অনন্য, প্রমিত এবং শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা যা ব্যয়হ্রাস, লিড টাইম কমাতে সর্বোপরি আন্তর্জাতিক বাজারে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজে আসবে। এই কোর্সটি পরিচালনা করার জন্য ডিসিসিআই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে এবং ৯টি টিওটি কর্মশালার মাধ্যমে ২৫ জনের একটি অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের পুল তৈরী করা হয়েছে। এই কর্মশালাগুলো আয়োজনের ক্ষেত্রে আইটিসি, জেনেভা থেকে মূল প্রশিক্ষক সংশ্লিষ্ট ট্রেইনিং মডিউল নিয়ে আসেন তারপর টিওটি কর্মশালায় স্থানীয় প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষক প্রদান করেন। তাঁরা শুধুমাত্র বিষয়সত্তর উপরই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন তাই নয় বরং কিভাবে কোর্স ডিজাইন করতে হয় এবং তা ডেলিভার করতে হয় সে বিষয়েও দক্ষ। ডিবিআই'র একজন প্রশিক্ষক ২০১৮ সালে আইটিসি জেনেভা কর্তৃক বেস্ট ট্রেইনার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

The main activities of DBI in the year 2020 are narrated below:

1. Conducting Certificate, Advance Certificate & Diploma Courses on Supply Chain Management under MLS-SCM^(P) Programme of ITC, Geneva

DCCI entered into an Agreement with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 2004, to conduct Certificate and Diploma Courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^(P)) and to hold examinations of the same in DCCI Business Institute (DBI). The Agreement was renewed a number of times and in 2020 it was again renewed for another period of five (5) years upto 2024. According to the Agreement, DCCI is the only Authorized Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. In 2020, DBI has successfully conducted the MLS-SCM^(P) courses and examinations. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalized market in home and abroad, by effectively managing the supply chain. The main objective of the course is to train up participants how to obtain quality inputs at a competitive price and keep the customers satisfied to reach its organizational goal. Slogan of the MLS-SCM^(P) course is “Purchasing into Competitiveness” where “P” of MLS-SCM^(P) denotes power of Purchasing. From 2020 the MLS-SCM^(P) course has the following four (04) modules, which cover all aspects of the supply chain of a business, from purchasing of raw materials and other inputs up to Customer Relationship Management: 1. Strategy & Planning; 2. Sourcing; 3. Operations; & 4. Logistics;

ITC has developed these excellent and easily intelligible modules of MLS-SCM^(P) for quick and effective learning of the participants. Then they can help concerned companies to achieve excellence in the supply chain management to make them competitive in international market.

During 2020, 27th batch (February-April, 2020) of Certificate Course (Strategy & Planning) were successfully started with twenty five (25) participants. In addition, 21 participants have registered for Advanced Certificate and 19 participants for Diploma courses respectively in 2020. Due to pandemic situation classes are held on Fridays & Saturdays at convenient time of particular batch so as to enable person on-the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them to increase their knowledge, efficiency and job opportunities. Examinations on MLS-SCM^(P) Courses were also held in March and November 2020 successfully. Total 79 examinees were participated in 144 modules in March 2020 and 54 examinees were participated in 117 modules in November 2020. The examinations were held as per the standard guidelines of ITC.

The turn up of participants in the MLS-SCM^(P) certificate course in 2020 exhibits the popularity of MLS-SCM courses of DBI, despite the fact that many other competitors like BRAC University, UK-based Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) and USA-based International Supply Chain Education Alliance (ISCEA) have entered into Bangladesh market with Diploma in Supply Chain Management Course. MLS-SCM course of ITC is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead-time and become competitive in the Global Market. DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of twenty five (25) experienced trainers through holding nine (9) ToT Workshops for conducting Certificate & Diploma Courses on MLS-SCM^(P). For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva with necessary training modules and imparted rigorous training to the trainers in ToT workshop. They were trained not only about the content of the courses but also how to design a course and deliver them effectively. One of DBI trainers won “Best Trainer of the Year 2018 Award” from ITC, Geneva.

১.১ ডিবিআই এর এমএলএস-এসসিএম এর সমৃদ্ধ কৃতিত্ব

২০০৪ সাল থেকে তিন বছরের প্রস্তুতি নেয়ার পর, ডিবিআই এমএলএস-এসসিএম (পি) কোর্সটি ২০০৭ সাল থেকে অফার করা শুরু করে। ২০২০ সালের জুলাই পর্যন্ত ১০৪৮ জন অংশগ্রহণকারী সার্টিফিকেট, ৫৩৮ জন এডভান্সড সার্টিফিকেট এবং ৩৭৮ জন ডিপ্লোমা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্য থেকে ৩০৩ জন ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট পেয়েছেন, ১৩৭ জন আন্তর্জাতিক এডভান্সড সার্টিফিকেট এবং ১১৪ জন আন্তর্জাতিক ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন। ডিবিআই থেকে এই কোর্সে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটধারীগণ সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল। তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, এনজিও এমনকি বহুজাতিক কোম্পানিতে সাপ্লাই চেইন বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নেভী, বিমান বাহিনী, কোস্ট গার্ড, পুলিশ এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে মনোনীত কর্মকর্তাবৃন্দ এই কোর্সটি করার জন্য প্রতি বছর ডিবিআইতে আসেন।

১.২ ডিসিসিআই বেস্ট ট্রেইনিং সাপোর্ট ইনস্টিটিউশন এওয়ার্ড ২০১৮ এ ভূষিত হয়

ডিসিসিআই ২০১৮ সালে আইটিসি, জেনেভা কর্তৃক বেস্ট ট্রেইনিং সাপোর্ট ইনস্টিটিউশন এওয়ার্ড এ ভূষিত হয়। ২০১৮ সালের ২ নভেম্বর চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত গ্লোবাল নেটওয়ার্ক রাউন্ড টেবিল এ এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ৬৯ টি অংশীদার দেশের মধ্যে ডিসিসিআই আইটিসি/আফ্রিড/ডব্লিউটিও, জেনেভার বেস্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার ইনস্টিটিউশন এওয়ার্ড এও ভূষিত হয়। ২০১১ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আইটিসি'র এমএলএস-এসসিএম (পি) গ্লোবাল নেটওয়ার্ক রাউন্ড টেবিলে।

২. পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স

ডিবিআই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (আমদানি, রপ্তানি) ব্যবস্থাপনার উপর এবং কাস্টমস, ভ্যাট, ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট এর উপর আলাদা দুটি ছয়মাস মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট) এর প্রথম ব্যাচ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০) ১৬ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাচ (জানুয়ারি-জুন ২০২০) ১৭ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে শুরু হয়েছে। মহামারির কারণে দ্বিতীয় ব্যাচের ক্লাস আপাতত স্থগিত রয়েছে তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথে পুনরায় ক্লাস আবার শুরু করা হবে। পাশাপাশি কাস্টমস, ভ্যাট, ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট এর ১ম ব্যাচ (অক্টোবর ২০১৯-মার্চ ২০২০) ১৭জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে শুরু হয়েছিল। এ ব্যাচের বেশিরভাগ ক্লাসই শেষ হয়েছে শুধুমাত্র একটি দিন-ব্যপি ক্লাস ছাড়া। ঐ ক্লাসটি নেয়ার পরই চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয়া হবে।

এগুলো ছাড়াও ডিবিআই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট) ম্যানেজমেন্ট এবং কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট এর উপর পিজিডি কোর্স অক্টোবর ২০২০ থেকে যথাক্রম ১৮ জন এবং ৩০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে অনলাইনে শুরু করেছে। নিয়মিতভাবে জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ক্লাসগুলো নেয়া হচ্ছে। ২০২০ সালে ডিবিআই ৬মাস মেয়াদী 'বিজনেস কমিউনিকেশন', 'এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড এসএমই ম্যানেজমেন্ট' এবং 'এসএমই ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স' নামে ৩টি নতুন পিজিডি কোর্স চালু করে যেগুলোর ভর্তি প্রক্রিয়া এখনও চালু রয়েছে।

৩. স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স এবং কর্মশালা

ডিসিসিআই ও আইটিসি-আফ্রিড/ডব্লিউ, জেনেভার যৌথ প্রকল্পে ১৯৯১ সাল থেকে ডিসিসিআই এর সদস্যদের বিজনেস এক্সিকিউটিভ তৈরী করতে এবং উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে বেশ কিছু স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। আইটিসির সাথে এক বছরের প্রকল্প শেষ হওয়ার পর, ডিসিসিআই জেডডিএইচ, জিটিজেড, জার্মানীর মত উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে যৌথভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রোগ্রাম চালু করে। এরই মধ্যে ডিসিসিআই ১৯৯৯ সালে ডিসিসিআই তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করে। তখন থেকেই ডিবিআই স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ডিবিআই অবশ্য ২০১৫ সাল থেকে দিনব্যপি কোর্স ও কর্মশালাও পরিচালনা করে আসছে।

1.1 Glorious Achievements of DBI in MLS-SCM^(P)

After taking necessary preparatory steps for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) started offering MLS-SCM^(P) courses from 2007 regularly. Up to July 2020, 1048 participants participated in Certificate, 538 in Advanced Certificate and 378 in Diploma courses of DBI. Out of them 303 have already received International Certificates, 137 received International Advanced Certificates and 114 received International Diplomas on MLS-SCM^(P). Diploma holders of DBI are the champions of certified Supply Chain Management professionals in Bangladesh. Many of them are working as Heads of Procurement and Supply Chain Departments of many government organizations, NGOs and private companies including multinational companies. Bangladesh Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Police and many other Government organizations are sending participants for the course every year.

1.2 DCCI Won “Best Training Support Institution Award 2018” and “MLS-SCM^(P) Best Network Partner Institution Award-2010” of ITC-UNCTAD/WTO, Geneva

It is worth mentioning that DCCI won “Best Training Support Institution Award 2018” of ITC’s SCM Global Network Roundtable 2018, held at Beijing, China from 31st October to 2nd November 2018. DCCI received “MLS-SCM^(P) Best Network Partner Institution Award” of International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva, among its partner Institutions in 69 countries. The award was given at ITC’s “MLS-SCM^(P) Global Network Roundtable”, held at Kuala Lumpur, Malaysia in 2011.

2. Postgraduate Diploma Courses

DBI has been offering 6 (six) month long Postgraduate Diploma (PGD) Courses namely “International Trade (Import & Export) Management” and “Custom, VAT and Income Tax Management”. First batch (July-December 2019 session) of PGD in International Trade (Export & Import) Management has successfully completed with 16 participants. Second batch (January-June 2020 session) of the said PGD had started with 17 participants. Due to pandemic, classes of 2nd batch has been postponed and it will be started when situation will be normal. In addition, 1st Batch (October 2019-March 2020) of the PGD in Custom, VAT and Income Tax Management started with 17 participants. Most of the classes of this course were completed except one daylong class. Final examination of the said courses will be conducted after this class.

Besides these, DBI has successfully started Online PGD in ‘International Trade (Import & Export) Management’ and ‘Customs, VAT and Income Tax Management’ from October, 2020 with 18 and 30 participants respectively. Classes of these courses are going through Zoom online platform.

In 2020, DBI opened up 3 new PGD Courses (6 months long) namely ‘Business Communication’, ‘Entrepreneurship and SME Management’ and ‘SME Banking & Finance’. Admission of these courses is going on.

3. Short Training Courses and Workshops:

DCCI started conducting short training courses to provide training services to its members for development of business executives and entrepreneurs under a joint project with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva In 1991. After end of the one year project with ITC, DCCI continued the program of human resource development jointly with other development partners like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile DCCI upgraded its training center into DCCI Business Institute (DBI) in 1999. Since then, DBI has been conducting short-term training courses. It has also started daylong courses and workshops from 2015.

৩.১ স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ:

অক্টোবর ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ডিবিআই মোট ২১ টি স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (অফলাইন ও অনলাইন) পরিচালনা করেছে। এই কোর্সগুলোতে মোট ২৯৭ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। এই কোর্সগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ ১. ইনভেন্টরি অ্যান্ড স্টোর ম্যানেজমেন্ট; ২. বাংলাদেশ লেবার এক্ট এমেন্ডেড আপটু ২০১৮ অ্যান্ড বাংলাদেশ লেবার রুলস; ৩. ইফেকটিভ অ্যান্ড প্রফেশনাল মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট; ৪. সেইফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি মেজারস এট ওয়ার্কপ্লেস; ৫. প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট; ৬. টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট; ৭. গাইড টু এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট অ্যান্ড ইন্ভেন্টিং বিজনেস; ৮. হাও টু এস্টাবলিশ এ নিউ বিজনেস; ৯. ডেভেলপমেন্ট অব ম্যানেজারিয়াল লিডারশিপ স্কিলস; ১০. আন্ডারস্ট্যান্ডিং এলসি প্রসিজিওরস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট অপারেশন; ১১. ইনভেন্টরি কন্ট্রোল অ্যান্ড ইফেকটিভ স্টোর ম্যানেজমেন্ট; ১২. লিন ম্যানেজমেন্ট; কি টু হায়ার প্রডাক্টিভিটি, প্রফিট্যাবিলিটি অ্যান্ড কাস্টমার স্যাটিসফেকশন; ১৩. হাও টু কোপ উইথ দি স্ট্রেস ইন দি ওয়ার্কপ্লেস অ্যান্ড পার্সোনাল লাইফ; ১৪. ইন্টেলিজেন্ট ম্যানেজমেন্ট অব ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টু প্রোটেক্ট বিজনেস কনটিনিউটি; ১৫. প্রকিউরমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস ফর কমপিটিটিভনেস অ্যান্ড কস্ট সেভিংস; ১৬. টিপস অ্যান্ড টেকনিকস অফ অনলাইন মার্কেটিং অ্যান্ড সেলিং প্রসেস; ১৭. ইফেকটিভ কমিউনিকেশনস অ্যান্ড ইন্ট্রাপার্সোনাল স্কিল এট ওয়ার্কপ্লেস; ১৮. এফিশিয়েন্সি অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট; ১৯. অপটিমাইজেশন অব লজিস্টিকস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন: অপারেশনাল টুলস অ্যান্ড প্র্যাকটিকাল মেথডলজি; ২০. ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যানেজারিয়াল লিডারশীপ স্কিলস এবং ২১. ডিজিটাল মার্কেটিং ইন দি এইজ অফ মডার্ন বিজনেস।

৩.২ কর্মশালা:

অক্টোবর ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ডিবিআই ২৫টি কর্মশালা (অফলাইন, অনলাইন) আয়োজন করে যাতে ৪৪৪জন অংশগ্রহণকারী যোগদান করেন। এগুলোর বিষয়বস্তুগুলো ছিল: ১. ম্যানেজিং লজিস্টিকস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ২. ম্যানেজিং ব্যাংকস, সিএন্ডএফ, কাস্টমস, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং অ্যান্ড শিপিং এজেন্টস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট ৩. ইনকাম ট্যাক্স প্ল্যানিং টু মিনিমাইজ ট্যাক্স বার্ডেন লিগালি ৪. ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ৫. ইফেকটিভ বিজনেস নেগোসিয়েশন ৬. শিপিং প্রসিজিওরস ফর এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট অ্যান্ড কাস্টমস ফরমালিটিস ৭. ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ৮. এসেনশিয়াল স্কিলস ফর অফিস সেক্রেটারি অ্যান্ড পার্সোনাল সেক্রেটারি ৯. ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, এলসি, শিপিং ডকুমেন্টস অ্যান্ড কাস্টম ক্লিয়ারেন্স ১০. পাওয়ার এক্সেল ২০১৬: বিগিনার্স টু এডভান্স ১১. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড ই-জিপি টেন্ডার প্রসিজিওর ১২. ইফেকটিভ কমিউনিকেশন অ্যান্ড পেজেন্টেশন স্কিলস ১৩. ডিজিটাল মার্কেটিং ইন দি এজ অফ মডার্ন বিজনেস ১৪. হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ট্রান্সফরমেশনাল স্কিলস ১৫. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড ই-জিপি টেন্ডার প্রসিজিওর ১৬. স্টার্ট ইউর ওন এক্সপোর্ট বিজনেস: এ টু জেড এক্সপোর্ট গাইডলাইনস ১৭. মাইক্রোসফট এক্সেল ড্যাশবোর্ড অ্যান্ড রিপোর্টিং টেকনিকস ১৮. স্ট্র্যাটেজিস অ্যান্ড ট্যাকটিকস অব স্মার্ট বিজনেস নেগোসিয়েশন ১৯. প্র্যাকটিকাল এপ্লিকেশনস অব বাংলাদেশ লেবার ল'স ২০. ম্যানেজিং ব্যাংকস, সিএন্ডএফ, কাস্টমস, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং অ্যান্ড শিপিং এজেন্টস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট ২১. ফিন্যান্স ম্যানেজারস রেজিলিয়েন্সি টু ফেইস পোস্ট কোভিড চ্যালেঞ্জ ২২. হাও টু কনভার্ট অর্গানাইজেশনাল সাপ্লাই চেইন ওয়ার্কিং প্রসেস ফ্রম ম্যানুয়াল টু ডিজিটাল ওয়ে ২৩. স্ট্র্যাটেজি ফর সোর্সিং ইন প্রকিউরমেন্ট প্রসেস ২৪. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড ই-জিপি টেন্ডার প্রসিজিওর ২৫. মাইক্রোসফট এক্সেল: বিগিনার্স টু এডভান্স।

অংশগ্রহণকারীগণ কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণ করে তাঁদের সম্ভ্রুতি প্রকাশ করেন এবং তাঁদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা, বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দক্ষতা এবং আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তাঁরা এ ধরনের কোর্সগুলো আরো আয়োজনের সুপারিশ করেন।

3.1 Short Training Courses:

DBI organized 21 short training courses (offline & online) from October 2019 to September 2020. Total participants in these courses were 297 (two hundred ninety seven). Topics of the courses were as follows: 1. Inventory & Store Management; 2. Bangladesh Labour Act as amended upto 2018 and Bangladesh Labour Rules, 2015; 3. Effective and Professional Marketing Management; 4. Safety and Security Measures at Workplace; 5. Procurement Management; 6. Total Quality Management; 7. Guide to Export, Import & Indenting Business; 8. How to Establish a New Business; 9. Development of Managerial Leadership Skills; 10. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation; 11. Inventory Control and Effective Store Management; 12. Lean Management: Key to Higher Productivity, Profitability & Customer Satisfaction; 13. How to Cope with the Stress in the Workplace and Personal Life; 14. Intelligent Management of Working Capital to Protect Business Continuity; 15. Procurement Strategies for Competitiveness and Cost Savings; 16. Tips and Techniques of Online Marketing and Selling Process; 17. Effective Communication and Interpersonal Skills at Workplace; 18. Efficiency & Productivity Improvement; 19. Optimization of Logistics and Transportation: Operational Tools and Practical Methodology; 20. Development of Managerial Leadership Skills; 21. Digital Marketing in the Age of Modern Business.

3.2 Workshops:

DBI also organized 25 workshops (offline & online) with 444 participants from October 2019 to September 2020. Topics of the workshops were as follows: 1. Managing Logistics and Transportation; 2. Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import; 3. Income Tax Planning to Minimize Tax Burden Legally; 4. Material and Inventory Management; 5. Effective Business Negotiation; 6. Shipping Procedures for Export, Import & Customs Formalities; 7. VAT & Income Tax Management; 8. Essential Skills for Officer Secretary and Personal Secretary; 9. International Trade, LC, Shipping Documents and Custom Clearance; 10. Power Excel 2016: Beginners to Advance; 11. Public Procurement and e-GP Tender Procedure; 12. Effective Communication and Presentation Skills; 13. Digital Marketing in the Age of Modern Business; 14. Human Resources Management Transformational Skills; 15. Public Procurement and e-GP Tender Procedure; 16. Start Your Own Export Business: A to Z Export Guideline; 17. Microsoft Excel Dashboard and Reporting Techniques; 18. Strategies and Tactics of Smart Business Negotiation; 19. Practical Applications of Bangladesh Labour Laws; 20. Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import; 21. Finance Manager's Resiliency to Face Post COVID Challenges; 22. How to Convert Organizational(s) Supply Chain Working Process from Manual to Digital Way; 23. Strategy for Sourcing in Procurement Process; 24. Public Procurement and e-GP Tender Procedure; 25. Microsoft Excel: Beginners to Advance.

The participants of the above courses expressed great satisfaction on the outcome of the courses which enhanced their forward looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally. They also requested to continue these courses in future.

৪. কর্পোরেট ট্রেইনিং প্রোগ্রাম

ডিবিআই ২টি কর্পোরেট ট্রেইনিং কোর্স এর আয়োজন করেছে- একটি ঢাকা বিজনেস ক্লাবের জন্য যার শিরোনাম ছিল হাও টু এস্টাবলিশ এ নিউ বিজনেস এবং আরেকটি ম্যাক্স গ্রুপের জন্য যার শিরোনাম ছিল ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে।

৫. কর্পোরেট কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ডিবিআইকে প্রোমোট করা

ডিবিআই'র পক্ষ থেকে ডিসিসিআই সদস্য কিংবা সদস্য বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়ে থাকে যাতে করে সেইসব প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মকর্তাদের মনোনয়ন দেয়া হয়। এতে করে ইমেইল ডাটা ব্যাংক তৈরী, কর্পোরেট ট্রেইনিং সংখ্যা এবং নতুন রিসোর্স পার্সনদের একটি পুল তৈরীতে সহায়তা হয়ে থাকে।

৬. ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার

ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কম্পিউটার ল্যাব সহ শ্রেণীকক্ষ সন্নিবেশিত করে নলেজ সেন্টারকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে যেখানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলো হয়ে থাকে। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্স এবং আইটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ল্যাবটিকে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ডিবিআই কলেজের কার্যক্রম

বিশ্বায়নের এ যুগে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জকে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং মেধা ও সৃজনশীল বিজনেস গ্র্যাজুয়েট তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছেন। এই প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় ডিসিসিআই'র নিজস্ব ভবনে ডিবিআই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীন ৪-বছর মেয়াদী বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ৫টা ব্যাচ এর কার্যক্রম চলছে এবং ১০ম ব্যাচের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

গভর্নিং বডি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটি এবং ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ সরাসরি কলেজটি পরিচালনায় দেখভাল করে থাকে। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং পরিচালনা পর্ষদ প্রায়সই আর্থিক সহায়তা করে থাকে পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল ছাত্র ছাত্রীদের তাদের মেধা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিশেষ বৃত্তিও প্রদান করা হয়। ২১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে ডিবিআই কলেজের ২০১৯-২০২০ সেশনের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশেষ স্কলারশীপের চেক হস্তান্তর করা হয়। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের ২০জন ছাত্র ছাত্রীদের এই স্কলারশীপের জন্য মনোনীত করা হয়। ডিসিসিআই'র সহায়তায় জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪ জন শিক্ষার্থী সিজিডএম বৃত্তি পেয়েছে এবং আরো ৫ জন শিক্ষার্থী এ বৃত্তির জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন।

৫জন নিয়মিত ফ্যাকাল্টি সদস্য ডিবিআই কলেজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং তারা গবেষণা, শিক্ষা এবং বৃত্তি বিষয়ে কাজ করে থাকে। কলেজ কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকি ও দেখভাল করার কারণে শিক্ষার্থীরা পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে ভাল করছে যা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। ১ম ব্যাচ থেকে ৪র্থ ব্যাচ পর্যন্ত প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৩.৫ কিংবা এর অধিক গ্রেড পয়েন্ট পেয়েছে। ২য় ব্যাচের মোঃ মামুনুর রশিদ ৪ গ্রেড পয়েন্টের মধ্যে ৩.৯৫ সিজিপিএ পেয়েছে যেটি ছিল সারা বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ। ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম এবং ৯ম ব্যাচের শিক্ষার্থীরাও বেশ ভাল করছে।

ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীরা দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশীপ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। ৫জন শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্টার্ন করার সুযোগ পেয়েছে। পাশাপাশি ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীরা ডিসিসিআই'র সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইন্টার্নশীপ করার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার ও সুযোগ পেয়ে থাকে। ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীরা মার্কেটাইল ব্যাংক, দি সিটি ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক এবং বেশ কিছু আইটি ফার্মেও ইন্টার্ন করা সুযোগ পেয়েছে।

4. Corporate Training Programme

DBI organized 2 corporate training courses. One for Dhaka Business Club, titled on 'How to Establish a New Business' and another for Max Group, titled on Material and Inventory Management.

5. Promoting DBI through Corporate Communication

DBI team is communicating DCCI member and non-member organizations in regular basis to increase number of participants in training programmes. It helps to increase its e-mail data bank, number of corporate training and new pool of resource persons.

6. DCCI Knowledge Centre (KC):

As per decision of DCCI Management, Knowledge Centre has been renovated with a Computer Lab and Class Room as the training programmes have been expanded and this class room infrastructure facility is required for conducting training programmes successfully. Computer Lab will be used as an Examination Center of Supply Chain Management Course and IT related training programmes. Currently, it is also used as a Computer Lab of DBI (College).

Activities of DBI College

In the age of globalization, business leaders recognized the challenges of global market economy and realized the emergent needs of making business graduates competent with diverse knowledge, talent and creativity. Considering this need, the business leaders from Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) have introduced a college namely, DCCI Business Institute (College) in its office premises, where 4-year Professional BBA program (8 semesters) is being taught under the curriculum of National University. At present, 5 batches are running at a time and DBI College is preparing to start 10th Batch.

DCCI concerns especially Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors are delicately nurturing and managing the college. DCCI Foundation & Board of Directors often take generous initiatives to disburse financial aids and scholarships among students, who are financially unprivileged students, depending on their merits and needs. In 2020, DCCI handed over cheque as scholarship to the prospective students of DCCI Business Institute (DBI) College from the DCCI Scholarship Fund on October 21, 2020, for the session 2019-2020. 20 students have been nominated for DCCI Foundation Scholarship. With the assistance of DCCI, 4 students got the CZM scholarship for the session July'19 to June'20 and another 5 students have applied for the scholarship, which is in progress.

5 full-time faculty members are working in DBI (College) campus for supporting DBI's mission- research, teaching and scholarship. With adequate supervision and monitoring of the college authority, the students of the college are doing outstanding performances in the public exams, which seem very satisfactory. From 1st batch to 4th batch, around 50% student obtained CGPA 3.5 and above. Md. Mamunor Rashid, student of 2nd batch has scored 3.95 out of 4.00 in 8th semester, which was the highest in whole Bangladesh. Students from 5th, 6th, 7th, 8th and 9th batch are also performing outstandingly. The students of the college also got opportunities to do their internship programs in renowned organizations throughout the country. 5 students have already worked as interns in Bangladesh Bank from DBI College. In addition, students from DBI College also get special privileges from DCCI to do internships in the members' organizations of DCCI. Besides, other students also got the opportunity to work as Interns at various renowned organizations, such as- Mercantile Bank Ltd., City Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd. and IT firms etc.

বহুমুখী ক্লাস কমিটি যেমন মনিটরিং কমিটি, পরীক্ষা কমিটি, কাউন্সিলিং কমিটি, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন কমিটি সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্লাব যেমন বিতর্ক ক্লাব, অবৃত্তি ক্লাব, সাংস্কৃতিক ক্লাব, ক্যারিয়ার ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত এতে করে তারা তাদের প্রতিভাকে বিকশিত করার সুযোগ পায়। ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে শুরু হওয়া ৯ম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এ বছর আয়োজন করা হয়। ডিবিআই কলেজ বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আয়োজন করে। শিক্ষার্থীরা ৬ মার্চ ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত বাৎসরিক বনভোজনে অংশগ্রহণ করে।

কোভিড- ১৯ এর মধ্যে ডিবিআই কলেজ মে, ২০২০ থেকে জুনের মাধ্যমে সফলতার ওয়েব-বান্ধব পরিবেশের সাথে সকল ব্যাচে অনলাইনে ক্লাস ও পরীক্ষা নিয়ে আসছে। কলেজের শিক্ষার্থীদের গুণগত মান ও আত্মীকরণে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়ে থাকে যাতে করে কোভিড-১৯ মহামারীকালীন সময়ে তারা যেন মোটিভেশন হারিয়ে না ফেলে।

এক্সপোর্ট লঞ্চপ্যাড আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে কলেজের পক্ষ থেকে দুইজন ফ্যাকাল্টি ন্যাশনাল ট্রেইনার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে এটি একটি আইটিএফসি-টিএফও কানাডার যৌথ উদ্যোগ যেখানে ৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বানিজ্য সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বারকে বিবেচনা করা হয়েছে।

ডিসিসিআই কলেজ লাইব্রেরির কার্যক্রম

ডিসিসিআই লাইব্রেরি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে বর্তমানে ৮৩০০টি বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ রয়েছে। লাইব্রেরিটি ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীদের, ফ্যাকাল্টি সদস্যদের এমনকি ডিসিসিআই সদস্যদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়্য করছে। এ বছর ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে একটি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আরো সুক্ষভাবে লাইব্রেরির সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দরপত্র দেখার জন্য ও আন্তর্জাতিক বিজনেস ডিরেক্টরি কনসাল্ট করার জন্য ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ এ লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন। ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে সরকারি, বেসরকারি প্রকাশনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা সংক্রান্ত প্রকাশনা নিরিবিলি পরিবেশে পড়ার সুযোগ রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ২০-৩০জন ডিসিসিআই লাইব্রেরিটিকে ব্যবহার করে থাকেন।

২০২০ সালে বিবিএ'র জন্য ১৯০টি বই, ৮০০টি রেফারেন্স বই, ৪৫১ টি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক টেন্ডার সার্কুলার এবং ২২টি ট্রেইনিং ম্যাটেরিয়ালস সদস্যদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ বছর শুধুমাত্র ভেরিফাইড সদস্যদের লাইব্রেরি সেবা প্রদান করা হয়েছে। ডিসিসিআই লাইব্রেরির সংগ্রহ, পাঠকের সেবাকে আরো সমৃদ্ধ করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর সার্কুলার সেবাকে অটোমেটেড করা হয়েছে।

এ বছর ডিসিসিআই লাইব্রেরি সরকার, বেসরকারি খাত, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে যাতে করে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন, পলিসি ম্যানুয়াল এবং অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত ১০-১২ জন ডিসিসিআই সদস্য, ১০-২০ জন ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থী, ৪-৬ জন ফ্যাকাল্টি সদস্য এবং ৬-১০ জন সাধারণ জনগন লাইব্রেরিটি ব্যবহার করে থাকেন।

ডিসিসিআই'র প্রকল্পসমূহের কার্যাবলী

ডিসিসিআই বেসরকারি খাতের উন্নয়নে, বাজার সম্প্রসারণে এবং টেকসই সিএমএসএমই খাতের স্বার্থে কাজ করে যেতে, ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে, বানিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্প-বিনিয়োগ আকর্ষণে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত যেমন বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, ইউএনডিপি, ইউএসএআইডি, ইউ, আইটিসি, টিএফও, এসকাপ, জিটিজেড, জাইকা, আইএফসি, জেট্রো, এসইডিএফ, ডব্লিউসিসি এবং সিসিপিআইটি। ডিসিসিআই এ বছর নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছেঃ

Diversified class committees like Class Monitoring Committee, Exam Committee, Counseling Committee, Media & Communication Committee etc. have been successfully operating. Students also participate in different clubs like Debating club, Reciting club, Cultural club, Career club and so on to flourish their creativity and talents in diversified areas of cultural practices. This year, DBI College arranged the Orientation Program, 2020 for 9th batch on January 14, 2020. The college also celebrated Annual Cultural Program-2020 on February 12, 2020. Students participated in an Annual Picnic-2020 organized by “Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)”, held on March 06, 2020 at Sohagpalli, Gazipur too.

Amid COVID-19, DBI College has been conducting “Online Classes and Examinations” through “Zoom & Google Meet Online Platforms” successfully from May, 2020 with web-friendly modules for the students of all batches. Many efforts have been given by the college authority to enhance students’ standard of assimilation, analysis and creativity throughout the COVID-19 to motivate them to continue their academic education.

One of the remarkable successes of the college is the successful participation and certification of two faculties from the college as National Trainers in an international training arrangement- Export LaunchPad Bangladesh. It is a joint ITFC-TFO Canada exploratory mission in Dhaka, Bangladesh, where DCCI was chosen to send their representatives here as a renowned trade body in the country from 9 institutions.

Activities of DCCI and DBI College Library

DCCI library was established in 1969. DCCI has a well-equipped library with collection of 8,300 books, journals, magazines and others publications. It will enhance knowledge of DBI college students, Faculty members, DCCI members and DCCI Staffs’. DCCI Library has introduced Library Management Software this year. As a result, all library service are provided through Library Management Software. DCCI members use it particularly for International Tenders and consulting International Business Directories. It has also an enriched archive section with rare collection at government & non-government publications, National & International business and commercial Publications with study space. On an average 20-30 users visit and use the library every day.

In 2020, 190 Text Books of BBA, 800 Reference Books (Directories, Magazines, Journals), total 451 Local and International Tender Circulars and 22 Training Materials were collected for members. This year only verified members were served and non-members were restricted from core services of membership.

DCCI library, undertook several major initiatives to upgrade and modernize its collection building programs, reader services and conservation of library material. The major activities completed during the period were automation of the circulation system in the lending section, setting up of a local area network, improved services, and more efficient collection management.

During the year, the library maintained correspondence with Government, Non-government organizations, Financial Institutions, Banks and different International organizations for collection of Annual Report, Policy Manuals and various publications. Usually 10-12 DCCI members, 10 to 20 students of DBI College, 4 to 6 faculty members, 6 to 10 in house people use the library every day.

DCCI Project Activities

DCCI has been actively cooperating with various international agencies like World Bank, ADB, UNDP, USAID, EU, ITC, TFO, ESCAP, GTZ, APO, JICA, IFC, JETRO, SEDF, WCC and CCPIT etc. in carrying out various joint project activities for capacity building for private sector development, market access and sustainability of the CMSMEs, creation of a favorable investment climate and promotion of trade, investment and industry. DCCI has implemented the following projects during this year:

১. মেটাবিল্ড প্রকল্প

মেটাবিল্ড একটি ৪ বছর মেয়াদী (২০১৬-২০২০) প্রোজেক্ট যা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) সহায়তায় এবং সুইচ এশিয়া প্রোগ্রামের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এসএমই খাতে টেকসই ব্যয় ও উৎপাদনের বিষয়ে এই এই প্রোগ্রাম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্যগুলো হচ্ছে, বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলংকার ভবন এবং নির্মাণ খাতের জন্য প্রয়োজনীয় লোহাজাতীয় উপকরণের (যেমন স্ট্রাকচারাল স্টিল) উন্নতমানের উৎপাদন প্রক্রিয়া তৈরি করা।

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকার নির্মাণখাতের জন্য প্রয়োজনীয় লোহাজাতীয় উপকরণের উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতমান নিশ্চিত করা; কাজ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য একটি যথাযথ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন যা উপকরণের সর্বোচ্চ সদ্যবহার এবং অপচয় নিশ্চিত করে। ২০১৫ সালে ইউরোপিয়ান কমিশন এবং এডজও, ওহফরথ এবং ৬টি দেশের (অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ) মধ্যে একটি কনসোর্টিয়াম সমঝোতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাকে দক্ষিণ এশিয়ার ভবন/নির্মাণ খাতে ব্যবহৃত লোহাজাত দ্রব্যের জন্য উদ্ভিষ্ট রিসোর্স এফিশিয়েন্ট সাপ্লাই চেইন (মেটাবিল্ড) হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের তরফ থেকে কেবলমাত্র ডিসিসিআই এই প্রকল্পের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং এই প্রকল্প ২০২০ সাল পর্যন্ত চলবে। এ বছর পর্যন্ত প্রকল্পটি ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১৯টি খাতের ২৪০টি প্রতিষ্ঠানে আরইসিপি জরিপ পরিচালনা করেছে। এ বছর প্রকল্পের আওতায় একটি ২-দিন ব্যাপি টেকনিকাল প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, আরইসিপি ফাইন্যান্সিং এর উপর কর্মশালা, রিজিওনাল পলিসি এক্সচেঞ্জ এবং ৩টি সনদ বিতরণ এবং রিসোর্স কন্ট্রোলিং টুল হস্তান্তর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। দেশে শিল্পে আরইসিপি বাস্তবায়নের জন্য এই প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানিগুলো আরইসিপি গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে সহযে, স্বল্প ব্যয়ে রিসোর্স সেভিংস এবং যোগাযোগ ব্যয় কমানো সম্ভব।

২. আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রকল্পের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

ইন্ট্রা-রিজিওনাল ট্রেড প্রোজেক্টের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য গৃহীত ডিসিসিআই-আইটিসি প্রোজেক্টের অর্থায়নে রয়েছে আইটিসি। এর লক্ষ্য বাংলাদেশ ও এশিয়ার ছয়টি এলডিসিভুক্ত দেশের এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে চীনে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এবং সম্ভাবনাময় আমদানি বাজারটির সদ্যবহার করা। এর মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটবে। চলতি বছরে এই প্রকল্পের সহায়তার আওতায় (কস্ট শেয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট) ৫টি কোম্পানি চীনের বাজারে রপ্তানির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত ‘চায়না ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট এক্সপো (সিআইআইই)’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

৩. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (ইটুকে) প্রকল্প

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যৌথ উদ্যোগে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সারাদেশ জুড়ে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বৃহৎ পরিসরের প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার নাম ‘ট্রিয়েশন অব ২০০০ নিউ এন্ট্রাপ্রেনার্স (ই টু কে)’। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ২০১৩ সালে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিভাবকত্ব/দিকনির্দেশনা নিয়ে ডিসিসিআই এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছে। এই প্রকল্পের আওতায় ডিসিসিআই একটি ২০১৪ সালের মে মাসে ‘ডিসিসিআই অন্ট্রাপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো’ শিরোনামের একটি মেগা-এক্সপোর আয়োজন করেছে। ই টু কে প্রোজেক্টের লক্ষ্যমাত্রা ও নেটওয়ার্ক কার্যকর করার জন্য ঢাকা চেম্বারের অন্যান্য প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

1. METABUILD Project:

METABUILD is a 4-year long project for the period of year 2016-2020, supported by the European Union (EU) under the SWITCH Asia Programme. This programme emphasizes sustainable consumption and production in Small and medium enterprises (SMEs).

In order to ensure improved production process in metal components of building sector in Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, improved working and living condition through emission reduction and resource efficiency throughout entire supply chain management process focusing metal components. European Commission and TERI, India entered into the consortium agreement of six countries (Austria, Germany, India, Nepal, Sri Lanka and Bangladesh) called Resource Efficient Supply Chain for Metal Products in Building Sector in South Asia (METABUILD) in 2015. DCCI inked the project agreement as the only partner of Bangladesh and project will continue till 2020. As of this year, project technical team has reached out and conducted RECP assessment in 240 companies converging 19 sectors, both Dhaka and Chittagong with the significant achievement of project objectives. During this year, a 2-day-long technical training programme, workshop on “RECP Financing”, regional policy exchange and 3 Certificate distribution and resource controlling tool handing over events were organized under this project. This project supported to promote and implement RECP in industries in the country. Now, companies are willing to adopt RECP approach and realize that resource savings and corresponding cost savings can be achieved by easy and cost-effective means also.

2. Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade Project:

DCCI-ITC Project for Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade is funded by ITC, aims at increasing exports of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) from Bangladesh including 6 Asian LDCs to China to take advantage of Asia's largest and most dynamic import market, as a stimulus to boost intra-regional trade. During this year, under this project support, five (5) companies have received online training on “building export capacity in exporting to Chinese market” to participate (cost sharing arrangement) in the international fair named “China International Import Expo (CIIE)” held in Shanghai, China. However, due to COVID-19, CIIE exhibition has been cancelled.

3. Creating 2000 New Entrepreneurs (E2K) Project & Innovation Expo:

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in cooperation with Bangladesh Bank has taken up an ambitious and a Mega Project namely “Creation of 2000 New Entrepreneurs (E2K)” across the country. The activity of the project has started since 2013 and the project is being operated by DCCI under the guidance of Bangladesh Bank. Under this project, DCCI has organized a mega-expo namely “DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo” in Dhaka in May 2014. To operationalize the E2K objectives and its network in 2020, the activities of E2K is being linked with DCCI's other Projects as well.

৪. শিট্রেডস প্রজেক্ট

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান তৈরির উদ্দেশ্যে শিট্রেডস প্রজেক্ট কাজ করছে। এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের ‘ট্রেড ইমপ্যাক্ট ফর গুড’ এর আওতায় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরনে দি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) কাজ করছে। সারা পৃথিবী ব্যাপী নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ক্ষমতায় বাড়ানোর জন্যও প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায়, আইসিটি বেশকিছু বিজনেস সাপোর্ট অর্গানাইজেশনস (বিএসও)-এর সাথে কাজ করছে, যার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নত সেবা প্রদানে সহায়তা করা হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে নারী উদ্যোক্তাদের প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উক্ত প্রকল্পের কর্মসূচির আওতায় ঢাকা চেম্বারের সদস্য এবং কর্মকর্তাবৃন্দ ৩টি ওয়ার্কশপ এবং অনলাইন ভিত্তিক বেশকিছু প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করে।

৫. এক্সপোর্ট লঞ্চপ্যাড বাংলাদেশ:

এক্সপোর্ট লঞ্চপ্যাড বাংলাদেশ ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং ইসলামিক ডেবেলপমেন্ট ব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে গ্লোবাল এফেয়ার্স কানাডা এর ওমেন ইন ট্রেড ফর ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাসটেইনেবল প্রজেক্ট এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে যা আন্তর্জাতিক বাজার সুবিধা গ্রহণে, দেশের দারিদ্রতা নিরসনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে বাংলাদেশে এসএমই রপ্তানিকারকদের সহায়ার্থে কাজ করে থাকে। প্রকল্পটির দুইটি দিক রয়েছে। প্রথম অংশের সুবিধা গ্রহণকারীরা আইটিএফসি’র অর্থায়নে বাংলাদেশে টিএসআই/টিপিও/বিএসও তে টেকনিকাল ট্রেড সাপোর্ট অফিসার হবে। দ্বিতীয় অংশের সরাসরি প্রাথমিক সুবিধাভোগকারীগণ জিএসি’র অর্থায়নে বাংলাদেশে নির্দিষ্ট কিছু খাতে এসএমই হিসেবে পরিগণিত হবে। এ লক্ষ্যগুলো অর্জনে প্রকল্পের আওতায় জাতীয় প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের এসএমইদেরই আবার প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এই নতুন উদ্যোগের আওতায় ডিসিসিআই’র ৪ জন কর্মকর্তাকে ৯-দিন ব্যপি অনলাইন টিওটি প্রশিক্ষণ এবং ২-দিন ব্যপি এসএমই ট্রেনিং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করানো হয়।

৬. সুপার প্রকল্প

ডিসিসিআই “স্ট্রেনদেনিং আরবান পাবলিক-প্রাইভেট প্রোগ্রামিং ফর আর্থকোয়েক রেজিলিয়েন্স” (সুপার) শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে। প্রকল্পটি ডিজি-ইসিএইচও’র অর্থায়নে একশন এইড বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এবং ইউনাইটেড পারপাস এর অধীনে পরিচালিত হবে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি ১৪ মাসের প্রকল্প। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো বেসরকারি খাতের সহায়তায় বাংলাদেশে রেজিলিয়েন্ট আরবান কমিউনিটি তৈরিতে অংশীদারিত্ব ও মাল্টিস্টেকহোল্ডার উদ্যোগ বৃদ্ধি করা। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ একটি রেজিলিয়েন্ট দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে এবং মানবিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে অনেক অগ্রগতি সাধিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার অনেক সুযোগ রয়েছে। সুপার প্রকল্পটি এই সুযোগকে বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বিদ্যমান মানবিক গঠনের দূরত্বকে কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যদিও প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা তা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে। সুপার প্রকল্পটি প্রাইভেট সেক্টর ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (পিইওসি) স্থাপন করবে, এইচসিটিটি এর অধীন বেসরকারি খাতে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরী করবে এবং ইউএন ক্লাস্টারসহ সরকারি-বেসরকারি ডিআরআর উদ্যোগের সাথে সমন্বয় নিশ্চিতকল্পে অন্যান্য মানবিক দিকগুলোর সাথে অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

4. SheTrades Project:

The SheTrade in the Commonwealth project aims to increase economic growth and job creation in Commonwealth countries by enabling increased participation of women-owned businesses in international trade. The International Trade Centre (ITC) works towards creating “trade impact for good” by fostering women entrepreneurship through inclusive and sustainable development of small and medium-sized enterprises (SMEs). ITC’s SheTrades initiative works with partners around the world to unleash the economic power of women.

As a part of the project, ITC worked with partner Business Support Organizations (BSOs) to support them providing better services for women entrepreneurs. To achieve this objective, ITC has delivered a number of capacity building activities to equip BSOs to design, develop and deliver more inclusive business support services. As a part of the activities, DCCI officials and members have participated in 2 different workshops and several online training under this project.

5. Export Launchpad Bangladesh:

The Export Launch Pad Bangladesh, a project jointly funded by International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) of the Islamic Development Bank (IDB) group and Global Affairs Canada (GAC) through its Women in Trade for Inclusive and Sustainable (WITISG) project, is designed to help SME exporters in Bangladesh take full advantage of international market opportunities (including duty-free and quota-free access through the Market Access Initiative), and thus contribute to economic growth and poverty reduction for the country. The jute and processed food sectors are the main areas of focus for Bangladesh. The project has 2 components. The beneficiaries of the first component, funded by ITFC, will be the technical trade support officers of TSIs/TPOs/BSOs in Bangladesh. The primary direct beneficiaries of the second component, funded by GAC, will be the SMEs in the identified sectors in Bangladesh. SMEs will include both women and men led businesses.

To achieve this goal the Export Launchpad Bangladesh program will train national trainers, who, in turn, will provide training and coaching to SMEs in Bangladesh. Under this new initiative, 4 DCCI officials have received a 9-day long online TOT on the Export Launchpad Bangladesh export training program and attended a 2-day long SME training workshop this year.

6. SUPER Project

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) is going to start a new Project named “Strengthening Urban Public-Private Programming for Earthquake Resilience (SUPER)” Project funded by DG-ECHO (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) under the framework of partnership with Action Aid Bangladesh (AAB), World Vision Bangladesh (WVB) and United Purpose (UP). Initially, this is a 14 months project. The aim of the project is to increase collaboration and multi-stakeholder initiatives engaging the private sector in creating more resilient urban communities in Bangladesh. As a whole the country has a global recognition as a country of resilience. Amid commendable progress in disaster risk reduction and humanitarian response coordination in Bangladesh there is a huge opportunity to engage private sector institutionally. The SUPER project has been designed to maximize this opportunity as well as contribute to minimize the existing gap in the humanitarian architecture of the country. Though the main focus of the project is Earthquake Disaster Risk Management (EQDRM) but the project will contribute to the overall system.

The SUPER Project will deliver a Private Sector Emergency Operation Centre (PEOC), activate a Private Sector Working Group under HCTT and a learning sharing platform in coordination with other humanitarian actors including UN clusters ensuring synergy among and promoting public-private DRR initiatives.

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

দেশের প্রথম আইএসও সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বারের দেশীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদানে সদা সচেষ্ট। বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঢাকা চেম্বার কে একটি স্বনামধ্য ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামনের দিনগুলোতে ঢাকা চেম্বার এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বদ্ধ পরিকর এবং এবিষয়ে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য।

২০২০ সালে ডিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ

১. ‘কোভিড-১৯ পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রস্তুতি : বিনিয়োগ ও দক্ষতা’ বিষয়ক ওয়েবিনার ০৪ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
২. বেসরকারীখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত’ শীর্ষক ওয়েবিনার ১১ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
৩. ‘কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের সংকট ও প্রতিকার নির্ধারণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার ১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
৪. কোভিড-১৯ সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: বাংলাদেশে-এর প্রভাব এবং উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার ২৫ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
৫. “আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহায় কোরবানীর পশুর হাটসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি” শীর্ষক ওয়েবিনার ১৯ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
৬. ‘কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
৭. ‘যুক্তরাজ্যের সাথে বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা’ শীর্ষক ওয়েবিনার ১৯ আগস্ট, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
৮. ‘বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের গতিপ্রবাহে কোভিড-১৯ এর প্রভাব : সমস্যা ও উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার ২২ আগস্ট, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
৯. ‘কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত’ শীর্ষক ওয়েবিনার ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
১০. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘ই-লার্নিং’ শীর্ষক ওয়েবিনার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
১১. ‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সাপ্লাইচেইন শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক অনলাইন ভিত্তিক কর্মশালা অদ্য ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
১২. ‘লজিস্টিকস : বাংলাদেশের আন্তঃবাণিজ্যের বর্তমান প্রেক্ষিত ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক ওয়েবিনার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
১৩. ‘ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট ২০১৫ : ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে-এর প্রভাব’ শীর্ষক ওয়েবিনার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
১৪. ‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ই-কমার্স এবং ভোক্তা অধিকার: প্রতিবন্ধকতা ও সুপারিশ’ শীর্ষক ওয়েবিনার ০৩ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
১৫. ‘কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে ফুড ভ্যালু চেইন’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।

Distinguished Members

As a first ISO Certified Chamber of the country, DCCI maintains its high quality of services to its esteemed members as well as business community both at home and abroad. DCCI has been recognized as one of the most active and reputed trade organizations both in national and international arena. The Chamber would like to maintain the same standard in future also which will not be possible without your whole-hearted support and cooperation.

DCCI Events During 2020

In the year 2020, DCCI conducted various sector specific webinars for the interest of private sector which are stated below:

1. Webinar on Post COVID-19 Bangladesh Industry Readiness: Investment & Skills
2. Webinar on Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective
3. Webinar on COVID-19 Outbreak and Bangladesh's Publishing Industry: Crisis and Way forward
4. Dialogue on International trade state of Bangladesh: COVID-19 Impact and Way forward in collaboration with Resurgent Bangladesh
5. Webinar on Law and Order Situation in the wake of COVID-19 situation ahead of Eid ul Azha
6. Webinar on CMSMEs Access to Finance and the Way Forward
7. Webinar on Exploring Trade and FDI Opportunities with the UK
8. Webinar on Implication of COVID-19 on FDI inflow to Bangladesh: Challenges and Way Forward
9. Webinar on 4IR in the wake of COVID-19: Bangladesh Perspective
10. Webinar on E-learning
11. Webinar on Strengthening Supply Chain of CMSMEs after COVID-19 disruption
12. Webinar on Logistics: Issues and Challenges in cross-border trade of Bangladesh
13. Webinar on Financial Reporting Act 2015: Its Implication on the Business House
14. Webinar on e-Commerce and Consumer Rights in the time of COVID-19: Challenges and way forward
15. Webinar on Food Value Chain in the post COVID era

১৬. “অর্থ আইন ২০২০ এবং মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২” শীর্ষক অনলাইন ভিত্তিক ওয়ার্কশপ ১৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
১৭. “বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণপত্র (এলসি) বিষয়ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ মীমাংসা” শীর্ষক ওয়েবিনার ১৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
১৮. “নতুন কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা প্রেক্ষিত ভবিষ্যৎ ব্যবসা-বাণিজ্য” শীর্ষক ওয়েবিনার ২১ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।
১৯. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ‘শিল্পনীতির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক ওয়েবিনার ২৯ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।

ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে এ বছর বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা সভায় যোগদানের কিছু বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. ‘বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন’ বিষয়ক বিশেষ কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।
২. ডিসিসিআই’র সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের ‘সমন্বয় সভা’-তে ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৩. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভায় যোগদান।
৪. ‘বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন’ বিষয়ক বিশেষ কমিটির ২য় সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।
৫. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভায় অংশগ্রহণ।
৬. ঢাকা চেম্বার এবং পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআরআই)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান।
৭. ডিসিসিআই কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক বনভোজনে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
৮. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভায় যোগদান।
৯. ‘রিসারজেন্ট বাংলাদেশ-এর ডিসিসিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ’-এর ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
১০. ‘কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের সংকট ও প্রতিকার নির্ধারণ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।
১১. ‘রিসারজেন্ট বাংলাদেশ-এর ডিসিসিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ’-এর ২য় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
১২. ‘বেসরকারীখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত’ শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
১৩. ‘পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবদান বজায়ে রাখার লক্ষ্যে চলমান পরিস্থিতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য করণীয় নির্ধারণে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সাথে মতবিনিময়’ বিষয়ক অনলাইন ভিত্তিক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
১৪. রিসারজেন্ট বাংলাদেশ আয়োজিত ডায়লগ বিষয়ক সমন্বয় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।
১৫. অনলাইনে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
১৬. ডিবিআই গভার্নিং বডি-এর ১৫তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।

16. Webinar on Finance Act 2020 and VAT and SD Act 2012
17. DCCI-BIAC joint Webinar on Settlement of Letters of Credit Related International Trade Disputes through ADR
18. Webinar on New jobs and skills for future business
19. Webinar on Constraints and Prospects of Industrial Policy

DCCI Events and Meeting Attended by the President, DCCI

1. DCCI President Mr. Shams Mahmud presided over the 1st Meeting of the DCCI Special Committee on “Celebrating Birth Centenary of Bangabandhu”-2020
2. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended joined in DCCI Joint Coordination meeting
3. DCCI President Mr. Shams Mahmud presided over the 1st Board meeting of DCCI
4. DCCI President Mr. Shams Mahmud presided over the 2nd meeting of the DCCI Special Committee on “Celebration of Bangabandhu”-2020
5. DCCI President Mr. Shams Mahmud presided over the 2nd meeting of DCCI Board of Directors.
6. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the MoU Signing Ceremony between DCCI and Policy Research Institute of Bangladesh (PRI)
7. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended DCCI Employees Picnic
8. DCCI President Mr. Shams Mahmud presided over the 4th Board meeting of DCCI Board of Directors via Zoom video conference.
9. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Online Meeting " DCCI Working Group - Resurgent Bangladesh" via Zoom video conference.
10. DCCI President Mr. Shams Mahmud chaired the Stakeholder Discussion Meeting on Publication Industry of Bangladesh: Challenges and opportunities via Zoom video conference.
11. DCCI President Mr. Shams Mahmud the 2nd Meeting of the DCCI Working Group - Resurgent Bangladesh via Zoom video conference.
12. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the Webinar on “Awareness of COVID-19” Pandemic” via Zoom video Conference.
13. DCCI President Mr. Shams Mahmud chaired the view exchange Webinar with area-based and specialized Business Associations via Zoom video conference.
14. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the coordination meeting on Resurgent Dialogue via Zoom video conference.
15. DCCI President Mr. Shams Mahmud presided over the 5th Board meeting of DCCI Board of Directors via Zoom video conference.
16. DCCI President Mr. Shams Mahmud presided over the 15th meeting of DBI Governing Body via Zoom video conference.

১৭. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস)’ আওতায় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার এবং বিডা’র মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
১৮. ‘ডিসিসিআই ইডিএমএস সফটওয়্যার’-এর কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি অংশগ্রহণ করেন।
১৯. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
২০. ‘রিসারজেন্ট বাংলাদেশ-ডিসিসিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ’-এর ৩য় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
২১. ‘ই-লাইনিং’- বিষয়ক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।
২২. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভায় যোগদান।
২৩. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
২৪. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভায় অংশগ্রহণ।
২৫. ঢাকা চেম্বার এবং নাইজেরিয়ার লাওস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।
২৬. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত “বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণপত্র (এলসি) বিষয়ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ মীমাংসা” বিষয়ক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
২৭. অর্থমন্ত্রণালয়-এর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আয়োজিত ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০২০’- এ ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।
২৮. ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাথে এক্সসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)-এর প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ।
২৯. ডিসিসিআই সভাপতির সাথে পিডব্লিউসি-এ পরামর্শক সাক্ষাৎ করেন।
৩০. ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাথে বিডি ফিন্যান্স-এর ব্যবস্থাপক সাক্ষাৎ করেন।
৩১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অপারেশন এবং গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস অংশগ্রহণ।
৩২. বিডা আয়োজিত ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস)’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর যোগদান।
৩৩. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিডা প্রস্তাবিত ‘রোড শো’ আয়োজনে প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর অংশগ্রহণ।
৩৪. অ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর যোগদান।
৩৫. জাপানের রাজার জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশে অবস্থিত জাপান দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর যোগদান।
৩৬. বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রিয়ার কনসুল আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস’র অংশগ্রহণ।
৩৭. বিডা’র পর্ষদ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

17. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended MoU Signing Ceremony with Service Providing Agencies (OSS) organized by BIDA
18. DCCI President Mr. Shams Mahmud inaugurated of DCCI EDMS Software
19. DCCI President Mr. Shams Mahmud presided over the 6th meeting of DCCI Board of Director via Zoom video conference.
20. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 3rd meeting of the 'DCCI Working Group-Resurgent Bangladesh' via Zoom Video Conference.
21. DCCI President Mr. Shams Mahmud chaired webinar on 'E-Learning' organized by DCCI via Zoom Video Conference.
22. DCCI President Mr. Shams Mahmud presided over the 7th meeting of DCCI Board of Director via Zoom video conference.
23. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended MoU Signing Ceremony between DCCI and Bangladesh University of Professionals (BUP)
24. DCCI President Mr. Shams Mahmud the 8th meeting of DCCI Board of Directors
25. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended MoU Signing Ceremony between Lagos Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Nigeria via Zoom video conference.
26. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 7th Webinar on "Settlement of Letters of Credit Related International Trade Disputes through ADR" jointly organized by DCCI & BIAC via Zoom video conference.
27. DCCI President Mr. Shams Mahmud attend Inaugural session of "Bangladesh Development Forum 2020" organized by Economic Relation Division, Ministry of Finance at Hall of Fame, BICC.
28. DCCI President Mr. Shams Mahmud met the delegation from a2i (4IR Project)
29. DCCI President Mr. Shams Mahmud met PWC Consultant
30. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Manager, BD Finance
31. DCCI Acting President Mr. N K A Mobin, FCA, FCS attended the meeting on the issue of Dhaka Airport Operation & Ground Handling of Dhaka Airport
32. DCCI Acting President Mr. N K A Mobin, FCA, FCS attended the workshop on Online One Stop Service (OSS) organized by BIDA
33. DCCI Acting President Mr. N K A Mobin, FCA, FCS attended the meeting on the issues of Road Show in various foreign countries organized by BIDA
34. DCCI Acting President Mr. N K A Mobin, FCA, FCS attended luncheon meeting (February) organized by AmCham
35. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the Birthday Anniversary Reception of Ambassador of Japan to Bangladesh H.E. Mr. ITO Naoki
36. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the dinner reception organized by Honorary Consul of Austria in Bangladesh
37. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the preparatory meeting on upcoming BIDA's Board meeting

৩৮. পিডব্লিউসি-এর ২৩তম বার্ষিক গ্লোবাল সিইও সার্ভে-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৩৯. বৃটিশ অ্যামেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ আয়োজিত ‘এক্সপ্রেস বাংলাদেশ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।
৪০. এমসিসিআই আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
৪১. বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৪২. বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
৪৩. এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।
৪৪. বাংলাদেশ-জার্মান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ‘বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ’ শীর্ষক নেটওয়ার্কিং সেশনে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।
৪৫. জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ১০ম নেটওয়ার্কিং সেশনে ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৪৬. ঢাকা চেম্বার এবং চ্যানেল ও সমকাল যৌথভাবে আয়োজিত ‘প্রাক-বাজেট আলোচনা’ আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৪৭. আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত ‘ইনভোটার্ম ২০২০’ বিষয়ক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।
৪৮. বিডা আয়োজিত ‘ব্যবসা পরিচালন ব্যয় হ্রাস’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৪৯. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বাণিজ্য সহায়তা প্রদান’ বিষয়ক পরামর্শক কমিটির ৭ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।
৫০. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বাংলাদেশ করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা’ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৫১. রিসার্জেন্ট বাংলাদেশ আয়োজিত ‘কোভিড-১৯: অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং বাংলাদেশের এসএমই খাত’ বিষয়ক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।
৫২. জেনেভায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার-এর ওয়েব কনফারেন্সে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।
৫৩. এসএমই দিবস ২০২০ উপলক্ষে ‘ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন ফর এসএমই’ আয়োজিত ‘কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে এসএমইদের সুরক্ষা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
৫৪. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) আয়োজিত ‘কোভিড ১৯ এবং জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বেসরকারীখাত’ শীর্ষক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
৫৫. বিজনেস ইনিশিয়েটিভ ফর লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)’র ট্রাষ্টি বোর্ডের ২০তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
৫৬. দাতা সংস্থা ফ্রেডরিক ন্যুমেন ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম (এফএনএফ বাংলাদেশ)-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতির মতবিনিময়।
৫৭. আইসিসি বাংলাদেশ-এর ৭৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।

38. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Launch of PwC 23rd Annual Global CEO Survey
39. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Expressing Bangladesh organized by British American Tobacco Bangladesh.
40. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the Lunch Program organized by MCCI
41. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the dinner with the AGM of Bangladesh-Thai Chamber of Commerce & Industry (BTCCI)
42. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended lunch in honour of H.E. Harsh Vardhan Shringla, Foreign Secretary of India organized MoFA
43. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the inauguration ceremony of the 8th National SME Product Fair-2020 organized by SME Foundation
44. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Business Networking Event “Ease of Doing Business in Bangladesh and its Long-term Investment Potentials” organized by Bangladesh-German Chamber of Commerce & Industry (BGCCI)
45. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 10th Networking Gathering of the Japan Bangladesh Chamber of Commerce & Industry (JBCCI).
46. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the preparatory meeting regarding on DCCI's Budget with the delegation from Channel 24 and The Daily Somokal.
47. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended launched ceremony of Invoterm® 2020 organized by ICC Bangladesh
48. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended as a speaker of the Workshop on Ease of Doing Business organized by BIDA
49. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 7th meeting of Trade Assistant Consultant organized by Ministry of Commerce.
50. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the discussion meeting regarding on the present situation of Corona Virus in Bangladesh
51. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Resurgent Bangladesh Dialogue on “COVID 19 Economic Crisis & SME's of Bangladesh” via Zoom video conference.
52. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Online meeting with ITC Geneva via Zoom video conference.
53. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended World SME Day 2020 World Association for Small & Medium Enterprises Live Webinar COVID-19: Sustainable and Safeguarding of SMEs as Guest Speaker via Zoom video conference.
54. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended discussion with Private Sector on UN Bangladesh Socio-Economic Recovery Framework for Tackling COVID-19 (SERF) Organized by ILO as distinguished speaker via Zoom video conference.
55. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 20th Trustee Board Meeting of BUILD via Zoom video conference.
56. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the Introductory Meeting with Friedrich Naumann Foundation (FNF), a German donor agency via Zoom video conference.
57. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 79th meeting of the Executive Board of ICC Bangladesh via Zoom video conference.

৫৮. বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লতিফুর রহমান-এর মৃত্যুতে আইসিসি বাংলাদেশ অনলাইনে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।
৫৯. ‘কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে এসএমই খাত : সংকট ও উত্তরণ’ শীর্ষক পলিসি ডায়ালগে বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
৬০. বিল্ড-এর ‘ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির’ ৮ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৬১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।
৬২. বেসিস আয়োজিত ‘ডাটা প্রাইভেসি অ্যান্ড প্রটেকশন’ শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৬৩. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত ‘৫ম বাংলাদেশ-জাপান গভার্নমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর ডায়ালগ’-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৬৪. ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব সাইফুল ইসলাম-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি ভ্যাট ও ট্যাক্স বিষয়ে অনলাইনে মতবিনিময় করেন।
৬৫. বিয়াক আয়োজিত মধ্যস্থতা বিষয়ক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
৬৬. জার্মানিতে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি-এর সম্মানে বাংলাদেশ-জার্মান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৬৭. এসডিজি ইয়ুথ ফোরাম আয়োজিত ‘উদ্যোক্তা : বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি’ বিষয়ক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।
৬৮. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ব্যবসায়ী সমাজের সাথে মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৬৯. রগুনি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর ১৪০তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৭০. সিপিডি এবং বিল্ড যৌথভাবে আয়োজিত ‘কোভিড মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতি এবং প্রণোদনা প্যাকেজের যথাযথ বাস্তবায়ন’ শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
৭১. এমসিসিআই আয়োজিত ‘ব্যবসা-বাণিজ্য সহায়ক কর নীতিমালা প্রণয়ন’ বিষয়ক ওয়েবিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
৭২. ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : বাংলাদেশের বেসরকারীখাতের প্রেক্ষিত’ শীর্ষক টেলিভিশন টকশোতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।
৭৩. জুনিয়র চেম্বার বাংলাদেশ আয়োজিত অনলাইন ভিত্তিক ‘লিডারশীপ কনক্রেড ২০২০’-এ ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।
৭৪. বিশ্বের ট্রাষ্টি বোর্ড-এর ২১তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।
৭৫. এশিয়া-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম আয়োজিত ‘এসএমই খাতের গ্লোবাল ভ্যালু চেইনের ভবিষ্যৎ ও বাস্তবায়ন’ শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ।
৭৬. বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন আয়োজিত ‘পুঁজিবাজারের টেকসই উন্নয়ন’ শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতি বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
৭৭. ডিসিসিআই সভাপতি ‘চায়না ইমপ্যাক্ট নেটওয়ার্ক’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।
৭৮. ডিসিসিআই কনক্রেড ২০২০ উপলক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারদের সাথে মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।
৭৯. এইচকেটিডিসি আয়োজিত ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড সামিট ২০২০’-এ ডিসিসিআই সভাপতির অংশগ্রহণ।

58. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Milad and Doa Mehfil for Late Mr. Latifur Rahman" organized by ICC Bangladesh via Zoom video conference.
59. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Policy Dialogue on "SMEs in COVID-19: Response, Recover and Resilience" as special guest via Zoom video conference.
60. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 8th meeting of Financial Sector Development Working Committee of BUILD via Zoom video conference.
61. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 7th meeting of BEZA Board of Directors via Zoom video conference.
62. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Dialogue on "Data Privacy & Protection" organized by BASIS as discussant via Zoom video conference.
63. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 1st preparatory meeting of the 5th Bangladesh-Japan Government and Private Joint Dialogue
64. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the discussion meeting Mr. Sayeeful Islam, Former President, DCCI on VAT & Tax-Related Issues via Zoom video conference.
65. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended webinar on "Mediation" organized by BIAC via Zoom Video Conference.
66. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Farewell Dinner for Ambassador designate to Germany Mr. Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan, ndc organized by BGCCI.
67. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended as guest speaker webinar on "Entrepreneurs: Strength of the Economy" Organized by SDG Youth Forum via Zoom Video Conference.
68. DCCI President Mr. Shams Mahmud lunch meeting with Business Community organized by MoFA via Zoom video conference.
69. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 140th meeting of Export Promotion Bureau (EPB).
70. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended as panellist webinar on "Policy Dialogue on Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus Packages" jointly organized by CPD & BUILD via Zoom video conference.
71. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended as panellist webinar on "Towards a Conducive Tax System: The Reform Imperative and Priorities" organized by MCCI via Zoom video conference.
72. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended TV Talk Show on "Disaster Risk Governance: Bangladesh Scenario from Private Sector Perspective" organized by International Day for Disaster Reduction (IDDR) via Zoom video conference.
73. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended Virtual Leadership Conclave 2020 organized by JCI Bangladesh (Session: Finding the Blue Ocean after a storm) via Zoom video conference.
74. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the 21st meeting of the Board of Trustee of BUILD via Zoom video conference.
75. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended UNESCAP: Asia-Pacific Business Forum "The Future of Global Value Chains and Implications for SMEs" via Zoom video conference.
76. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended as a Special Guest of the webinar on "Travel Sustainable Development of Capital Market" organized by Bangladesh Merchant Bankers Association organized by DCCI via Zoom video conference.
77. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended the Workshop on China and South Asia title "China Impact Network" For Strategic Regions organized by Carnegie Endowment for International Peace via Zoom video conference.
78. DCCI President Mr. Shams Mahmud met with Ambassadors/High Commissioners regarding DCCI Business Conclave 2020 via Zoom video conference.
79. DCCI President Mr. Shams Mahmud attended virtual Belt and Road Global Forum Annual Roundtable and Belt and Road Summit 2020 organized by HKTDC.

ডিসিসিআই সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার সমূহ

১. বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাক্ষাৎ।
২. প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন।
৩. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
৪. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
৫. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর সাথে বেলজিয়ামের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।
৬. কমনওয়েলথ এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিল-এর প্রতিনিধিবৃন্দ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
৭. ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এর সাথে একাশন এইড-এর আবাসিক প্রতিনিধি মিস ফারাহ কবীর সাক্ষাৎ করেন।
৮. মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মল্লান, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।
৯. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সদস্য (করনীতি) মোঃ আলমগীর হোসেন-এর সাথে সাক্ষাৎ করে জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ বাজেটে ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা পেশ করেন।
১০. বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মান্যবর মোস্তফা ওসমান তুরান-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ অনলাইনে বৈঠকে যোগদান করেন।
১১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন।
১২. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্নর জনাব আহমেদ জামাল-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন।
১৩. ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ একাশন এইড-এর সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।
১৪. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন।
১৫. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে বিডি ফিন্যান্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাক্ষাৎ করেন।
১৬. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাক্ষাৎ করেন।
১৭. বাংলাদেশে নিযুক্ত আফগানিস্তান দূতাবাসের ফাষ্ট সেক্রেটারি ও কনসুলের জনাব ফুয়াদ আহমদ নিজামজাদা সাক্ষাৎ করেন।
১৮. ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে বাংলাদেশস্থ মিসর দূতাবাসের ডেপুটি চীফ অব মিশন মিস মারিয়াম রাগাই সাক্ষাৎ করেন।

DCCI President/ Board of Directors Called On

1. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Ambassador of Netherland in Bangladesh
2. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Dr. Ahmad Kaikus, Honourable Principal Secretary
3. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Mr. Salman F Rahman, Honourable Advisor to the Prime Minister for Private Industry and Investment
4. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Mr. Md. Sirazul Islam, Executive Chairman, BIDA
5. DCCI Acting President Mr. N K A Mobin, FCA, FCS met the delegation from Belgium
6. DCCI President Mr. Shams Mahmud met the delegation from Commonwealth Enterprise Investment Council
7. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Ms. Farah Kabir, Country Director, ActionAid Bangladesh
8. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Honourable Planning Minister Mr. M. A. Mannan, MP
9. DCCI President Mr. Shams Mahmud called on Chairman of NBR Mr. Abu Hena Md. Rahmatul Muneem to place budget recommendations
10. DCCI President Mr. Shams Mahmud met H.E. Mr. Mustafa Osman Turan, Ambassador of the Turkey to Bangladesh via Zoom video conference.
11. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Prof. Dr. Abul Bashar Mohammad Khurshid Alam, Director General at Directorate general of Health Services Office, Mohakhali, Dhaka
12. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Mr. Ahmed Jamal, Deputy Governor, Bangladesh Bank.
13. DCCI President Mr. Shams Mahmud met the project delegation from Action Aid Bangladesh.
14. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Md. Tofazzel Hossain Miah, Secretary, PMO.
15. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Managing Director of BD Finance.
16. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Deputy Managing Director of Modhumoti Bank Ltd..
17. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Mr. Fawad Ahmed Nijamzada, First Secretary & Consular, Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan to Bangladesh.
18. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Hon'ble Deputy Chief of Mission of the Arab Republic of Egypt to Bangladesh, Ms. Mariam Ragaei.

১৯. ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যান ড. মোঃ হামিদ উল্লাহ ভূঁইয়া-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন।
২০. নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর উপাচার্য ড. আনোয়ার হোসেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
২১. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি শামস মাহমুদ-এর সাথে বাংলাদেশ নিযুক্ত ভিয়েতনামের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন সাক্ষাৎ করেন।
২২. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি শামস মাহমুদ-এর সাথে বাংলাদেশ নিযুক্ত পাকিস্তানের মান্যবর হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস বিডি ফিন্যান্স-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।
২. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস সিপিডি আয়োজিত ‘বাংলাদেশে এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন’ শীর্ষক ডায়ালগে যোগদান করেন।
৩. ডিসিসিআই, সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিতব্য ‘প্রাক-বাজেট’ আলোচনার প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।
৪. বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মান্যবর মোস্তফা ওসমান তুরান-এর সাথে অনলাইন ভিত্তিক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস অংশগ্রহণ করেন।
৫. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্নর জনাব আহমেদ জামাল-এর সাথে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস সাক্ষাৎ করেন।
৬. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর সাথে মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাক্ষাৎ করেন।
৭. ঢাকা চেম্বার এবং বাংলাদেশ নিযুক্ত পাকিস্তানের মান্যবর হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকি-এর মধ্যকার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস উপস্থিত ছিলেন।
৮. ‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সাপ্লাইচেইন শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক অনলাইন ভিত্তিক কর্মশালায় উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস অংশগ্রহণ করেন।
৯. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
১০. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান এবং ব্যারিস্টার তানজিবউল আলম এর মাধ্যমক বৈঠক অনুষ্ঠিত।
১১. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস (বিইউপি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।
১২. বাংলাদেশ নিযুক্ত ভিয়েতনামের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর মধ্যকার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

19. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Dr. Md. Hamid Ullah Bhuiyan, Chairman of Financial Reporting Council, Bangladesh at Financial Reporting Council, Bangladesh Office.
20. DCCI President Mr. Shams Mahmud met Prof. Dr. Anwar Hossain, Vice Chancellor of Northern University.
21. DCCI President Mr. Shams Mahmud met with H.E. Mr. Pham Viet Chien, Ambassador of Vietnam in Bangladesh.
22. DCCI President Mr. Shams Mahmud met with Mr. Imran Ahmed Siddiqui, High Commissioner of Pakistan in Bangladesh.

Activity and Meeting attended by the Members of the Board of Directors

1. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended meeting with BD Finance.
2. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Dialogue on "Delivering SDGs in Bangladesh : Role of Non-State Actors" organized by CPD.
3. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Meeting with Channel 24 and The Daily Somokal.
4. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Courtesy Call on with H.E. Mr. Mustafa Osman Turan, Ambassador of the Turkey to Bangladesh via Zoom Online.
5. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Meeting with Mr. Ahmed Jamal, Deputy Governor, Bangladesh Bank.
6. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended meeting with DMD of Modhumoti Bank Ltd.
7. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Meeting with Mr. Muhammad Suleman Khan, Commercial Secretary, Pakistan High Commission, Dhaka.
8. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Workshop on "Strengthening the Supply Chain of CMSMEs after COVID-19 disruption" organized by DCCI via Zoom Online.
9. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Meeting with Chairman of Financial Reporting Council, Bangladesh organized by Financial Reporting Council.
10. Mr. Nuher L. Khan, Director, DCCI attended Meeting with Barrister Mr. Tanjibul Alam.
11. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended MoU Signing Ceremony between DCCI and Bangladesh University of Professionals (BUP).
12. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended meeting with H.E. Mr. Pham Viet Chien, Ambassador of Vietnam in Bangladesh.

১৩. বাংলাদেশ নিযুক্ত পাকিস্তানের মান্যবর হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি এবং ডিসিসিআই-এর মধ্যকার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।
১৪. ঢাকা চেম্বার এবং নাইজেরিয়ার লাগস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।
১৫. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম-এর সাথে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এবং পরিচালক জনাব এস এম জিল্লুর রহমান মতবিনিময় করেন।
১৬. বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন মতবিনিময় করেন।
১৭. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।
১৮. প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন সাক্ষাৎ করেন।
১৯. জাপানের রাজার জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাস আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন যোগদান করেন।
২০. এমসিসিআই আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন যোগদান করেন।
২১. জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ এর জন্য এনবিআর-এর নিকট ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা প্রদান অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।
২২. ডিসিসিআই'র ইডিএসএম সফটওয়্যার-এর কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।
২৩. গ্র্যাকশন এইড এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যকার মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।
২৪. বাংলাদেশস্থ আফগানিস্তান দূতাবাসের ফাষ্ট সেক্রেটারি এবং ঢাকা চেম্বারের এর মধ্যকার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।
২৫. পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআরআই) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস উপস্থিত ছিলেন।
২৬. কমনওয়েলথ এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিল-এর প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস মতবিনিময় করেন।
২৭. ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর সাথে গ্র্যাকশন এইড-এর আবাসিক প্রতিনিধি মিস ফারাহ কবীর সাক্ষাৎ করেন।

13. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended meeting with Mr. Imran Ahmed Siddiqui, High Commissioner of Pakistan in Bangladesh.
14. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended MoU Signing Ceremony between Lagos Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Nigeria via Zoom Online.
15. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President and Mr. Bashiruddin Vice President, DCCI and Mr. S.M.. Zillur Rahman, Director, DCCI attended meeting with Mr. Md. Sirazul Islam, Executive Chairman, BIDA.
16. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended meeting with newly elected Executive Body of Bangladesh Merchant Bankers Association.
17. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended MoU Signing Ceremony between DCCI and United International University (UIU).
18. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Call on Dr. Ahmad Kaikus, Honourable Principal Secretary, PMO.
19. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Birthday Anniversary Reception of Ambassador of Japan to Bangladesh H.E. Mr. ITO Naoki.
20. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Lunch Program organized by MCCI.
21. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Pre-Budget Discussion meeting with NBR Chairman.
22. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Inauguration of DCCI EDMS Software.
23. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Meeting with Action Aid.
24. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Meeting with Afghanistan Embassy in Dhaka.
25. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended MoU Signing Ceremony between DCCI and Policy Research Institute of Bangladesh (PRI).
26. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Meeting with the delegation from Commonwealth Enterprise Investment Council.
27. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Meeting with Mr. Sayeeful Islam, Former President, DCCI on VAT & Tax-Related Issues via Zoom Online.

২৮. ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব সাইফুল ইসলাম এর সাথে অনুষ্ঠিত ভ্যাট ও ট্যাক্স বিষয়ক অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।
২৯. ঢাকা চেম্বার এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এইচ এম জাহিরুল হক-এর মধ্যকার সভায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।
৩০. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন-এর সাথে নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্য সাক্ষাৎ করেন।
৩১. 'ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভ ২০২০' উপলক্ষে বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন যোগদান করেন।
৩২. 'কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের সংকট ও প্রতিকার নির্ধারণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন যোগদান করেন।
৩৩. ডিসিসিআই এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার-এর মধ্যকার অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন যোগদান করেন।
৩৪. বাংলাদেশে নিযুক্ত মিসরের ডেপুটি হেড অব মিশন-এর সাথে ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন বৈঠক অনুষ্ঠিত।
৩৫. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে মবিন, এফসিএ, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন-এর সাথে ডটফাইভ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহফুজ আহমেদ সাক্ষাৎ করেন।
৩৬. বিয়াম আয়োজিত 'পুঁজিবাজারের উন্নয়নে ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং-এর ভূমিকা' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।
৩৭. বিডা আয়োজিত 'ব্যবসা পরিচালন ব্যয় হ্রাস' বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।
৩৮. এমসিসিআই কর্তৃক 'মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশের যাত্রা : বেসরকারীখাতের ভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস অংশগ্রহণ করেন।
৩৯. দৈনিক সমকাল আয়োজিত 'নকল পণ্য কেনব না, নকল পণ্য বেচব না' প্রচারণা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।
৪০. বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত 'সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স/লোকাল ফ্যাক্টরিং' শীর্ষক সভায় ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।
৪১. এনবিআর কর্তৃক 'ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস'-এর কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস অংশগ্রহণ করেন।
৪২. 'এশিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতা বৃদ্ধি' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস অংশগ্রহণ করেন।
৪৩. ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২০-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন অংশগ্রহণ করেন।
৪৪. ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন-এর সাথে ডিসিসিআই এসেটট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইট্যানেন্স স্টার্ভিং কমিটির আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

28. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended meeting with Prof. H.M. Jahirul Haque, PhD, Vice Chancellor of University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB).
29. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Meeting with Vice Chancellor of Northern University.
30. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Meeting with Vice Chancellor of Northern University at Northern University.
31. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Meeting with all Ambassador/High Commissioner regarding DCCI Business Conclave 2020 via Zoom Online.
32. Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI, attended Stakeholder Discussion Meeting on Publication Industry of Bangladesh : Challenges and opportunities via Zoom Online.
33. Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Online meeting with ITC Geneva Virtual Meeting.
34. Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Meeting with Hon'ble Deputy Chief of Mission of the Arab Republic of Egypt to Bangladesh, Ms. Mariam Ragaei.
35. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Meeting with Mr. Mahfuz, Managing Director, DOT5.
36. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Seminar on "The Role of Financial Reporting in the Development of Capital Market" organized by BMBA.
37. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Workshop on Ease of Doing Business organized by BIDA.
38. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Launching Ceremony of IFC's Publication on Bangladesh's Journey to Middle-Income Status: The Role of the Private Sector organized by MCCI.
39. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Do not buy counterfeit goods, sell fake products organized by The Daily Somokal.
40. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Meeting on the issues of "Supply Chain Finance/Local Factoring" organized by Bangladesh Bank.
41. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Inauguration ceremony of Electronic Fiscal Device (EFD) organized by NBR via Zoom Online.
42. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI attended Webinar on "Expanding Bangladesh's Business Ties with the ASEAN Countries" via Zoom Online.
43. Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Closing Ceremony of Dhaka International Trade Fair-2020 organized by DITF.
44. Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Meeting with Convenor and Joint Convenors of DCCI DCCI Estate, Construction and Maintenance S/C-2020.

৪৫. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন অংশগ্রহণ করেন।
৪৬. ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার ২৬তম সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন অংশগ্রহণ করেন।
৪৭. বিএসটিআই কাউন্সিল-এর ৩৪তম সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন যোগদান করেন।
৪৮. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর জনাব ফজলে কবির-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালন পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।
৪৯. ডিসিসিআই নবনির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।
৫০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
৫১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি-এর সাথে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
৫২. ডিসিসিআই আয়োজিত ‘কোভিড ১৯ পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রস্তুতি : বিনিয়োগ ও দক্ষতা’ বিষয়ক ওয়েবিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৫৩. ডিসিসিআই আয়োজিত “পবিত্র ঈদুল আয্হায় কোরবানীর পশুর হাটসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি” শীর্ষক ওয়েবিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।
৫৪. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবদান বজায়ে রাখার লক্ষ্যে চলমান পরিস্থিতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য করণীয় নির্ধারণে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সাথে মতবিনিময়’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৫৫. ডিসিসিআই আয়োজিত ‘বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৫৬. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৫৭. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘যুক্তরাজ্যের সাথে বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।
৫৮. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের গতিপ্রবাহে কোভিড-১৯ এর প্রভাব : সমস্যা ও উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।
৫৯. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট ২০১৫ : ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে-এর প্রভাব’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৬০. ডিসিসিআই আয়োজিত “কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ই-কমার্স এবং ভোক্তা অধিকার: প্রতিবন্ধকতা ও সুপারিশ” শীর্ষক ওয়েবিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৬১. ডিসিসিআই আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে ফুড ভ্যালু চেইন’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৬২. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “অর্থ আইন ২০২০ এবং মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২” শীর্ষক অনলাইন ভিত্তিক ওয়ার্কশপে পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

45. Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended Organization/Firm Selection meeting of National Export Trophy for the financial year 2017-2018.
46. Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended The 26th meeting of DITF.
47. Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI attended The 34th meeting of BSTI Council.
48. Board of Directors, DCCI attended Call on with Honourable Governor of Bangladesh Bank.
49. Board of Directors, DCCI attended Oath-Taking Ceremony of Newly Elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of 2020.
50. Board of Directors, DCCI attended Call on with Mr. Salman F. Rahman, Honourable Advisor to the Prime Minister and Investment, GoB.
51. Board of Directors, DCCI attended Call on with Honourable Planning Minister Mr. M. A. Mannan, MP.
52. Board of Directors, DCCI attended Webinar on "Post-COVID 19 Bangladesh Industry Readiness : Investment & Skills" via Zoom Online.
53. Board of Directors, DCCI attended DCCI Webinar on "Law & Order situation and Health Safety issues in the Qurbani Haat during upcoming Holy Eid Ul-Azha" via Zoom Online.
54. Board of Directors, DCCI attended View exchange Webinar with area-based and specialized Business Associations via Zoom Online.
55. Board of Directors, DCCI attended Webinar on "International Trade State of Bangladesh: COVID-19 Impact and Way forward" via Zoom Online.
56. Board of Directors, DCCI attended consultation webinar on "CMSME Access to Finance & the Way Forward" via Zoom Online.
57. Board of Directors, DCCI attended Webinar on the "Exploring Trade & FDI Opportunities with the United Kingdom" via Zoom Online.
58. Board of Directors, DCCI attended Webinar on the "Implications of COVID-19 in FDI Inflow to Bangladesh: Challenges and Way Forward" via Zoom Online.
59. Board of Directors, DCCI attended Webinar on "Financial Reporting Act 2015-Its Implication on the Business House" organized by DCCI via Zoom Online.
60. Board of Directors, DCCI attended DCCI Webinar on "E-commerce and Consumer Rights in the time of COVID-19: Challenges and Way Forward" via Zoom Online.
61. Board of Directors, DCCI attended DCCI Webinar on "Food Value Chain: in Post COVID Era" via Zoom Online.
62. Board of Directors, DCCI attended Workshop On "Finance Act 2020 and Value Added Tax and Supplementary Duty Act 2012" organized by DCCI via Zoom Online.

৬৩. ডিসিসিআই এবং বিয়াক যৌথভাবে আয়োজিত “বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণপত্র (এলসি) বিষয়ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ মীমাংসা” শীর্ষক ওয়েবিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।
৬৪. ডিসিসিআই আয়োজিত “নতুন কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা প্রেক্ষিত ভবিষ্যৎ ব্যবসা-বাণিজ্য” শীর্ষক ওয়েবিনারে পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৬৫. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ‘শিল্পনীতির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৬৬. ডিসিসিআই আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৬৭. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৬৮. ডিসিসিআই আয়োজিত ‘ই-লার্নিং’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৬৯. ডিসিসিআই আয়োজিত ‘লজিস্টিকস : বাংলাদেশের আন্তঃবাণিজ্যের বর্তমান প্রেক্ষিত ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৭০. ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভায় পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৭১. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি’ শীর্ষক সভায় পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।
৭২. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘বেসরকারীখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত’ শীর্ষক ওয়েবিনারে পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৭৩. ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী ইপিবি আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
৭৪. বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত ‘এন্টি ডাম্পিং অন জুট প্রডাক্টস’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী যোগদান করেন।
৭৫. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার-এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেন।
৭৬. জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার-এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না অংশগ্রহণ করেন।
৭৭. ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।
৭৮. শ্রেডা আয়োজিত ‘জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান অংশগ্রহণ করেন।
৭৯. শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি স্টিয়ারিং কমিটির ১১তম সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না অংশগ্রহণ করেন।
৮০. এমসিসিআই’র প্রাক্তন সভাপতি লতিফুর রহমানের মৃত্যুতে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে ডিসিসিআই’র পরিচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৮১. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান ‘কোম্পানী আইন’ বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
৮২. এসএমই ডে ২০২০ উপলক্ষে ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেসস আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এসএমইখাতের উদ্যোক্তাদের সুরক্ষা’ বিষয়ক ওয়েবিনারে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস এম জিল্লুর রহমান যোগদান করেন।

63. Board of Directors, DCCI attended the 7th Webinar on "Settlement of Letters of Credit Related International Trade Disputes through ADR" jointly organize by DCCI & BIAC via Zoom Online.
64. Board of Directors, DCCI attended DCCI Webinar on 'New Jobs and Skills for Future Business' via Zoom Online.
65. Board of Directors, DCCI attended Webinar on "Constraints and Prospects of Industrial Policy" organized by DCCI via Zoom Online.
66. Board of Directors, DCCI attended Meet the Press organized by DCCI.
67. Board of Directors, DCCI attended DCCI Webinar on 4IR in the wake of COVID-19: Bangladesh perspective via Zoom Online.
68. Board of Directors, DCCI attended Webinar on 'E-Learning' via Zoom Online.
69. Board of Directors, DCCI attended Webinar on "Logistics-Issues and Challenges in cross-border trade of Bangladesh" via Zoom Online.
70. Board of Directors, Convenors, Joint Convenors, DCCI-2020 attended The 1st Joint Coordination meeting of DCCI Coordinating Directors, Convenors, Joint Convenors-2020.
71. DCCI Board of Directors attended DCCI Webinar on "Awareness of COVID-19" Pandemic via Zoom Online.
72. DCCI Board of Directors attended DCCI Webinar on "Bi-annual Economic State & Future Stance of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" via Zoom Online.
73. Mr. Enamul Haque Patwary, Director, DCCI attended DITF Final Products Selection Committee meeting organized by Export Promotion Bureau.
74. Mr. Enamul Haque Patwary, Director, DCCI attended Workshop on Impose Anti-Dumping on Jute products organized by Bangladesh Trade & Tariff Commission.
75. Mr. Enamul Haque Patwary, Director, DCCI attended Steering Committee Meeting of Jute Diversification Promotion Center organized by JDPC.
76. Mr. Md. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended Steering Committee meeting of Jute Diversification Promotion Center..
77. Mr. Monowar Hossain, Director, DCCI attended Meeting on the issues of Law and Order .
78. Mr. Nuher L. Khan, Director, DCCI attended Online Validation Workshop on "Development of National Energy Efficiency and Conservation Awareness Raising Campaign Plan via MS Team organized by SREDA via Zoom Online.
79. Mr. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended the 11th meeting of National Productivity Executive Committee at Conference Room, Ministry of Industries, GoB.
80. Board of Directors, DCCI attended Milad and Doa Mehfil for Late Mr. Latifur Rahman" organized by ICC Bangladesh via Zoom Online.
81. Mr. Nuher L Khan, Director, DCCI attended Discussion meeting on "Company Act-1994".
82. Mr. S.M. Zillur Rahman, Director, DCCI (As Guest Speaker) attended World SME Day 2020 World Association for Small & Medium Enterprises Live Webinar COVID-19: Sustainable and Safeguarding of SMEs via Zoom Video Conference.

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এম ও ইউ)

ব্যবসায়ী সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেম্বার ও প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিবছর সমঝোতা চুক্তি (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করে থাকে। গত বছর চেম্বারের দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার সাথে ইতোমধ্যে ডিসিসিআই এর স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্বাক্ষরসমূহ পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। এর ফলে ঐ সকল দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর আরো ১৩টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নিচে এ সকল চুক্তিসমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

- ১। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং পোলিশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড এজেন্সী-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং নাইজেরিয়ার লাগোস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ৩। সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের মধ্যকার সমন্বয় বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের আরো দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) গৃহীত অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বিডা'র মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ৪। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআরআই)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ৫। ডিসিসিআই এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ৬। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ৭। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ৮। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনোমিক মডেলিং (সানোম) এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ৯। আরএনআই বাংলাদেশ এবং পলিসি এন্ডচঞ্জ অব বাংলাদেশ-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ১০। আরএনআই বাংলাদেশ এবং তুরস্কের দি ইকোনোমিক পলিসি রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ১১। ডিসিসিআই এবং নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ১২। ঢাকা চেম্বার এবং ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্স্ অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ১৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

২০২০ সালে প্রকাশনা সমূহ

ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখার সহযোগিতায় জনসংযোগ শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলো :

1. Introducing DCCI 2020
2. DCCI Tax Guide 2020-21
3. Annual Report 2020
4. DCCI Monthly Review

Signing Memorandum of Understanding (MoU) for Bilateral Cooperation

In order to establish mutually beneficial trade and investment partnership, exchange economic information, linking investment opportunities, allowing regional market integration, conducting studies on sector of interest, organizing joint international trade exhibition and other form of mutual cooperation for the greater interest of private sector businesses, DCCI formed cooperation partnership with many local and international organisations. The following Memorandum of Understanding (MoUs) have been signed during the year 2020 with different chambers, organizations and universities from home and abroad.

1. MoU signed between DCCI and Polish Investment and Trade Agency (PAIH) in order to promote bilateral trade and investment between Bangladesh and Poland,
2. For promoting bilateral trade and investment between Bangladesh and Nigeria, MoU signed between DCCI and Lagos Chamber of Commerce and Industry (LCCI).
3. MoU between DCCI and Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) for integration of services with BIDA's One Stop Services (OSS).
4. MoU between DCCI and the Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) to encourage research for facilitating conducive trade and investment environment in Bangladesh.
5. MoU signed between DCCI and United International University (UIU), Bangladesh for organizing joint skill development training program, sharing signatory certificate, sharing resource person, conduct research and joint event.
6. MoU signed between DCCI and North South University (NSU) for executing the aforementioned objectives.
7. MoU signed between DCCI and Bangladesh University of Professionals (BUP) for the aforementioned purposes.
8. MoU signed between RnI Bangladesh and South Asian Network on Economic Modeling (SANEM) to cooperate in the avenues of research and innovation.
9. MoU signed between RnI Bangladesh and Policy Exchange of Bangladesh.
10. MoU signed between RnI Bangladesh and the Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV).
11. MoU signed between DCCI and Northern University, Bangladesh.
12. MoU signed between DCCI and The Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB).
13. MoU signed between DCCI and Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC).

Publication in the year 2020

Research & Development (R&D) Department of DCCI in cooperation with Public Relation Department of DCCI has prepared the following publications in 2020.

- Introducing DCCI 2020
- DCCI Tax Guide FY2020-21
- Annual Report 2020
- DCCI Monthly Review

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই এর ১৮টি স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রতিটিতে একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০২০ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৬১টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহবায়ক ও যুগ্ম-আহবায়কদের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বিশদ কার্যাবলী এ রিপোর্ট এর আলাদা এক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং যুগ্ম-আহবায়কগণকে বছরব্যাপি তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১৮টি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছাড়াও ৭টি বিশেষ কমিটি এবছর কাজ করেছে, সেগুলো হলোঃ

- কস্টিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর কমিটি
- ডিসিসিআই এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টি বোর্ড
- ক্রয় কমিটির
- ম্যানেজমেন্টে কমিটি-ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস
- Special Committee on 4IR
- স্পেশাল কমিটি অন প্রজেক্ট মনিটরিং
- ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ডিসিসিআইতে এ বছর নয়টি (৯)টি বোর্ড সভা ও দুটি (২)টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০২০ সালে ডিসিসিআই নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল। এ বছর ডিসিসিআই'র সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে এ বছর ডিসিসিআই ১৩,৩৫,১৬০ টাকার কমল শীতার্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সমাজের দরিদ্র আসহায় ব্যক্তিদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদানের জন্য 'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম' এবং 'সেবা প্ল্যাটফর্ম' নামক একটি সামাজিক সংগঠনকে ১২,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে শিশুদের মুক্ত বায়ু সেবন সংগঠন এবং আনোয়ারা নিজামউদ্দিন মেমুরিয়াল ফাউন্ডেশনকে যথাক্রমে ২,৫০,০০০/- ও ২,০০,০০০/- টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাদানী, রঙানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ঢাকা চেম্বারের এ অর্থবছরে ৬১৪ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১৫৭ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং ৩০৫৭ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য চলতি অর্থবছরে ডিসিসিআই'র সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮২৮ এবং এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ২০২০ সালের শেষ নাগাদ ঢাকা চেম্বারের সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

ডিসিসিআই-এর আর্থিক অবস্থার হিসাব

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, ২০২০ সালে ঢাকা চেম্বারের আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নয়ন হয়েছে। চলতি বছরে ব্যয়তিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ৬,৯২,১১,৩৯৭ টাকা, ২০১৯ সালে যার পরিমাণ ছিল ১০,৫৭,৩৮,২৩৯ টাকা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২০২০ সালে ৩৪.৫৪% হারে ৩,৬৫,২৬,৮৪২ টাকা আয় কম হয়েছে।

Standing Committee activities and Board Meetings

A total of 18 Standing Committees headed by a Director each who acted as 'Coordinating Director' of the committee throughout the year. In 2020, about 61 meetings of these Standing Committees were held, where some important policy recommendations were made for development of the private sector and support desired economic growth. A meeting with the newly assigned Convenors and Joint Convenors of all the Standing Committees of DCCI was also held. I would like to take the privilege to thank all Coordinating Directors, Convenors, Joint Convenors and members of all the Standing Committees for their whole-hearted cooperation and efforts throughout the year.

Apart from the 18 standing committees 7 special committees also worked in 2020 which are

- Constitution, Membership, Administration & HR Related Management Committee
- DCCI Employees' Provident Fund Trustee Board
- Purchase Committee
- Management Committee- DCCI Finance and Accounts
- Special Committee on 4th IR & Innovation
- Special Committee on Project Monitoring
- DCCI Review Advisory Board

During the year 2020, 10 Board meetings and 01 emergency meeting of the Board of Directors, DCCI were held to discuss the managerial & financial issues along with suggesting policy issues to improve management efficiency of the Chamber.

Social Welfare Activities

During the year 2020, DCCI foundation has donated 4000 pieces blanket amounting of Tk. 13,35,160 to the distressed people. Tk. 12,00,000 was donated to Anjuman Mufidul Islam and SEBA platform to support COVID-19 affected people as CSR. Foundation also donated Tk.2,50,000 & Tk.2,00,000 to Shishuder Mukto Biao Shebon Songhtha and Anwara Nazimuddin Memorial Foundation respectively as CSR activities to the community.

Membership Enrollment

DCCI has been supported by a large number of members engaged in several businesses ranging from export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, services, real estate, trading and other avenues in form of MSMEs. I am delighted to mention that during the financial year, 614 new members were enrolled, 157 revived members and 3057 members have renewed their membership. It is encouraging that during this pandemic period 614 new companies registered with the DCCI family despite various stiff challenges. This significant number indicates growing recognition and credential of DCCI among the business community. During the financial year 2020, total active business member of DCCI reached 3828. However, if this trend continues the total number of members will significantly increase by the end of this calendar year.

DCCI Accounts

I am delighted to mention that the financial condition of the Chamber has improved substantially in 2020. We have achieved Tk. 6,92,11,397 as the excess of Income over Expenditure in 2020 whereas it was Tk. 10,57,38,239 in 2019. Excess of Income over Expenditure has decreased by 34.54% or Tk. 3,65,26,842 in 2020 compared to previous year.

এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। এ বার্ষিক রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬,১০,৩১,৩৭০ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ২১,৪১,৪৬,৬৮০ টাকা, অর্থাৎ ২০২০ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় কমেছে ৫,৩১,১৪,৯৫০ টাকা বা ২৪.৮০%। পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫.৩০% কমে, অর্থাৎ ২০২০ সালে খরচ কমেছে ১,৬৫,৮৮,১০৮ টাকা। ২০২০ সালে চেম্বারের মোট খরচ হয়েছে ৯,১৮,২০,৩৩৩ টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১০,৮৪,০৮,৪৪১ টাকা। চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরে ৬৭,২৬,৮২,৭৯৯ টাকা থেকে ৪,৬৮,৫৮,৩৮১ টাকা অর্থাৎ ৬.৯৭% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৭১,৯৫,৪১,১৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২০ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়বৃন্দ,

২০২০ সালে ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের পাশপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা পরলোক গমন করেছে, তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ গভীর সমবেদনা পেশ করেছে। ডিসিসিআই নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

- ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব প্রণব মুখার্জী।
- প্রবীন রাজনীতিবিদ এবং সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ, এমপি।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত, বীর প্রতীক।
- জাতীয় অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান।
- জাতীয় অধ্যাপক এবং এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ।
- বাংলাদেশ-এর এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।
- প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক।
- বাংলাদেশ ব্যাংক-এর উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ আল্লাহ মালিক কাজেমি।
- ট্রান্সকম গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী জনাব লতিফুর রহমান।
- ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক জনাব এএসএম মহিউদ্দিন মোনেম-এর পিতা এবং আব্দুল মোনেম লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মোনেম।
- বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম বাবুল।
- ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি সৈয়দ জামাল উদ্দিন হায়দার।
- বাংলাদেশ ইন্ডেন্ট এজেন্ট এসোসিয়েশন-এর প্রাক্তন সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান-এর ভাই জনাব মোঃ আহমেদ ফজলুর রহমান।
- ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব মানোয়ার হোসেন-এর বাবা এবং ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন মালেক।
- ডিসিসিআই-র প্রাক্তন পরিচালক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ (হাবিব)।
- ডিসিসিআই-এর 'প্রটেশন অব কনজুমার রাইটস্', এসেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং' স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য আলহাজ্ব ফাইজুর রহমান।
- ডিসিসিআই এথোবেইজড ট্রেড, সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন।
- ডিসিসিআই-র প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান-এর বড় ভাই ও ডিসিসিআই সদস্য জনাব মোঃ কামরুজ্জামান।
- ডিসিসিআই-র প্রাক্তন পরিচালক জনাব কে এম এন মঞ্জুরুল হক-এর বড় বোন প্রফেসর তাহেরা আক্তার জাহান।

Membership subscription, building rent, interest on deposits, training and project are the key income generating sources of the Chamber. Total income of the Chamber has reached Tk. 16,10,31,730 in 2020 as against Tk. 21,41,46,680 in 2019. Income for DCCI in 2020 has decreased by 24.80% or Tk. 5,31,14,950 compared to previous year. On the other hand, total expenditure has decreased by 15.30 % or Tk. 1,65,88,108 in 2020 compared to 2019. Total expenditure has reached Tk. 9,18,20,333 in 2020 whereas it was Tk. 10,84,08,441 in 2019. The total savings of the Chamber in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposits increased to Tk. 71,95,41,180 in 2020 from Tk. 67,26,82,799 in 2019, registering 6.97 % growth, which is equivalent to Tk. 4,68,58,381.

Ladies and Gentlemen

Members of the Board of Directors of DCCI shared their heartfelt solidarity for the members of the bereaved families who lost their beloved ones. DCCI expressed deep shock and deeply mourned at the sad demise of following persons in 2020:

- Mr. Pranab Mukherjee, former President of the People's Republic of India
- Mr. Mohammad Nasim, MP, former Minister for Health & Family Welfare and Presidium Member of Bangladesh Awami League
- Mr. Sheikh Md. Abdullah, State Minister for Religious Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh
- Major General (Retd.) C. R. Dutta, Freedom Fighter and Sector Commander in the liberation war
- Professor Dr. Anisuzzaman, National Professor and Professor Emeritus, University of Dhaka
- Professor Dr. Jamilur Reza Choudhury, National Professor and VC, University of Asia Pacific
- Professor Dr. Emajuddin Ahmed, Former Vice Chancellor, University of Dhaka
- Mr. Mahbubey Alam, Longest-serving Attorney General of Bangladesh
- Barrister Rafique-ul Huq, Renowned Lawyer in Bangladesh
- Mr. Mohammad Allah Malik Kazemi, Adviser, Bangladesh Bank
- Mr. Latifur Rahman, Chairman & CEO, Transcom Group
- Mr. Abdul Monem, Chairman & Managing Director, Abdul Monem Ltd., Father of Mr. ASM Mohiuddin Monem, Former Director, DCCI
- Mr. Nurul Islam Babul, Chairman of Jamuna Group Ltd.
- Mr. Syed Jamaluddin Haider, Former Senior Vice President, DCCI
- Mr. Md. Ahmed Fazlur Rahman, Former President, Bangladesh Indenting Agents Association & Brother of Mr. Mahbubur Rahman, Former President, DCCI
- Alhaj Anwar Hossain Malek, Former Director, DCCI and father of Mr. Monowar Hossain, Director, DCCI
- Mr. Habib Ullah (Habib), Former Director, DCCI
- Alhaj Faizur Rahman, Member, DCCI Standing Committee on Protection of Consumer Rights, Essential Commodities and Market Monitoring-2020
- Freedom Fighter Afzal Hossain, Member, DCCI Standing Committee on Agro based Trade, Services and Commercialization of Agriculture-2020
- Mr. Md. Kamruzzaman, Member, DCCI and elder brother of Mr. Md. Moniruzzaman, Former Vice President of DCCI

- ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী-এর খালা সুরাইয়া রাজা চৌধুরী
- ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মনোয়ার হোসেন-এর ফুপী হোসেন আরা বেগম
- ডিসিসিআই-এর ল' অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ জামসের আলী'র বাবা মোহাম্মদ শেহের আলী
- ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক সৈয়দ হাবিবুর রহমান-এর শ্বশুর জনাব এম আব্দুল হালিম ভূঁইয়া
- ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আশরাফ আহমেদ-এর শ্বশুরী মিসেস তাসনিম সুলতানা আলম
- ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব আবুল কালাম মোঃ শামসুদ্দিন-এর শ্বশুরী ওজিরন বিবি
- ডিসিসিআই'র উপ-সচিব মিসেস খালেদা বেগম-এর মাতা মিসেস হামিদা খাতুন

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি বলতে চাই, অপ্রত্যাশিত কোভিড-১৯ মহামারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেও, ২০২০ সালটি ঢাকা চেম্বার একটি কর্মচঞ্চল ও সফল বছর হিসেবে পার করেছে। বেসরকারীখাতের শক্তিশালী ও কার্যকর কণ্ঠস্বর হিসেবে বিশেষকরে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন, বিনিয়োগে গতি ফিরিয়ে আনা, কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সুরক্ষা এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনীতিতে সচল রাখতে ঢাকা চেম্বার সরকারের সাথে একযোগে নিরলসভাবে কাজ করেছে।

আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যগণ এবং সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ ২০২০ সালে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। বেসরকারি খাতের উন্নয়নে, বিশেষ করে এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য ডিসিসিআই যে প্রচেষ্টা রেখেছে তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ডিসিসিআই'র ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

আমি ধন্যবাদ জানাই পর্ষদের সকল সদস্য এবং ডিসিসিআই'র সদস্যদের আন্তরিক অবদানের জন্য, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এবং ২০২০ সালে আমাকে ডিসিসিআই'র নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ ও সম্মান প্রদানের জন্য।

আমি আমার সকল পূর্বশ্রীদেব ও উত্তরশ্রীদেব প্রতি গভীর আস্থা জানাচ্ছি। নননির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতি এবং পরিচালকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রত্যাশা রাখি, ডিসিসিআই'র এই নতুন নেতৃত্ব আরও গতিশীলতা নিয়ে আসবে এবং ডিসিসিআইকে আরও উচ্চতর মর্যাদায় নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। দেশের বেসরকারীখাতের উন্নয়নে আমি সর্বদা ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত থাকব।

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সর্বোপরি নতুন বোর্ডকে আমি স্বাগত জানাই।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) যোগদান করার জন্য আমি আবাবো আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ হাফেজ

শামস মাহমুদ

সভাপতি, ডিসিসিআই।

ডিসেম্বর ২৯, ২০২০।

- Professor Mrs. Tahera Akhter Jahan, elder sister of Mr. K.M.N Manjurul Haque, Former Director, DCCI
- Mrs. Suraiya Raza Chowdhury, Aunty of Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Director & Former Senior Vice President of DCCI
- Mrs. Hosne Ara Begum, Aunty (Fupi) of Mr. Monowar Hossain, Director, DCCI
- Mr. Mohammad Saher Ali, Father of Mr. Mohammad Zamsher Ali, Joint Convenor, DCCI Standing Committee on Law and Order and Anti-Smuggling Initiative-2020
- Mr. M Abdul Halim Bhuiyan, Father-in-Law of Mr. Sayed Habibur Rahman, Former Director, DCCI
- Mrs. Tasneem Sultana Alam, Mother-in-Law of Mr. Ashraf Ahmed, Director, DCCI
- Mrs. Ojiron Bibi, Mother-in-Law of Mr. Abul Kalam Md. Shamsuddin, Former Director, DCCI and
- Ms. Hamida Khatun, Mother of Ms. Khaleda Begum, Deputy Secretary, DCCI

Distinguished Members

In summing up, I would like to reiterate that DCCI has marked a vibrant and successful year in 2020 despite unprecedented and crippling challenges due to COVID-19. We put our best endeavor to portray DCCI as a leading Chamber in the country and played pivotal role as a strong partner of the government to rebound trade, industrial and economic activities, protect CMSMEs and promote national economic and development priorities during the pandemic time.

I am delighted to mention that with relentless effort and sincerity of the board of directors, conveners, joint conveners, standing committee members and all officials of the Secretariat, DCCI further strengthened its research-based policy advocacy roles which immensely contributed to uphold the image of the Chamber in home and abroad.

It is my great honour and privilege to lead DCCI as the President in 2020. I would like to thank all members of Board, former Presidents, DCCI members and all officials of DCCI secretariat for their wonderful contribution and keeping trust on me to lead the DCCI in 2020.

I would like to extend my deep appreciation to all of my predecessors and successors. I would also like to congratulate the newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of DCCI for the year 2021. I hope the new leadership in DCCI will bring in more dynamism to elevate DCCI into a new height and further spearhead the role of DCCI in the development journey of the country. Today is my last day as the President of DCCI. It has truly been an exciting journey for us to serve this great institute.

I would like to once again congratulate the newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of DCCI.

I thank you all once again for your valued and kind presence in the 59th Annual General Meeting (AGM) of DCCI and to grace this occasion.

Allah Hafiz

Shams Mahmud

President, DCCI

December 29, 2020

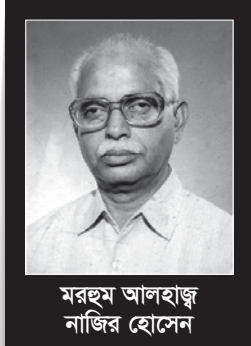
ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে যাদের নাম স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের সম্মানার্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হবে।



মরহুম আলহাজ্জ
হাফেজ মনির হোসেন

আলহাজ্জ হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, হিসেবে চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ষিক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



মরহুম আলহাজ্জ
নাজির হোসেন

আলহাজ্জ নাজির হোসেন পুরাতন ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্র বিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। জনাব নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পদ্ম ও শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারি শিশু সনদ ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবকই নন, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর এবং সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।



মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী

জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরোনো ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।



মরহুম আবু
নাসের আহম্মদ

জনাব আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকে আবাবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ-এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনাব আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইল্লা ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।



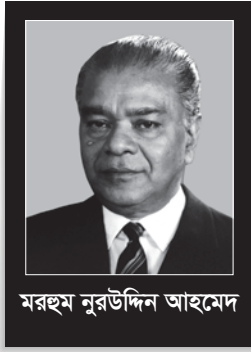
মরহুম ইয়াহিয়া
আহমেদ বাওয়ানী

জনাব ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। এ ছাড়াও আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইল্লা ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।



মরহুম আলহাজ্ব
আবুল কাশেম, এফসিএ

মরহুম আবুল কাশেম এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের লায়ন আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেনসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি-এর সদস্য ছিলেন।



মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ

জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ ডিসিসিআই, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিস্তারে অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্ব শ্রেণি তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইল্লা ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।



মরহুম এম
ইউনুস, এফসিএ

জনাব এম ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানির ফাউন্ডার পার্টনার ছিলেন। তিনি দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একাউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন। মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও রক্ষায় মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইল্লা ইলাইহি রাজিউন)।



মরহুম
এ রব চৌধুরী

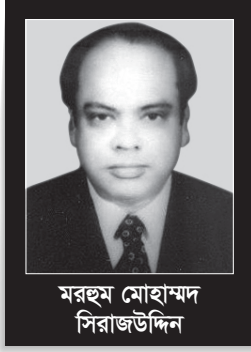
জনাব এ রব চৌধুরী বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতি। তিনি আরকো কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড'র চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন'র চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই'র নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ধানমন্ডি ও উত্তরা রোটারি ক্লাব'র সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৯৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



মরহুম আলহাজ্জ
মুখলেছুর রহমান

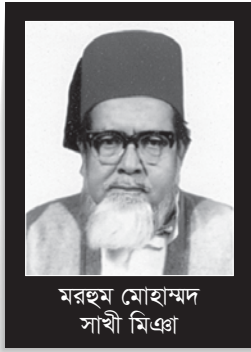
জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯২৮ সালে ১৮ এপ্রিল নরসিংদীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন এবং তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি Leader হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প “সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম” তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জনাব মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় জনাব মুখলেছুর রহমান ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



মরহুম মোহাম্মদ
সিরাজউদ্দিন

জনাব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধুমিতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। এটি ব্রিটিশ কোম্পানি জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনুর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছর কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইল্লা ইলাইহি রাজিউন)।



মরহুম মোহাম্মদ
সাখী মিঞা

জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা পুরাতন ঢাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সালে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চাকুরির মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্ট-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙালিদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিকনির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইল্লা ইলাইহি রাজিউন)।



আলহাজ্জ
আনোয়ার হোসেন

আলহাজ্জ আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বর্তমানে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির চেয়ারম্যান ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন।

একজন সফল উদ্যোক্তা আলহাজ্জ আনোয়ার হোসেন তাঁর প্রচন্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়াসী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন: গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিশারীর ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিম বক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসূতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্জ আনোয়ার হোসেন শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগণ্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্জ আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য।



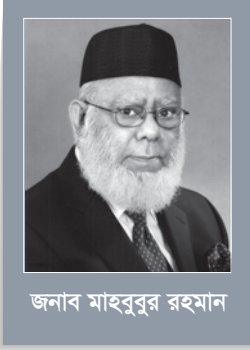
জনাব এম এ সাত্তার

জনাব এম এ সাত্তার ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে জামালপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম ইঞ্জিনিয়ার এম এ জব্বার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন। জনাব সাত্তার যুক্তরাজ্যের লন্ডনের সেন্ট ফ্রান্সিস মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৫৬ সালে সিনিয়র ক্যামব্রিজ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা নটরডেম কলেজ হতে আই. এ পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ (এম.পি.এ) হিসেবে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে তিনি শিল্পায়ন, বেকারত্ব দূরীকরণে ও সকল মৌলিক অধিকার আদায়ে সুবক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

পরবর্তীতে তিনি নিজস্ব ব্যবসাসহ পৈতৃক ব্যবসাতে আন্তর্নিয়োগ করেন। ১৯৮০ সালে ঐতিহাসিক ঢাকা ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৮২ সালে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী সমন্বয়ে বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত ঢাকা চেম্বারের সদস্যদের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নির্বাচনে জয় লাভ করে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত হন। চেম্বারের সভাপতি থাকাকালীন সময় তিনি বেসরকারিখাতে ব্যাংক-বীমা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের বি-রাষ্ট্রীয়করণে সরকারকে নীতিমালা গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ব্যবসায়ী মহলের যে কোনো জটিল মুহুর্তে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর জুড়ি নেই। আর এ কারণেই ব্যবসায়ী মহলে যে কোন কঠিন বাস্তবতায় সঠিক পথ-প্রদর্শক হিসেবে আজও দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি ১৯৮৬-৯০ সালে বাংলাদেশ সরকারের বিমান ও পর্যটন এবং বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতার পরিচয় রাখেন।



জনাব মাহবুবুর রহমান

জনাব মাহবুবুর রহমান ১০ জুলাই, ১৯৪২ সালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত জগন্নাথদীঘি ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ৬০-এর দশকে একজন সফল ব্যাংকার হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৭৪-৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে শ্রীলংকার কান্দি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং (বাংলাদেশ) লিমিটেড সহ বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

তিনি বর্তমানে ইটিবিএল হোল্ডিং-এর চেয়ারম্যান, যার অনেকগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৮০ সালে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ নির্বাচিত হন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি, ১৯৯২-৯৪ সালে এফবিসিসিআই-এর সভাপতি এবং ১৯৯৪ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি আইসিসি-বাংলাদেশের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯৩-৯৫ সালে ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা-এর সভাপতি এবং এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক/চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বহু প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়ীদের বর্তমান প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা-বিপত্তি এবং সর্বোপরি অন্তরায় দূর করার জন্য একনিষ্ঠভাবে সরকারি ও ব্যবসায়ী মহলে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সমন্বয়যোগী একটি ট্রেড অর্গানাইজেশন রুলস্ প্রণয়নে তিনি সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করে ব্যবসায়ী ও সরকারি মহলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারিখাতের অন্যতম সংগঠন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ অ্যান্ড ফার্মস-এ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে The Societies Registration Act XXI of 1860-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়, যা ৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত ৯ সদস্যের একটি Executive Committee দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি ও ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর উদ্দেশ্য

১. ডিসিসিআইএর সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা এবং এর ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা;
২. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা;
৩. গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
৪. সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য উৎসাহমূলক পুরস্কার ও মেধাবীদেরকে বৃত্তি প্রদান করা;
৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ ও বন্টন এবং পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা;
৬. ডিসিসিআই-এর সদস্য এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসায়িক শিষ্টাচার বা নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;
৭. পাবলিক-প্রাইভেট ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তি মহোদয়গণের স্বাক্ষরক্রমে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয়:

- ১) আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
- ২) জনাব এম এ সান্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৩) জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৪) জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৫) জনাব এ রব চৌধুরী (মরহুম), প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৬) জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৭) জনাব এ এস এম কাশেম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৮) জনাব এম এইচ রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৯) জনাব আফতাব-উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১০) জনাব বেনজির আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১১) জনাব মতিউর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

- ১২) জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১৩) জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১৪) জনাব এম এ মোমেন, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১৫) জনাব জাফর ওসমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১৬) জনাব হোসেন খালেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সদস্য সচিব, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সমূহ:

- ১) সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্খু ও শিশু হাসপাতালে ঢাকা চেম্বারের ওয়ার্ড উন্নয়ন ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- ২) ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত DCCI Young Visionaries প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত (১৮-২০ এপ্রিল, ২০১২) The Global Social Venture Competition (GSVC)-তে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে আসা-যাওয়ার ব্যয় ভার বহন করে।
- ৩) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে ডায়ালাইসিস মেশিন ত্রয় বাবদ ২০,০০,০০০/- টাকা ঈর্ষাজ কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদান প্রদান করে।
- ৪) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২,০০,০০০/- টাকা করে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।
- ৫) ২০১২ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ১,৫০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।
- ৬) পুরাতন ঢাকায় আজাদ মুসলিম ক্লাবের সাথে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে একটি ডায়াবেটিক সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- ৭) ২০১৫ সালে নেপালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫,০০,০০০/- টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- ৮) ২০১৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিতে ২,০০,০০০/- টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।
- ৯) সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে আর্থিক অনুদান হিসেবে ২০১৫ সালে ২০,০০,০০০/-টাকা প্রদান করা হয়।
- ১০) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্খু হাসপাতাল কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

- ১১) ২০১৭ সালে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী সমিতিতে ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
- ১২) ২০১৭ সালে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ১৩) ২০১৭ সালে বন্যা দূর্গতদের সাহায্যার্থে ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
- ১৪) ২০১৮ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতর্তদের মাঝে ১১,৬৭,৬৪০/- টাকা ব্যয়ে মোট ৩৩০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।
- ১৫) ২০১৮ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ২,০০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ১৬) ২০১৮ সালে নিলক্ষিয়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ১৭) ২০১৯ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতর্তদের মাঝে ১৩,৭৩,৯১১/- টাকা ব্যয়ে মোট ৪০০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।
- ১৮) ২০১৯ সালে আনোয়ারা নাজিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ২,০০,০০০/- টাকা ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ১৯) ২০১৯ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিতে ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
- ২০) ২০২০ সালে আনোয়ারা নাজিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ২,০০,০০০/- টাকা ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ২১) ২০২০ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতর্তদের মাঝে ১৩,৩৫,১৬০/- টাকা ব্যয়ে মোট ৪০০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।
- ২২) ২০১৯ সালে বার্ষিক ক্যাম্পেইনে সহযোগীতাসরূপ শিশুদের মুক্ত বায়ু সেবন সংস্থাকে ২,৫০,০০০/- টাকা ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ২৩) কোভিড-১৯ -এ ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামকে ৫,০০,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ২৪) কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ৭০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তার জন্য মিশন সেভ বাংলাদেশকে ৭,০০,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ইং (০৮ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ) সোমবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে (ঢাকা চেম্বার ভবন, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০) অনুষ্ঠিত হয়।

৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
২।	জনাব মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
৩।	জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	-	মেসার্স নর্থ বেঙ্গল সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৪।	জনাব আন্দালিব হাসান	-	মেসার্স এলাইড এন্টারপ্রাইজ
৫।	জনাব কামরুল হাসান তুহিন	-	মেসার্স আইকিউ ইন্টারন্যাশনাল
৬।	জনাব সোহেল আহমেদ	-	মেসার্স এশিয়ান এক্সপোর্ট
৭।	ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম	-	মেসার্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসোর্সেস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৮।	খন্দ. রাশেদুল আহসান	-	মেসার্স পিসেস কর্পোরেশন লিঃ
৯।	জনাব আবুল কাসেম খান	-	মেসার্স এ. কে. খান টেলিকম লিমিটেড
১০।	ইঞ্জিঃ এম আনিসুজ্জামান ভূঁইয়া রানা	-	মেসার্স জামান কনস্ট্রাকশন
১১।	জনাব মনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স মনোয়ার ট্রেডিং
১২।	মিসেস পারভীন হোসেন	-	মেসার্স অবনী এন্টারপ্রাইজ
১৩।	জনাব মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন তালুকদার	-	মেসার্স লিংকন ইম্পেক্স ওভারসীজ
১৪।	জনাব এম আবু হোরায়রাহ	-	মেসার্স সালমান রেফিজারেশন
১৫।	জনাব এস এম রফিকুল ইসলাম	-	মেসার্স লেজার্স বাংলাদেশ
১৬।	জনাব আবুল হোসেন	-	মেসার্স ফজিলা কর্পোরেশন
১৭।	জনাব আফতাব-উল-ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স আইওই (বাংলাদেশ) লিমিটেড
১৮।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	মেসার্স নিউএইজ গার্মেন্টস লিমিটেড
১৯।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স এভিস গার্মেন্টস
২০।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স
২১।	জনাব দীন মোহাম্মদ	-	মেসার্স দীন মোহাম্মদ
২২।	জনাব মোহাম্মদ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক	-	মেসার্স সিয়াম এন্টারপ্রাইজ
২৩।	জনাব মোঃ ওয়াসিকুর রশিদ	-	মেসার্স মিরপুর সিরামিক ওয়ার্কস লিঃ
২৪।	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না	-	মেসার্স ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিঃ
২৫।	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	-	মেসার্স ফেডারেল ইন্সপেকশন সার্ভিসেস লিঃ
২৬।	জনাব এম এস সিদ্দিকী	-	মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল
২৭।	জনাব মোঃ রাশেদ আলী	-	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
২৮।	সৈয়দ মামুন কাদের	-	মেসার্স সাউথটেক লিমিটেড
২৯।	জনাব শামস মাহমুদ	-	মেসার্স শাশা ডেনিমস লিমিটেড
৩০।	জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস	-	মেসার্স ইমার্জিং ফ্রেডিট রেটিং লিঃ
৩১।	জনাব আরমান হক	-	মেসার্স ইনস্টার লিমিটেড
৩২।	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	-	মেসার্স এস. এস. শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ
৩৩।	সৈয়দ নাবিউর রহমান	-	মেসার্স আরমান হক ডেনিমস লিমিটেড
৩৪।	জনাব রিজওয়ান-উর-রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ লিঃ
৩৫।	জনাব গোলাম গাফফার	-	মেসার্স শান্তাট্রুজ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৩৬।	জনাব মোহাম্মদ জামশের আলী	-	মেসার্স সনি লুব্রিকেন্টস সেন্টার
৩৭।	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	-	মেসার্স মডার্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিঃ
৩৮।	মিসেস লিলি হক	-	মেসার্স চয়ন প্রকাশন
৩৯।	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কর্পোরেশন
৪০।	জনাব পারভেজ আহমেদ	-	মেসার্স রিহান কর্পোরেশন
৪১।	মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	-	মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড
৪২।	জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	-	মেসার্স এ্যাডভান্স ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৪৩।	জনাব মোঃ মহসিন রেজা খান	-	মেসার্স প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
৪৪।	ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনিক লিভিং লিঃ
৪৫।	জনাব মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	-	মেসার্স ইমেক্স কর্পোরেশন
৪৬।	জনাব আবু নাসিম রিপন	-	মেসার্স লাকি ট্রেডিং এজেন্সি
৪৭।	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স জেনারেল মটরস
৪৮।	জনাব এম. এ. মালেক	-	মেসার্স পেডরোলো এনকে লিমিটেড
৪৯।	জনাব সজিব বিশ্বাস	-	মেসার্স নিউ টেক জিটি লিঃ
৫০।	জনাব তন্ময় রায়	-	মেসার্স স্ট্রীম লিঃ
৫১।	জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ক্যাপিটাল প্লাস্টিক অ্যান্ড রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ
৫২।	জনাব মোঃ কামালউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ইম্পেরিয়াল প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ
৫৩।	জনাব মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ	-	মেসার্স ফারুক গার্মেন্টস
৫৪।	জনাব এম এ রশিদ শাহ সন্মাত	-	মেসার্স মক্কা ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস্
৫৫।	জনাব মোহাম্মদ শারফুদ্দিন	-	মেসার্স আদর এন্টারপ্রাইজ
৫৬।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	মেসার্স ফজল ওয়ার এন্ড মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ
৫৭।	জনাব নাজমুল হক	-	মেসার্স এলিন ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৫৮।	জনাব এম শফিকুল আলম, এফসিএ	-	মেসার্স ন্যাশনাল এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ
৫৯।	জনাব মোহাম্মদ জামান খান, এসিএস	-	মেসার্স আফতাব অটোমোবাইলস লিঃ
৬০।	জনাব মোঃ বরকত উল্লাহ	-	মেসার্স এস. এ ট্রেডার্স এন্ড কোং
৬১।	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স মাসনুনস লিঃ
৬২।	জনাব এ. কিউ.এম. শহিদুজ্জামান	-	মেসার্স আনোয়ার জুট স্পিনিং মিলস লিঃ
৬৩।	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	-	মেসার্স মুন এন্টারপ্রাইজ
৬৪।	মিসেস নাসরিন আনোয়ার	-	মেসার্স মাহমুদা হ্যাণ্ডিক্রাফট
৬৫।	জনাব এ কে মিজানুর রহমান, এফসিএ	-	মেসার্স শফিক মিজান রহমান এন্ড অগাস্টিন
৬৬।	জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন	-	মেসার্স একটিভ ফাইন কেমিক্যালস লিঃ
৬৭।	জনাব মোঃ শাহিদ হোসেন	-	মেসার্স এস বি ডিস্ট্রিবিউশন
৬৮।	মিসেস সুরাইয়া আলম	-	মেসার্স সুরাইয়া ফ্যাশন
৬৯।	জনাব মামুন আকবর	-	মেসার্স এএমএ মেডিক্যাল লিমিটেড
৭০।	জনাব মোঃ রমজান আলী	-	মেসার্স হক প্লাস্টিক সেন্টার
৭১।	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	-	মেসার্স এস এস ভিশন লিঃ
৭২।	জনাব এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর	-	মেসার্স বিডিকম অনলাইন লিঃ
৭৩।	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল মোমিন	-	মেসার্স মোমিন এন্টারপ্রাইজ
৭৪।	জনাব মির্জা আব্দুল খালেদ	-	মেসার্স লায়ন ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল সার্ভিসেস

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৭৫।	জনাব মির্জা আব্দুল খালেক	-	মেসার্স লায়ন সিনেমা প্রাঃ লিঃ
৭৬।	জনাব রাশেদ মাকসুদ খান	-	মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিক্স লিমিটেড
৭৭।	জনাব মোঃ রশিদ উল্লাহ	-	মেসার্স শরিফ গার্মেন্টস
৭৮।	জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান	-	মেসার্স জেনেসিস ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল
৭৯।	মিসেস তাসলিমা সিদ্দিকী রত্না	-	মেসার্স ইত্যাদি হ্যান্ডিক্রাফট
৮০।	মিসেস মিতিয়া ওসমান তিসমা	-	মেসার্স আগামী প্রকাশনী
৮১।	ড. লকিয়ত উল্লাহ	-	মেসার্স বায়োফার্মা লিঃ
৮২।	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ	-	মেসার্স কন্ডুয়েল ডেভেলপমেন্ট লিঃ
৮৩।	জনাব নাজির হোসেন	-	মেসার্স এন এইচ ইন্টারন্যাশনাল
৮৪।	জনাব মোহাম্মদ হেলায়েত উল্লাহ	-	মেসার্স আল হেলায়েত ইন্টারন্যাশনাল রিয়েল এস্টেট লিঃ
৮৫।	জনাব মোঃ সাজ্জাদুর রহমান	-	মেসার্স আলিফ এন্টারপ্রাইজ
৮৬।	জনাব ফয়জুর রহমান	-	মেসার্স লেদার সোর্স
৮৭।	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান সাইফ	-	মেসার্স ফেয়ার এন্ড এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি লিঃ
৮৮।	জনাব মোঃ আলমগীর ভূঁইয়া	-	মেসার্স শাহিল এন্টারপ্রাইজ
৮৯।	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকি	-	মেসার্স দিগন্ত মিডিয়া কর্পোরেশন
৯০।	জনাব মোঃ মাহবুব হাসান ভূঁইয়া	-	মেসার্স আনোয়ার খান মর্ডান ড্রেজিং করপোরেশন
৯১।	জনাব কাওসার আহমেদ ভূঁইয়া	-	মেসার্স ফেব্রিকা ইন্টারন্যাশনাল
৯২।	জনাব মোঃ নূর আলম মিয়া	-	মেসার্স এনজেএন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
৯৩।	জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী	-	মেসার্স বাক্স ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৯৪।	জনাব দাতা মাগফুর	-	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
৯৫।	জনাব মোঃ আবুল হাসনাত	-	মেসার্স হেম ইউনিকন লিঃ
৯৬।	জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন	-	মেসার্স আবিদ হোল্ডিংস লিঃ
৯৭।	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আল আমিন	-	মেসার্স প্যারাডাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস লিঃ
৯৮।	জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান	-	মেসার্স রাজা এন্ড ব্রাদার্স
৯৯।	সৈয়দ মাকসুদুর রহমান	-	মেসার্স তানজিনা ফ্যাশন লিঃ
১০০।	জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান ফারুক	-	মেসার্স এ ওয়ান পলিমার লিঃ
১০১।	জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিয়া	-	মেসার্স মৈত্রী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১০২।	জনাব মোঃ এনামুল হক সুজন	-	মেসার্স গেটস্কীল
১০৩।	জনাব রোকনুজ্জামান	-	মেসার্স ঢাকা অনুবাদ
১০৪।	জনাব নূরে আলম	-	মেসার্স ইরেকটর ইন্টারন্যাশনাল
১০৫।	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	-	মেসার্স র্যানকম ট্রেডিং (প্রাঃ) লিঃ
১০৬।	জনাব খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	-	মেসার্স দি কম্পিউটারস লিমিটেড
১০৭।	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ	-	মেসার্স যমুনা ব্যাংক লিঃ
১০৮।	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	-	মেসার্স জুট অ্যান্ড ব্যাগস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
১০৯।	জনাব ওসামা তাসীর	-	মেসার্স ফোর উইংস লিমিটেড
১১০।	জনাব ইমরান আহমেদ	-	মেসার্স নবাব অ্যান্ড সন্স
১১১।	জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন	-	মেসার্স ক্যাপিটাল বিস্কুট কোং
১১২।	জনাব নাসিরুদ্দিন এ ফেরদৌস	-	মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানী
১১৩।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স এস.এস. ট্রেড লিংক ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১১৪।	জনাব হোসেন আখতার	-	মেসার্স আনোয়ার এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোং
১১৫।	মিসেস সেলিনা তারেক	-	মেসার্স আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিঃ
১১৬।	জনাব এ. কে. এম. জাবেদ	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট শীট লিঃ
১১৭।	জনাব সাইফ সারোয়ার বশাক	-	মেসার্স টি এম এস এস
১১৮।	জনাব হোসেন এ সিকদার	-	মেসার্স স্টার স্টীল স্টোর
১১৯।	জনাব এস.এম. জিল্লুর রহমান	-	মেসার্স রহমান ওভারসীজ ট্রেড লিংক
১২০।	জনাব মোঃ শাহীন হোসেন	-	মেসার্স ট্রাম্প ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
১২১।	জনাব মাহবুব আলম	-	মেসার্স এ ওয়ান ট্রেডিং কোং
১২২।	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	-	মেসার্স কাবা ট্রেডিং কোং
১২৩।	জনাব কামরুল হায়দার	-	মেসার্স আনোয়ার ইন্ড্রিগেটেড স্টীল প্ল্যান্ট লিঃ
১২৪।	জনাব মোঃ মাহফুজ খান	-	মেসার্স ডট-৫ প্রাইভেট লিমিটেড
১২৫।	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন	-	মেসার্স মারস্ ইন্টারন্যাশনাল
১২৬।	জনাব স্বপন কুমার দাস	-	মেসার্স প্রকৃতি
১২৭।	সৈয়দ আনোয়ারুল হক	-	মেসার্স স্বদেশ মটরস্ লিঃ
১২৮।	জনাব আজিজুর রহমান	-	মেসার্স রয়েল বিজনেস কো-অপারেশন
১২৯।	মিসেস হেনা বেগম	-	মেসার্স ডিগনিটি ট্রেড
১৩০।	জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স টরি গ্রেডিট রিপোর্টস এন্ড কালেকশনস লিঃ
১৩১।	জনাব মিজা জহির আলী	-	মেসার্স পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং
১৩২।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ভাসটেক লিঃ
১৩৩।	জনাব আরিফ খান	-	মেসার্স রাণী ফুড ইন্ডাস্ট্রি লিঃ
১৩৪।	জনাব আলহাজ্ব মোঃ এহসানুল হক (এহসান)	-	মেসার্স আপন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৩৫।	জনাব আবু বাকার মোঃ সিদ্দিক	-	মেসার্স অল-টেক মেশিনারি
১৩৬।	জনাব মোহাম্মদ সেলিম	-	মেসার্স এ্যাপিক্যাল ফ্যাশন কোম্পানী লিমিটেড
১৩৭।	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান ভূঁইয়া	-	মেসার্স আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতাল
১৩৮।	জনাব মোঃ মজিব উল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স আনোয়ার খান মডার্ন প্রিন্টারস অ্যান্ড পাবলিকেশনস
১৩৯।	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালি	-	মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসরিজ
১৪০।	জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
১৪১।	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ সরকার	-	মেসার্স এ্যাডভান্স ট্রেডিং কর্পোরেশন
১৪২।	জনাব মাসুক হোসেন	-	মেসার্স মাসুক হোসেন
১৪৩।	জনাব এ মালেক	-	মেসার্স এ মালেক
১৪৪।	জনাব কে এম এন মনজুরুল হক	-	মেসার্স ওয়াইড লিংক ইন্টারন্যাশনাল
১৪৫।	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
১৪৬।	জনাব সারমাদ মনসুর	-	মেসার্স সিনথিয়া এন্টারপ্রাইজ
১৪৭।	জনাব সৈয়দ মাহমুদুর রশিদ	-	মেসার্স বগুড়া ট্রেড সেন্টার
১৪৮।	জনাব নূর হোসেন	-	মেসার্স এঞ্জেল করপোরেশন
১৪৯।	আলহাজ্ব মোহাঃ জাকির হোসেন	-	মেসার্স প্রিয়াংকা কমিউনিটি সেন্টার
১৫০।	জনাব সূজন আহমেদ	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং
১৫১।	জনাব মোঃ ইফতেখার উদ্দিন	-	মেসার্স ইন উইন এন্টারপ্রাইজ
১৫২।	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	-	মেসার্স সান চেরি বডি ফ্যাশনস গভঃ. লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১৫৩।	মিসেস ইসমাত জেরিন খান	-	মেসার্স জারমাজ লিমিটেড
১৫৪।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
১৫৫।	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ক্রাউন মেলামাইন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১৫৬।	জনাব বেনোদ্র নাথ দাস	-	মেসার্স চাঁদনি টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড
১৫৭।	আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার	-	মেসার্স আরি-আরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
১৫৮।	মিসেস শাহনাজ পারভীন ডলি	-	মেসার্স ডলি ফ্যাশন
১৫৯।	জনাব মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স থার্ড আই এসোসিয়েটস
১৬০।	জনাব গোলাম জিলানী	-	মেসার্স গেটওয়ে গ্রুপ লিমিটেড
১৬১।	জনাব কে. এন. জামান	-	মেসার্স মাস্কসপ পলিমার কর্পোরেশন
১৬২।	জনাব মোঃ নুরজ্জামান দিপু	-	মেসার্স দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৬৩।	জনাব মোস্তাজিরুল শোভন ইসলাম	-	মেসার্স স্পেরো এ্যাপারেলস লিমিটেড
১৬৪।	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন	-	মেসার্স নাইস পাওয়ার এন্ড আইটি সলিউশন লিঃ
১৬৫।	জনাব মোঃ এ. বি. সিদ্দিক	-	মেসার্স বিএস লুব্রিকেন্টস লিঃ
১৬৬।	জনাব রাশেদ আহমেদ	-	মেসার্স ইনোভেশন ফার্মা
১৬৭।	জনাব মামুন উর রহমান	-	মেসার্স এক্সপোথো
১৬৮।	জনাব এম এ হামিদ	-	মেসার্স দিগন্ত এডভারটাইজিং
১৬৯।	জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান (মিলন)	-	মেসার্স ভূঁইয়া ইন্টারন্যাশনাল
১৭০।	জনাব মোহাম্মদ হোসেন	-	মেসার্স এইচ. এন. এন্টারপ্রাইজ
১৭১।	জনাব শাহিদ আলম	-	মেসার্স শাহ ফতেউল্লাহ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড
১৭২।	জনাব গোপাল চন্দ্র ঘোষ	-	মেসার্স আনোয়ার ইম্পাত লিমিটেড
১৭৩।	জনাব মোঃ রায়হান আলী খান	-	মেসার্স ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং কোম্পানী
১৭৪।	জনাব আশরাফ আহমেদ	-	মেসার্স রিভারস্টোন ক্যাপিটাল লিমিটেড

সভার শুরুতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ভারপ্রাপ্ত সচিব, জনাব মোঃ জয়নাল আদীন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, তিনি চেম্বারের সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চের আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান এবং সবাই আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে চেম্বারের ইমাম জনাব হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কলাম-ই-পাক থেকে তেলাওয়াত করেন।

অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর-এর সভাপতিত্বে ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত সচিব ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করেন। তিনি ২০১৯ সালে যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেছেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়া ইল্লা ইলাইহে রাজেউন) তন্মধ্যে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক মিসেস সাফিনা রহমানের মাতা রসি শরিফ, ডিসিসিআই রিভিউ এ্যান্ডভাইজরি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ও ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর সদস্য ড. মিজানুর রহমান শেলী, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খানের বড় বোন মিসেস সাহারা বারী প্রমুখের মৃত্যুতে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এছাড়াও ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে নীমতলী এবং বনানীর এফআর টাওয়ারে ঘটে যাওয়ার অগ্নিকাণ্ডে নিহত ব্যক্তিবর্গ, মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী লাকি আকন্দ, বরেণ্য শিল্পী সুবির নন্দী ও শাহনাজ রহমতউল্লাহ, ন্যাপ-এর সভাপতি প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, ডিসিসিআই'র উচ্চমান সহকারী শেখ মোঃ আব্দুল ওয়াসেকের বাবা'র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি এম আবু হোয়ায়রাহ সকল মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলোচ্যসূচি-১ঃ ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ২০১৯ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং তার পক্ষ থেকে চেম্বারের ৫৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বলেন, বিগত বছরের মত এবছরও বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৯ সালের পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ঢাকা চেম্বারের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যারা বিগত বছর ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন এবং ডিসিসিআই'র বয়োজ্যেষ্ঠ, মুরব্বী ও সম্মানিত সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

তিনি ৫৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত বক্তব্য বলেন, সভাপতি হিসেবে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্ব দিতে পেয়ে তিনি সম্মানিত বোধ করেছেন। সফলতা এবং অর্জনের সাথে কিছু সীমাবদ্ধতার মিশেলে এটি ছিল তাঁর জন্য একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। আজ সকলে এখানে একত্রিত হয়েছি গত বছরে চেম্বারের সাফল্য ও কার্যক্রম মূল্যায়ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ, সদস্যদের সেবার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঢাকা চেম্বারের ভূমিকা তুলে ধরার জন্য। তিনি পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, সদস্য ও ডিসিসিআইয়ের সকল সদস্যের প্রতি, যাদের সহযোগিতা ও পরামর্শে ডিসিসিআই দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ডিসিসিআই-এর অগ্রযাত্রায় চেম্বার সচিবালয়ের সকলে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, বিশ্ব বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির পরও বাংলাদেশ ৮.১৫% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ৪৬.৮৭ বিলিয়ন ডলার, আমদানি ব্যয় ৫৪.৬৪ বিলিয়ন ডলার, ১৬.৪২ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স, জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৩.৪ শতাংশ, ৩.৮৮ বিলিয়ন ডলার বিদেশী বিনিয়োগ এবং ৩২.৭৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করেছে। গত এক দশকে আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর অগ্রগতি ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশের বিবেচনায় বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। বিশ্ব ব্যাংকের Ease of Doing Business Index ২০২০-এ বাংলাদেশের অবস্থান ৮ ধাপ এগিয়ে ১৬৮-তম হলেও Global Competitiveness Report ২০১৯-এ বাংলাদেশের অবস্থান ২ ধাপ পিছিয়ে ১০৫-তম হয়েছে। এই অবস্থান ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে পিছিয়ে থাকায় বর্তমানে বিদেশি বিনিয়োগ অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বেশ কম। এ কারণেই বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে ডিসিসিআই BIDA, BEZA এবং High Tech Park Authority'র আওতায় 'One Stop Service' বাস্তবায়নের বিষয়ে Policy Support প্রদান করে আসছে। ডিসিসিআইতে 'One Stop Service Center' স্থাপনের জন্য BIDA'র সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে।

চলতি বছরের পুরো সময় ধরে ডিসিসিআই ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ এবং সমন্বিতভাবে সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানগুলো ডিসিসিআই-এর ১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশের আলোকে আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ঢাকা চেম্বার মুদ্রানীতি, পাট শিল্পের বহুমুখীকরণ, জ্বালানির মূল্য, অবকাঠামো উন্নয়ন

খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে স্থানীয় পুঁজিবাজার শক্তিশালীকরণ, টেকসই তৈরী পোষাক শিল্প, আবাসন শিল্পের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, নতুন ভ্যাট আইনের উপর সচেতনতামূলক কর্মশালা, Restructuring & Liquidation of Financial Institutions, এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের উন্নয়ন, Country Competitiveness, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম যেমন-

- ডিসিসিআই-এর সদস্যদের নীবিড় বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে ডিসিসিআই মেম্বার্স নাইট আয়োজন করা হয়েছে।
- ডিসিসিআইএর অংশীজনদের সঙ্গে সেমিনার, কর্মশালা আয়োজনের সুবিধার্থে ডিসিসিআইএর সম্মেলন কক্ষটি State-of-the-art সুবিধাসহ Refurbish করা হয়েছে।
- Electronic Document Management Software (EDMS) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিসিসিআই সচিবালয়কে একটি কাগজ বিহীন অফিসে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সদস্য ও অংশীজনদের সুবিধার্থে ঢাকা চেম্বারের ওয়েবসাইটটি নতুনভাবে উন্নয়ন করা হয়েছে।

DCCI Business Institute (DBI) ২০১৮ সালের অক্টোবর হতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ১৮টি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেছে যেখানে ১৯২ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিবিআই বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক ২৭টি কর্মশালা পরিচালনা করেছে, যেখানে ৩৬৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এছাড়া, ডিবিআই ৬ মাসব্যাপী ২টি নতুন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করেছে। ডিবিআই এ বছর “Leadership at the top of Corporate House” শীর্ষক একটি লেকচার সিরিজ আয়োজন করেছে। সম্প্রতি American International University Bangladesh (AIUB)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ডিবিআই’এর কার্যক্রম প্রসার লাভ করেছে।

এছাড়াও National Committee for Monitoring and Implementation of Doing Business Reforms (NCMID) এবং Private Sector Development Policy Coordination Committee (PSDPCC)’র পাশাপাশি এবছর জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এর নির্বাহী কমিটিতে ডিসিসিআইকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বেসরকারি খাতের বিকাশ ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন নীতি প্রণয়নে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

এবছর ডিসিসিআই মেম্বারশিপ কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। সদস্যদের তথ্য-উপাত্ত আপডেট করে নতুন ডেটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৩০ জন নতুন সদস্য Registration করেছেন, ২২৯ জন সদস্য Re-registration করেছেন এবং ৩১৬৫ জন সদস্য তাঁদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন।

তিনি জানান, ২০১৯ সালে ডিসিসিআই’র পরিচালনা পর্ষদ বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এসকল সাক্ষাতে দেশে ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে গঠনমূলক সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। এ বছর India, China, Philippines, Japan, UK, South Korea, Saudi Arabia, United Arab Emirates এবং Nordic দেশসমূহসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ী ও কূটনীতিকদের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সভাসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে এ বছর ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে চীন ও ভারত সফর করেছেন।

সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, ঢাকা চেম্বার এবছর ৬টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উন্নয়নে Korea Export & Import Association (KOEXIMA), Korea Trade & Investment Promotion Association (KOTIPA) এবং Liaoning Federation of Industry and Commerce (LFIC)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য World Business Angels Investment Forum (WBAF)-এর সঙ্গে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের National Productivity Organisation (NPO) ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের Bangladesh Trade Portal (BTP)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এবছর ডিসিসিআই'র গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার সহযোগিতায় জনসংযোগ শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে যেমন: Booklet for DCCI Trade Delegation to India, Tax Guide 2019-20, DCCI Monthly Review, Annual Report-2019 ইত্যাদি।

তাহাড়াও ২০১৯ সালে ডিসিসিআই'এর ১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রায় ৬০টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গ্রহীত হয়। এছাড়া ৬ টি বিশেষ কমিটি ও বোর্ডের কিছু নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটি'র নতুন আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়কদের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর ১২টি বোর্ড সভা ও ১টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে ডিসিসিআই-এর Management ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সদস্যদের সেবার মান বৃদ্ধি করতে এবং ডিসিসিআই'র Estate, IT এবং অন্যান্য Department-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ৪ জন কর্মকর্তা ও ১ জন স্টাফসহ মোট ৫ জন কে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে DCCI Foundation সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯১১ টাকার অনুদান বিভিন্ন সংস্থাকে প্রদান করেছে।

২০১৯ সালে ঢাকা চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৮০ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৬ কোটি ৯৪ লক্ষ ১ হাজার ৪৪২ টাকা। অর্থাৎ ২০১৯ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৩৮ টাকা বা ২৬.৪১%। এ আয় সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৯ সালে মোট ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮ হাজার ৪৪১ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৮ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৭২ টাকা, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৪০ হাজার ২৬৯ টাকা বা ৩২.৪২%। ফলে ২০১৯ সালে ব্যয়তিরিক্ত আয় হয়েছে ১০ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৩৯ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৭০ টাকা অর্থাৎ ব্যয়তিরিক্ত আয় বেড়েছে ১ কোটি ৮২ লক্ষ ৪ হাজার ৯৮৯ টাকা বা ২০.৮০%। এছাড়া চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের ৫৯ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৯৪ টাকা থেকে ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৩০৫ টাকা অর্থাৎ ১২.৩৩% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৬৭ কোটি ২৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৭৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৯ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

অতঃপর ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব ও সমর্থন করেন যথাক্রমে আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স এবং আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার স্বত্বাধিকারী, মেসার্স মেসার্স আরি-আরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। তারপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক, মেসার্স ক্যাপিটাল প্লাস্টিক অ্যান্ড রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রস্তাবে এবং জনাব এম আবু হোয়ায়রাহ, মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন-এর সমর্থনে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩ঃ ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালের পরিচালক এবং ২০২০ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত সচিব নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফাকে মঞ্চে আসন গ্রহণের অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে ডিসিসিআই-এর যে সকল সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ তাঁদের মেয়াদ শেষ করেন, ভারপ্রাপ্ত সচিব তাঁদের নাম ঘোষণা করেন যথাক্রমে জেনারেল শ্রেণি থেকে জনাব আবুল কাসেম খান, জনাব কে এম এন মন্জুরুল হক, খন্দ. রাশেদুল আহসান, ইঞ্জি. আকবর হাকিম এবং এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে জনাব ইমরান আহমেদ ও জনাব হোসেন এ সিকদার।

অতঃপর নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালের জন্য যে প্রার্থীগণ ডিসিসিআই-এর পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন, জেনারেল শ্রেণি থেকে জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন, জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, জনাব আরমান হক, জনাব ইঞ্জি. শামসজুজ্জোহা চৌধুরী এবং এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে জনাব মনোয়ার হোসেন ও জনাব মোঃ শাহিদ হোসেন। অতঃপর জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ২০২০ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন, জনাব শামস মাহমুদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন, জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন, জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন। অতঃপর উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ করতালির মাধ্যমে নবনির্বাচিত পর্ষদ সদস্যবৃন্দ এবং সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে অভিনন্দন জানান।

জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা নির্বাচন বিধিমালা ও নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আন্তরিক সহযোগিতার জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন এ্যাপিলেট বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনের জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিধি মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন এ্যাপিলেট বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। সভাপতি মহোদয় নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন এ্যাপিলেট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

এ পর্যায়ে নির্বাচিত পরিচালক এবং বিদায়ী পরিচালকবৃন্দকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, স্ট্যান্ডিং কমিটির কাজের স্বীকৃতি হিসেবে কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্রান্সেশন এবং এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি- ১ম স্থান, ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি- ২য় স্থান এবং এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়াল ইজেশ অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি ৩য় স্থান অধিকার করে। স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের কে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ঃ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে তিনটি আবেদনপত্র প্রাপ্তির বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। আবেদনকারী ৩টি প্রতিষ্ঠান হলোঃ মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোং, মেসার্স জোহা জামান কবির রশিদ অ্যান্ড কোং এবং মেসার্স আখতার আমির অ্যান্ড কোং। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক হিসাবে বিস্তারিত আলোচনার পরে এ কাসেম অ্যান্ড কোং- কে নিরীক্ষা ফি মোট ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা (ভ্যাট/ট্যাক্সসহ) পারিশ্রমিক ধার্য করে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স মাসনুনস লিঃ এবং সমর্থন করেন জনাব মোঃ মোনায়েম খান, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স রাজা ব্রাদার্স। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ পর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর কে উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে বক্তব্য প্রদানের পর্ব পরিচালনার অনুরোধ জানান। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর উপস্থিত সদস্যবৃন্দ হতে চেম্বারের সার্বিক কর্মকাণ্ডের উপর মতামত আহ্বান করলে মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানী-এর স্বত্বাধিকারী জনাব নাসিরুদ্দিন এ ফেরদৌস বলেন, চেম্বারের সদস্যবৃন্দের সমস্যা সমাধানে ২০১৯ সালের সভাপতি মহোদয় নিরলসভাবে কাজ করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন সত্ত্বাধিকারী ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোয়ায়রাহ বলেন, চলতি বছরের ঢাকা চেম্বারের পর্যদ ব্যবসায়ের বিভিন্ন খাত ভিত্তিক বিষয়ের উপর সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করে, যার মধ্যে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে একটি সেমিনারের আয়োজন করে, যা সর্বাধিক প্রশংসিত হয়েছে এবং সামনের দিনগুলোতে দেশের মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে আগামী পর্যদকে কাজ করার আহ্বান জানান। মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস-এর সত্ত্বাধিকারী ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান বলেন, এবছর জ্বালানী, হালাল খাদ্য উৎপাদন ও এপিআই বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যেখানে সংশ্লিষ্টখাতের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। তিনি বলেন, ভ্যাট প্রদানে মাঠ পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা সমস্যার মুখোমুখি হন এবং এ সমস্যা নিরসনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সাথে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান পাশাপাশি বন্দর সমূহের সক্ষমতা বাড়ানোর আহ্বান জানান। মেসার্স ক্যাপিটাল প্লাস্টিক অ্যান্ড রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সত্ত্বাধিকারী ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক, 'ডিসিসিআই ওয়েলফেয়ার ফান্ড'কে আরো শক্তিশালী করার এবং উক্ত ফান্ড এর মাধ্যমে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স-এর সত্ত্বাধিকারী ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম বলেন, সম্প্রতি পুরোনো ঢাকার চুরি হাটায় ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতার জন্য ঘোষিত ২৫ লক্ষ টাকা, অতিদ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহযোগিতা হিসেবে প্রদানের উপর জোরারোপ করেন। মেসার্স কন্ডুয়েল ডেভেলপমেন্ট লিঃ-এর সত্ত্বাধিকারী ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক ও খাইরুল মজিদ মাহমুদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ডিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দের নীবিড় পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা পর্যদের দক্ষ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঢাকা চেম্বারের অগ্রগতির ধারা বজায় রেখেছে, যা সকলের প্রশংসার দাবী রাখে। মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল-এর সত্ত্বাধিকারী এম এস সিদ্দিকী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমস্যা নিরসনে আরো জোরালোভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। মেসার্স আনোয়ার এন্ডপার্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোং-এর সত্ত্বাধিকারী ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন আখতার বলেন, চেম্বার ভবনে স্থাপিত ডিবিআই কলেজ বেশকয়েক বছর যাবত তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করলেও তারা সফল হচ্ছে না, এমতাবস্থায় তিনি কলেজটি নতুন জায়গায় স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন। মেসার্স আদর এন্টারপ্রাইজ-এর সত্ত্বাধিকারী ও ডিসিসিআই'র সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ শারফুদ্দিন বলেন, নতুন ও পুরোনো সদস্যদের সমন্বয়ে আগামী বছরের কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি এবং ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রদানে ব্যবসায়ীরা যেন হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এ পর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয় নবনির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানে নবনির্বাচিত সভাপতি শামস মাহমুদ ২০২০ সালের জন্য তাকে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করায় ডিসিসিআইয়ের সম্মানিত সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, গত ৬ দশকেরও বেশি সময় ধরে ঢাকা চেম্বার দেশের অর্থনীতি ও বেসরকারিখাতের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। তিনি এই শুভক্ষণে ডিসিসিআইয়ের সম্মানিত সকল বলিষ্ঠ নেতৃবৃন্দকে, যারা বিগত দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বেসরকারিখাতের উন্নয়নে ঢাকা চেম্বারের ভূমিকা রেখেছেন তাদের স্মরণ করে বলেন ঢাকা চেম্বারকে এসএমই খাতের নেতৃত্বদানকারী সবচেয়ে বড় চেম্বার হিসেবে তারাই পরিণত করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, দেশের বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সদস্যদের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো অব্যাহত রাখতে পারবেন এবং অতীতের ন্যায় আগামী বছরও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি চেম্বারের কার্যক্রম গতিশীল রাখার লক্ষ্যে নতুন পরিচালনা পর্যদ, চেম্বারের পূর্বসূরী এবং স্ট্যান্ডিং কমিটিসহ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

পরিশেষে সদ্য বিদায়ী সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর চেম্বারের সার্বিক উন্নতি কামনা করে ও ইংরেজী নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ জয়নাল আদীন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

(ওসামা তাসীর)
সভাপতি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি ২০১৯-২০২০

- ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই'র ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত গ্রান্ট এ্যাডভাইজরি কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ (আইসিসিবি)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৭৮তম সভায় যোগদান করেন।
- : বিএসটিআই'র ৩৩তম কাউন্সিল সভায় ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন যোগদান করেন।
- ২ জানুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন এবং ডিবিআই'র কর্মকর্তাবৃন্দ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।
- ৭ জানুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বিড়া আয়োজিত 'টেকনোলোজি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : 'প্লাস্টিক প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল'-এর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভায় ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ এইচ এম মানিরুজ্জামান অংশগ্রহণ করেন।
- ৮ জানুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারীখাতের ভূমিকা' শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব হারুন উর রশিদ 'এলডিসি থেকে উত্তরণে বাণিজ্য বিষয়ক চ্যালেঞ্জ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।
- ৯ জানুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ জাতীয় টেক্সটাইল দিবস উপলক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'টেক্সটাইল ফেয়ার-২০১৯'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব উৎপল কুমার সাহা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সমূহের সৌন্দর্যবর্ধন বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ১২ জানুয়ারি ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন-এর সাথে বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
- : পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পিআরআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ সম্প্রসারণে খাত সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি: সম্ভাবনা ও নীতিমালার অগ্রাধিকার' শীর্ষক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- : ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয় আয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।
- ১৪ জানুয়ারি ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর জনাব ফজলে কবির-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- ১৫ জানুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন-এর সাথে বিমসটেক'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব প্রকাশ সাক্ষাৎ করেন।

- ১৮ জানুয়ারি ২০২০ : ঢাকা চেম্বারে রিসার্চ এন্যালিস্ট এবং রিসার্চ এসোসিয়েশন পদে জনবল নিয়োগে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।
- ১৬ জানুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং বিল্ড-এর ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমতউল্লাহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে আইএফসিএ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
- ১৯ জানুয়ারি ২০২০ : বিল্ড এবং আইএফসি যৌথভাবে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের আহ্বায়ক মিস ইসমাত জেরিন খান অংশগ্রহণ করেন।
- : এটুআই প্রকল্প আয়োজিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব জুলফিকার ইসলাম এবং সহকারী সচিব (ডিবিআই) জনাব আবুল বাসার যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব সোহেল রানা পানগাঁও কনটেইনার টার্মিনাল বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২০ জানুয়ারি ২০২০ : ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘সংবাদ সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত।
- ২১ জানুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে এফএমও-এর গ্রীণ ফিন্যান্স অফিসার প্রশান্ত মূর্তি সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী ইপিবি আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে পণ্য নির্বাচন চূড়ান্তকরণ বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- : ডিসিসিআই উপ-সচিব এনামুল হাফিজ লতিফী এবং সহকারী সচিব জনাব মোঃ রাসেল আহমেদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ট্রিপস বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২২ জানুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান-এর সাথে ব্যারিস্টার তানজীবুল আলম সাক্ষাৎ করেন।
- ২৩ জানুয়ারি ২০২০ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান ‘কোম্পানী আইন-১৯৯৪’ বিষয়ক কমিটির ১ম সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব গোলাম জিলানী বিএসটিআই আয়োজিত ফাইন কেমিক্যালস্ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২৫ জানুয়ারি ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে ‘বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকী উদযাপন’ বিষয়ক বিশেষ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালক, আহ্বায়ক এবং সহ-আহ্বায়কবৃন্দের ‘সমন্বয় সভা’ অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই নবনির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

- ২৬ জানুয়ারি ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী এবং যুগ্ম-সচিব (প্রজেক্ট) খন্দকার আনোয়ার কামাল বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সহকারী পরিচালক (ডিবিআই) জনাব আবুল বাসার ‘ডেভেলপমেন্ট অব মেরিটাইম লেজিসলেশন অব বাংলাদেশ’ বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২৭ জানুয়ারি ২০২০ : প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন সাক্ষাৎ করেন।
- ২৮ জানুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই সহকারী সচিব জনাব মোঃ রাসেল আহমেদ ইপিবি আয়োজিত ‘দুবাই এজুপো ২০২০’ বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২৯ জানুয়ারি ২০২০ : অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আয়োজিত ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০২০’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এবং পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান ডিসিসিআই সচিবালয়ের জন্য সহকারী পরিচালক (গবেষণা) পদে লোকবল নিয়োগে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।
- ৩০ জানুয়ারি ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে প্রাইসওয়াটারহাউসকুপার্স (পিডব্লিউসি)-এর কনসালটেন্ট সাক্ষাৎ করেন।
- ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২০-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন অংশগ্রহণ করেন এবং ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।
- ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর নেতৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)’র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাক্ষাৎ। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এবং পরিচালক জনাব এস এম জিল্লুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে বিডি ফিন্যান্স-এর ব্যবস্থাপক সাক্ষাৎ করেন।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে প্রাইসওয়াটারহাউসকুপার্স (পিডব্লিউসি)-এর কনসালটেন্ট সাক্ষাৎ করেন।
- ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-৩ সম্প্রসারণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।

- ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস)’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান।
- ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বিড়া আয়োজিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রোড শো আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
- ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর সাথে বেলজিয়ামের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।
- : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অ্যান্ড টেকনিক্যাল এসসাসস্টেন্ট সেন্টার আয়োজিত এসডিজি বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী যোগদান করেন।
- : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘প্যারিস চুক্তির আলোকে শিল্প-কারখানার বর্জ্য নিঃসরণে স্বক্ষমতা বৃদ্ধি’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই সহকারী সচিব জনাব মোঃ রাসেল আহমেদ যোগদান করেন।
- ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম)-এর মধ্যাহ্নভোজ সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর যোগদান।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত টিকা-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : বাংলাদেশস্থ জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইতো নায়কি-এর জন্মদিন উপলক্ষে জাপান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন যোগদান করেন।
- : বাংলাদেশ নিযুক্ত অস্ট্রিয়ার কনসুল জেনারেল আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : বিডি ফিন্যান্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডিসিসিআই’র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ স্মার্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডল্লিউটিও বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস ‘বাংলাদেশে এসডিজি’র বাস্তবায়ন : বেসরকারীখাতের ভূমিকা’ শীর্ষক ডায়ালগে যোগদান করেন।
- ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে ‘বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকী উদযাপন’ বিষয়ক বিশেষ কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ঢাকা চেম্বার এবং পিআরআই-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং পিআরআই-এর চেয়ারম্যান ড. জায়েদী সান্তার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতায় স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে মবিন, এফসিএ, এফসিএস উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : শিল্প মন্ত্রণালয়াদীন ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন-এর ১১তম সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না যোগদান করেন।

- : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী ‘ব্যবসা পরিচালন ব্যয়-হ্রাস’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সহকারী সচিব জনাব মোঃ রাসেল আহমেদ বিসিক আয়োজিত ‘এক্সপোর্ট মার্কেটিং’ বিষয়ক ট্রেনিং ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর সাথে কমনওয়েলথ এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিল-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে এ্যাকশন এইড-এর বাংলাদেশ আবাসিক প্রতিনিধি মিস ফারাহ কবির সাক্ষাৎ করেন। উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)’র বোর্ড সভা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ পিডব্লিউসি-এর ২৩তম “এ্যানুয়াল গ্লোবাল সিইও সার্ভে”- বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো আয়োজিত ‘এক্সপাইজিং বাংলাদেশ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- : বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত ‘এন্টি ডাম্পিং অন জুট প্রডাক্টস’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।
- : এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘এসডিজি’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন অংশগ্রহণ করেন।
- ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : এমসিসিআই’র গুলশান অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।
- ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : ঢাকা চেম্বার এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যকার সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব গোলাম জিলানী, সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন এবং যুগ্ম-সচিব (ডিবিআই) মিস তামান্না সুলতানা যোগদান করেন।
- ১ মার্চ ২০২০ : বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ যোগদান করেন।
- ২ মার্চ ২০২০ : ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হাশ্রা বর্ধন শ্রিংলা-এর বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- : বিডা আয়োজিত ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ চালুকরনের প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ, সহকারী সচিব জনাব দিলীপ কুমার রায় যোগদান করেন।
- ৩ মার্চ ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস ‘পুঁজিবাজারের উন্নয়নে ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং-এর ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

- ৪ মার্চ ২০২০ : এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- : প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন।
- : বাংলাদেশ-জার্মান চেম্বার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ‘বাংলাদেশ বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ যোগদান করেন।
- ৬ মার্চ ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক বনভোজন-২০২০-এ যোগদান করেন।
- ৭ মার্চ ২০২০ : জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ‘১০ম নেটওয়ার্ক গেদারিং’-এ অংশগ্রহণ করেন।
- : ডিসিসিআই, চ্যানেল ২৪ এবং সমকাল যৌথভাবে আয়োজিতব্য ‘প্রাক-বাজেট আলোচনা’ সভা আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ অংশগ্রহণ করেন।
- ৮ মার্চ ২০২০ : আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত ‘ইনভেস্টমেন্ট ২০২০’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- : বিডা আয়োজিত ‘ইজ অব ডুইং বিজনেস’ শীর্ষক ওয়ার্কশপের নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ অংশগ্রহণ করেন।
- ১১ মার্চ ২০২০ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস আইএফসি’র প্রকাশনা গ্রন্থ ‘মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশের অভিযাত্রা’-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।
- : বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন যোগদান করেন।
- ১২ মার্চ ২০২০ : দৈনিক সমকাল আয়োজিত ‘নকল পণ্য কিনবনা, নকল পণ্য বেচবনা’ শীর্ষক প্রচারাভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস অংশগ্রহণ করেন।
- : ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব খন্দকার আনোয়ার কামাল শ্রেডা আয়োজিত ‘কমিউনিকেশন অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাটেজি’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৪ মার্চ ২০২০ : ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স স্ট্যাডিং কমিটির আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- ১৫ মার্চ ২০২০ : বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত ‘সাপ্লাই চেইন ফিন্যান্স/লোকাল ফ্যাক্টরিং’ বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস যোগদান করেন।
- ১৮ মার্চ ২০২০ : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় রপ্তানি ট্রিফি ২০১৭-১৮ বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- : ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বিএসটিআই আয়োজিত চামড়া, পাদুকা ও চামড়াজাতপণ্য বিষয়ক কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

- ২৩ মার্চ ২০২০ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘ট্রেড এ্যাসিসস্টেন্ট কনসল্যাটেন্ট’-এর ৭ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান করেন।
- ২৫ মার্চ ২০২০ : ডিসিসিআই’র সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ ২০২-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রস্তাবনা সমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সদস্য (করনীতি) মোঃ আলমগীর হোসেন-এর নিকট পেশ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে মবিন, এফসিএ, এফসিএস এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ৩ মে, ২০২০ : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয় নির্ধারণ’ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- ২৩ জুন ২০২০ : রিসারজেন্ট বাংলাদেশ আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ অর্থনৈতিক সংকট এবং বাংলাদেশের এসএমই খাত’ বিষয়ক ওয়েবিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ যোগদান করেন।
- জেনেভা হু ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) আয়োজিত ভাচুয়াল আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন যোগদান করেন। ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ২৭ জুন ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
- ‘বিশ্ব এসএমই দিবস’ উপলক্ষে ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ আয়োজিত ‘কোভিড-১৯: এসএমইদের টেকসই উন্নয়ন’ শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং পরিচালক জনাব এস এম জিল্লুর রহমান যোগদান করেন।
- ২৮ জুন ২০২০ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার-এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।
- ৪ জুলাই ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে ‘কোভিড ১৯ পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রস্তুতি : বিনিয়োগ ও দক্ষতা’ বিষয়ক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ৫ জুলাই ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ ‘ডিসিসিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ: রিসারজেন্ট বাংলাদেশ’ বিষয়ক ভাচুয়াল সভায় যোগদান করেন।
- ১১ জুলাই ২০২০ : ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘বেসরকারীখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ১৬ জুলাই ২০২০ : ডিসিসিআই আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের সংকট ও প্রতিকার নির্ধারণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (প্রজেক্ট) খন্দকার আনোয়ার কামাল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত গ্রান্ট এ্যাডভাইজরি কমিটি-এর সভায় যোগদান করেন।
- ১৯ জুলাই ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহায় কোরবানীর পশুর হাটসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি” শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ২১ জুলাই ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দের মাঝে কোভিড-১৯ মহামারী বিষয়ক সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।

- ২২ জুলাই ২০২০ : ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবদান বজায়ে রাখার লক্ষ্যে চলমান পরিস্থিতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য করণীয় নির্ধারণে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সাথে মতবিনিময়’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ২৩ জুলাই ২০২০ : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ মহামারী উত্তরণে আর্থ-সামাজিক ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত : প্রেক্ষিত বেসরকারীখাত’ শীর্ষক ওয়েবিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- ২৫ জুলাই ২০২০ : রিসারজেন্ট বাংলাদেশ আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: বাংলাদেশে-এর প্রভাব এবং উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত, যেখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৬ জুলাই ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ বিল্ড ট্রাস্টি বোর্ড-এর ২০তম সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২৯ জুলাই ২০২০ : ডিসিসিআই আয়োজিত ‘কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ আইসিসি-বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পর্ষদের ৭৯তম সভায় যোগদান করেন।
- ১২ আগস্ট ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে ডিবিআই গভার্নিং বডি-এর ১৫তম সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৩ আগস্ট ২০২০ : বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং এসসিসিআই’র প্রাক্তন সভাপতি জনাব লতিফুর রহমানের মৃত্যুতে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।
- ১৭ আগস্ট ২০২০ : এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ বাস্তবতায় এসএমই খাতের উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- ১৮ আগস্ট ২০২০ : বিল্ড-এর ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটি-এর ৮ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- ১৯ আগস্ট ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘যুক্তরাজ্যের সাথে বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত, যেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
- ২০ আগস্ট ২০২০ : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর ৭ম পর্ষদ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- ২২ আগস্ট ২০২০ : ডিসিসিআই আয়োজিত ‘বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের গতিপ্রবাহে কোভিড-১৯ এর প্রভাব : সমস্যা ও উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী বিনিয়োগ ও শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- : বেসিস আয়োজিত ‘ডাটা প্রাইভেটি অ্যান্ড প্রকটেশন’ শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।

- ২৩ আগস্ট ২০২০ : সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের মধ্যকার সমন্বয় বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের আরো দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) গৃহীত অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বিডা'র মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
- ২৪ আগস্ট ২০২০ : স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই অতিরিক্তি সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বাংলাদেশে বিনিয়োগ বিনিয়োগে নীতিমালা বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত '৫ম বাংলাদেশ-জাপান সরকার ও বেসরকারীখাতের যৌথ ডায়ালগ' শীর্ষক প্রস্তুতিমূলক ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- ২৫ আগস্ট ২০২০ : বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্নর জনাব আহমদ জামাল-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস স্বাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে মবিন, এফসিএ, এফসিএস এনবিআর আয়োজিত 'ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার সাভার বিসিক শিল্প এলাকায় প্লট বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২৬ আগস্ট ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে এ্যাকশন এইড-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ 'ইডিএমএস সফটওয়্যার'-এর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ২৯ আগস্ট ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।
- ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ : ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাডবিষয়ে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং প্রাক্তন সভাপতি জনাব সাইফুল ইসলাম ভারুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন এবং সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন।

- ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব : বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জাব্বার প্রধান অতিথি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিস পরাগ সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয় আয়োজিত পুরাতন কাপড় আমদানি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ : রিসারজেট বাংলাদেশ-এর ডিসিসিআই’র ওয়ার্কিং গ্রুপের ৩য় সভা ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন ডিআইটিএফ-এর ২৬তম সভায় যোগদান করেন।
- ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘ই-লার্নিং’ শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ড. দিপু মনি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান শ্রেডা আয়োজিত ‘জাতীয় জ্বালানি সুরক্ষা’ শীর্ষক অনলাইন ভিত্তিক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন বিডা আয়োজিত ‘ডিভিশন ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্ট কমিটি’-এর সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ : বিয়াক আয়োজিত ‘মেডিয়েশন’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ : বাংলাদেশ-জার্মান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত জার্মানীতে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়া-এর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে বিডি ফিন্যান্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাক্ষাৎ করেন।
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এসডিজি ইয়ুথ ফোরাম আয়োজিত ‘উদ্যোক্তা: অর্থনীতির সঞ্চালক’ শীর্ষক ওয়েবিনারে গেস্ট স্পিকার হিসেবে যোগদান করেন।
- ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মনোয়ার হোসেন ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘লজিস্টিকস : বাংলাদেশের আন্তঃবাণিজ্যের বর্তমান প্রেক্ষিতে ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-এর সভাপতি ড. রুবানা হক সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
- ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।

- ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ফ্রেডরিক ন্যুমেন ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম (এফএনএফ বাংলাদেশ) যৌথভাবে আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সাপ্লাইচেইন শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক অনলাইন ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে বাংলাদেশস্থ আফগানিস্তান দূতাবাসের ফাস্ট সেক্রেটারি ও কনস্যুলার ফুওয়াদ আহমেদ নিজামজাদা সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট ২০১৫ : ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে-এর প্রভাব’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত। বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব মোহাম্মদ মোসলেম চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পরিচালক জনাব আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ সম্মানিত অতিথি হিসেবে ওয়েবিনারে যোগদান করেন।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এর সভাপতিত্বে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ : রঞ্জনী উল্লয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর ১৪০তম বোর্ড সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ : বিন্দু এবং সিপিডি যৌথভাবে আয়োজিত ‘কোভিড উত্তর প্রেক্ষাপটে সিএমএসএমইদের অবস্থা এবং প্রণোদনা প্যাকেজের কার্যকর ব্যবহার’ শীর্ষক ওয়েবিনারের নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- ১ অক্টোবর ২০২০ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তান দূতাবাসের কমার্শিয়াল সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ সুলাইমান খান বৈঠকে যোগদান করেন।
- ৩ অক্টোবর ২০২০ : এমসিসিআই আয়োজিত ‘ব্যবসা-বাণিজ্য সহায়ক করনীতিমালা প্রণয়ন’ শীর্ষক ওয়েবিনারের নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান করেন।
- ৫ অক্টোবর ২০২০ : ‘দি কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস’-এর কার্যালয় আয়োজিত স্টেকহোল্ডার সভায় ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আকীন অংশগ্রহণ করেন।
- ১২ অক্টোবর ২০২০ : ডিসিসিআই মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন, সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আকীন, ডিবিআই কলেজ-এর অধ্যক্ষ মিসেস খোদেজা বেগম এবং যুগ্ম-সচিব (প্রজেক্ট) খন্দকার আনোয়ার কামাল নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর উপাচার্য-এর সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।
- ১৭ অক্টোবর ২০২০ : জেসিআই বাংলাদেশ আয়োজিত ‘লিডারশীপ কনক্লেভ ২০২০’-এ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- ১৯ অক্টোবর ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশর দূতাবাসের ডেপুটি চীফ অব মিশন মান্যবর মিস মরিয়ম রাগাই সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

- ২০ অক্টোবর ২০২০ : ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি)-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. মোঃ হামিদ উল্লাহ ভূঁইয়া-এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস উপস্থিত ছিলেন।
- : বিল্ড-এর ট্রাস্টি বোর্ড-এর ২১তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি শামস মাহমুদ এবং মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন যোগদান করেন।
- ২৪ অক্টোবর ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ২৫ অক্টোবর ২০২০ : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন বিএসটিআই কাউন্সিল-এর ৩৪তম সভায় যোগদান করেন।
- ২৭ অক্টোবর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর উপাচার্য মেজর জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান, এসবিপি, এসজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, আহ্বায়ক গোলাম জিলানী প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ২৮ অক্টোবর ২০২০ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী এবং জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার-এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২৯ অক্টোবর ২০২০ : ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত সাভা বিসিক শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দ বিষয়ক ২৩তম সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ৩১ অক্টোবর ২০২০ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন আয়োজিত ‘পুঁজিবাজারের টেকসই উন্নয়ন’ শীর্ষক ওয়েবিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- ৩ নভেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ই-কমার্স এবং ভোক্তা অধিকার: প্রতিবন্ধকতা ও সুপারিশ” শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন প্রধান অতিথি এবং কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর সভাপতি জনাব গোলাম রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে বাংলাদেশ নিযুক্ত ভিয়েতনামের মান্যবর রত্নদীপ্ত ফাম ভিয়েত চিয়েন সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

- ৪ নভেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে বাংলাদেশ নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার মান্যবর ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : ঢাকা চেম্বার এবং নাইজেরিয়ার লাগোস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ, ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ৪ নভেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী ‘এসপিএস অ্যান্ড ডব্লিউটিও কমিটমেন্ট ফর বাংলাদেশ’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- ৫ নভেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব হারুন উর রশিদ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘এনপিও মাস্টারপ্ল্যান ২০২১-২০৩০’ শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।
- ৮ নভেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে ফুড ভ্যালু চেইন’ শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি. অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
- ১২ নভেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর ‘চায়না ইমপ্যাক্ট নেটওয়ার্ক’ বিষয়ক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৪ নভেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “অর্থ আইন ২০২০ এবং মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২” শীর্ষক অনলাইন ভিত্তিক ওয়ার্কশপে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সদস্য (ভ্যাট নীতি) জনাব মোঃ মাসুদ সাদিক এবং সদস্য (আয়কর নীতি) জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
- : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত “বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণপত্র (এলসি) বিষয়ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ মীমাংসা” শীর্ষ ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ১৬ নভেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে ‘ডিসিসিআই বিজনেস কনক্রেড’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ২১ নভেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই আয়োজিত “নতুন কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা প্রেক্ষিত ভবিষ্যৎ ব্যবসা-বাণিজ্য” শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে ওয়েবিনারে যোগদান করেন। এছাড়াও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব দুলাল কৃষ্ণ সাহা, বাংলাদেশে ইউএনডিপি-এর আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জী, ইউনিডো-এর আবাসিক প্রতিনিধি জাকি উজ্জ্বল জামান এবং বাংলাদেশস্থ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর আবাসিক প্রতিনিধি তুমো পুটিয়ানেন উক্ত ওয়েবিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ উক্ত ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন।

- ২২ নভেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস ‘এশিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন’ বিষয়ক ওয়েবিনারে যোগদান করেন।
- ২৩ নভেম্বর ২০২০ : ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পর্যদের ৮০তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ করেন।
- : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্স অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং আইসিএমএবি-এর সভাপতি জনাব জসিম উদ্দিন আকন্দ, এফসিএমএ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।
- ২৫ নভেম্বর ২০২০ : বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট-এর ৫১তম পর্যদ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- : বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট-এর ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।
- : ডিসিসিআই ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা’ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৬ নভেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে জিএম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সাথে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এইচ এম জহিরুল হক সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : কানাডা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ক্যানচ্যাম)-এর সভাপতি মাসুদুর রহমান-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ ভারুয়াল সভায় যোগদান করেন।
- : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত। ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব জনাব আফসারুল আরিফিন এবং বিয়াক-এর পরিচালক জনাব এম এ আকমল হোসেন আজাদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।
- ২৮ নভেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই কস্টটিউশন, মেম্বারশীপ, গ্র্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিশেষ কমিটির ২য় সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্যদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

- ২৯ নভেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘শিল্পনীতির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়াও ওয়েবিনারে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সাবেক গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাসুদুর রহমান।
- ৩০ নভেম্বর ২০২০ : এটুআই প্রকল্প এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম যৌথভাবে আয়োজিত এসএমই ভিত্তিক আলোচনায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ যোগদান করেন।
- ১ ডিসেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ অনলাইন ভিত্তিক ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড সামিট ২০২০’-এ যোগদান করেন।
- ৩ ডিসেম্বর ২০২০ : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর মহাপরিচালক ড. কে এ এস মুরশিদ এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ অনলাইন বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।
- ৬ ডিসেম্বর ২০২০ : এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) যৌথভাবে আয়োজিত ‘বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসএমইদের ভূমিকা : কোভিড-১৯ প্রেক্ষিতে’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
- ৮ ডিসেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ ‘বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২০’ শীর্ষক ওয়েবিনারে যোগদান করেন।
- ১০ ডিসেম্বর ২০২০ : বিডা’র ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রমে নতুন সেবা প্রদান বিষয়ক অনলাইন ভিত্তিক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর যোগদান।
- ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা’ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি

দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জেনারেল বডিতে
২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

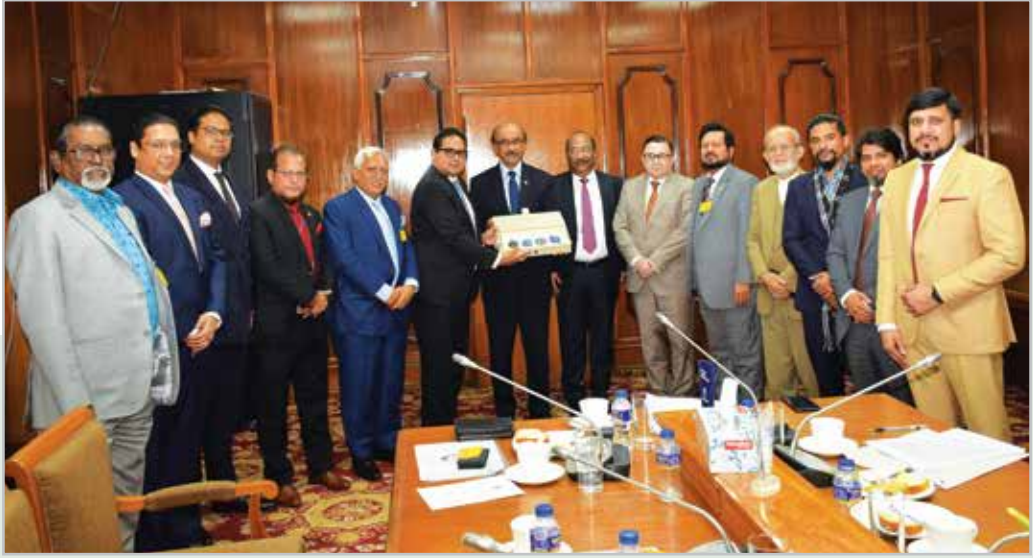
- | | |
|---|--|
| ০১। জনাব ওসামা তাসীর
সভাপতি, ডিসিসিআই | ০৪। জনাব আবুল কাসেম খান
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ০২। জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই | ০৫। জনাব একেএম আফতাব উল-ইসলাম
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ০৩। জনাব ইমরান আহমেদ
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই | ০৬। জনাব হোসেন খালেদ
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই |

২০২০ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি-আধা-সরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায়
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (পর্যদ সদস্য)	জনাব শামস মাহমুদ সভাপতি, ডিসিসিআই
২	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) (পর্যদ সদস্য)	জনাব শামস মাহমুদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৩	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) (পর্যদ সদস্য)	জনাব শামস মাহমুদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৪	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (পর্যদ সদস্য)	জনাব হোসেন খালেদ প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৫	ঢাকা ওয়াসা (পর্যদ সদস্য)	জনাব ইমরান আহমেদ প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৬	এসএমই ফাউন্ডেশন	জনাব ওসামা তাসীর পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৭	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-এর ঋণ বিতরণ পর্যবেক্ষণ বিষয়ক কমিটির সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কর্তৃক ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পণ্য নির্বাচন চূড়ান্তকারণ বিষয়ক কমিটিতে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী পরিচালক, ডিসিসিআই
৯	শিল্প মন্ত্রণালয়াদীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর নির্বাহী কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
১০	জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)-এর স্টয়ারিং কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী পরিচালক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১১	শিল্প মন্ত্রণালয়াদীন বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিতে প্লট বরাদ্দ বিষয়ক কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১২	ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয় আয়োজিত পুরোনো কাপড় আমদানী বিষয়ক কমিটিতে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩	বিএসটিআই-এর ফাইন কেমিক্যালস বিষয়ক কমিটিতে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	জনাব গোলাম জিলানী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াদীন ডলিউটিও ডিএসবি'র এ্যাপীলেড বডিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
১৫	বিল্ড-এর ট্রাষ্টি বোর্ড সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি প্রেরণ	জনাব আফসারুল আরিফিন মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত), ডিসিসিআই
১৬	বিডা আয়োজিত 'ডিভিশন্যাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্ট কমিটি'-এর সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি প্রেরণ	জনাব মোঃ জয়নাল আদীন সচিব, ডিসিসিআই
১৭	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এ ঢাকা চেম্বারের ফোকাল পয়েন্ট	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ যুগ্ম-সচিব, ডিসিসিআই
১৮	বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট বোর্ড বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক কমিটিতে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি প্রেরণ	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী অতিরিক্ত সচিব, ডিসিসিআই
১৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'গ্রান্ট এ্যাডভাইজরি কমিটি ফর ইআরএফ' শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	খন্দকার আনোয়ার কামাল যুগ্ম-সচিব (প্রজেক্ট), ডিসিসিআই
২০	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর নির্বাহী কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব হারুন উর রশিদ উপ-সচিব, ডিসিসিআই
২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ডলিউটিও কমিটি অন ট্রেড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট বিষয়ক কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি প্রেরণ	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ-সচিব, ডিসিসিআই
২২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ডলিউটিও কমিটি অন ট্রেড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট বিষয়ক কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি প্রেরণ	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ-সচিব, ডিসিসিআই

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত



বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব ফজলে কবির (বাম থেকে সপ্তম) কে স্মারক উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে ষষ্ঠ)। ১৪ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে পঞ্চম) এবং পরিচালনা পর্যদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (মঝে)। ২০ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডানে) এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার ও ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে তৃতীয়) ও ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান (ডান থেকে পঞ্চম)। ২১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়), সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (ডান থেকে ষষ্ঠ) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।

২৫ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) আয়োজিত “পাওয়ার এক্সেল ২০১৬: বিগিনারস টু এডভান্স” শীর্ষক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই’র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বসা, মাঝে) এবং সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন সহ (বসা, ডানে) অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস (ডান থেকে তৃতীয়) কে ডিসিসিআই’র প্রকাশনা গ্রন্থ ‘ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস’ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৭ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডানে) এবং সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



২৫ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই পর্যদের ১ম সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (মাঝে), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডান থেকে সপ্তম) এবং পরিচালনা পর্যদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সাভার, মাহবুবুর রহমান, আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ, ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ, বেনজীর আহমেদ, আবুল কাসেম খান, আসিফ ইব্রাহীম, ওসামা তাসীর, সভাপতি শামস মাহমুদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এবং পরিচালনা পর্যদের সদস্যবৃন্দ কে ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ‘সমন্বয় সভা’-এর ছবিতে উপস্থিত রয়েছে।





ডিসিসিআই নব-নির্বাচিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডানে) কে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ (বামে)।



ঢাকা চেম্বারের নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে তৃতীয়)।



ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে ষষ্ঠ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক জনাব আন্দালিব হাসান (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ) এবং এক্সসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)'র প্রতিনিধিবৃন্দকে ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে পঞ্চম) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস সারা কামাল (বাম থেকে পঞ্চম)। ৬ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডান থেকে চতুর্থ) সহ জুনিয়র চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এর প্রতিনিধিবৃন্দ।



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পক্ষ হতে কেরানীগঞ্জে শীতাত্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক জনাব মোঃ সাহিদ হোসেন (ডান থেকে পঞ্চম) এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়)।



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পক্ষ হতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার শীতাত্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডান থেকে তৃতীয়) এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডানে)।



বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (মাঝে)। ১২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এম বিন, এফসিএ, এফসিএস (ডান থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডান থেকে পঞ্চম), পরিচালক জনাব এস এম জিল্লুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ) উপস্থিত রয়েছেন।





মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এম.পি. (ডান থেকে নবম) কে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে অষ্টম)। ১০ মার্চ, ২০১৯ তারিখের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডান থেকে অষ্টম), সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বাম থেকে সপ্তম) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) আয়োজিত “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড ই-জিপি টেন্ডার প্রসিডিউর” শীর্ষক কর্মশালায় ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়), সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বসা, ডানে) এবং অংশগ্রহণকারীবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ডিসিসিআই এবং পিআরআই-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে তৃতীয়) ও পিআরআই'র চেয়ারম্যান ড. জায়েদি সান্তার (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে দ্বিতীয়), পিআরআই'র নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মানসুর (ডানে) এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে পঞ্চম)। ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক জনাব এস এম জিল্লুর রহমান (ডানে), সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বাম থেকে তৃতীয়) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।



১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির প্রধান সখ্যক ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী (বামে) কে 'ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডানে)।



যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডানে)। ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ দূতবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত রয়েছেন।



কমনওয়েলথ এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিল-এর ডেপুটি চেয়ারম্যান স্যার হুগু সুয়াইর (বাম থেকে দ্বিতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই-এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।





২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বামে) এবং এ্যাকশন এইড-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ফারাহ কবীর (ডানে) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (মাম্বো)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ওয়ালিওনা অ্যান্ড ব্রাসেলস'র ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার জনাব হুবার্ট গোফিনিট (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডান থেকে তৃতীয়), সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আক্বীন (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০ আয়োজনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়)-এর নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বামে)।



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস শীর্ষক প্রশিক্ষণ সেশনে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বামে)। ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের ছবিতে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মাননীয় মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস (ডান থেকে তৃতীয়), বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (ডানে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।



০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্লু ইকোনোমি স্ট্যাভিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন (মাবে), আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেনেজমেন্ট স্ট্যাভিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী (মাবে), আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রিন্টিং, পাবলিশিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাভিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক ও সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বাম থেকে ষষ্ঠ), আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।





১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিডা'র মতবিনিময় সভার ছবিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বামে), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ল' অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে ষষ্ঠ), আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত কাস্টমস, ভ্যাট এবং এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক ও উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে ষষ্ঠ), আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় জালানি নিরাপত্তা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে আহ্বায়ক জনাব মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে চতুর্থ) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মাল্লান, এম.পি. (বাম থেকে অষ্টম) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে সপ্তম)। ০২ মার্চ, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

১৪ মার্চ ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) কর্তৃক আয়োজিত “হাউ টু এস্টাবলিশ অ্যা নিউ বিজনেস” শীর্ষক প্রশিক্ষণের সমাপনি ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই এর সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বসা, বাম থেকে তৃতীয়), সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা সমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সদস্য (করনীতি) জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন (ডানে)-এর নিকট পেশ করেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৫ মার্চ, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডান থেকে তৃতীয়) সহ এনবিআর'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।





দ্রুততম সময়ে ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণ বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বামে)। ০৮ মার্চ, ২০২০ তারিখের ছবিতে আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি (ডান থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।



১২ মার্চ, ২০২০ তারিখে দৈনিক সমকাল আয়োজিত 'নকল পণ্য কিনব না-নকল পণ্য বেচব না' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভার ছবিতে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এম.পি (মাম্বো), ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে প্রথম) উপস্থিত রয়েছেন।



১৯ মার্চ, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্রয় কমিটি-এর ১ম সভার ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (ডান থেকে চতুর্থ), সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



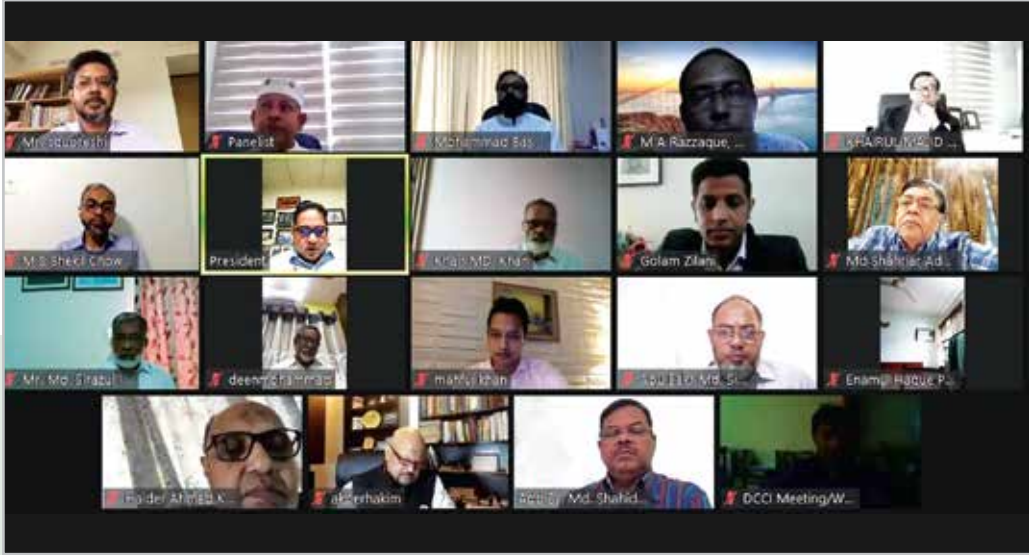
ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক বনভোজনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ০৬ মার্চ, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বাম থেকে তৃতীয়) সহ চেম্বারের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে গত ২১ মে, ২০২০ তারিখে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে মিশন সেভ বাংলাদেশ।



প্রস্তাবিত বাজেটের উপর তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (মাঝে)। ১১ জুন, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বামে) এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'কোভিড ১৯ পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রস্তুতি : বিনিয়োগ ও দক্ষতা' বিষয়ক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এর সভাপতিত্বে ০৪ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম বিশেষ অতিথি এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. ইঞ্জিঃ মোঃ শাখাওয়াত আলী সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।



১১ জুলাই, ২০২০ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'বেসরকারীখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ যোগদান করেন।



১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই আয়োজিত 'কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের সংকট ও প্রতিকার নির্ধারণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারের প্রকাশনা ও মুদ্রণ খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব শামস মাহমুদের সভাপতিত্বে ১৯ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত “আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহায় কোরবানীর পশুর হাটসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি” শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।



২২ জুলাই, ২০২০ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরোনো ঢাকার ব্যবসায়ীদের অবদান বজায় রাখার লক্ষ্যে চলমান পরিস্থিতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য করণীয় নির্ধারণে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সাথে মতবিনিময়’ ওয়েবিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন ডিসিসিআই’র প্রাক্তন সভাপতি ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব হোসেন খালেদ।



রিসার্জেন্ট বাংলাদেশ কর্তৃক ২৫ জুলাই, ২০২০ তারিখে আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: বাংলাদেশে এর প্রভাব এবং উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।



২৯ জুলাই, ২০২০ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ‘কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু ফারাহ মো. নাসের। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ওয়েবিনারে বিভিন্ন ব্যাংকের এসএমই শাখার প্রধানরা করোনা পরিস্থিতিতে ঋণ প্রদান ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপর মতবিনিময় করেন।





১৯ আগস্ট, ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত ‘যুক্তরাজ্যের সাথে বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের সভাবনা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ওয়েবিনার বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন এবং যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মিস সাইদা মুনা তাসনিম বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।



ঢাকা চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত ‘বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের গতিপ্রবাহে কোভিড-১৯ এর প্রভাব: সমস্যা ও উত্তরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী বিনিয়োগ ও শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি। ২২ আগস্ট, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরী বিশেষ অতিথি এবং বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত জনাব ইতো নায়েকি সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।



বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) গৃহীত ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ডিসিসিআই এবং বিডা’র মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন (বামে) এবং বিডা’র মহাপরিচালক-৫ (যুগ্ম সচিব) জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ২৩ আগস্ট, ২০২০ তারিখের ছবিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



ডিসিসিআই আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ওয়েবিনারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিসেস পরাগা সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ডিসিসিআই আয়োজিত ‘ই-লার্নিং’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দিপু মনি, এমপি। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এর সভাপতিত্বে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত ওয়েবিনারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-উর রশিদ, এআইইউবি-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. কারম্যান জেড লামাগনা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. মোঃ মুরাদ হোসেন মোল্লা, ইউআইইউ’র ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. খাজা ইফতেখার উদ্দিন আহমদ, এনএসইউ-এর একাউন্টিং অ্যান্ড ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইশতিয়াক আজিম নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।



ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘লজিস্টিকস: বাংলাদেশের আন্তঃবাণিজ্যের বর্তমান প্রেক্ষিত ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন বিজিএমইএ-এর সভাপতি ড. রুবানা হক। ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ ওয়েবিনারে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট-এর এ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার সামির সাত্তার, পলিসি এক্সচেঞ্জ-এর চেয়ারম্যান ড. এম মাহমুদ রিয়াজ, পিআরআই-এর চেয়ারম্যান ড. জায়েদী সাত্তার, চট্টগ্রাম চেম্বার-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) জনাব মোঃ জাফর আলম এবং এনবিআর-এর ফাস্ট সেক্রেটারি (কাস্টম অ্যান্ড ভ্যাট) জনাব মোঃ আকবর হোসেন নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।





ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এর সভাপতিত্বে গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই এবং ফেডারিক ন্যুমেন ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম (এফএনএফ বাংলাদেশ) যৌথভাবে আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সাপ্লাই চেইন শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক অনলাইন ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ‘ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যান্ড ২০১৫: ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের প্রভাব’ শীর্ষক ওয়েবিনারে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব মোহাম্মদ মোসলেম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এর সভাপতিত্বে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে আয়োজিত ওয়েবিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পরিচালক জনাব আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ।



বাংলাদেশস্থ আফগানিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ও কনসুলার জনাব ফাওয়াদ আহমেদ নাজিমজাদা (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডান থেকে পঞ্চম), পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (ডান থেকে চতুর্থ), মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন (ডান থেকে তৃতীয়) এবং সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আকীন (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি)-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. মোঃ হামিদ উল্লাহ ভূঁইয়া (মাঝে) কে ঢাকা চেম্বারের প্রকাশনা গ্রন্থ 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বামে)। ২০ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর উপাচার্য মেজর জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান, এসবিপি, এসজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৭ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের ছবিতে উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডানে) এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।



বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্ক দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন মিস মারিয়ম রেগাইয়ি (বাম থেকে চতুর্থ) কে 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে চতুর্থ)। ১৯ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।





ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ই-কমার্স এবং ভোক্তা অধিকার: প্রতিবন্ধকতা ও সুপারিশ” শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন প্রধান অতিথি যোগদান করেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে ০৩ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে আয়োজিত ওয়েবিনারে কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর সভাপতি জনাব গোলাম রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



বাংলাদেশ নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এর নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৩ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বামে) এবং মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



বাংলাদেশ নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইমরান আহমেদ সিদ্দিকি (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডানে) এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

০৮ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত 'কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে ফুড ভ্যালু চেইন' শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি. প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “অর্থ আইন ২০২০ এবং মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২” শীর্ষক অনলাইন ভিত্তিক ওয়ার্কশপ ১৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত ওয়ার্কশপে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সদস্য (ভ্যাট নীতি) জনাব মোঃ মাসুদ সাদিক এবং সদস্য (আয়কর নীতি) জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।



বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত “বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণপত্র (এলসি) বিষয়ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ মীমাংসা” শীর্ষক ওয়েবিনার গত ১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।



ডিসিসিআই আয়োজিত “নতুন কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা প্রেক্ষিত ভবিষ্যৎ ব্যবসা-বাণিজ্য” শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম। ২১ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই-র সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব দুলাল কৃষ্ণ সাহা, বাংলাদেশে ইউএনডিপি-এর আবাসিক প্রতিনিধি জনাব সুদীপ্ত মুখার্জী, ইউনিডো-এর আবাসিক প্রতিনিধি জনাব জাকি উজ্জামান এবং বাংলাদেশস্থ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর আবাসিক প্রতিনিধি জনাব তুমো পুটিয়ানেন বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।





২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই এবং এনইউবি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে পঞ্চম), এনইউবি-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন (ডান থেকে পঞ্চম), এনইউবি-এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মোঃ আব্দুল্লাহ (ডান থেকে ষষ্ঠ), ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে চতুর্থ) এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বাম থেকে তৃতীয়) প্রমুখ কে দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআই এবং আইসিএমএবি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে পঞ্চম) এবং আইসিএমএবি-এর সভাপতি জনাব জসিম উদ্দিন আকন্দ, এফসিএমএ (ডান থেকে পঞ্চম)। ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বাম থেকে চতুর্থ) সহ আইসিএমএবি কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার এবং বিয়াক-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বিয়াক-এর পরিচালক জনাব এম এ আকমল হোসেন আজাদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে চতুর্থ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং বিয়াক-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জনাব মোহাম্মদ এ (রুশমি) আলী (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'শিল্পনীতির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি। ২৯ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত ওয়েবিনারে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সাবেক গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান এবং পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

০৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে লাগোস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, নাইজেরিয়া এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার ভার্চুয়াল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (মোবো), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (বামে) এবং সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



২৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্লিনস ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক ও সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (মোবো), আহ্বায়ক জনাব গোলাম জিলানী (বাম থেকে ষষ্ঠ), যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



১৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত যশোরের ক্ষুদ্র ফুল ব্যবসায়ীদের মাঝে সহায়তা প্রদান করছেন ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (ডান থেকে পঞ্চম) এবং ডিসিসিআই-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ বেলাল আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)।



ঘানার রাষ্ট্রপতির বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক বিশেষ দূত মিস মোহাম্মেদ সেরি (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ঢাকা চেম্বারের প্রকাশনা গ্রন্থ 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে চতুর্থ)। ২৮ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব এসএম জিল্লুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।





১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে চীনে অনুষ্ঠিত বেল্ট এন্ড রোড গ্লোবাল ফোরামের বার্ষিক গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ। উক্ত ফোরামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদগণ অংশগ্রহণ করেন।



১২ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সৌজন্য সাক্ষাৎ পরবর্তী ছবিতে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ (বামে), এমসিসিআই'র সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (মাঝে) এবং বেসিস-এর সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত ডিসিসিআই'র সমঝোতা স্মারকসমূহের সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বছর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ১৩টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। স্বাক্ষরিত সমঝোতাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে উপস্থাপন করা হলো:

০১। ঢাকা চেম্বার এবং পোলিশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড এজেন্সী-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

পোল্যান্ড ও বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং দুদেশের বাজারে উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞত্যা তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং পোলিশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড এজেন্সী-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং পোলিশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড এজেন্সী-এর নির্বাহী সহ-সভাপতি জনাব জর্জ স্লোমকসকি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

০২। ডিসিসিআই এবং লাগোস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, নাইজেরিয়া-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং নাইজেরিয়ার লাগোস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক গত ০৪ নভেম্বর ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং লাগোস চেম্বারের সভাপতি মিসেস টকি মাভোগুঞ্জি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠান দুটো বাংলাদেশী ও নাইজেরিয়ার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা করবে। এছাড়াও আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম এবং বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করবে।

০৩। বিডা'র ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিডা এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের মধ্যকার সমন্বয় বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের আরো দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) গৃহীত অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বিডা'র মধ্যকার সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠান গত ২৩ আগস্ট, ২০২০ তারিখে রাজধানীতে বিডা'র প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন এবং বিডা'র মহাপরিচালক-৫ (যুগ্ম-সচিব) জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উক্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

উল্লেখ্য, অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা চেম্বার ২টি সেবা প্রদান করবে, সেগুলো হলো: সার্টিফিকেট অব অরিজিন এবং মেম্বরশীপ সার্টিফিকেট। এ যাবত ওএসএস কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৫টি কোম্পানীর নিবন্ধন অনলাইনে অনুমোদিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ বলেন, দেশের বেসরকারীখাতের প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিসিসিআই, বিডা-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যার ফলে সহজে ব্যবসা পরিচালন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হবে, একই সাথে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, ওএসএস-এর কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত থাকবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রপ্তানির লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

বিভা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, ওএসএস-এর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে সহজে ব্যবসা পরিচালনা সূচকে উন্নতির প্রধান ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন: প্রক্রিয়া, সময় এবং ব্যয়হ্রাস পাবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এর মাধ্যমে দূর্নীতি কমবে এবং সকল কাজে স্বচ্ছতা আসবে। প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা পরিচালনা জন্য লাইসেন্স এবং সার্টিফিকেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে হয়রানি মুক্তভাবে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। তিনি মত প্রকাশ করেন, এ কার্যক্রমের সাথে ডিসিসিআই'র সম্পৃক্ততা দেশের ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে আরো বেশি আত্মবিশ্বাস যোগাবে।

০৪। ঢাকা চেম্বার এবং পিআরআই-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পায়নের উন্নয়নে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের পাশাপাশি সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআরআই)-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি গত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে পিআরআই কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং পিআরআই'র চেয়ারম্যান ড. জায়েদি সান্তার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে মবিন, এফসিএ, এফসিএস, পিআরআই'র নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মানসুর, অপারেশন্স ডিরেক্টর ড. জি এম খুরশিদ আলম, সিনিয়র ইকোনোমিস্ট ড. আশিকুর রহমান এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৫। ডিসিসিআই এবং ইউআইইউ-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাজার পর্যবেক্ষণ ও খাত ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা, চাকুরী মেলা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, বাণিজ্য সম্মেলন এবং মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মশালা যৌথভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক গত ২১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে ইউআইইউ-এর উপাচার্যের কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে শিল্প ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যকার সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য এবং আশা প্রকাশ করেন, এ সমঝোতার মাধ্যমে ঢাকা চেম্বার ও ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে দেশের শিল্প খাতের চাহিদামত দক্ষ জনবল তৈরিতে একযোগে কাজ করবে। তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সত্তাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, তা কাজে লাগানোর জন্য আমাদের তরুণ সমাজ বিশেষকরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কারিকুলাম সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণের আহ্বান জানান। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান বলেন, নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়টি 'ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেখানে নতুন উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হবে। উপাচার্য বলেন, শিল্পের অগ্রগতির স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পখাতের সমন্বয় বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই।

০৬। ঢাকা চেম্বার এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আর্থ-সামাজিক ব্যবসায়িক নির্দেশিকা প্রণয়নে ডাটাবেইজ তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক গত ১৭ আগস্ট, ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)-এর উপাচার্য প্রফেসর আতিকুল ইসলাম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

০৭। ঢাকা চেম্বার এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে শিল্প ও শিক্ষা খাতের একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক গত ২৭ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে মিরপুর সেনানিবাসে অবস্থিত বিইউপি-এর ক্যাম্পাসে স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর উপাচার্য মেজর জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান, এসবিপি, এসজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন, সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন, আহ্বায়ক জনাব গোলাম জিলানী এবং বিইউপি-এর রেজিস্টার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মেফতাহ উল করিম, বিএসপি, এসপিপি, বিপিএম, এনডিসি, পিএসসি প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, দেশের অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে শিল্প ও শিক্ষাখাতের যৌথ প্রয়াসে প্রতিষ্ঠান দুটি প্রতিষ্ঠান একসাথে কাজ করবে। এছাড়াও ডিসিসিআই এবং বিইউপি যৌথভাবে গবেষণা, সেমিনার, কর্মশালা, মেলাসহ বিভিন্ন বাণিজ্য আলোচনা সভার আয়োজন করবে। এ সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ঢাকা চেম্বার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বিইউপি-এর শিক্ষার্থীদের জন্য ইনটর্নি সুবিধা প্রদান করবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ বলেন, দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে ডিসিসিআই 'ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)' প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আমাদের শিল্প খাতের উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর দেশের অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন পণ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিইউপি-এর উপাচার্য মেজর জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পখাতের প্রয়োজনীয় দিকসমূহ বিইউপি'র কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার জন্য ডিসিসিআই'র প্রতি আহ্বান জানান, যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিল্পখাতের প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত হবেন এবং সে অনুযায়ী শিক্ষা ক্যারিকুলাম প্রয়োজনীয় সংস্কারে উদ্যোগী হতে পারবেন।

০৮। আরএনআই বাংলাদেশ এবং সানেম-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন, এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শিল্পখাতের সক্ষমতা নির্ধারণ এবং অর্থনীতির চলমান বিষয়াবলী নিয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনোমিক মডেলিং (সানেম) এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক গত ২৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ ও সানেম-এর নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

০৯। আরএনআই বাংলাদেশ এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশ-এর মধ্যকার স্মারক স্বাক্ষর

বাণিজ্য বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নে সুপারিশ প্রদান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন সর্বোপরি ব্যবসা-বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরিতে একযোগে কাজ করার লক্ষ্যে আরএনআই বাংলাদেশ এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশ-এর মধ্যকার স্মারক গত ৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান ড. মার্শরুর রিয়াজ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

১০। আরএনআই বাংলাদেশ এবং তুরস্কের ইকোনোমিক পলিসি রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর মধ্যকার স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতা সম্প্রসারণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে বিদ্যমান আইনি জটিলতা নিরসন এবং প্রযুক্তিগত নো-হাউ ব্যবহারের বাড়ানোর লক্ষ্যে আরএনআই বাংলাদেশ এবং তুরস্কের দি ইকোনোমিক পলিসি রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর মধ্যকার স্মারক গত ২৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং ইকোনোমিক পলিসি রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রফেসর ড. গুভেন সাক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

১১। ঢাকা চেম্বার এবং নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

শিল্পখাতের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে ডিসিসিআই এবং নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক গত ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বনানীস্থ প্রধান কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন, সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন, ডিসিসিআই স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব গোলাম জিলানী এবং নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম এবং রেজিস্ট্রার কমোডর এম মুনিরুল ইসলাম (অবঃ) প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ বলেন, আজকের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত, যা দেশের অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন পণ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, বাংলাদেশের সমুদ্র অর্থনীতি, অটোমোবাইল এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত, তবে খাতগুলোর বিকাশে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যক্রম যুগোপযোগীকরণ করা প্রয়োজন।

নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পখাতের প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার জন্য ডিসিসিআই'র প্রতি তিনি আহ্বান জানান, যার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিল্পখাতের প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত হবেন এবং সে অনুযায়ী শিক্ষা ক্যারিকুলামে প্রয়োজনীয় সংস্কারে উদ্যোগী হতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মোঃ আব্দুল্লাহ, বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্রুত খাপ খাওয়ানোর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি শিল্পখাতের প্রতিনিধিবৃন্দ কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সুপারিশ প্রণয়নের আহ্বান জানান।

১২। ঢাকা চেম্বার এবং আইসিএমএবি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে পেশাজীবীদের সাথে যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে ঢাকা চেম্বার এবং ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্স অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক গত ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে রাজধানীর নীলক্ষেতে অবস্থিত ইন্সটিটিউট-এর কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ এবং আইসিএমএবি-এর সভাপতি জনাব জসিম উদ্দিন আকন্দ, এফসিএমএ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন, সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন, ডিসিসিআই স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব গোলাম জিলানী, আইসিএমএবি-এর সহ-সভাপতি জনাব আবু বকর সিদ্দিকী, এফসিএমএ, জনাব মোঃ মামুনের রশিদ, এফসিএমএ, সেক্রেটারি

জনাব মোঃ মুনিরুল ইসলাম, এফসিএমএ, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আলী হায়দার চৌধুরী, এফসিএমএ এবং আইসিএমএবি'র কাউন্সিলের সদস্য ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ মাহফুজুল আলম খান প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ বলেন, এ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আইসিএমএবি-এর মত পেশাজীবী একটি সংগঠনের সাথে ঢাকা চেম্বারের ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার পথ আরো সুদৃঢ় হলো। ডিসিসিআই সভাপতি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সহ আর্থিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনায়নে আইসিএমএবি-এর সদস্যবৃন্দকে আরো নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

আইসিএমএবি-এর সভাপতি জনাব জসিম উদ্দিন আকন্দ সমঝোতা স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেওয়ায় ঢাকা চেম্বার কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রতিটি লিস্টেড কোম্পানীতে পেশাদার কস্ট ম্যানেজমেন্ট হিসাবরক্ষক দ্বারা 'কস্ট অডিট সার্টিফিকেট' বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তিনি পেশাদার কস্ট ম্যানেজমেন্ট হিসাবরক্ষক-এর মাধ্যমে কোম্পানীগুলোর বিক্রিত পণ্যের ব্যয় হিসাব নিরীক্ষণের প্রস্তাব করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে স্বচ্ছতা আনায়নের লক্ষ্যে পেশাদার কস্ট ম্যানেজমেন্ট হিসাবরক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১৩। ঢাকা চেম্বার এবং বিয়াকের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে এডিআর-এর ব্যবহার বৃদ্ধিতে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক গত ২৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে ঢাকাস্থ বিয়াকের প্রধান কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আফসারুল আরিফিন এবং বিয়াক-এর পরিচালক জনাব এম এ আকমল হোসেন আজাদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অথবা বাংলাদেশের বাইরে কোন বাংলাদেশী নাগরিক বা ব্যবসায়ীর অন্যদেশের নাগরিক বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক বিরোধের সৃষ্টি হলে, ঢাকা চেম্বার বিষয়টির বিকল্প নিষ্পত্তি অথবা মধ্যস্থতার নিমিত্তে বিয়াক-এর সাথে যোগাযোগের সুপারিশ করবে। এছাড়াও মধ্যস্থতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে দুটো প্রতিষ্ঠানই প্রযুক্তিগত, প্রায়োগিক ও কৌশলগত সহযোগিতা বিনিময় করবে, পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিয়াকের কার্যক্রম কে আরো সুপরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার এবং বিয়াক যৌথভাবে সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিয়াক-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জনাব মোহাম্মদ এ (রুমি) আলী বিয়াকের নিজস্ব বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ও মধ্যস্থতা আইনের আওতায় এর প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধ নিষ্পত্তি ও মধ্যস্থতা সেবার মাধ্যমে কিভাবে আদালতের সাহায্য ছাড়াই উদ্ভূত যে কোন ব্যবসায়িক বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া (এডিআর) একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে স্বল্প খরচে, অত্যন্ত গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতার সাথে দুপক্ষেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। তিনি ঢাকা চেম্বারের সদস্যদের মাঝে অথবা অন্য যে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিদ্যমান বাণিজ্য বিরোধ থেকে থাকলে, বিয়াকের বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা গ্রহণের আহ্বান জানান।

এ সময় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ বলেন, ব্যবসায় কার্যক্রমে উদ্ভূত বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় আরবিট্রেশন এবং মধ্যস্থতা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দ নিজেদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে এডিআর-এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি বলেন, বিয়াক এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে স্বীকৃত একমাত্র প্রতিষ্ঠান, তবে ব্যবসায়ী সমাজে বিয়াকের এ কার্যক্রমকে আরো জনপ্রিয় ও সুপরিচিত করে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাগণ যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার ২০২০

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কার্যকম, দেশের আমাদনি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্মক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০২০ সালে মোট ১৮টি স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতিমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদপত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। এর উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা হলেন: জনাব সৈয়দ কামাল উদ্দিন-সদস্য, জনাব এ এস এম কাসেম-সদস্য, জনাব এম এ মোমেন-সদস্য এবং জনাব হোসেন খালেদ-সদস্য।

এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতি, কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থা সমূহের বিবেচনার জন্য কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর “এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০২০” স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে আসছে। ঈর্ষটওউ-১৯ মহামারীর কারণে এগ্রো-কমিটির কার্যক্রমে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকলেও কমিটি ২০২০ সালের কর্মপরিকল্পনার প্রায় সকল কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালে ডিসিসিআই এর “এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০২০” কমিটি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে “Food Value Chain: in Post COVID Era” বিষয়ক একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি সহ ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এবং সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও COVID-19 -এ ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির (বিএফএস) ঢাকা কেন্দ্রীয় সদস্য, সদস্যদের কর্মচারী, রাস্তায় ফেরি করে ফুল বিক্রেতা এবং যশোরের গাঁদখালি এলাকার প্রান্তিক ফুলচাষী ও এর সাথে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র-ব্যবসায়ীসহ মোট ৬০০ জন সদস্যকে ডিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। যেখানে উক্ত কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া এই কমিটি ২০২০ সালে তাদের ৪টি নিয়মিত সভাসহ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত ও হালাল খাদ্য বিষয়ক প্রায় ৬/৭ টি অনানুষ্ঠানিক সভার আয়োজন করে।

প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি বাঙ্গালীর জীবিকার উৎস। কৃষিভিত্তিক শিল্পের আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে, সেগুলো হলো - ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন ও বহুমুখীকরণের বিভাজনসম্মত পদ্ধতির উদ্ভাবন ও সম্ভাবনা। বাংলাদেশের কৃষিখাতের সাথে গবাদি পশু, মৎস্য সম্পদ ও বনজ সম্পদ ওতপ্রতোভাবে জড়িত।

বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন, সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন কৃষির ইতিহাস, কৃষি জমি, চাষ পদ্ধতির ধরণ, কৃষি শ্রমিক, কৃষি ঋণ, কৃষি সামগ্রী বিপণন, কৃষি নীতি, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর প্রাণী ও রোগবালাই নিরসণ, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। ডিসিসিআই এর “এথোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার” এই কমিটির ২০২০ সালের বার্ষিক কর্মসূচির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ০১। গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত Interactive discussion on Food Fortification in Bangladesh বিষয়ক সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী ডিসিসিআই এর প্রতিনিধিত্ব করেন।
- ০২। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন অফিস কর্তৃক আয়োজিত Impose Anti-Dumping on Jute Products বিষয়ক কর্মশালায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী অংশগ্রহণ করেন।
- ০৩। গত ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত লেবাননের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য বহুমুখীকরণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশী পণ্যে ও একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আয়োজিত সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী অংশগ্রহণ করেন।
- ০৪। গত ২৮ জুন, ২০২০ তারিখে জুট ডাই-ভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) কর্তৃক আয়োজিত Steering Committee Meeting -এ সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী ডিসিসিআই এর প্রতিনিধিত্ব করেন।
- ০৫। গত ০৮ ই নভেম্বর, ২০২০ তারিখে তড়ুস অনলাইন প্ল্যাটফর্মে “Food Value Chain: in Post COVID Era” শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়েবিনারে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী উপস্থিত ছিলেন।
- ০৬। জনাব আনোয়ার ফারুক, প্রাক্তন সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন এবং তিনি বিভিন্ন ইস্যুতে ডিসিসিআই এর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন।
- ০৭। এই কমিটির মাধ্যমে কৃষি ছাড়াও এথো-প্রসেসিং সংশ্লিষ্ট ভ্যাট ও ট্যাঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে ডিসিসিআইয়ের সদস্যসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুপারিশসমূহ সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত সুপারিশমালা ডিসিসিআই গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ০৮। এ ছাড়াও আগামী ডিসেম্বর ২০২০ -এর ৩য় সপ্তাহে Halal Food and Certification -এর উপর আরেকটি ওয়েবিনার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যা কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য পরবর্তীতে বাতিল করা হয়।

“এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০২০” স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী, আহবায়ক জনাব মো: বেদলাল হোসেন; যুগ্ম-আহবায়ক জনাব পারভেজ আহমেদ ও জনাব মো: মামুনুর রহমান দায়িত্বরত ছিলেন। এছাড়া জনাব কামরুল হাসান তুহিন; জনাব রফিকুল ইসলাম; জনাব মো: আতিকুল হাসান; জনাব সাইফ উদ্দৌলাহ; জনাব আফজাল হোসেন; জনাব আবু বাকার মো: সিদ্দিক; মিসেস পারভীন হোসেন; জনাব স্বদেশ রঞ্জন সাহা; জনাব মোহাম্মদ আলমগীর ভূঁইয়া; জনাব কৃষ্ণ ধন সাহা; জনাব সাখায়েত উল্লাহ; জনাব এম. এ. রিয়াজ এবং মিসেস তাসলিমা সিদ্দিক রত্না প্রমুখ এ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Standing Committee on Country Competitiveness & Foreign Direct Investment

The core objective of the committee was to contribute in increasing Bangladesh's overall performance in Global Competitiveness Index (GCI) and Ease of Doing Business Index (EDBI) with focused and comprehensive policy advocacy with the government. The committee also aimed at extending the economic cooperation with regional and sub-regional peers, especially with the Regional Peers/North Eastern part of India and expediting the integrity of South-South Development Cooperation, under the leadership of Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Former Senior Vice President and Present Director of DCCI. Dr. A. S. M. Mashi-ur-Rahman, was the Convenor; Mr. Asif Mahmood and Mr. Mustazirul Shovon Islam were the Joint-Convenors of the committee. The other distinguished members of the committee were, Mr. Imran Ahmed, Former Vice President, DCCI Mr. Sameer Sattar, Former Director, DCCI, Mr. Mamun Akbar, Former Director, DCCI, Mr. Zeyad Rahman, Mr. Malik Talha Ismail Bari, Mrs. Taslima Siddique Ratna, Mrs. Parvin Hossain, Mr. Md. Enamul Haque, Mr. S.M. Rafiqul Islam, Mr. Md. Abul Hasnat, Mr. Rokunuzzaman, Mr. Alhaj Nazrul Islam, and Mr. Moniruzzaman.

The committee arranged a webinar titled “Implications of COVID-19 on FDI Inflow to Bangladesh: Challenges and Way Forward” that was held on 22 August 2020 where, Mr. Salman Fazlur Rahman, M.P., Honourable Private Industry and Investment Adviser to the Honourable Prime Minister, was present as the Chief Guest, while, Mr. Paban Chowdhury, Executive Chairman, Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) was present as the Special Guest, and H.E. Mr. ITO Naoki, Ambassador, Embassy of Japan to Bangladesh was present as the Guest of Honour. The objective of the webinar was to open-up talks for expediting FDI inflows and streamlining connected exports-imports.

Standing Committee on Customs, VAT, Taxation, NBR Related Issues

This standing committee had greater attention to the rules and procedure of Customs, VAT, Taxation and NBR related issues and prepares effective policy recommendations for the simplification and rationalization of the Taxation systems. The committee also prepared effective and fruitful recommendations on National Budget FY 2020-21 and arranged a workshop on ‘Finance Act 2020 and Value Added Tax & Supplementary Duty Act 2012’ on 14th November, 2020 through ZOOM online platform where Mr. Masud Sadik, VAT Member Policy and Mr. Alamgir Hosssain, Tax Member Policy, National Board of Revenue (NBR) graced the occasion as Special Guests. Mr. M. Shafiqul Alam, FCA, Convenor, DCCI's Standing Committee on “Customs, VAT, Taxation NBR Related Issues-2020” and Mr. Snehasish Barua, FCA, Tax Consultant had presented the keynotes speech to shed light on the burning issues of Finance Act. There were around 130 participants who actively participated in the program and asked about different business problems related to Tax & VAT. Addressing their questions, the special guest drew attention to the different socio-economic issue and regulatory barrier and put emphasis on online Tax and VAT return System. They further urged to have called on speech with VAT member policy and Tax member policy to discuss with them about the complex issues so Finance Act and VAT & SD Act.

At the beginning of the year, a full-year program schedule had created and the committee followed the schedule. During the year, six (6) Standing Committee meetings and (1) DCCI National Budget Proposal preparation meetings were held. Effective and fruitful recommendations on National Budget 2020-2021 came out and the committee prepared a total of 28 proposals under Tax, VAT and different business sector before the COVID-19 break out. Among these only 12 proposals were fully or

partially implemented which reflected the validity of the proposals given by the Standing Committee. Furthermore, after the Pandemic broke out, DCCI has given 29 proposals with the consultation of the Standing Committee and Tax Consultants of DCCI of which 10 proposals are fully implemented while another 5 proposals are partially implemented, reflecting 52% of proposal implementation of DCCI, made by the committee.

Like last year, under this Standing Committee, the chamber had published its one of the regular publications “Tax Guide 2020-21”. To raise awareness about Tax-related matters and make it interested to all the members of the chamber, the tax guide was distributed free of charge by Pathao Parcel service within shortest possible time to the members of DCCI.

During the year, Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI as Coordinating Director; Mr. M. Shafiqul Alam, FCA, as Convenor, Mr. Manoranjan Bhakta, FCA and Mr. Lutful Hadee, FCA, LLM, as Joint Convenors performed their responsibilities of the Standing Committee.

The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. A.K.D. Khair M Khan, Former Director, DCCI; Mr. ASM Nazrul Islam, Dr. M. Munirul Islam; Engr. Kazi Mahabubur Rahman, Mr. M. A. Reaz; Mr. Shahid Alam; Mr. Ahmed Mostafa Kamal, FCA; Mr. Md. Sakhayet Ullah and Mr. Noor Hossain. Furthermore, Mr. Animesh. Chandra Saha (Partha), Joint Secretary, Accounts and Mr. Harunur Rashid, Deputy Secretary, R&D has performed their responsibility as the dealing officer of the Standing Committee.

পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরি ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই-এর ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের করে থাকে। ডিসিসিআই প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত ডিসিসিআই রিভিউ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্যাক্স গাইড ২০২০-২১, জেনেসিস অব ডিসিসিআই, ইনট্রোডিউসিং ডিসিসিআই, ব্রশিউর, ফ্লায়ার ইত্যাদি। এ সকল প্রকাশনাসমূহের মানোন্নয়নসহ দেশের সার্বিক প্রকাশনা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাছাড়াও এ কমিটি দেশের মুদ্রণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

এ বছর এ কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কমিটির সুপারিশের আলোকে এবং ডিসিসিআই পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রিন্টিং, পাবলিশিং ও লাইব্রেরি খাতের উপর সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও ২০২০ সালের মার্চ মাস হতে সারা পৃথিবীর ন্যায় বাংলাদেশেও করোনো মহামারীর প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়লে স্কুল/কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় কাগজের ব্যবহার মাত্রারিঙ্ক ভাবে কমে যায়, এতে পেপার মিলসমূহের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায় পাশাপাশি সকল ধরনের মুদ্রণ কার্যক্রম আশঙ্কাজনক হারে কমে যায় এবং আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় এখাতের পণ্যের মূল্যও বেড়ে যায়। এমনতাবস্থায় গত ১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে প্রকাশনা ও মুদ্রণ খাতের সাথে সম্পৃক্ত ১৬টি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের যোগদানের মাধ্যমে ‘কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের সংকট ও প্রতিকার নির্ধারণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়, যেখানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ওয়েবিনারে ডিসিসিআই’র প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

এছাড়াও উক্ত ওয়েবিনারে কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক এবং ডিসিসিআই এর সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান জনাব শহীদ সেরনিয়াবাত, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি জনাব ফরিদ আহমেদ, বাংলাদেশ পেপার ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব শফিকুল ইসলাম ভরসা, হায়েম পেপারস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব আজমল হোসাইন, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহ-সভাপতি, জনাব শ্যামল পাল, ডিসিসিআই এর প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি জনাব রফিকুল ইসলাম আজাদ, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি জনাব মো. আব্দুল কাদের খান, বাংলাদেশ লোকাল

কার্টন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মো. বাশার পাটোয়ারী, চট্টগ্রাম পেপার এবং সেলোফোন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল, জনাব মোহাম্মদ বেলাল, স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব মো: আবদুল হামিদ, ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব শহিদ হোসাইন, মিস লিলি হক এবং জনাব ওয়ালিউল ইসলাম আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ওয়েবিনারে আলোচকবৃন্দ বলেন, প্রতিবছর এখানে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার টার্নওভার হয়ে থাকে, তবে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এখাতের উদ্যোক্তাবৃন্দ প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন। এছাড়াও মুদ্রণ শিল্পের স্থানীয় উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকারীদের বাট্টিয়ে রাখতে তাঁরা আর্থিক এবং নীতি সহায়তার আহ্বান জানান। বর্তমান অবস্থা মোকবেলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনার প্যাকেজ হতে উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হলে ব্যাংকগুলোর মানসিকতা পরিবর্তন একান্ত আবশ্যিক বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন। বক্তারা বলেন, এটি একটি শ্রম ঘন শিল্প, এর মাধ্যমে অনেক বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব, তাই এখাতের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা কোন বিকল্প নেই।

ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ শামিম ভূঁইয়া ও মোঃ ইকরাম ঢালী যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে ২০২০ সালে এ কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জনাব মোহাম্মদ সেলিম, মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান, জনাব এএসএম নজরুল ইসলাম, জনাব রঘু পতি সেন, মিস লিলি হক, জনাব আজিজুর রহমান, জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান, ড. খলিলুর রহমান, জনাব কামরুল হাসান শায়ক এবং জনাব আর এইচ এম ইমরান চৌধুরী প্রমুখ এ বছর কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই-এর নিজস্ব মতিবিলম্ব অফিসের ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদ সম্প্রসারণ, ভবনের ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা, ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করা, খালি স্পেসসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সৃজনশীল প্রস্তাবনা এবং পর্যদ অনুমোদিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও চেম্বারের এস্টেট সংক্রান্ত আইনগত বিষয়গুলোর উপর বস্তনিষ্ঠ সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

ডিসিসিআই এস্টেট কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২০ এ কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ:- প্রকৌশলী শামসুজ্জোহা চৌধুরী (সমন্বয়কারী পরিচালক), প্রকৌশলী এম এ ওয়াহাব (আহ্বায়ক), প্রকৌশলী মোঃ মোস্তফা কামাল (যুগ্ম-আহ্বায়ক), জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (যুগ্ম-আহ্বায়ক), জনাব হুমায়ুন রশিদ (সদস্য), জনাব আবসার করিম চৌধুরী (সদস্য), জনাব এম আনওয়ারুল হক (সদস্য), জনাব দাতা মাগফুর (সদস্য), আলহাজ্ব মোঃ সরফুদ্দিন (সদস্য), জনাব কে জি করিম (সদস্য), জনাব সেলিম আখতার খান (সদস্য), জনাব মামুন আকবর (সদস্য), জনাব আব্দুল লতিফ সরকার (সদস্য), জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সদস্য)।

চলতি বছরে করোনা মহামারীর মাঝে জুম-অনলাইনের মাধ্যমে কমিটির নিয়মিত ৪টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। ডিসিসিআই এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত কাজে কমিটি চেম্বার কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিক বৈঠক এবং সমন্বয়যোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী এম এ ওয়াহাব, যুগ্ম-আহ্বায়ক প্রকৌশলী মোস্তফা কামাল সহ সিগমা লিফট সপ্তম তলা পর্যন্ত ওঠানো, নীচ তলায় পার্কিং নির্মাণ সহ প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন কাজের বিষয়ে সহ-সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানে সেরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সাথে আলোচনা করে বিষয় ভিত্তিক সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে কমিটির কাজে বিশেষ অবদান রেখেছেন। চেম্বার ভবনের অফিস স্পেস ভাড়া আয়ের অন্যতম উৎস। কমিটির দিক নির্দেশনানুযায়ী ভবনের খালি জায়গাসমূহ ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে সকল সদস্যগণের সহযোগিতা চেয়ে পত্র প্রেরণ, ব্যাংক, বীমা, ইনসুরেন্স, লিজিং কোম্পানী, ব্রোকারেজ হাউস-কে আলাদা পত্র প্রেরণ এবং মেসার্স বি-প্রোপার্টিজ এর সাথে ভাড়া প্রদানের সহায়তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড-এর সাথে ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলা অবসায়নকৃত স্পেস বুঝে নেওয়া, ভাড়া আদায়ে সচিবালয় কর্তৃক ভবনের খালি জায়গাসমূহ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ডিসিসিআই এর চাহিদামতে এ বছর কমিটির দিকনির্দেশনায় ১২ তলার নলেজ সেন্টারে একটি কম্পিউটার ল্যাব ও একটি ক্লাসরুম নির্মাণ ও তৎসংশ্লিষ্ট রিনোভেশন কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। নীচ তলায় কার পার্কিং নির্মাণ সহ প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে, সে কারণে ইতোমধ্যেই ৬ষ্ঠ তলায় নামায ঘর নির্মাণ সুসম্পন্ন করা হয়েছে। পর্যদ সিদ্ধান্তে ৬ষ্ঠ তলার ছাদের নির্মিত গার্ডেনিং এর বকেয়া পাওনা নিষ্পত্তিকল্পে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মহোদয়ের নেতৃত্বে এস্টেট কমিটি কর্তৃপক্ষ স্থাপত্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্যায়ে আলোচনায় সুরাহা করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনানুযায়ী ৬ষ্ঠ তলার ছাদে ভিআইপি লাউঞ্জ গার্ডেনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংস্কার, ওভারহেড ট্যাংক পানি উত্তোলন পাম্প লাইন মেরামত, ভবনের সম্মুখস্থ পোর্চ মেরামত, ভবনে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে প্লান্টেশন কমিটির দিক নির্দেশনায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

এ কমিটির তত্ত্বাবধানে ভবনের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল, ইলেক্ট্রিক্যাল-মেকানিক্যাল রক্ষনাবেক্ষন যেমন লিফট, সাবস্টেশনের ডিএফসি ফিউজ ইনস্টলেশন, এসি মেরামত, জেনারেটর, পর্যায়ক্রমে পিএলসি লাইট প্রতিস্থাপন করে এলইডি লাইট স্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ৩টি লিফট এর ত্রুটি বিচ্যুতি সংস্কার, প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি এলার্ম সংযোজন করা হয়েছে, ইন্টারকম যোগাযোগ নিশ্চিত করাসহ প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম সময়োপযোগীভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ডিসিসিআই এর ৩টি লিফট ও জেনারেটর সার্ভিসিং সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া, বাৎসরিকভাবে এয়ার কুলার সার্ভিসিং মেরামত, ওয়াটার পাম্প মোটর অটো-সিস্টেম, ট্রান্সফরমার সার্ভিসিং, ত্রুটিপূর্ণ পিএফআই সিস্টেম সংস্কারসহ ভবনের ইলেক্ট্রিক্যাল আপগ্রেডেশন নিশ্চিত করা হয়েছে।

ভবনের ৭ম তলায় এল্ডিকউটিভ প্রেসিডেন্ট লাউঞ্জ নির্মাণ, রুফটপ গার্ডেনিং এর অনিষ্পন্ন কাজ ও ৬ষ্ঠ তলার অডিটরিয়াম নির্মাণের পরবর্তি উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২য় তলার অফিস ৫ম তলায় স্থানান্তর এবং নিচতলার পার্কিং জোন নির্মাণ কাজের পরিকল্পনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে ডিজাইন ও প্লানিং সম্পর্কে কমিটি দিক নির্দেশনা রেখেছেন। ভবনের বৈদ্যুতিক ও ফায়ার সেফটি নিশ্চিত সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম রিফিলিং সহ বৈদ্যুতিক ইকুইপমেন্ট আপগ্রেডেশন করা হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পৌরকর আগের নির্ধারিত হারেই ২০২০-২১ অর্থবছরের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করা হয়েছে। ৬৫ নং প্লট অবমুক্তির বিষয়ে হাইকোর্ট রায়ের পর মন্ত্রণালয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত যোগাযোগের প্রেক্ষিতে আপিল (সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ৩৫৮১/২০১৬, তারিখ ১৩-১১-২০১৬) কার্যক্রম ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, মহোদয়ের দপ্তরে পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে। কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক, যুগ্ম-আহবায়ক পর্যায়ে এ বিষয়ে দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়েছে। চেম্বারের লীগ্যাল এডভাইজার বিষয়টি নিয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছেন। গত ১২ই নভেম্বর, ২০২০ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় ভারুয়াল কোর্টে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর ৬৫নং প্লট অবমুক্তি সংক্রান্ত সিভিল পিটিশন নাম্বার ৩৫৮১/২০১৬ উত্থাপিত হয় এবং তা খারিজ হয়ে ঢাকা চেম্বারের অনুকূলে রায় হয়েছে।

ডিসিসিআই এর জন্য ল্যান্ড ওনারদের নিকট থেকে গুলশানে ক্রয়কৃত (বিটিআই ল্যান্ডমার্ক কর্তৃক নির্মিতব্য) ৩৩২৪ বর্গফুট অফিস স্পেস (প্লট # ১৬, সি ডব্লিউ এস (এ), গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২) এ কমিটির তত্ত্বাবধানে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে প্রদান করা হয়েছে। গত ডিসেম্বর ১৮ এর মধ্যে হস্তান্তরের কথা থাকলেও তারা গত সেপ্টেম্বর ১৯ ইং তারিখে চাবি হস্তান্তর করেছে। তবে রেজিস্ট্রেশন করে দিতে সময় চেয়েছেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দিক নির্দেশনাক্রমে আইনজীবীর সহযোগীতায় বায়না দলিল মতে অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন করা, অন্যথায় রেজিস্ট্রেশন না হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত হারে কম্পেনসেশন দাবি করে পত্র দেওয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন নির্ধারিত সময়ে না করায় অসংখ্য বার তাগিদপত্র দেওয়া সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা না করা এবং ল্যান্ড ওনারদের জমির আইনগত বিরোধ গোপন রাখা ইত্যাদি কারণে ল্যান্ড ওনারদের কাছে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

পূর্বাচলে রাজউক কর্তৃক ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট এর জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ১ বিঘা জমির বিপরীতে ১ম কিস্তি বাবদ (৪০%) ১,১৪,০০,০০০/- (এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ) টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তি কিস্তি পরিশোধের বিষয়ে রাজউক এ যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ কমিটি ডিসিসিআই আইনগত বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ রাখে। কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এ কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

Standing Committee on Financial Institutions

The Standing Committee worked as a platform to deal with matter of the financial sector and provided policy recommendation to the concerned authorities for the effective development of Capital market, bond market and long-term financing source along with Bank and Non-Bank financial institution. It also has a greater attention to activate the Central bank, Capital Markets, Insurance Companies, Brokerages and Investment Companies to revive the capital market of the economy.

It also regularly assessed and reviewed the Banking sector and Capital Market Development related activities to forecast the future of the financial sector, especially for financing the SME, reducing the NPL and strengthening the business-friendly environment, the committee had provided different policy supports for the Board of Directors to pursue the interest of business. During the year 2020 the standing Committee has planned to do a webinar on “Stabilizing the Bulls and the Bears: Future of Our Capital Markets” to instigate the long-term restructuring of the capital market and encourage transparent and fair business in the capital market.

Due to technical problem, this year the committee was not able to hold the webinar but had a plan to arrange a seminar on SME Board development in the stock market. The webinar was planned to identify the need for local equity, debt financing of large PPP and infrastructure funding requirements and coordinates specific reform propositions for the inclusion of the capital markets as a financing source. Moreover, to meet up the Vision 2041 and to become the 31 largest world economy in near future, the committee puts emphasis on integrated approach of Ministry of Finance, Central Bank, Credit Rating Agency, NBFI and Banking Sector to address the financial instability, NPL Problem and the regulation crisis in the financial sector of Bangladesh.

Mr. Ashraf Ahmed, Director, DCCI was the Coordinating Director of the Standing Committee and Mr. Zeyad Rahman was the convenor while Mr. M.A Mannan and Mr. Tahsin Kamal were the Joint Convenors for the year 2020. The members of the Standing Committee were Mr. Md Abu Sadeq, Mr. Mizanur Rahman, Mr. Mohammad Delwar Hossain, Mr. Salman Bin Rashid Shah Sayem, Mrs. Maya Rani Saha, Mr. Mohd. Zakir Hossain, Mr. Sayed Mahmudur Rashid, Mr. Swadesh Ranjan Saha, FCA, FCS, Mr. Mohammed Faisal.

Standing Committee on Real Estate including Urbanization and Decentralization

Standing Committee on Real Estate including Urbanization and Decentralization 2020 is focused on promoting sustainable urban housing and encouraging decentralization by formulating policy suggestions and recommendations to the Board of Directors of DCCI for placing to the concerned Ministries and Government agencies.

Dhaka is densely populated, while the economy, administration and social services of the country are centrally concentrated in this city. Currently 40% of the total urban population of Bangladesh lives in Dhaka. Decentralization and planned urbanization are urgently needed to save Dhaka as well as the country from the current critical situation. For this reason, streamlining various services provided by different organizations relating to the urban housing sector development, improvement of habitation and livability in urban life, separate zoning for commercial and residential area, development of relevant infrastructure and utility services were prioritized and persuaded at various policy making levels by this Standing Committee during this year.

The committee has been working to ensure that middle class families in the country can get a single digit interest loan from a bank to make it easier for them to buy a flat. In order for the general public to get long terms loans from the banks, committee recommended a bulk allocation of 1500 crore to the government. A meeting with the Governor of the Bangladesh Bank is yet in the process to be arranged very soon for getting the incentive easily given by the government. Finally, two(02) meetings were held under this standing committee during the year 2020 along with the committee has made several important recommendations to improve the economic situation of the country during the Covid-19 epidemic.

Mr. Md. Al Amin, Director, DCCI acted as the Coordinating Director; Mr. Engr. Md. Anisuzzaman Bhiyan Rana as the Convenor; Mr. Alhaj Md. Zakir Hossain and Mr. Mr. Mohammed Sohel acted as Joint Convenor of this Standing Committee. The other Members of the Standing Committee were: Mr. Mr. Md. Alauddin Malik, Mr. Md. Enamul Haque, Mr. Zahidul Haque Niloy, Mr. Md. Liton Chowdhury, Mr. Md. Enamul Haque, Mr. Abdul Latif Sarker, Mr. Md. Moniruzzaman, Mr. Kawsar Mridha, Mr. Moniruzzaman and Mr. Noor-E-Alam.

Standing Committee on National Energy Security

Heading towards an upper middle income country, ensuring uninterrupted supply of energy at an affordable rate will become a major concern for Bangladeshi industrial sector. There would be a critical shortage of gas in the coming decades, as we are on run for massive industrialization and on run for expanding export growth. Now grave concern is aired on LNG price and electricity price along with uninterrupted captive energy and power supply, as both middle-income country status and double digit economic growth depend on the availability of energy. Growth cannot happen without secured energy supply and only import dependent energy generation cannot ensure energy security.

On the other hand, for ensuring uninterrupted captive power generation, urgent action to ensure LNG supply and provision at affordable price need to be addressed. Therefore, the committee regarding these issues raise the voice in national level for cost efficient coal based electricity supply, offshore & onshore exploration, mining and alternative energy source for uninterrupted energy and power supply. Thus it will become proactive to meet up the SDG Goal 7, Goal 9 & Goal 12 (Affordable & Clean Energy, Industry Innovation & Infrastructure and Responsible Consumption and Production).

The Committee dealt with the matters related to national energy security focusing on specially uninterrupted supply of energy and power at a logical price in the industrial/manufacturing sector. This committee recommended for coal based energy, off shore and on shore exploration, mining and alternative energy sources so that Bangladesh would become self reliant to meet the energy and growing power demand for industrial/manufacturing sector.

The standing committee this year initiated to hold a seminar on "Sustainable and Quality Distribution of Energy for Industry Competitiveness". Honourable State Minister, Ministry of Power and Energy and Mineral Resources Mr. Nasrul Hamid, MP has been approached for being the Chief Guest. But due to unavoidable circumstances the seminar could not be held on time. With the kind consent of Honourable Sate Minister the committee suggested to hold the seminar in a suitable time.

Mr. Nuher Latif Khan was the Coordinating Director of this standing committee. Mr. Malik Talha Ismail Bari was the Convenor, Mr. Smitesh Ishwar Vaidya and Mr. Rayan Moyeen were the Joint Convenors. As member of the committee Mr. Humayun Rashid, Mr. Sameer Sattar, Mr. Mohd. Mosharrof Hossain, Mr. Sailendra Nath Roy, Mr. Saif Uddowlah, Mr. ASM Mahfuzar Rahman, Mr. Md. Liton Chowdhury, Mr. Shahid Alam, Engr. Md. Nurul Aktar, Mr. Mohd. Iqbal Hossain Chowdhury, Mr. Utpal Kumar Das, Mr. Khandaker Atiqur Rahman, Mr. Md. Abtahi Islam Ami, Mr. Quasem Rob, Dr. Syed Zahurul Haque played important role this year.

ল' অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ

ডিসিসিআই “ল’ অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ” স্ট্যাভিং কমিটি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে নানামুখী প্রতিবন্ধকতা, চোরাচালানরোধ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যুক্ত রেখে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন এর পরিমার্জন-পরিবর্ধন পূর্বক ব্যবসায়ী ও তাঁর অংশীজনদের সেবার মান বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের স্থলবন্দর সমূহের আমদানী-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চোরাচালান রোধ, বন্দর ব্যবস্থাপনার ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, সময়োপযোগী ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি এবং পবিত্র ঈদ-উল-আযহায় কুরবানীর পশুর হাটসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন বিষয়াদি সামনে রেখে কমিটি ২০২০ সালের কার্যক্রম শুরু করে।

এই কমিটির ২০২০ সালে বাৎসরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা করে, উক্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার মধ্যে কমপক্ষে ৪টি সভা ও দু'টি সেমিনার এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভাসহ দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই)- এর সাথে যৌথভাবে একটি সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা করে।

আমরা সকলেই অবগত যে, এ বছর সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত এবং বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ কোভিড-১৯ সময়কালীন জনসমাগম এড়িয়ে লকডাউনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাই এবছর কমিটির অধিকাংশ সভাসমূহ Zoom Video Conference এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়েছে। কমিটি থেকে এবছরে ৪টি সভা এবং একটি ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছে।

“পবিত্র ঈদ-উল আযহায় কুরবানীর পশুর হাটসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি” শীর্ষক ওয়েবিনারটি গত ১৯ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনলাইনে (জুম এর মাধ্যমে) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.। এছাড়াও সভায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. জিয়া রহমান। উক্ত ওয়েবিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি- এর সভাপতি এবং এফবিসিসিআই- এর প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি ও এফবিসিসিআই- এর পরিচালক মিস. শমী কায়সার এবং বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহীন আহমেদ।

উক্ত ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীরা কোভিড-১৯ সময়কালে অনুষ্ঠিত কুরবানীর পশুরহাটে স্বাস্থ্যবিধি মেনে গবাদি পশু ত্রয়-বিক্রয় নিশ্চিতকরণ, চামড়ার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ ও দেশের চামড়া পাচার বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, দ্রুততম সময়ে সাভারে সেন্ট্রাল ইনফ্লুয়েন্স ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন, ই-কমার্স প্রতারণা রোধে ই-ক্যাব এর উদ্যোগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের অংশগ্রহণে জাতীয় ভোক্তা অধিকার আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া, দেশীয় খামারিরা যেন গবাদি পশুর ন্যায্য মূল্য পান তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, পবিত্র ঈদের সময় দেশের সীমান্তে স্মাগলিং রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং করোনা মহামারী মোকাবেলায় ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রদান সম্বলিত একটি সুপারিশমালা বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ব্যবসায়ী সমাজের ব্যবসায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন ও অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য এ কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২০ সালের এই কমিটিতে ছিলেন সর্বজনাব মনোয়ার হোসেন, সমন্বয়কারী পরিচালক; ব্যারিস্টার মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক, আহবায়ক; মোহাম্মদ মোনায়েম খান ও মোহাম্মদ জমশের আলী, যুগ্ম-আহবায়ক; ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন আলহাজ্ব আবদুস সালাম, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির, প্রাক্তন পরিচালক, নাজির হোসেন, প্রাক্তন পরিচালক, মাশুক হোসেন, প্রাক্তন পরিচালক, সৈয়দ হাবিবুর রহমান, প্রাক্তন পরিচালক, এম এ রাজ্জাক, মোঃ রমজান আলী, মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন তালুকদার, মিসেস সুরাইয়া আলম, এম.এ. হান্নান বাশার, মাহমুদ হাসান, নান্না মিয়া, মির্জা আব্দুল খালেস, মোঃ আবু সাদেক, আলহাজ্ব ফায়জুর রহমান, আশফাকুর রহমান এবং শাহীন খান প্রমুখ।

Standing Committee on National Infrastructure

Bangladesh is heavily investing in infrastructure development. Despite increasing investment on infrastructure, Bangladesh lags behind in terms of physical infrastructure development compared to its competing countries. On the other hand, infrastructure project development in our country have been funded through budgetary allocations by the Government and multilaterals and bilateral agencies.

National Infrastructure Standing Committee -2020 set priority to promote alternative sources of funding to secure finances for infrastructure development, and in turn, reduce dependence on public funds, development partners and commercial banks. In this connection, the standing committee on National Infrastructure set objective to create an enabling environment for introducing infrastructure bond as a sustainable solution to attract local and foreign private investments for infrastructure development.

Under this standing committee, two meetings were held during the year 2020. The committee decided to organize a seminar on Infrastructure Bond for Large Infrastructure Financing, showcasing proposed Bhola Bridge as Pilot Program. Subsequently, it was decided in the 2nd Board Meeting of DCCI to organize a day-long International Investment Roadshow in London in July, 2020, in association with Bangladesh High Commission, London and GuarantCo, UK instead of organizing the seminar in Dhaka. Hon'ble President, DCCI and Coordinating Director of this Standing Committee had meeting with GuarantCo, UK and Bangladesh High Commission, London to complete preparatory work for organizing the Road Show accordingly, DCCI mobilized resources and started groundwork. However, due to COVID-19 pandemic, the proposed International Road Show was postponed.

Due to COVID-19, Government has given priority in managing the pandemic ensuring health safety, food security, livelihoods and social issues. Moreover, global and national priority shifted focusing on curbing adverse impact of COVID-19 on health and economy. Amid background, the Committee decided not to organize webinar on infrastructure during the pandemic period.

National Infrastructure Standing Committee-2020 comprises of Mr. Nuher Latif Khan, Coordinating Director; Mr. Md. Neyamat Ullah Mazumder, Convenor; Mr. Syed Aminul Kabir, Joint Convenor; Mr. Md. Wahiduzzaman, Joint Convenor; Mr. Riyadh Hossain, Member ; Mr. A.K.D. Khair M. Khan, Member; Mr. Abu Hurairah, Member; Mr. Sk. Waliul Islam, Member; Mr. Mohd. Iqbal Hossain Chowdhury, Member; Mr. Sailandra Nath Roy, Member; Mr. M. A. Hannan Bashir, Member; Mr. Zahidul Haque Niloy, Member; Mr. ASM Mahfuzar Rahman, Member, Mr. Mohammed Faisal, Member; Mr. Rashed Ahmed, Member; Mr. Md. Aminul Islam, Member and Mr. Md. Monirul Islam Member.

Standing Committee on Industrial Policy & Compliance

This standing committee had greater attention for Industrial Policy & Compliance in order to restore the policy and regulatory framework as per the expectation of the business community. It also drew attention of private investment both in terms of domestic and foreign direct investment and prepare policy proposals to attract FDI while protecting the interest of local businessmen and entrepreneurs. Centering the activities of scouting for potential entrepreneurs, the committee arranged “Constraints and Prospects of Industrial Policy” on 29 November, 2020 as Bangladesh needs a robust pragmatic A webinar titled industrial policy to see its economic activities bringing the coveted results, enhancing private investment and industrial contribution to GDP. The objective of this Webinar was to find focused solutions to enhance industrial growth considering CMSME friendly industrial policy for ensuring sustainable industrial development. Here, Mr. Nurul Majid Mahmud Humayun, MP, Hon'ble Minister, Ministry of Industries, Government of the People's Republic of Bangladesh, had graced the occasion as the chief guest. Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad, Honorable Chairman, Palli Karma-Sahayak Foundation, (PKSF) and Dr. Atiur Rahman, Former Governor, Bangladesh Bank & Professor Department of Development Studies, University of Dhaka had graced the occasion as the special guests.

At the beginning of the year, a full-year program schedule had been created and the committee followed the schedule. During the year, three (3) Standing Committee meetings were held. Mr. Md. Shahid Hossain, Coordinating Director; Mr. Shahzada A. Hamid, Convenor; Mr. Sk. Md. Waliul Islam and Mr. Zakir Hossain, Joint Convenors of the Standing Committee performed their responsibilities effectively.

The other distinguished members of the Standing Committee were: Al-Haj Md. Mosharraf Hossain; Mr. Kamrul Hasan Tuhin; Mr. Raghupati Sen; Mr. Sayed Mahmudur Rashid; Mr. Mizanur Rahman; Mr. Khandaker Helal Uddin; Mr. Mohammad Delwar Hossain; Mr. Rafiqul Islam; Mr. Minhaj Ahmed; Mr. Noor Hossain; Mr. Md. Salauddin Yousuf; Mr. Shaheen Khan; Mr. Rashed Ahmed; Mr. Mohammed Shalauddin and Mrs. Ismat Jerin Khan. Furthermore, Mr. Harunur Rashid, Deputy Secretary, R&D and had Mr. Md. Abu Nawim, Senior Officer, IT performed their responsibility as the dealing officer of the Standing Committee.

Standing Committee on Skills Development

Mr. Mohammad Bashiruddin, Vice President, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee; Mr. Golam Zilani, the Convenor, Mr. Mohammad Mahfuj Khan and Mr. Arif Hossain Khan are the Joint-Convenor of this Standing Committee. Other members of the Standing Committee are: Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI; Engr. Kazi Mahabubur Rahman, Mr. Kazi Muhammed Abdur Rahim, Ms. Bertha Gity Baroi, Mr. Rezviul Ahsan, Mr. AKM Nurul Huda Pintoo, Mr. A.K.M. Delwar Hossain, Mr. Maimur ur Rashid Mustafa, Dr. Md. Zakir Hossain, Mr. Nazmul Alam Bhuiyan (Jewel), Mr. Kawsar Mridha, Mr. Kamrul Hasan Shayok, Mr. Nur-E-Alam and Mr. RHM Imran Chowdhury.

Main Terms of Reference (ToR):

Main Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee on “Skills Development -2020” of DCCI could be summarized as follows:

1. To formulate appropriate policies and oversee the preparation of Annual Training Calendar of DCCI Business Institute (DBI) and Action Plan of DBI College.
2. To guide DCCI Library and Knowledge Centre to become updated, functional and useful.

Number of Meetings:

Five meetings of this Standing Committee were held on February 29, 2020, May 21, 2020, August 18, 2020, August 31, 2020 and November 24, 2020 respectively. The following activities were undertaken as per recommendations of the Standing Committee with due approval of DCCI Board of Directors.

1. First Meeting held on February 29, 2020:

In this meeting Committee recommended to sign MoU with different universities, Branding of DBI through different University Campaign, to merge two PGD courses ‘Customs & VAT Management’ and ‘Income Tax Management’ into one, to arrange webinars, discussion on DBI College & Library.

2. Second Meeting held on May 21, 2020:

In this meeting Committee suggested DBI team to offer offline & online training courses parallel. Committee advised to start online campaign, Committee also recommended to organize a webinar on ‘E-Learning’.

3. Third Meeting held on August 18, 2020:

Fixation Fees for online MLS-SCM Course and Fixation Fees for PGD Courses were approved by the committee in this meeting. Distinguished members of this committee also had discussion on DBI College & Library issues.

4. Fourth Meeting held on August 31, 2020

In this meeting Committee discussed on upcoming webinar.

5. Fifth Meeting held on 24 November, 2020

Fifth Meeting held on 24 November, 2020 In this meeting Committee the DBI training calendar 2021.

Implementation Status:

All Recommendations of this Standing Committee are approved by the board and maximum recommendations are implemented by this committee successfully.

MoU Signing with different University:

DBI has been initiating for signing Memorandum of Understanding (MoU) with different Universities for expansion of its training area. DBI has already signed MoU with:

- i. United International University (UIU) on 21 January, 2020;
- ii. North South University (NSU) on 17 August, 2020 and
- iii. Bangladesh University of Professionals (BUP) on 27 October, 2020.

Partner organizations have found mutually beneficial to have a formal understanding between them for implementing activities which include organizing different types of training programs jointly, sharing logo, sharing signatory of certificate, sharing resource person, Sector wise Research facilities, providing internship, organizing job fair, seminar, workshop, business conference, etc.

Webinars of this Committee: This year the committee has organized three (3) webinars:

1. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) had organized a Webinar on 'Post-Covid 19 Bangladesh Industry Readiness: Investment & Skills' on Saturday, 04 July 2020 at 11:00 a.m. through Zoom Online. Honourable Deputy Minister, Ministry of Education, Mr. Mohibul Hasan Chowdhury, MP was present at the occasion as Chief Guest.
2. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) had organized a Webinar on 'E-Learning' on Saturday, 12 September, 2020 at 11:00 a.m. through Zoom Online. Honourable Education Minister, Dr. Dipu Moni, MP, was present at the occasion as Chief Guest
3. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Webinar on 'New Jobs and Skills for Future Business' on Saturday, 21 November, 2020 at 11:00 a.m. through Zoom Online. Honourable Senior Secretary, Financial Institutions Division, Ministry of Finance Mr. Md. Ashadul Islam was present at the occasion as Chief Guest.

In 2020, this committee successfully arranged four meetings and three webinars. During the Covid-19 situation this committee led the front line and organized the first webinar in DCCI.

প্রটেকশান অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি

প্রটেকশান অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং-২০২০ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়, যা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এই কমিটি সরকারী মহলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আজ অবধি আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। পাশাপাশি আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতার যত্নে অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইন অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে সরকার অনেক সময় পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না।

প্রটেকশান অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং-২০২০ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় এ কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, যা ডিসিসিআই পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ঢাকা চেম্বার এর পক্ষ থেকে পরিচালক, আহবায়ক, যুগ্ম-আহবায়ক ও কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করে থাকেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ, পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল, বিপণন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সমন্বয়কারী পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ, আহবায়ক, জনাব সাইফুর রহমান সাইফ, যুগ্ম আহবায়ক জনাব আবু বকর সিদ্দিকী, ও জনাব মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ।

এই কমিটির মাধ্যমে ২০২০ সালে যে সমস্ত সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে:

- ১। প্রটেকশান অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং-২০২০ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ২০২০ সালে ০৪ টি সভা, ০৪ টি ওয়র্কিং কমিটির সভা এবং ০১ টি ওয়েবিনার এর আয়োজন করা হয়েছে।
- ২। এই কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে। ১ম সভায় ২০২০ সালের কার্যক্রম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১ম সভায় বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সাথে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের বিষয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ৩। প্রটেকশান অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং-২০২০ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ২৩ মে, ২০২০ তারিখে জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে। এই সভায় একটি ওয়েবিনার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- ৪। প্রটেকশান অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং-২০২০ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ২৪ আগস্ট, ২০২০ তারিখে জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে। এই সভায় একটি ওয়েবিনার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- ৫। গত ০৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে “e-commerce and Consumer Rights in the time of COVID-19:Challenges & Way Forward” বিষয়ক ওয়েবিনারটি সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবিনার এর প্রধান অতিথি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রণালয় এর সচিব, ড. মোঃ জাফরউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ওয়েবিনারটি সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর সভাপতি জনাব মোঃ গোলাম রহমান।
- ৬। “e-commerce and Consumer Rights in the time of COVID-19:Challenges & Way Forward” বিষয়ক অনুষ্ঠিত ওয়েবিনার সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিততথ্য, পরামর্শ ও অভিবাদন একটি মূল ফাইল আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

প্রটেকশান অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং-২০২০ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হলেন, সমন্বয়কারী পরিচালক, আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ, আহবায়ক, জনাব সাইফুর রহমান সাইফ, যুগ্ম-আহবায়ক, জনাব আবু বকর সিদ্দিক ও জনাব আহমেদ উল্লাহ, যুগ্ম-আহবায়ক। এই কমিটির মোট সদস্য রয়েছেন ১৪ জন। জনাব আলহাজ্ব আবদুস সালাম, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই, জনাব আলাউদ্দিন মালিক, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই; জনাব আলহাজ্ব মোঃ শারফুদ্দিন, প্রাক্তন পরিচালক ডিসিসিআই; জনাব মোহাম্মদ সেলিম, মিসেস মায়া রাণী সাহা, হাসিব জনাব মোঃ আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম, জনাব খান আকতারুজ্জামান, জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, জনাব কাজী মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, জনাব মোঃ আতিকুল হাসান, জনাব মোঃ এমদাদুল করিম, জনাব আশফাকুর রহমান, জনাব এ কে এম সাদেক হোসেন (নাসিম), জনাব আব্দুর রাজ্জাক, প্রমুখ।

প্রটেকশান অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং -২০২০ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ, ব্যবসায়ীদের সাথে ভোক্তাদের সম্পর্ক স্থাপন ও বিশ্বস্ততা, দ্রব্যমূল্যের মান ও নীতি নির্ধারণ বিষয়গুলো নিয়ে সার্বিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি

“এসএমই ডেভেলপমেন্ট” বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির পূর্ববর্তী নাম ছিল “এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জুট ডাইভারসিফিকেশন” যা ২০২০ সালে পরিবর্তন করা হয়। এই স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে সূদীর্ঘ ছয় দশক যাবৎ এর সদস্যগণকে সেবা প্রদান করে আসছে এবং নাম পরিবর্তিত হলেও এই কমিটি আগের মত গুরুত্ব দিয়ে এসএমই খাত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া সর্বোপরি ব্যবসায়ী সমাজকে বহুমুখী সেবা প্রদানসহ সরকারকে বিভিন্ন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণী সহায়ক সুপারিশ/মতামত প্রদান করে থাকে। সরকার কর্তৃক গৃহীত সঠিক নীতিমালা এবং পদক্ষেপের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে যা কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও বিদ্যমান। এ প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের ১০৯ বিলিয়ন কর্মশক্তিকে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখা সম্ভব।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসএমই খাতকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছেন যেখানে ডিসিসিআই এসএমই স্ট্যান্ডিং কমিটি কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে। কমিটির আলোচনায় আরো বলা হয়, যেসকল সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশে অবস্থিত ব্যাংক যারা এসএমই নিয়ে কাজ করে ও ফান্ড দিয়ে থাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করে এসএমই দের সহায়তায় ডিসিসিআই কাজ করে আসছে। করোনাকালীন এই পরিস্থিতিতে এসএমই দের ব্যবসায়িক অবস্থা বিপদের সম্মুখীন। ডিসিসিআই ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এসএমই খাতের সহযোগিতা ও সহায়তার জন্য এসএমই ডেভেলপমেন্ট নামে একটি শাখা গঠন করেছে, যা নিরলস ভাবে এই খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে:

- ১। এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০২০ সালে ৩টি সভার আয়োজন করে।
- ২। জাতীয় বাজেটে কমিটি কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনা যা সরকার কর্তৃক গ্রহীত হয়:
 - এসএমই খাতের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে এসএমই ব্যাংক নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।
 - এসএমই নীতিমালা দ্রুত প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের অনুরোধ করা হয়।
 - এসএমই উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এসএমই’র জন্য খাতভিত্তিক টেস্টিং ল্যাবরেটরি তৈরি করার প্রস্তাব।
 - এছাড়া ‘এসএমই’র বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানী কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর অধীনে একটি ‘এমএসএমই রপ্তানী উন্নয়ন ডেস্ক’ গঠন করা।
- ৩। উদ্যোক্তা উন্নয়নে নিম্নোলিখিত বিষয়গুলো বিবেচ্য:
 - উদ্যোক্তা, উদ্যোগ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ধারণা ও উদ্যোক্তার সক্ষমতা।
 - ব্যবসায়িক পরিচিতি ও ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা।
 - পণ্য ও পণ্যের ধরন, পণ্য নির্বাচন, পণ্যের বৈশিষ্ট্য।
 - পণ্যের বাজার সম্ভাব্যতা যাচাই, মোড়কীকরণ, গুদামজাতকরণ ও পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন ব্যবস্থা।
 - বাজার ও বাজারজাতকরণ, বাজার জরিপ (সম্ভাব্যতা যাচাই)।
 - ব্যবসার ধারণা ও ব্যবসায় পরিকল্পনা এবং একটি ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরীর পদ্ধতি।
 - ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয়।
 - ব্যবসায়িক হিসাব ও হিসাব সংরক্ষণ।
 - ঋণ, ঋণ সংক্রান্ত হিসাব ও হিসাব সংরক্ষণ।
 - ব্যাংক হিসাব ও ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন / নীতিমালা।

৪। নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য প্রার্থী নির্বাচন:

- বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক হতে হবে।
- প্রার্থীর বয়স ১৮ বছর বা তার অধিক হতে হবে।
- প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি (বাবুজি) বা এর সমমান বা তার অধিক হতে হবে।
- ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে।
- ব্যবসার ধারণা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সভা, সেমিনার এ ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন, জনাব এস. এম. জিল্লুর রহমান - সমন্বয়কারী পরিচালক, ডিসিসিআই, জনাব এম. মোসাররফ হোসেন - আহ্বায়ক, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম - যুগ্ম-আহ্বায়ক, ডা. লকিয়ত উল্লাহ - যুগ্ম-আহ্বায়ক, আলহাজ্ব আব্দুস সালাম - প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সদস্য, জনাব নাজির হোসেন - প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই এবং সদস্য, জনাব নান্না মিয়া - সদস্য, মিসেস লিলি হক - সদস্য, জনাব এম এন কবির - সদস্য, জনাব একেএম নুফল হুদা পিন্টু - সদস্য, জনাব মাইমুর উর রশিদ মোস্তাফা - সদস্য, জনাব মোঃ জাকির হোসেন - সদস্য, জনাব নাজমুল আলম ভূইয়া (জুয়েল) - সদস্য, মিসেস হেনা বেগম - সদস্য, জনাব মোঃ সালাউদ্দিন - সদস্য, জনাব দেলোয়ার হোসেন টিটু - সদস্য প্রমুখ।

Standing Committee on Export Diversification

Export Diversification Standing Committee-2020 set priority to promote export priority sectors like Leather and Leather Products, Jute and Jute Goods, Light engineering, agro processing sector etc., tariff rationalization for reducing anti-export bias of tariff policy, testing lab facilities for agro-processing sector and design centers for Jute, light engineering and leather sector. The standing committee on Export Diversification set objectives to devise ways and means to build capacity of exporters to enter, retain and expand their market share abroad and suggest measures to maximize gains of trade of Bangladesh through multilateral, regional and sub-regional cooperation agreements and their implementation.

Under this standing committee, three meetings were held during 2020, one of the meetings was held on through Zoom online platform due to COVID-19. In this connection, the committee decided to organize a webinar to celebrate the “Diversification of Jute Sector: Challenges and Way Forward” to promote the diversified jute products. Due to government decision of privatization of government owned jute mills, the committee decided to delay the webinar. The Committee also decided to do Policy advocacy for geographic export diversification leveraging Myanmar, Sri Lanka, Cambodia, Philippines as potential export destinations. The committee planned to conduct a study on identifying the international market demand of Leather and leather products, Jute and jute goods and agro-processed products jointly with Ministry of Commerce and a concept note is prepared according to the suggestion of the committee members. The Committee decided to organize a formal meeting with Chairman of Bangladesh Trade and Tariff Commission for clarifying the challenges regarding HS code specification, collaborate with market development agencies like Japan External Trade Organization (JETRO), Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) for identifying product diversification and market development strategies. Accordingly, DCCI mobilized resources and started groundwork. However, due to COVID-19 pandemic, the proposed Webinar, meeting, collaboration were delayed and later postponed.

Export Diversification Standing Committee-2020 comprises of Mr. Md. Rashedul Karim Munna, Coordinating Director; Mr. Md. Habib Ullah Tuhin, Convenor; Mr. Saeed Uz Zaman, Joint Convenor; Ms. Bertha Gity Baroi, Joint Convenor; Mr. Md. Azizur Rahman, Member ; Mr. M.N. Kabir, Member; Mr. Razeed H Chowdhury, Member; Mr. Md. Abul Hasnat, Member; Mr. Azizur Rahman, Member; Mrs. Shahanaz Pervin Dolly, Member; Dr. Md. Zakir Hossain, Member; Mr. Khandaker Helal Uddin, Member; Mr. Showkat Osman, Member, Mr. Rafiqul Islam, Member; Dr. Khalilur Rahman, Member; Mr. Kawsar Ahmed Bhuiyan, Member; Mr. Khan Aktaruzzaman, Member; Mr. A. K. M. Sadek Hossain (Naim), Member and Mr. Md. Salauddin Yousuf, Member.

Standing Committee on ICT and Telecom

This Standing Committee works as a platform to deal with matters related to policy recommendations to concerned ministries and government agencies, for effective development of this important sector. The Committee also advocates and formulates recommendations to improve the business environment for its members through the effective use of ICT. Furthermore, it has the mandate to oversee the implementation of Secretarial Digitization of DCCI.

During the year 2020, the Committee organized four official meetings within the premises of DCCI. The Committee set out to implement software as a matter of priority: Electronic Document Management System (EDMS) and Workflow Management System (WMS), for smoother functioning of the DCCI Secretariat. The software was finally completed and data is being updated. In addition to the above, the Committee initiated the development of (a) Membership Online System (MOS) and Country of Origin Country (COOS) and (b) The committee also integrated between DCCI Membership Service and One Stop Service, Investment Development Authority (BIDA), Bangladesh in MOS & COOS Software to be built.

Mr. Andaleeb Hasan, Director, DCCI was the Coordinating Director of the Committee, Mr. Syed Mamnun Quader was the Convener while Mr. S. M. Golam Faruk Alamgir and Mr. Fahim Ahmed were the Joint Conveners for the year 2020.

The Members of the Committee were Mr. Riyadh Hossain, Former Vice President, DCCI, Mr. S.M. Rafiqul Islam, Mr. Gazi Alim Al Razy, Mr. Salman Bin Rashid Shah Sayem, Mr. Rezviul Ahsan, Mr. Swadesh Ranjan Saha, FCA, FCS, Mrs. Maya Rani Saha, Mr. Nazmul Alam Bhuiyan, Mr. Md. Ashif Imran Rana, and Mr. Khandaker Atiqur Rahman.

Standing Committee on Blue Economy

Blue Economy Standing Committee set priority for developing the blue economy policy for Bangladesh, addressing the challenges and opportunities in the sea fishing sector, coastal and cruise tourism, offshore drilling, and other avenues, strengthening inter-ministerial cooperation engaging private sector in order to popularize cruise tourism, designing the viable arrangement for encouraging the local private investment as well as PPP for harnessing marine resources including exploration of sea-based energy and oil and advocating to ensure security of fishing resources in the Bay of Bengal Area.

Under this standing committee, five meetings were held during 2020, two of the meetings were held on through Zoom online platform due to COVID-19. In this connection, the committee decided to organize a Webinar titled “Blue Economy: Leveraging the Potentials of Fishing Sector of Bangladesh” to promote the sea fishing sector in Bangladesh. Due to COVID-19, the webinar was delayed and later due to unavailability of the Honorable Minister of Fisheries and Livestock the webinar was postponed. The committee submitted three budget recommendations including – duty rate in the fish feeds should be removed completely as these will help local fisheries to become more competitive in aquaculture, low cost funding facility to support the growing shipbuilding industry as well as increase the dependency on local shipping instead of foreign shipping line and exploration in deep seashore blocs to overcome the energy crisis. The standing Committee discussed policy recommendations like imparting the refrigeration system in trains which can ensure the quality of sea fishes, using CCTV up to 10-15 kilometers from seashore for ensuring security, prevent marine pollution and introduce good practices in sea transport and introducing Blue Bond for financing infrastructure development in the Blue Economy Sector.

Blue Economy Standing Committee-2020 comprises of Mr. Md. Zia Uddin, Coordinating Director; Mr. Nasiruddin A. Ferdous, Convenor; Mr. Mirza Abdul Khaled, Joint Convenor; Mr. Md. Kabir Hossen, Joint Convenor; Al-haj Md. Sharfuddin, Member; Mr. Md. Monirul Islam, Member; Mr. Nityananda Saha, Member; Mr. Mohammad Abu Hena, Member; Mr. Quasem Rob, Member; Mr. Majadul Hoq Sube, Member; Mr. Mohammed Ashrafuzzaman, Member; Mr. Minhaj Ahmed, Member; Mr. Gazi Alim Al Razy, Member; Mr. Mohammad Alamgir Bhuiyan, Member; Mrs. Hena Begum, Member; Mr. Md. Salauddin Yousuf, Member.

Standing Committee on Economic Diplomacy and Trade Facilitation

The committee concentrated in taking economic diplomacy of Bangladesh at next level tagging exploration of new market opportunities as well as strengthening presence of Bangladesh in conventional markets in terms of trade, investment, and other related avenues. The committee specifically put forward the agenda of Bangladesh gaining Observer Status in ASEAN platform, under the leadership of Coordinating Director of the Committee, Mr. Arman Haque, Director, DCCI. Mr. M A Rashid Shah Shamrat was the Convenor of the committee, and Mr. Md. Delwar Hossain, and Mrs. Ismat Jerin Khan, played significant roles as Joint-Convenors.

The committee organized a webinar on “Exploring Trade & FDI Opportunities with the United Kingdom” 19 August 2020, where, Mr. Md. Shahriar Alam, M.P., Hon'ble State Minister, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest, while, H. E. Mr. Robert Chatterton Dickson, British High Commissioner to Bangladesh and H. E. Ms. Saida Muna Tasneem, High Commissioner of Bangladesh to the United Kingdom, Ireland and Liberia graced the occasion as the Special Guests. The objective of the webinar was to intensify the trade and investment ties between Bangladesh and the United Kingdom.

The other distinguished members of the committee were, Mr. Md. Alauddin Malik, Former Vice President, DCCI, Mr. Syed Habibur Rahman, Mr. Md. Liton Chowdhury, Mr. Md. Azizur Rahman, Mr. M.A. Razzak, Mr. Md. Ramzan Ali, Mr. Mahmud Hasan, Mrs. Shahanaz Pervin Dolly, Ms. Tazeen Islam, Mr. Showkat Osman, and Mr. Utpal Kumar Das, Mr. Mohammad Abu Hena, Mr. Kawsar Ahmed Bhuiyan, Mr. Syed Nabiur Rahman, and Mr. Sk. Md. Waliul Islam.

Special Committee on 4th Industrial Revolution (4IR) and Innovation

The committee had greater attention on realizing the implications of 4th Industrial Revolution (4IR) and Innovation by identifying scopes to adopt 4IR in respective private sectors. The committee also brainstormed all the year round to mobilize research and funding sources for understanding 4IR and its implications in the private sector, under the leadership of Coordinating Director of the Committee, Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI and Convenor of the Committee, Mr. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Former Vice President, DCCI. The other distinguished members of the committee were, Mr. Andaleeb Hasan, Mr. Mamun Akbar, Mr. Salim Akhter Khan, Mr. Sameer Sattar, and Mr. Fahim Ahmed.

The committee arranged a webinar on “4IR in the wake of COVID-19: Bangladesh perspective” on 03 September 2020 where, Mr. Mustafa Jabbar, Honourable Minister, Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology was present as the Chief Guest, while, Ms. Parag, Additional Secretary, Ministry of Industries, Government of the People's Republic of Bangladesh was present as the Guest of Honour. Besides, as the designated discussants, Mr. Fahim Ahmed, President & CFO of Pathao Ltd; Mr. Md. Sirajul Haider, ndc, General Manager, SME Foundation; Professor Mohammad Abdul Momen, Director, BGMEA; Mr. Md. Rashedur Rahman, Associate Professor, Department of Organization Strategy and Leadership; Dr. Shaikh Anowarul Fattah, Professor, Department Electrical Electronic Engineering, BUET; Mr. Zaki Uz Zaman, Country Representative UNIDO; participated in the seminar. The objective of the webinar was to address COVID-19 disruptions and streamline 4IR technologies for reviving the production and economic activities of the country.

স্পেশাল কমিটি অন প্রজেক্ট মনিটরিং

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিকাশের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং চেম্বারের সদস্যদের যোগাযোগ ও বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন সহযোগীদের (পার্টনার প্রতিষ্ঠান) সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রজেক্টের সফল বাস্তবায়নসহ ইনোভেটিভ প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি, পার্টনারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, চেম্বার সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ডিসিসিআই-র এই প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কমিটি এবছর ৩টি নিয়মিত সভাসহ ২টি গুরুত্বপূর্ণ সভা, কয়েকটি কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। “স্পেশাল কমিটি অন প্রজেক্ট মনিটরিং - ২০২০” কমিটির আওতায় ২০২০ সালে সমাপ্ত ও চলমান প্রজেক্ট সমূহের বিবরণ এবং কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সমাপ্ত মেটাবিভ প্রজেক্ট: যার উদ্দেশ্য ছিল - গৃহ-নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত মেটালিক প্রডাক্টস্ (ইলেকট্রিক সামগ্রী, বাথরুম সামগ্রী, রড ও অন্যান্য সামগ্রী) তৈরীতে ব্যবহৃত এনার্জির যথাক্রমে: গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদির সাশ্রয়ী ব্যবহার ও কাঁচামালের সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কৌশল নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এই প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়, যা এ বছর ফেব্রুয়ারীতে সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হয়।

এছাড়া চলমান প্রজেক্ট সমূহ:

আইটিসির সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন চায়না সাপ্লাই চেইন প্রজেক্ট: যার উদ্দেশ্য হচ্ছে- তৈরী পণ্য রপ্তানি প্রক্রিয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও চায়নায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ (নির্বাচিত ৫জন) অন-লাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তবে কোভিড-১৯ এর কারণে চায়নায় মেলা আয়োজন সম্ভব হয়নি বিধায় কেউ সেখানে অংশগ্রহণ করেনি।

আইটিসির সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন সি-ট্রেড: এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- নারী সদস্যদের ব্যবসার সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ এক্সপোর্ট এবং সেল্‌স ও মার্কেটিংয়ে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান এবং বিজিনেস সাপোর্ট অর্গানাইজেশন (বিএসও)-এর দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান। এ বছর এই প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নে অন-লাইনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ বছর International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) of the Islamic Development Bank (IsDB) Group and Global Affairs Canada (GAC) -এর সহযোগিতায় Export Launchpad Bangladesh Project বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে- নারী ও পুরুষ সদস্যদের ব্যবসার সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ এক্সপোর্ট এবং সেল্‌স ও মার্কেটিংয়ে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা।

এ বছর এ প্রকল্পের আওতায় TOT দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিসিসিআই-এর ৪জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষিত করা হয়। যারা আগামীতে নির্বাচিত নারী ও পুরুষ সদস্যদেরকে উল্লেখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

এছাড়াও এ বছর “Strengthening Urban Public-Private Programming for Earthquake Resilience” (SUPER-Project) hv DG-ECHO (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) এর আর্থিক সহায়তায় Action Aid Bangladesh (AAB), World Vision Bangladesh (WVB) and United Purpose (UP) এর সাথে পার্টনারশিপে শুরু হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে- ভূমিকম্প নিরসনে বেসরকারী খাতের সার্বিক অংশগ্রহণ এবং আরবান পাবলিক-প্রাইভেট কার্যক্রমকে জোরদার করা। তাছাড়া আগামীতে ডিসিসিআই-এর প্রকল্প

বিভাগের সাথে আরো নতুন নতুন প্রকল্প সংযুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের (পার্টনার প্রতিষ্ঠান) সাথে কার্যকারী যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। এতে আগামীতে প্রকল্প বিভাগের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হবে এবং একইসাথে সাথে এর লোকবলও আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

“স্পেশাল কমিটি অন প্রজেক্ট মনিটরিং - ২০২০” কমিটিতে সমন্বয়কারী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী, পরিচালক এবং প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই। জনাব রাজিব এইচ চৌধুরী, আহ্বায়ক এবং জনাব কামরুল হাসান তুহিন যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া জনাব ইমরান আহমেদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই, জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী, পরিচালক, ডিসিসিআই, জনাব রফিকুল ইসলাম খান (এফসিএ), প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই। জনাব দাতা মাগফুর, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই, জনাব এম আনোয়ারুল হক, জনাব ড: লকিয়াত উল্লাহ, জনাব মোঃ আলমগীর ভূঁইয়া প্রমুখ উক্ত কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) is one of the pioneer Institute of Bangladesh, established in 1999 by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), the largest and most active Chamber of the country and the voice of SMEs, DCCI serves as the first point of business contact for penetration into new market and a vibrant platform putting forward facts-based opinions, suggestions and recommendations for a brighter tomorrow in the sphere of trade, investment, commerce and the overall economy. The main objectives of DBI are to train and upgrade attitude, knowledge and skills of entrepreneurs, managers, executives, organizations and job seekers to develop their capacity and make them forward-looking to deal more successfully with the business world so as face the challenges of globalization and exploit emerging opportunities in a competitive global market.

During the year, DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programme as per its Training Calendar 2020. The Training Calendar was prepared under the guidance of DCCI “Skills Development” Standing Committee and approved by the Board of Directors. Later, the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups. DBI has continued to organize Certificate, Advanced Certificate, Diploma courses and hold Examinations on “Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^P)”, in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business organizations and individual participants. Responses from the business community and public sector organizations, as a whole, are satisfactory.

DBI has been offering 6 (six) months long Postgraduate Diploma Courses on (i) Customs, VAT and Income Tax Management, (ii) International Trade (Export & Import) Management, (iii) Business Communication, (iv) Entrepreneurship and SME Management, and (v) SME Banking & Finance. In addition it has also been implementing various short training courses and workshops to develop forward-looking entrepreneurs and business managers in private sector in Bangladesh.

The Vision & Mission of DBI:

Vision: To emerge as a professional business school with wide-ranging modern knowledge-based education and a Center of Excellence.

Mission: DBI plans to conduct short, medium and long term business-related training courses and curricula eventually to graduate as a full-fledged Business School for Entrepreneurs & Professionals.

The main activities of DBI in the year 2020 are narrated below:

1. Conducting Certificate, Advance Certificate & Diploma Courses on Supply Chain Management under MLS-SCM(P) Programme of ITC, Geneva:

DCCI entered into an Agreement with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 2004, to conduct Certificate and Diploma Courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^P) and to hold examinations of the same in DCCI Business Institute (DBI). The Agreement was renewed a number of times and in 2020 it was again renewed for another period of five (3) years upto 2024. According to the Agreement, DCCI is the only Authorized Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. In 2020, DBI has successfully conducted the MLS-SCM^P courses and examinations. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalised market in home and abroad, by effectively managing the supply chain. The main objective of the course is to train up participants how to obtain quality inputs at a competitive price and keep the customers satisfied to reach its organizational goal. Slogan of the MLS-SCM^P course is “Purchasing into Competitiveness” where “P” of MLS-SCM^P denotes power of Purchasing. From 2020 the MLS-SCM^P course has the following four (04) modules, which cover all aspects of the supply chain of a business, from purchasing of raw materials and other inputs up to Customer Relationship Management: 1. Strategy & Planning; 2. Sourcing; 3. Operations; & 4. Logistics;

ITC has developed these excellent and easily intelligible modules of MLS-SCM^P for quick and effective learning of the participants. Then they can help concerned companies to achieve excellence in the supply chain management to make them competitive in international market.

During 2020, 27th batch (February-April, 2020) of Certificate Course (Strategy & Planning) were successfully started with twenty five (25) participants. In addition, 21 participants have registered for Advanced Certificate and 19 participants for Diploma courses respectively in 2020. Due to pandemic situation classes are held on Fridays & Saturdays at convenient time of particular batch so as to enable persons on-the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them to increase their knowledge, efficiency and job opportunities. Examinations on MLS-SCM^P Courses were also held in March and November 2020 successfully. Total 79 examinees were participated in 144 modules in March 2020 and 54 examinees were participated in 117 modules in November 2020. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

The turn up of participants in the MLS-SCM^P certificate course in 2020 exhibits the popularity of MLS-SCM courses of DBI, despite the fact that many other competitors like BRAC University, UK-based Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) and USA-based International Supply Chain Education Alliance (ISCEA) have entered into Bangladesh market with Diploma in Supply Chain Management Course. MLS-SCM course of ITC is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead-time and become competitive in the Global Market. DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of twenty five (25) experienced trainers through holding nine (9) ToT Workshops for conducting Certificate & Diploma Courses on MLS-SCM^P. For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva with necessary training modules and imparted rigorous training to the trainers in ToT workshop. They were trained not only about the content of the courses but also how to design a course and deliver them effectively. One of DBI trainers won “Best Trainer of the Year 2018 Award” from ITC, Geneva.

1.1 Glorious Achievements of DBI in MLS-SCM^P:

After taking necessary preparatory steps for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) started offering MLS-SCM(P) courses from 2007 regularly. Up to July 2020, 1048 participants participated in Certificate, 538 in Advanced Certificate and 378 in Diploma courses of DBI. Out of them 303 have already received International Certificates, 137 received International Advanced Certificates and 114 received International Diplomas on MLS-SCM(P). Diploma holders of DBI are the champions of certified Supply Chain Management professionals in Bangladesh. Many of them are working as Heads of Procurement and Supply Chain Departments of many government organizations, NGOs and private companies including multinational companies. Bangladesh Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Police and many other Govt. organizations are sending participants for the course every year.

1.2 DCCI Won “Best Training Support Institution Award 2018” and “MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award-2010” of ITC-UNCTAD/WTO, Geneva:

It is worth mentioning that DCCI won “Best Training Support Institution Award 2018” of ITC’s SCM Global Network Roundtable 2018, held at Beijing, China from 31st October to 2nd November 2018. DCCI received “MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award” of International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva, among its partner Institutions in 69 countries. The award was given at ITC’s “MLS-SCM(P) Global Network Roundtable”, held at Kuala Lumpur, Malaysia in 2011.

2. Postgraduate Diploma Courses:

DBI has been offering 6 (six) month long Postgraduate Diploma (PGD) Courses namely “International Trade (Import & Export) Management” and “Custom, VAT and Income Tax Management”. First batch (July-December 2019 session) of PGD in International Trade (Export & Import) Management has successfully completed with 16 participants. Second batch (January-June 2020 session) of the said PGD had started with 17 participants. Due to pandemic, classes of 2nd batch has been postponed and it will be started when situation will be normal. In addition, 1st Batch (October 2019-March 2020) of the PGD in Custom, VAT and Income Tax Management had been started with 17 participants. Most of the classes of this course were completed except one daylong class. Final examination of the said courses will be conducted after this class.

Besides these, DBI has successfully started Online PGD in “International Trade (Import & Export) Management” and “Customs, VAT and Income Tax Management” from October, 2020 with 18 and 30 participants respectively. Classes of these courses are going through Zoom online platform.

In 2020, DBI opened up 3 new PGD Courses (6 months long) namely “Business Communication”, “Entrepreneurship and SME Management” and “SME Banking & Finance”. Admission of these courses is going on.

3. Short Training Courses and Workshops:

DCCI started conducting short training courses to provide training services to its members for development of business executives and entrepreneurs under a joint project with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva In 1991. After end of the one year project with ITC, DCCI continued the program of human resource development jointly with other development partners like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile DCCI upgraded its training centre into DCCI Business Institute (DBI) in 1999. Since then, DBI has been conducting short-term training courses. It has also started daylong courses and workshops from 2015.

3.1 Short Training Courses:

DBI organized 21 short training courses (offline & online) from October 2019 to September 2020. Total participants in these courses were 297 (two hundred ninety seven). Topics of the courses were as follows: 1. Inventory & Store Management; 2. Bangladesh Labour Act as amended upto 2018 and Bangladesh Labour Rules, 2015; 3. Effective and Professional Marketing Management; 4. Safety and Security Measures at Workplace; 5. Procurement Management; 6. Total Quality Management; 7. Guide to Export, Import & Indenting Business; 8. How to Establish a New Business; 9. Development of Managerial Leadership Skills; 10. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation; 11. Inventory Control and Effective Store Management; 12. Lean Management: Key to Higher Productivity, Profitability & Customer Satisfaction; 13. How to Cope with the Stress in the Workplace and Personal Life; 14. Intelligent Management of Working Capital to Protect Business Continuity; 15. Procurement Strategies for Competitiveness and Cost Savings; 16. Tips and Techniques of Online Marketing and Selling Process; 17. Effective Communication and Interpersonal Skills at Workplace; 18. Efficiency & Productivity Improvement; 19. Optimization of Logistics and Transportation: Operational Tools and Practical Methodology; 20. Development of Managerial Leadership Skills; 21. Digital Marketing in the Age of Modern Business.

3.2 Workshops:

DBI also organized 25 workshops (offline & online) with 444 participants from October 2019 to September 2020. Topics of the workshops were as follows: 1. Managing Logistics and Transportation; 2. Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import; 3. Income Tax Planning to Minimize Tax Burden Legally; 4. Material and Inventory Management; 5. Effective Business Negotiation; 6. Shipping Procedures for Export, Import & Customs Formalities; 7. VAT & Income Tax Management; 8. Essential Skills for Officer Secretary and Personal Secretary; 9. International Trade, LC, Shipping Documents and Custom Clearance; 10. Power Excel 2016: Beginners to Advance; 11. Public Procurement and e-GP Tender Procedure; 12. Effective Communication and Presentation Skills; 13. Digital Marketing in the Age of Modern Business; 14. Human Resources Management Transformational Skills; 15. Public Procurement and e-GP Tender Procedure; 16. Start Your Own Export Business: A to Z Export Guideline; 17. Microsoft Excel Dashboard and Reporting Techniques; 18. Strategies and Tactics of Smart Business Negotiation; 19. Practical Applications of Bangladesh Labour Laws; 20. Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import; 21. Finance Manager's Resiliency to Face Post Covid Challenges; 22. How to Convert Organizational(s) Supply Chain Working Process from Manual to Digital Way; 23. Strategy for Sourcing in Procurement Process; 24. Public Procurement and e-GP Tender Procedure; 25. Microsoft Excel: Beginners to Advance.

The participants of the above courses expressed great satisfaction on the outcome of the courses which enhanced their forward looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally. They also requested to continue these courses in future.

4. Corporate Training Programme:

DBI organized 2 corporate training courses. One for Dhaka Business Club, titled on “How to Establish a New Business” and another for Max Group, titled on Material and Inventory Management.

5. MoU Signing with different Universities:

DBI has been initiating for signing Memorandum of Understanding (MoU) with different Universities for expansion of its training area. DBI has already signed MoU with United International University (UIU) on 21 January, 2020; North South University (NSU) on 17 August, 2020 and Bangladesh University of Professionals (BUP) on 27 October, 2020.

Partner organizations have found mutually beneficial to have a formal understanding between them for implementing activities which include organizing different types of training programs jointly, sharing logo, sharing signatory of certificate, sharing resource person, d) Sector wise Research facilities, providing internship, organizing job fair, seminar, workshop, business conference, etc.

6. Promoting DBI through Corporate Communication:

DBI team is communicating DCCI member and non-member organizations in regular basis to increase number of participants in training programmes. It helps to increase its e-mail data bank, number of corporate training and new pool of resource persons.

7. DCCI Knowledge Centre (KC):

As per decision of DCCI Management, Knowledge Centre has been renovated as a Computer Lab and a Class Room as the training programmes have been expanded and class room is required for conducting training programmes successfully. Computer Lab will be used as an Examination Center of Supply Chain Management Course and IT related training programmes. Currently, it is also use. as a Computer Lab of DBI (College).

DCCI BUSINESS INSTITUTE (DBI) COLLEGE

(A BBA College with a Difference)

Preamble

In recent era, business arena has expanded like explosion. The issue of globalization has transformed the simplified business ground into the strategic one. Considering the challenges of globally competitive free market economy, business innovators and industrialists recognized the importance of authentic & practical business knowledge with diversity. With this viewpoint, the business leaders from Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) have introduced a college named, DCCI Business Institute (College) in its own building, where 4-year Professional BBA program (8 semesters with specialization in major areas like Accounting, Finance, Management, Marketing and MIS) is being taught under the syllabus and curriculum of National University.

Objectives and Values

The primary objective of this program is to develop knowledge and skills that will enable the students to undertake responsibility of the young executives in business organization successfully. Progressive thinking, breaking with convention, challenging the status quo and improving the world around us are our core nucleuse.

Supervisors & Monitors of DBI College

DCCI Business Institute College has been consistent with its overall effort to emerge as a leading business institute in the country. Since its commencement, DBI College has been relentlessly pursuing its goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors.

Academics

Society expects quality graduates from business school. Therefore, academics have been the ultimate concentration. DBI College has successfully introduced innovative & dynamic learning techniques in the college. Even, amid COVID-19 Situation, when, the education sectors throughout the world have been halted, DBI College is continuously supporting the students through converting the traditional & physical platform based teaching methodology into the digital one. Teachers are conferring online lectures and as feedbacks conducting group presentation, case study analysis and other interactive methods of learning through students to explore, expose and develop the potentiality and creativity of the students.

In DBI (College) campus, 5 full time faculty members are working to support DBI College's mission of research, teaching and scholarship. Furthermore, diversified class committees like Class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee, Media & Communication Committee etc. have successfully been operated by the college authority for the smooth operation of student related activities.

An academic calendar is usually followed with a wide-ranging guide that gives a comprehensive and strategic guideline to all programs, courses, services, academic policies and procedures at the DBI College.

Scholarship Program

- **DCCI Foundation Scholarship:**

DCCI Foundation & Board of Directors often take generous initiatives to disburse financial aids and scholarships among students, who are financially unprivileged students, depending on their merits and needs. In 2020, DCCI President Mr. Shams Mahmud handed over cheques as Scholarship to the prospective students of DCCI Business Institute (DBI) College from the DCCI Scholarship Fund on October 21, 2020, for the session 2019-2020. Twenty Students have been honoured for this Scholarship.

- **CZM Scholarship:**

From DBI college 11 students got CZM Genius Scholarship for the year July'18 – June'19 (Tk. 3000 × 12 months = Tk. 36,000 per person in this time duration). In this year, 4 students got the scholarship for the session July'19 - June'20 with the assistance of DCCI and 5 students have applied for the scholarship, which is in progress.

Achievements of DBI College Students

The students of DBI College are doing Extra-Ordinary Results & outstanding performances in the public exams satisfactory, which seem very satisfactory. Md. Mamunor Rashid, student of 2nd batch has scored 3.95 out of 4.00 in 8th semesters, which was the highest in whole Bangladesh. For his outstanding result and he was provided with the opportunity to participate in a training program at DBI (free of cost). From 1st batch to 4th batch, around 50% student obtained CGPA 3.5 and above. Students from other running batches means, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th batch are also performing outstandingly.

- **Job and Internship Assistance for students from DCCI**

Students from DBI College often get opportunities to do their internships in renowned organizations of the country. In Bangladesh Bank, 05 students have already worked as interns from DBI College. They get special privileges from Dhaka Chamber of Commerce & Industries (DCCI) to do internships in the member organizations of DCCI. Besides, other students also got the opportunity to work as Interns at various renowned organizations, such as- Mercantile Bank Ltd., City Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd., etc. including some IT firms and so on.

In the DCCI Library Section, Two students from the 2nd batch of DBI College namely Sayed Billal Hossain & Aliva Salmin Tafana have worked in DBI College Library, after completing their graduation from DBI College. Three students of 2nd batch and two students from 3rd batch have successfully completed their internship programs in DCCI.

Administration

College administration has been considerate to include educational leadership, the capacity to bring about shared vision, collaborative decision- making ability and managerial skills.

- **Governing Body:** Regular Governing Body has been constituted and its meeting is being arranged for dealing necessary and important college related issues. As a Chairman of 'Governing Body-2020', President of DCCI, Mr. Shams Mahmud joined in this year. Dr. Momtaz Uddin Ahmed, Honorary Professor, Department of Economics, University of Dhaka joined in the 'Governing Body-2020 as an encouraging member.
- **Principal:** Ms. Khodeza Begum is the Principal of DBI College. She has been running the College satisfactorily consistent with its goals, mission and vision. She is putting every possible effort to reach the vision.
- **Supporting Staff:** Staff members across our campuses supporting our mission of research, teaching and scholarship.
- **New Admission:** Steps are underway to attract and retain more good students for 11th Batch in 2021.

Facilities/Logistics

DCCI has been fully supportive in providing all sorts of facilities including accommodation, furniture, multimedia projector, security and maintenance. College has been committed to provide state of art classroom. Provision of appropriate facilities is an important component for maintaining environment conducive to effective learning and growth. During the ongoing Pandemic Situation, DCCI has provided bundles of versatile online supports by DCCI to conduct E-Classroom.

Extra- Curricular Activities

To flourish the creativity and hidden talents of the students of DBI College in diversified areas of cultural practice, students usually participate in different clubs like Debating club, Reciting club, Cultural club, Career club and so on.

Orientation Program Arrangement for 9th Batch by DBI College

DCCI Business Institute (DBI) College arranged Orientation Program, 2020 for 9th batch on January 14 (Tuesday), 2020. On this occasion, the honorable Principal of the College, Ms. Khodeza Begum gave her welcome speech to the newest and youngest member of the DBI family and existing students of DBI College. Apart From this, the faculty members of the college also conveyed their warm words to the new batch considering them as new members in the DBI Family. The students of senior batch also wished them for their better future ahead; all participants of the program enjoyed the program very much.

Annual Cultural Program-2020 of DBI College

DCCI Business Institute (DBI) College celebrated Annual Cultural Program-2020 on February 12 (Wednesday), 2020. The students organized the program at the college premises. Honorable Principal of the college, Ms. Khodeza Begum along with faculty members and administrative personnel attended the program. In the event, there were separate segments for Song, Dance Performance, Creative Drama presentation, Raffle Draw and so on. Students celebrated the program with lots of joy and happiness.

Participation of DBI College in an Annual Picnic-2020 organized by DCCI

DCCI Business Institute (DBI) College has participated in an Annual Picnic-2020 organized by “Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)”, held on March 06, 2020 (Friday) at Sohagpalli, Gazipur. From DBI College, Ms. Khodeza Begum, Principal of the College along with all the faculties and students from 5th, 6th, 7th and 9th batch of the college participated in the event.

Online Classes and Examinations for DBI College students amid COVID-19

DCCI Business Institute (DBI) College has successfully been conducting “Online Classes and Examinations” through “Zoom & Google Meet Online Platforms” with web-friendly modules for the students of all batches amid COVID-19, as per instruction of Ms. Khodeza Begum, Principal, DBI College. Before taking the class, the faculties prepared adequate guidelines and contents taking into account to adapt the New-Normal situation during pandemic and post- pandemic periods.

Webinar Participation of DBI College arranged by DCCI during COVID-19

DCCI Business Institute (DBI) College has also attended a number of Webinars organized by DCCI amid COVID-19. The greatest opportunity for the college emerged in the special Webinar on “E-Learning”, where Education Minister Dr. Dipu Moni, MP joined as the chief guest. She delivered her remarkable speech on the recent phenomena of E-Learning system in Bangladesh and provided a cluster of guidelines and recommendations to update the system to adapt the New-Normal situation during the Post COVID-19 era.

Another remarkable opportunity for the college was the participation of faculty Md. Azadur Rahman in a discussion meeting arranged by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) through Zoom on the topic of ‘SME linkage policy and speedy distribution of stimulus to MSMEs’ on 22 July, 2020 in a view to prepare report with Research Section of DCCI. The report has already published successfully.

Faculty Participation in Export LaunchPad Bangladesh (TOT) Program

The Export Launch Pad Bangladesh is a project, jointly funded by International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) of the Islamic Development Bank (IsDB) group and Global Affairs Canada (GAC). It has established in an aim to help SME exporters of Bangladesh considering full advantage of international market opportunities (including duty-free and quota-free access through the Market Access Initiative) with a view to boost the economic progress and reduce the poverty from the country. The main concentration area are jute and agro-processed food sectors of Bangladesh.

During a joint ITFC-TFO Canada exploratory mission in Dhaka, Bangladesh, 9 TSIs were identified as beneficiaries of the project. Among these, they have chosen Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) as a renowned trade body in the country. From DBI College section, two faculties: Md. Azadur Rahman and Ms. Fatema Rahmin have been selected to participate in the program to represent DCCI. They have already successfully completed the program. The organizers have certified them as National Trainers.

Conclusion

DBI College has been unique of its kind with versatile possibilities. All of its patrons have been proactive toward the attainment of desired goals. The National University has shown confidence in the ability of DCCI for running the BBA (Professional) Program in DBI College. We are confident that with the able guidance and cooperation of DCCI and National University, DBI College will reach a glorious phase in a short period of time. Much effort has been taken to enhance students' standard of assimilation, analysis and creativity day by day.

প্রথম আলো
২৫ মার্চ, ২০২০

বেতনের জন্য ঋণ নিতে ১% সুদে তহবিল চাই

শ্রমিকরা বেতন নিয়ে ঋণের কথা চিন্তা করছেন। তারা জানেন, বেতন না পেলে তারা ঋণ নিতে বাধ্য হবেন। ঋণের সুদের হার ১% হওয়ায় তারা ঋণ নিতে আগ্রহী।

শ্রমিকরা বেতন নিয়ে ঋণের কথা চিন্তা করছেন। তারা জানেন, বেতন না পেলে তারা ঋণ নিতে বাধ্য হবেন। ঋণের সুদের হার ১% হওয়ায় তারা ঋণ নিতে আগ্রহী।



President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Shams Mahmud (left) accompanied by DCCI Senior Vice President N A Mohin hands over a brochure of the DCCI to Dr. Md. Hamid Ullah Bhuiyan, Chairman, Financial Reporting Council (FRC), Bangladesh at the latter's office on Tuesday.

Shams Mahmud new president of DCCI

Shams Mahmud has been elected as president of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the year 2020. He is a former Managing Director of the National Bank of Pakistan (NBP) and has extensive experience in the banking sector. He will lead the DCCI in its efforts to promote trade and industry in Bangladesh.

SMEs need single digit lending facility: DCCI

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has called for a single digit lending facility for Small and Medium Enterprises (SMEs). The DCCI argues that SMEs are the backbone of the economy and need access to credit at a low interest rate to grow and create jobs.

Build roadmap to attract more FDI: DCCI

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has urged the government to build a clear roadmap to attract more Foreign Direct Investment (FDI) into Bangladesh. The DCCI believes that a clear roadmap will give investors confidence and encourage them to invest in the country.

DCCI

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has issued a statement regarding the current economic situation in Bangladesh. The DCCI expresses concern over the impact of the COVID-19 pandemic on the economy and calls for government intervention to support businesses and workers.

Dhaka Tribune

The Dhaka Tribune has reported on the DCCI's call for a single digit lending facility for SMEs. The article highlights the DCCI's argument that SMEs need access to credit at a low interest rate to grow and create jobs.

DCCI for developing bond market

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has expressed its support for the development of a bond market in Bangladesh. The DCCI believes that a bond market will provide a new source of financing for the government and private sector.

Govt 'focuses' on agro processing

The government is focusing on agro processing as a key sector for economic growth. The government believes that agro processing will create jobs and increase the value of agricultural products.

Small entrepreneurs not getting fair price, says DCCI chief

The DCCI chief has complained that small entrepreneurs are not getting a fair price for their products. He argues that the government should take steps to ensure that small entrepreneurs receive a fair price for their goods.

কালের বর্ধ

কল্যাণভাইরাসের প্রভাব ১ শতাংশ সুদে ঋণ চান ব্যবসায়ীরা

বাজার হবে ৩ বিলিয়ন ডলার

শ্রমিকরা বেতন নিয়ে ঋণের কথা চিন্তা করছেন। তারা জানেন, বেতন না পেলে তারা ঋণ নিতে বাধ্য হবেন। ঋণের সুদের হার ১% হওয়ায় তারা ঋণ নিতে আগ্রহী।

নতুন নেতৃত্ব পেল ডিসিসাই

ডিসিসাই (DCCI) has elected a new president, Shams Mahmud. The new president will lead the DCCI in its efforts to promote trade and industry in Bangladesh.

নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রমিক-কারখানা যাবে যথামানুষে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেওয়া যায় যে জন্য বৈশিষ্ট্য মূত্রার রিজার্ভ থেকে একটি বিধান তহবিল গঠন এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রম-কারখানাগুলোকে ১ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বিলিবচাব্রা

১৬ মার্চ, ২০২০

বিলিবচাব্রা (Bilibachabra) is a village in Bangladesh. It is known for its beautiful scenery and peaceful atmosphere.

গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিসিসাই ও পিআরআইয়ের চুক্তি

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and the Planning Minister's Office (PMO) have signed a memorandum of understanding (MoU) to increase research and development activities. The MoU aims to promote trade and industry in Bangladesh.

এক বছরের জন্য ঋণের সুদ মওকুফ দাবি

ব্যবসায়ীরা এক বছরের জন্য ঋণের সুদ মওকুফ দাবি করেছেন। তারা জানেন, ঋণের সুদ মওকুফ হলে তারা ঋণ নিতে আগ্রহী হবেন।

ডিসিসিআইয়ের কর্মশালা

গোবরাং বলেন কারো নেই।
বলেন, যে ভাল কিছু হবে।
নয় প্রচার নেই। আমরা
কাজও এত বেশি করিয়ে গিয়ে
কি আমরা ঠিকভাবে বৈধ না।
কিন্তু হচ্ছে। কাজটিকে গিয়ে
মুখপাড়াই নেই। অথবা
গিয়ে নেই বলে আসলে
কাজের সভা এত গিয়েছে বলে
আমাদের সত্য এবং কালিও কাজ

এর কারণ হলো সফতানির
ধরনের নীতি সহায়তা সরকার
কাজে যা... প্রতিষ্ঠানের প্রথম

পক্ষ সাহায্য করা প্রয়োজন।
গভাকাল শনিবার 'হর্বা আইন ২০২৩ এবং
মূল্য সংযোজন কর' সম্পর্কিত শুদ্ধ আইন
২০২১' শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালায় তিনি এ
কথা বলেন।
ডিসিনিয়াই আয়োজিত এই কর্মশালায়
আগে বক্তব্য দেন জ্যেষ্ঠ নাজহ বোরসের
(এক্সিকিউটিভ) সহকারী জ্যেষ্ঠ মুজিব হুসেইন।



শেখ মুজিবুর রহমান, vice
president at the latter's office in Dhaka

AGE

THE OUTSPOKEN DAILY

ing business, FDI
e: DCCI

President Sharm Mahmut speaks at a press conference on the chamber's priorities for capital on Monday. DCC senior vice president Nika Moken and vice president — Now Ago photo

The slabs would boost small and medium enterprises, he said.

Industrial policy

Industry, employing government officials, and central bank will get priority in the need industrial policy to be added.

Sharma said that in his previous remarks in 2019-20 the contribution of industry to GDP was 24.5 per cent, but in 2020-21, it fell to 23.5 per cent, and in FY 2021-22, it fell to 23.3 per cent.

He said that last three decades, Bangladesh's industrial growth

Continued from B1

Sharma said, Export concentration in RMG, which contributes 81 per cent of the country's total exports, may cause economic vulnerability, so we need to develop other sectors as well to offer broader base for the economy.

He urged the government to take a long-term view and back-to-back facilities to leather products, to leather goods, to leather accessories, to leather footwear to promote other leather goods.

Nearly 80 per cent of the country's exports is destined for the US, Europe and Japan, so exports and products selection

ation has remained almost static, he claimed.

Bangladesh is still getting low value-added exports from abroad. North America and Europe are not providing enough investment, he said.

Effective economic diversification is needed to overcome the tariff, non-tariff and trade barriers and to address challenges to sustain economic cooperation with the world.

He requested the government to take steps in getting GDP facilities.

According to a study of the Ministry of Industries and Commerce and RMG and textile, jobs

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব সমূহ

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি																																													
১.	কর্পোরেট কর: <table><tr><th colspan="2">বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার</th></tr><tr><th>ব্যবসার প্রকারভেদ</th><th>বিদ্যমান কর হার</th></tr><tr><td>১. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানি</td><td>৩৫%</td></tr><tr><td>২. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি</td><td>২৫%</td></tr><tr><td>৩. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই</td><td>৩৭.৫%</td></tr><tr><td>৪. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই</td><td>৪০%</td></tr><tr><td>৫. মার্চেন্ট ব্যাংক</td><td>৩৭.৫%</td></tr><tr><td>৬. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি</td><td>৪০%</td></tr><tr><td>৭. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি</td><td>৪৫%</td></tr></table>	বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার		ব্যবসার প্রকারভেদ	বিদ্যমান কর হার	১. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানি	৩৫%	২. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি	২৫%	৩. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই	৩৭.৫%	৪. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই	৪০%	৫. মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	৬. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪০%	৭. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	কর্পোরেট কর হার প্রস্তাব: স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৩৫% কর্পোরেট কর এর পরিবর্তে ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে ২৫%, ২৩% ও ২০% হারে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়। তাছাড়া অন্য সকল স্তর থেকে কর্পোরেট কর হার আগামী ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে ৫%, ৭% ও ১০% হারে হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়। <table><tr><th colspan="3">প্রস্তাবিত কর্পোরেট করের হার</th></tr><tr><th>২০২০-২১</th><th>২০২১-২২</th><th>২০২২-২৩</th></tr><tr><td>২৫%</td><td>২৩%</td><td>২০%</td></tr><tr><td>২০%</td><td>১৮%</td><td>১৫%</td></tr><tr><td>৩২.৫%</td><td>৩০.৫%</td><td>২৭.৫%</td></tr><tr><td>৩৫%</td><td>৩৩%</td><td>৩০%</td></tr><tr><td>৩২.৫%</td><td>৩০.৫%</td><td>২৭.৫%</td></tr><tr><td>৩৫%</td><td>৩৩%</td><td>৩০%</td></tr><tr><td>৪০%</td><td>৩৮%</td><td>৩৫%</td></tr></table> ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই হ্রাসকৃত কর্পোরেট কর এর যোগ্য হবে যদি তা ব্যবসা সম্প্রসারণে পুনঃবিনিয়োগসহ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড, শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় করে।	প্রস্তাবিত কর্পোরেট করের হার			২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২৫%	২৩%	২০%	২০%	১৮%	১৫%	৩২.৫%	৩০.৫%	২৭.৫%	৩৫%	৩৩%	৩০%	৩২.৫%	৩০.৫%	২৭.৫%	৩৫%	৩৩%	৩০%	৪০%	৩৮%	৩৫%	বাংলাদেশে কর্পোরেট কর হার অনেক বেশি। স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানির জন্য বাংলাদেশে কর্পোরেট ট্যাক্স হার ভিয়েতনামের তুলনায় ১৫%, মালয়েশিয়ার তুলনায় ১১%, চীন, ইন্দোনেশিয়া ও মায়ানমারের তুলনায় ১০% পাকিস্তানের তুলনায় ৬% এবং ফিলিপাইনের তুলনায় ৫% বেশি। ভারতে বর্তমান অর্থবছরে নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোম্পানির জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স ১৫% নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বিদ্যমান ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের জন্য সর্বোচ্চ ২২% নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারত এভাবে কর্পোরেট ট্যাক্স হ্রাস করার কারণে উৎপাদনখাতে বড় ধরনের বিনিয়োগের প্রত্যাশা করছে। কর্পোরেট কর হার হ্রাস ক্যাপিটাল ফরমেশন, দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। হ্রাসকৃত কর্পোরেট ট্যাক্স পুনঃবিনিয়োগ করা হলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ কর আহরণের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। এতে করে মাল্টিপ্লয়ার ইমপ্যাক্টের কারণে মানুষের ভোগ, বিনিয়োগ সর্বোপরী আয় বৃদ্ধি পাবে। আর মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলে কর আহরণও বাড়বে। আমেরিকার ব্যুরো অব ইকোনমিক্সের গবেষণায় দেখা যায়- কর্পোরেট ট্যাক্সে ১০% হ্রাস করলে জিডিপি'র ১% এর মতো স্থানীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার																																																
ব্যবসার প্রকারভেদ	বিদ্যমান কর হার																																															
১. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানি	৩৫%																																															
২. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি	২৫%																																															
৩. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই	৩৭.৫%																																															
৪. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই	৪০%																																															
৫. মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%																																															
৬. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪০%																																															
৭. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%																																															
প্রস্তাবিত কর্পোরেট করের হার																																																
২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩																																														
২৫%	২৩%	২০%																																														
২০%	১৮%	১৫%																																														
৩২.৫%	৩০.৫%	২৭.৫%																																														
৩৫%	৩৩%	৩০%																																														
৩২.৫%	৩০.৫%	২৭.৫%																																														
৩৫%	৩৩%	৩০%																																														
৪০%	৩৮%	৩৫%																																														

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
২.	ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর: (ক) প্রথম ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - শূন্য (খ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১০% (গ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১৫% (ঘ) পরবর্তী ৬,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ২০% (ঙ) পরবর্তী ৩০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ২৫% (চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ৩০% (ছ) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের সংশ্লিষ্ট সকল করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৩,০০,০০০/- টাকা (জ) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,০০,০০০/- টাকা (ঝ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,২৫,০০০/-টাকা	ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর: ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার কর মুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২,৫০,০০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ৩,০০,০০০ টাকা করে নিম্ন বর্ণিত হারে আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করা। ক) প্রথম ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - শূন্য (খ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ৫% (গ) পরবর্তী ৬,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১০% (ঘ) পরবর্তী ৮,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১৫% (ঙ) পরবর্তী ১২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ২০% (চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ২৫% (ছ) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের সংশ্লিষ্ট সকল করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,০০,০০০/- টাকা (জ) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০/- টাকা (ঝ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০/- টাকা।	ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার জন্য আয়করমুক্তসীমা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২.৫ লক্ষ টাকা রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর মোট মুদ্রাস্ফীতি ২২.৫৯% বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে জীবনধারণ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়- করের হার যত বাড়বে, মানুষের কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা তত বাড়বে। ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর সর্বনিম্ন বিদ্যমান ১০% থেকে ৫% এ হ্রাস করলে মানুষ আয়কর প্রদানে আরও উৎসাহিত হবে। ফলে করের আওতা বাড়বে। ভারতে ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর বিগত বিগত অর্থবছরে ২.৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছিল ৫%। এতে জোর দেওয়া হয়েছে- কম কর দিয়ে হলেও যেনো মানুষের আয়কর প্রদান করার প্রবণতা বাড়বে। তাছাড়া বর্তমান অর্থবছরে করমুক্ত আয়ের সীমা ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ রুপী। বিদ্যমান আইন অনুসারে ব্যক্তি শ্রেণীর আয়ের উপর সর্বোচ্চ টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স প্রায় ৩৯%। তাই ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর বর্তমান সর্বোচ্চ ৩০% থেকে হ্রাস করে ২৫% করার প্রস্তাব করছি।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৩.	কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% কর রয়েছে।	- কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% করের পরিবর্তে ১০% কর নির্ধারণের প্রস্তাব করছি এবং তা চূড়ান্ত কর হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি। - নন সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলির জন্য লভ্যাংশের উপর ডাবল ট্যাক্স বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি। - কোম্পানীর একই গ্রুপের অন্য কর্পোরেট সত্তা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কর ছাড়ের বিবেচনায় ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশে নতুন সংজ্ঞা প্রণয়ন।	কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর কর হ্রাস করা হলে পুনঃবিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।
৪.	বর্তমানে ব্যক্তি পর্যায়ে করদাতার জন্য শিক্ষা ভাতা: সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য কোন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয় না।	সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক শিক্ষা ব্যয় বাবদ ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করা হয় এবং ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট বি তে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।	জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনায় বর্তমানে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করতে কর অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।
৫.	গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরনের বিষয়ে কোন বিধান নেই।	- কোম্পানির করযোগ্য আয়ের ৫% শতাংশ পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ করলে উক্ত আয় করমুক্ত ঘোষণা এবং ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট বি তে সংযুক্তির প্রস্তাব করা হয়। - এ ব্যাপারে নতুন প্রোভাইসো সংযোজন করার প্রস্তাব করছি, যাতে করে গবেষণাখাতে অব্যয়িত অর্থ তিনবছর পর্যন্ত ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যায়।	প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় সকল ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ উৎসাহিত করলে ব্যবসা ও শিল্পায়নে বাউএ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহজতর হবে।
৬.	বর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয়, গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনের ও কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে আয়কর থেকে কোন সুবিধা পাওয়া যায় না।	বর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয়, গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনের ও কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে কর রেয়াতা প্রদানের প্রস্তাব।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয়, গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনের ও কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে জাতীয় উন্নয়নে তা ভূমিকা রাখতে পারবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৭.	জাতীয় রাজস্ববোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী TIN ধারী করদাতার সংখ্যার ৪৪ লক্ষ কিন্তু নিয়মিত ২২ লক্ষ TIN ধারী আয়কর প্রদান করে থাকে।	● রাজস্ব আদায়ের হার অঞ্চলভিত্তিক বাড়ানোর জন্য জেলা ও শহরে করের আওতা বাড়াতে করদানে সক্ষম ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে সার্ভে পরিচালনা করা। ● সেবাখাতকে করের আওতায় নিয়ে আসা এবং সকল আয়করদাতাদের অনলাইনে কর প্রদানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়। ● ভারতের ন্যায় সম্পূর্ণ অটোমেটেড অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে ট্যাক্স জমা দেওয়ার জন্য যেন কোন করদাতাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা কর কমিশনারের অফিসে না যেতে হয়। ● অর্থনীতির চিহ্নিত ১৫টি খাতের মধ্যে বিগত কয়েক বছর আমরা প্রবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক দেখতে পাই। যেমন পরিবহনখাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বিগত বছর ছিল ৭%। তাই যেসব খাত থেকে সম্ভাব্য অর্থায়ন সম্ভব সে সবখাত সে সবখাত থেকে কর আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কর প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা প্রয়োজন।	যদি ৪৪ লক্ষ মানুষ আয়কর প্রদান করে তবে আয়করের পরিমাণ আরও বাড়ত। যেহেতু প্রতিবছর অদেয় আয়করদাতারা আয়কর প্রদান করছে না, তাই রাজস্ব ঘাটতি প্রতিবছর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জিত হচ্ছে না। ভারতের ন্যায় সম্পূর্ণ অটোমেটেড অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে কর প্রদানে উৎসাহ ও মানসিকতা বাড়বে। এছাড়া জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে যেসব খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে সেসব খাতকে করের আওতায় আনা প্রয়োজন।
৮.	বর্তমান আয়কর অধ্যাদেশ ধারা -৫৩ বিবিবিবি কিছু নির্দিষ্ট পণ্য বাদে অন্যান্য রপ্তানীযোগ্য পণ্য থেকে কর কর্তন করা শর্ত রয়েছে। কিন্তু ভ্যাট আইনের মতো রপ্তানী/ প্রচলন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই।	● যেহেতু রপ্তানী/প্রচলন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই সেহেতু ব্যাংক, কাস্টমার নিজেদের ইচ্ছামাফিক AIT কর্তন করে, তাই এ ধারায় রপ্তানী/প্রচলন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ব্যখ্যা থাকা প্রয়োজন। প্রচলন রপ্তানীর জন্য AIT এর হার পরিস্কারভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।	প্রচলন রপ্তানী এই সেকশনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। রপ্তানিকারক ও রাজস্ব বিভাগের উভয়েরই সুবিধার্থে যাতে করে রপ্তানিকারক ন্যায় AIT প্রদান করে এবং সরকারের যথাযথ রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত হয়।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৯.	বিদ্যমান আইনে ট্রেডিং বা প্রফিট এন্ড লস একাউন্টে প্রদর্শিত খরচসমূহের উপর উৎস কর কর্তন করা না হলে ধারা ৩০ অনুযায়ী খরচসমূহ অগ্রাহ্য করা হয় এবং মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত হারে কর আরোপ করা হয়। অর্থ আইন ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯ এ নতুন উপ ধারা ৩২ সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে মূলধনী প্রকৃতির খরচের (capital expenditure) উপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎস কর কর্তন করা না হলে তা অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে গণ্য হবে।	● পুনঃবিবেচনা পূর্বক ধারা ৩০ অনুযায়ী অগ্রাহ্যকৃত খরচ পৃথকভাবে ব্যবসা বা পেশার আয় হিসেবে বিবেচনা পূর্বক নিয়মিত হারে কর হতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	আয়কর অধ্যাদেশের নতুন উপধারা ৩২ সংযোজন যৌক্তিক নয়। এতে সরকার অতিরিক্ত কর আরোপ করার কারণে মানুষ কর প্রদানে নিরুৎসাহিত হবে এবং ব্যবসা পরিচালন ব্যয় বাড়বে। মূলধনী প্রকৃতির স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের করারোপ বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করবে এবং ব্যবসায়ের ব্যয় বাড়াবে। মূলধনী প্রকৃতির ব্যয়ের সাথে অবচয় জড়িত এবং সেকারণে উক্ত খরচকে “ব্যবসায়ের আয়” বিবেচনা অযৌক্তিক। এছাড়াও উৎস কর কর্তন না করলে উৎস কর্তনযোগ্য কর সুদসহ আদায়ের ব্যবস্থা আছে।
১০.	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ সংশোধন করে অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এর উপ ধারা ১ এর প্রোভাইসো এর Para ই বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Cost of sales-অংশ হয় এরূপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে, অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Cost of goods sold-এর অংশ হয় এরূপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারা ৫২ এর sub-section (১) এর ক্লজ (ন) এর আওতায় উৎস আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।	● এরূপক্ষেত্রে Cost of goods sold- এর অংশ হয় এরূপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারা ৫২ এর sub-section (১) এর ক্লজ (ন) এর আওতায় উৎস আয়কর কর্তন প্রযোজ্য না করার জন্য অনুরোধ করা হল।	এভাবে উৎস কর আরোপ করার বিভিন্ন বিধান নতুনভাবে সংযোজন করা হলেও ট্যাক্স রিটার্ন দেয়া বা সমন্বয় করার সময় তা অতটা সহজে করা যায় না। তাই এভাবে উৎস কর আরোপ করে বিদ্যমান করদাতাদের উপর কর বোঝা না বাড়ানো উত্তম।
১১.	ব্যাংকিং খাতে: ব্যাংকিং খাতে সঞ্চয় বা সেভিং থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর ১০% - ১৫% উৎস কর আরোপ করা হয়ে থাকে। সঞ্চয় পত্রের প্রথম পাঁচ লক্ষ টাকার উপর ৫% এবং ৫ লক্ষ টাকার উপর উৎস কর ১০% আরোপ করা হয়েছে।	আমরা ব্যাংকে সঞ্চয় উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ন্যায় বিভিন্ন সঞ্চয়ী আমানতে এবং সকল সঞ্চয় পত্রের সুদের উপর ৫% হারে উৎস কর আরোপ করার প্রস্তাব করছি।	সঞ্চয়ী আমানতের সুদের উপর ১০%-১৫% হারে উৎস কর আরোপ ব্যাংকে আমানত রাখার প্রবণতা হ্রাস করে যা ব্যাংকের ঋণপ্রবাহ কমিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
			বাধাগ্রস্ত করছে। আবার মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রাপ্ত আমানতে সুদ এর প্রকৃত অর্থমূল্য আরও হ্রাস পায়। ব্যাংকের আমানত প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য উৎসে কর হ্রাস করা আবশ্যিক। পাশাপাশি জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ১০% সুদ আরোপ করলে মধ্যবিত্ত যারা পেনশনের টাকা সঞ্চয় পত্র ক্রয় করেন, তারা বিপদে পড়বেন।
১২.	ঋণ হিসাবে দুইবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়। প্রথমত, ঋণের অ্যাকাউন্টে আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয় এবং একই ঋণের আমানত ডিপোজিট হিসাবে জমা দেওয়ার পরে আবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়।	ঋণ হিসাবে দুইবার আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	দ্বৈত আবগারি শুল্ক ডিউটির কারণে ব্যবসা পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
১৩.	পুঁজিবাজার বর্তমানে করমুক্ত আয়ের তালিকায় বিকল্প অর্থায়ন সংস্থান ও পুঁজিবাজারের সম্ভাবনামায় ক্ষেত্রগুলো নেই। এখানে মিউচুয়াল ফান্ড অথবা ইউনিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয় (সুদ, মুনাফা বা ডিভিডেন্ড) কর মুক্ত আয় সীমা। স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত নগদ লভ্যাংশ খাতের আয় ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত আয় সীমা।	ইকুইটি প্রোডাক্টের জন্য ৫ বছর কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়। বিশেষত মিউচুয়াল ফান্ড, স্পেশাল পারপাস ভিহিকেল এর আওতায় মিউচুয়াল ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ক্যাপিটাল করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। এসকল প্রোডাক্টের ডিভিডেন্ডের উপর সম্পূর্ণ কর মওকুফ করার প্রস্তাব করা হয়।	ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে কর অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমবে তাই মন্দ ঋণও হ্রাস পাবে।
১৪.	গ্রিন ফিল্ড এবং চলমান অবকাঠামো প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের জন্য পুঁজিবাজারে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড পরিকল্পনা ও নীতি নেই।	গ্রিন ফিল্ড এবং চলমান অবকাঠামো প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের জন্য পুঁজিবাজারে 'Infrastructure Bond' ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড চালু করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রস্তাব করছি। আর পাঁচ বছরের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ডের বিনিয়োগের উপর কর মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।	ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৫.	ইলেকট্রিক ভিহিকেল গাড়ির চার্জিং স্টেশন ইলেকট্রিক গাড়ি ও অটো বাইকের ব্যবহার বর্তমানে বাড়ছে। তাই ইলেকট্রিক ভিহিকেল চার্জিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা করার চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু চাহিদা অনুপাতে চার্জিং স্টেশন এখনো গড়ে উঠেনি। কারণ ইলেকট্রিক ভিহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ দেশীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কোন কর অব্যাহতি ও আর্থিক প্রণোদনা নেই।	ইলেকট্রিক ভিহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ দেশীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়।	ইলেকট্রিক ভিহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর কর অব্যাহতি প্রদান করা হলে পরিবেশ বান্ধব যানবাহন ব্যবহার করা জনগণের জন্য সহজতর হবে এবং ব্যাকওয়াড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে।
১৬.	পাটখাত: স্থানীয় বাজারে পাটপণ্য বিক্রয়ে মূসক রহিতকরণের সার্কুলার জারী করা আছে।	আমরা স্থানীয় বাজারে পাটপণ্য বিক্রয়ে বিদ্যমান মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়।	বিশ্বব্যাপী পাটখাত বাজারে ৬২% বাংলাদেশের। অতীতে বাংলাদেশের প্রধানতম বিদেশি মুদ্রা অর্জনকারী ছিল পাট। পাট পণ্যের নতুনত্ব ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পাটকে পুনরুজ্জীবিত করতে মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
১৭.	তৈরি পোশাক খাত: তৈরি পোশাক খাতের ডিজাইন এবং ডামি সেন্টার, স্যাম্পল, ইটিপি, জ্বালানি দক্ষতা এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য ও সেবার উপর ভ্যাট প্রযোজ্য।	● তৈরি পোশাক খাতের ডিজাইন এবং ডামি সেন্টার, স্যাম্পল, ইটিপি, জ্বালানি দক্ষতা এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য ও সেবার উপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব। ● তৈরি পোশাক খাতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব।	তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫১ শতাংশ বৃদ্ধি ও অ্যাকর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্সের কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে শিল্পের জ্বালানি ব্যয় বর্তমান অর্থবছরে দুই বার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ব্যবসার খরচ হ্রাস ও প্রতিযোগিতাসক্ষম পোষাকশিল্প গড়ে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, নতুন প্রযুক্তি রপ্তকরণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে এ ধরনের প্রণোদনা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	বিবরণী, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৮.	বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতে উৎসে কর ০.২৫% বিদ্যমান	আমরা বিদ্যমান উৎসে কর ০.২৫% বহাল রাখার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৪% হয় তৈরি পোশাক খাত থেকে এবং মোট কর্মরত জনগোষ্ঠীর ৬.৫৮% এবং শিল্পে কর্মরত মোট জনগোষ্ঠীর ৩২.৫২% এই খাতে নিয়োজিত। এ খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫১ শতাংশ বৃদ্ধির কারণে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি তৈরি পোশাক কারখানা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাতে পারে। পাশাপাশি অ্যাকর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্সের কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে শিল্পের জ্বালানি ব্যয় ১৩২ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।
১৯.	বর্তমানে ETP স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং ডিহিউমিডিফিকেশন কক্ষ স্থাপনের জন্য মেশিনারিজ আমদানির উপর শুল্ক রয়েছে। একইভাবে বর্তমানে ফায়ার সেফটি যন্ত্রপাতি যেমন স্প্রিংকেল, ফায়ার পাম্প, ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের উপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।	আমরা ETP স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং ডিহিউমিডিফিকেশন কক্ষ স্থাপনের জন্য মেশিনারিজ আমদানি উপর শুল্ক মওকুফ করার প্রস্তাব করা হয়। পাশাপাশি ফায়ার সেফটি যন্ত্রপাতি যেমন স্প্রিংকেল, ফায়ার পাম্প, ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের উপর শুল্ক মওকুফ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।	এতে করে পরিবেশ বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বাড়বে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আমদানীকারক কর্তৃক নির্ধারিত কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করা সহজতর হবে।
২০.	ব্লু-ইকোনমি: সমুদ্র অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের অবদান এবং সম্ভাবনা নিয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্য নেই। গভীর সমুদ্র মাছ ধরা, মেরিকালচার প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ জনবল বাংলাদেশে নেই। তাই এই খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য টেক্স হিলিডে ও আর্থিক প্রণোদনা প্রয়োজন যা বিদ্যমান আইনে নেই।	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র অধীন একটি “সমুদ্র অর্থনীতি পরিসংখ্যান” নামে একটি জরিপ করা এবং এর জন্য বাজেট বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়। পাশাপাশি সমুদ্র অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে বাজেট বরাদ্দ করার পাশাপাশি এখাতে বিনিয়োগ করলে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান ও সহজ শর্তে অল্প সুদে ঋণ প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়।	বাংলাদেশের সমুদ্র অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট খাতসমূহকে সঠিকভাবে পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ করা এবং এগুলোর সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য কর অবকাশ সুবিধার কোন বিকল্প নেই। কারণ পান্থবর্তী দেশসমূহ সমুদ্র সম্পদ উত্তোলন ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরলেও আমাদের উদ্যোগ এ ব্যাপারে সীমিত।

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব:

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
২১.	মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর পঞ্চম অধ্যায়, ধারা ৪৬ : উপকরণ কর রেয়াত।- উপ-ধারা (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি:- (ক) করযোগ্য সরবরাহ মূল্য ১,০০,০০০/- টাকা অতিক্রম করে; এবং (খ) সরবরাহের বিপরীতে পণ্যের আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে নগদ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।	উপ-ধারা (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, বাক্যের পূর্বে একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী ও সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে উপকরণ আদান-প্রদানের ক্ষেত্র এবং যে কোন করযোগ্য লেনদেনের সমন্বয় মূল্য ব্যতিত কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারিবে না, সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়। যদি:- (ক) সরবরাহের বিপরীতে পণ্যের সমুদয় পরিমাণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে নগদ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। (খ) শুধু ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করলে কর রেয়াত নেওয়ার সুযোগ প্রদানের পরিবর্তে ৫%, ৭.৫%, ১০% অথবা যে কোন হারে ভ্যাট প্রদান করলে কর রেয়াতের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করছি। ১৫% ব্যতিত মূল্য প্রদান করলে প্রযোজ্য হ্রাসকৃত করহার এবং ১৫% এর আনুপাতিক হারে কর রেয়াত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়।	একই মালিকানাধীন বিভিন্ন সহযোগী নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান থাকে এবং একে অন্যের উৎপাদিত পণ্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে, যাহার মূল্য বকেয়া অথবা অগ্রীম পরিশোধের মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এছাড়াও নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্য বা সেবার মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে অনেক করযোগ্য লেনদেন সংগঠিত হতে পারে। যেমন- কোন পরিবেশকের নিকট করযোগ্য পণ্য সরবরাহ করিলে এবং পরিবেশক পণ্যের বিনিময়ে মূল্য চালান প্রদান করিয়া পরিবহন সেবা প্রদান করিলে, লেনদেন দুইটি নগদে বা ব্যাংকিং মাধ্যম ছাড়াই সমন্বয় করিতে পারিবে, এক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর অর্থে রেয়াত গ্রহণ বাধাগ্রস্থ হইতে পারিবে না। পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে ভ্যাট আরোপ করা হচ্ছে ভ্যাট আইনের মৌলিক নিয়ম। কিন্তু এভাবে কররেয়াতবিহীন ভ্যাট আরোপ করা হলে পণ্যের দাম বাড়বে ও মূল্যস্ফীতি দেখা দিবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
২২.	মূল্যসংযোজন কর ২০১২ আইনরে ধারা ৩১-এর উপধারা-২ অনুযায়ী আমদানিকালে করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানি মূল্যের ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০১৬ এর কোথাও উপকরণ এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই।	রপ্তানিমুখী শিল্পপণ্য উৎপাদন বাড়াতে ও রপ্তানিবহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করতে শিল্পপণ্য উৎপাদনে সকল প্রকার কাঁচামাল ও মেশিনারিজ এর উপর অগ্রিম কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়।	যে কোন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে তার ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানি করার সময় অথবা কোন পণ্য উৎপাদন করার সময় কাঁচামাল আমাদানীকালে অগ্রিম কর পণ্যের উৎপাদন খরচ ও শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার খরচ গুরুত্বপূর্ণ বাড়াই দেয়। তাই মেশিনারিজ ও কাঁচামালের উপর অগ্রিম কর প্রত্যাহার যুক্তিসঙ্গত।
২৩.	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০১৬ এর কোথাও উপকরণ এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই।	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর মধ্যে উপকরণ এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। নিম্নের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব পেশ করা হয়; উপকরণ অর্থ, (অ) শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ব্যতিরেকে, সকল প্রকার কাঁচামাল, ল্যাবরেটরি রিএজেন্ট, ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরি এঙ্গেরিজ, যে কোন গ্যাস, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত যে কোন পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, সেবা এবং যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ; (আ) ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে, বিক্রয়, বিনিময় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা।	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০১৬ এর কোথাও উপকরণ এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই। অথচ, উপকরণের সংজ্ঞা নির্ধারণ না করে কোন কোনপণ্য বা সেবা উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হবে না তা উল্লেখ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সাধারণ আদেশ নং- ২৩/মূসক/২০১৯, তারিখ: ২৬/১০/২০১৯ প্রি: জারী করেছেন।
২৪.	ধারা-২০ অনুযায়ী আমদানীকৃত সেবার ক্ষেত্রে গ্রহীতার নিকট হতে (Reverse charge) কর আদায়।	ধারা-২০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নের বিষয়গুলো স্পষ্টায়ন প্রয়োজনঃ (ক) কোথায় ধারা-২০ অনুযায়ী Reverse charge প্রযোজ্য হবে, কোথায় এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩ (২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে, তা স্পষ্টিকরণ না করলে ধারা-২০ এর প্রয়োগ ব্যত হবে। (খ) এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করা হলে, কিভাবে রেয়াত নেয়া হবে বা হ্রাসকারী সমন্বয় করা হবে তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।	(ক) কোথায় ধারা-২০ অনুযায়ী Reverse charge প্রযোজ্য হবে, কোথায় এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে, তা স্পষ্টিকরণ না করলে ধারা-২০ এর প্রয়োগ ব্যত হবে। ধারা-২০ এর Reverse charge ক্ষেত্রে কোন ভ্যাট ডিপোজিট প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
			(খ) এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করা হলে, কিভাবে রেয়াত নেয়া হবে বা হ্রাসকারী সমন্বয় করা হবে তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।
২৫.	বিধি-৪০এর উপবিধি-১(অঅ) অনুযায়ী মূল কর চালানপত্র (মূসক-৬.৩) টি ক্রেতাকে দিতে বলা হয়েছে এবং এরূপ চালানপত্র ন্যূনতম ২ (দুই) প্রস্থে করতে হবে।	এক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র (মূসক-৬.৬) এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।	ধারা-৫৩(৩) অনুযায়ী সমন্বিত কর চালানপত্র ও উৎসে কর সনদপত্র (মূসক-৬.৩) উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক সত্যায়িত হওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। এক্ষেত্রে, ক্রেতাকে ২ কপি চালান দিতে হবে; যার ১ কপি ক্রেতা স্বাক্ষর করে বিক্রেতাকে ফেরৎ দিবে। উক্ত কপি দিয়ে ধারা-৫০ অনুযায়ী বিক্রেতা হ্রাসকারী সমন্বয় প্রদান করবে। অন্যদিকে, ধারা-৪৯(৩) অনুযায়ী ক্রেতা অর্থাৎ উৎসে কর কর্তনকারী বৃদ্ধিকারী সমন্বয় দিবে।
২৬.	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর ধারা-৩২ এর উপ-বিধি-৫ এবং বিধিমালা-২১ এ পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের পূর্বে উপকরণ-উৎপাদন সহ ঘোষণার কথা বলা হয়েছে।	বর্তমান আইনে উপকরণ-উৎপাদ সহগ এবং পূর্ববর্তী আইনে মূল্য ঘোষণা যেহেতু একই ধরনের, সেহেতু, এতদ্বিষয়ে নিম্নে লিখিত প্রস্তাবনা পেশ করা হয়; (ক) উপকরণ-উৎপাদ সহগ এর পরিবর্তে মূল্য ঘোষণা বহাল করা; (খ) ফরম মূসক-৪.৩ থেকে সেবা শব্দটি উঠিয়ে দেয়া; (গ) “পূর্ববর্তী ১৫ দিনের মধ্যে” পরিবর্তে “১৫ দিন পূর্বে” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়। (ঘ) সেবা প্রদানকারীকে উপকরণ- উৎপাদন সহ দাখিলের বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা।	ধারা-৩২ এবং বিধি-২১ এর কোথাও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিলের কথা বলা নাই। অথচ, ফরম মূসক-৪.৩ তে “পণ্য বা সেবা সরবরাহের পূর্ববর্তী ১৫ দিনের মধ্যে” দাখিলের কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে সব সেবা প্রদানকারীর পক্ষে একক উল্লেখসহ উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল সম্ভব না। সহগ দাখিলের সময়সীমা “পূর্ববর্তী ১৫ দিনের মধ্যে” দ্বারা সঠিক ভাবার্থ প্রকাশ পায় না।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
			পূর্ববর্তী আইনে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সেবা সরবরাহকারী কে উ প ক র ণ - উ ৎ প া দ ন সহ/মূল্য ঘোষণার আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল।
২৭.	বিধি-৪৭ অনুযায়ী মাসিক দাখিলপত্র ফরম মূসক-৯.১ তৈরি করা হয়েছে।	ফরম মূসক-৯.১ নিম্নোক্তভাবে সংশোধনের প্রস্তাব রাখছি। (ক) রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য বা সেবা (আমদানী) এর তথ্য প্রদানের কলাম সৃষ্টি; (খ) টার্নওভার প্রতিষ্ঠান ব্যতীত নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়কৃত রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য বা সেবা (স্থানীয় ক্রয়) এর তথ্য প্রদানের কলাম সৃষ্টি।	মূসক-৯.১ এর অংশ-৪ এ রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য বা সেবা (আমদানী) এর তথ্য লিপিবদ্ধের কলাম নাই। পণ্য বা সেবা (স্থানীয় ক্রয়) এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র টার্নওভার প্রতিষ্ঠান/অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়কৃত পণ্যের তথ্য দেওয়ার কলাম থাকলেও টার্নওভার প্রতিষ্ঠান ব্যতীত নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়কৃত অনেক পণ্য রেয়াতযোগ্য নয় যার তথ্য দেওয়ার কলাম ফরম মূসক-৯.১ এ নেই।
২৮.	ভাট নিবন্ধন নিতে হলে নিবন্ধনকারীর মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি প্রয়োজন হয় যা নিবন্ধের জন্য কেবল একবারই ব্যবহার করা যায়।	একই মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি দিয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের যাতে মূসক নিবন্ধন করা যায় সে জন্য এনবিআর সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা আবশ্যিক।	একজন ব্যক্তির একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ভাট নিবন্ধন নিতে হলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি প্রয়োজন হয়; যা যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবভিত্তিক নয়। বরং সনাক্তকরণের সুবিধার্থে এই সংশোধন প্রয়োজন।
২৯.	ধারা-৫১ অনুযায়ী কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় মূসক-৬.৩ এর মাধ্যমে কর চালানপত্র ইস্যু করতে হয়।	মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নের প্রস্তাবনাঃ (১) কম্পিউটারে মূসক-৬.৩ তৈরি করতে হলে তা একমাত্র এনবিআর অনুমোদিত সফটওয়্যার দ্বারা তৈরি করতে হবে;	মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আইন ও বিধির কোথাও নেই। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানগুলো তার ইচ্ছামতো কমপিউটারে টাইপ করে মূসক-৬.৩

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
		(২) প্রতিটি মূসক-৬.৩ তে কিউ আর কোড থাকবে, কিউআর কোড রিড করলে তাতে নিম্নের বিষয়গুলো দেখা যাবে: (ক) এনবিআর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নাম; (খ) ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের নাম; (গ) এনবিআর প্রদত্ত এ উদ্দেশ্যে বিশেষ লোগো; (ঘ) ইস্যুকৃত মূসক-৬.৩ এর সংখ্যানুক্রমিক নম্বর দেখা যাবে। (ঙ) মূসক-৬.৩ এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রঙের কাগজ নির্ধারণ করা থাকবে।	ইস্যু করবে; ফলে মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনায় অপব্যবহার হতে পারে এবং সঠিক মূসক-৬.৩ যাচাই করা সম্ভব হবে না।
৩০.	ধারা-১২২ অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের না করলে আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীলের সময়সীমা বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই।	আপীলাত ট্রাইবুনালে ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে ব্যর্থ হলে মাননীয় আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীল দায়েরের সময়সীমা আরো ৬০ দিন বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করে ধারা-১২২ সংশোধনের প্রস্তাব পেশ।	ধারা-১২১ মোতাবেক কমিশনার (আপীল) এর নিকট ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে না পারলে, কমিশনার (আপীল) মহোদয় আপীল দায়েরের জন্য আরো ৬০ দিন সময় বৃদ্ধি করতে পারে। বাস্তবে নানাবিধ সমস্যার কারণে যথাসময়ে আপিল করতে সক্ষম হন না তাই এই যৌক্তিক সময় বৃদ্ধি আপিল পত্রিয়া সহজ ও অধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।
৩১.	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট ৫% এবং আমদানী কালে ৫% অগ্রিম কর আদায় করা হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন হারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আইন ও বিধির কোথাও উল্লেখ নেই।	ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপযোগ্য মূসক হার এবং যোগানদার এর ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য মূসক হার, উভয় খাতে হারের মিল রেখে ৫% অথবা ৭.৫% করার প্রস্তাব করছি।	সমন্বয়ের বিধান আছে। উক্ত ধারা মোতাবেক ব্যবসায়ীরা মাসিক দাখিলপত্রের মাধ্যমে উক্ত অগ্রিম কর সমন্বয় করে থাকে। ফলে, বাণিজ্যিক আমদানীকারকের নিকট থেকে সরকার কোন ভ্যাট পাচ্ছে না। যেমন, (ক) আমদানীকালে প্রদত্ত কর মাসিক দাখিলপত্রে সমন্বয় করে;

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
			(খ) ব্যবসায়ীর ভ্যাট হার ৫% হওয়ায়, পণ্য সরবরাহকালে মূসক-৬.৩ ইস্যু করে যে ভ্যাট সরকারী টেজরীতে জমা করে তা আবার উৎসে কর্তনের সনদপত্র দ্বারা মাসিক দাখিলপত্রে সমন্বয় করে। ব্যবসায়ী ও যোগানদারের করের মধ্যে তারতম্য হওয়ায় একটি লেনদেন যোগানদার না ব্যবসায়ী হিসাবে বিবেচ্য হবে এবং উৎসে কর্তনযোগ্য হবে কিনা এ সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩২.	“কনসালটেন্সী ফার্ম বা সুপারভাইজরী ফার্ম” অর্থের বিনিময়ে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি পরামর্শক বা সংস্থা সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প বাস্তবায়ন বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন অথবা এটা বাস্তবায়নের তদারকি করেন। এই ধরনের ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে ১৫% (ধারা ১৫ অনুযায়ী) উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। তাই তাদের কাজের মোট টাকার উপর ২৫% হারে উৎসে ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন করে কোম্পানীকে টাকা প্রদান করে উৎসে কর্তনকৃত ট্যাক্স ও ভ্যাটের চালান কোম্পানীকে প্রদান করে। উল্লেখ্য ট্যাক্স অফিস কর্তৃক Assessment করার সময় ধার্যকৃত ট্যাক্স হতে উৎসে কর্তনকৃত ট্যাক্স বাদ দিয়ে কোম্পানীর উপর ট্যাক্স ধার্য করে। কিন্তু ভ্যাট অফিস কর্তৃক Assessment করার সময় ধার্যকৃত ভ্যাট থেকে উৎসে কর্তন কৃত ভ্যাট বাদ দিয়ে Assessment করা হয় না।	উৎসে কর কর্তনের চালানের কপি কনসালটেন্সী ফার্ম বা সুপারভাইজরী ফার্ম বৎসর শেষে কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীর সাথে ট্যাক্স এবং ভ্যাট জমা প্রদান করার সময় উৎসে কর্তন কৃত ভ্যাট বাদ দিয়ে Assessment করার প্রস্তাব পেশ।	নতুবা একই সেবার উপর দুইবার ভ্যাট আরোপ করা হবে যা কখনো যৌক্তিক হতে পারে না। উৎসে কর্তন কৃত ট্যাক্স-এর মত উৎসে কর্তন কৃত ভ্যাটকে Assessment করার সময় গ্রহণ করলে কনসালটেন্সী ফার্ম বা সুপারভাইজরী ফার্ম আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার হাত থেকে রক্ষা পাবে।
৩৩.	মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ধার ৬৮: ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান: উপধারা (১) (খ)তে বলা হয়েছে- অন্যান্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জের টানিতে হইবে এবং পরবর্তীতে ছয়টি কর মেয়াদে উক্ত অর্থ বিয়োজন করা যাইবে, তৎপরবর্তীতে অবশিষ্ট অর্থ এই ধারা অনুসারে ফেরৎ প্রদান করতে হবে।	ধারা- ৬৮, ৬৯, ৭০ এবং বিধি ৫২, ৫৩, ৫৪ এবং সাধারণ আদেশ নং- ০৪/মূসক/২০২০, তারিখ ০১ মার্চ ২০২০ কে আরো সহজীকরণ করা প্রয়োজন। ফরম মূসক-৯.১ এর সমাপনী জের যদি ঋণাত্মক হয়, তাহলে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট মাসের ফরম মূসক-৯.১ এর	ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানতে হবে ৬(ছয়) মাস ধরে আবার কমিশনার ফেরৎ দেওয়ার জন্য ৩(তিন) মাস সময় নিবেন। মোট ৯(নয়) মাস সময় নেওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা ক্ষতি সম্মুখীন হবে। তাই দুই কর

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
	তাহাড়া ধারা ৬৯ অনুযায়ী ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান: উপধারা-(২) (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, আবেদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনার উক্ত অর্থ ফেরৎ প্রদান করবেন।	Refund-‘√’ (টিক) চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে ফেরত প্রাপ্তির আবেদনের সুযোগ দেয়া উচিত। ৬ (ছয়) মাস জের টানা, টাকা ৫০,০০০/- এর সীমা, কমিশনার/বোর্ড এর অনুমোদন, অনুমোদনের ৬ মাস পর পুনরায় ফরম-৯.১- এ আবেদন ইত্যাদি ফেরত প্রাপ্তির বিধানকে জটিল করেছে এবং এসব শর্ত/পদ্ধতি/সীমা বিলোপ করা প্রয়োজন। ফেরত প্রদানের সময়সীমা ৩ মাস হতে ২ মাস করা উচিত।	মেয়াদের মধ্যে ঋণাত্মক অর্থ ফেরত করা আবশ্যিক।
৩৪.	ভ্যাটের আওতা বর্হিভূত ব্যবসায়ীদের টার্নওভারের উর্ধ্বসীমা ৩ কোটি টাকা এবং টার্ন-ওভার কর ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে।	বার্ষিক টার্নওভারের উর্ধ্বসীমা ৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয় এবং পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে বা মুনাফা অনুপাতে ৪% ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হয়।	মূল্যের উপর ৪% কর হার অত্যধিক এবং অসম। পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে যদি ভ্যাট আরোপ না করা হয় বা ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর যদি ৪% ভ্যাট আরোপ করা হয় তখন টার্নওভার কর আদায়ের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু এভাবে মোট বেচাকেনা ৩ কোটি টাকা হলেই যে তার মোট বিক্রয়ের ৪% মুনাফা হবে তা নিশ্চিত নয়। তাই ক্ষুদ্র উদ্যোক্ত বা এসএমই ব্যবসায়ীদের ৪ কোটি টাকার টার্নওভার হলে তখন নিট মুনাফার ৪% ভ্যাট প্রদান করা যৌক্তিক হবে।
৩৫.	মূল্যসংযোজন কর আইনের ধারা ৪৬ মোতাবেক রেয়াত নেওয়ার জন্য কর চালান পত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ওয়াসার বিল গুলো কে আইন বা বিধিতে কোথাও চালান পত্র বলে বিবেচনা করা হয়নি। যা পূর্বের আইনে স্পষ্ট করা ছিল।	বিষয়টি আইন অথবা বিধি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা অত্যাাবশ্যিক।	মার্চ পর্যায়ে হয়রানির সম্ভাবনা প্রতিরোধ করতে এ ধরনের ব্যাখ্যার সুস্পষ্টতা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	বিবরণী, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৩৬.	নতুন ভ্যাট আইন ২০১২ মোতাবেক জুন, ২০১৯ ইং এ চলতি হিসাবের সমাপনী জের সমন্বয় করার জন্য কমিশনার মহোদয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা বা ১৮.৬ প্রত্যয়ন পত্র অনুমোদন নেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তবে প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের শর্ত হচ্ছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন মামলা থাকতে পারবেনা এবং প্রতি কর মেয়াদে মাত্র ১০% হারে সমন্বয়যোগ্য হবে। (খ) তাছাড়া, মামলার আপীলের সময় আমরা ১০ শতাংশ হারে নগদ টাকা জমা করেছি এবং ন্যায় বিচার সাপেক্ষে সরকারের পাওনা হলে তাহা পরিশোধযোগ্য।	চলতি হিসাবের সমাপনী জের নতুন মুসক আইনের অধীন ব্যবস্থিত এবং সমন্বয় করার জন্য ফরম মুসক-১৮.৬-এ আবেদন করার ১ মাসের মধ্যে কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র প্রদানের বিধান আছে। আপীল/মামলা/রীট আবেদন অনিষ্পন্ন থাকলে আবেদনকারী সমন্বয়ের প্রত্যয়নপত্র পাবে না। এটা খুবই অযৌক্তিক বিধান। যেহেতু, মুসক আইন, ১৯৯১ চলমান থাকলে এরূপ আপীল/মামলা/ রীট চলমান থাকা অবস্থায় বা মুসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত আপীল/ মামলা/ রীট সংক্রান্ত কোন মুসক বিয়োজন না করে থাকলে চলতি হিসাবের জের থেকে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন আইনানুগ বাধা থাকত না; তাহলে নতুন আইন প্রবর্তনের জন্য নিবন্ধিত ব্যক্তিকে আপীল/মামলা/রীট আবেদন অনিষ্পন্ন থাকার কারণে প্রত্যয়নপত্র প্রদান না করার বিধান সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তবে, কোন স্বীকৃত মুসক/সুদ/জরিমানা পাওনা থাকলে তা সমন্বয় করে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা যেতে পারে। সমন্বয়ের জন্য কোন সীমা থাকা উচিত নয়, যা পূর্ববর্তী আইনে প্রদত্ত অধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তবে সেক্ষেত্রে ১০% কে অন্তত ২৫% করা যেতে পারে। প্রত্যয়নপত্রের জন্য ১ মাসের সময়সীমা মানা হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে, ১ মাসের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র প্রদান না করলে চলতি হিসাবের সমাপনী জের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কমিশনারের সম্মতি আছে বলে ধরে নেয়া হবে-এরূপ বিধান করা যেতে পারে।	এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম সচল রাখা ও সরকারের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-১১৮ এর উপবিধি ২ এর সংশোধন পূর্বক অবশিষ্ট সমাপনী জের ২ মাসের মধ্যে সমন্বয় করার সুযোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি সচল ও সরকারের রাজস্ব আদায় অব্যাহত রাখার প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	বিবরণী, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৩৭.	নতুন আইনের চতুর্দশ অধ্যায়, ধারা ১০০: পণ্য জন্মকরণ, এটার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন। উপধারা (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে যদি কোন পণ্য তাত্ক্ষণিকভাবে এবং বিনা নোটিশে জন্ম করা হইয়া থাকে, তবে কমিশনার, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির উপর জন্মের নোটিশ জারি করিবেন, যথা: (ক) জন্মকৃত পণ্যের মালিক; (খ) জন্ম করিবার অব্যবহিত পূর্বে পণ্য হেফাজতকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি; বা (গ) জন্মকৃত পণ্য দাবি করেন এমন কোন ব্যক্তি: তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি পণ্য দাবি না করেন, তাহা হইলে কোন নোটিশ জারির প্রয়োজন হবে না।	উপধারা (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাত্ক্ষণিকভাবে বিনা নোটিশে জন্ম করা যাবে না।	বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাত্ক্ষণিকভাবে বিনা নোটিশে জন্ম করা যাবে না। এতে করে আইনের প্রয়োগের তুলনায় অপপ্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। মানুষের কর প্রদানের অগ্রহ-হাস পাবে।
৩৮.	এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯-মূসক অনুযায়ী নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থান ও স্থাপনা ভাড়া যদি কারখানার জন্য হয়, তাহলে মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে।	ইকোনোমিক জোনে স্থাপিত শিল্পের জন্য নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেজার (BEZA) লীজ রেন্ট এর উপর এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯ অনুসারে মূসক অব্যাহতি দেওয়া উচিত।	এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯ অনুসারে মূসক অব্যাহতি দেওয়ার পরেও (BEZA) লীজ রেন্ট এর উপর কেন মূসক আরোপ করে, তা যথাযথভাবে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হলে সাধারণ উদ্যোক্তাদের হয়রানি ও ব্যবসা পরিচালন ব্যয়-হাস পাবে।

DCCI Recommendations & Implementation Status to face the impact of Coronavirus on MSMEs

SL.No.	DCCI Recommendation	Implementation
3.1	Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Sector	
3.1.1	Emergency fund for MSMEs, BSCIC Factory owners and informal sectors	Government has declared 20 thousands crore taka as the Stimulus package for affected Cottage, Micro, Small & Medium Enterprise (CMSME) In disbursing the credit, the manufacturing sector and sub-sector of service will be prioritized. Here, the manufacturing sector will get 50% of total credit, 30% will be for the service sector and 20% of it will be for trade based micro and small Enterprise. Of the total amount under the package, the share of Cottage, Micro, Small & Medium Enterprise (CMSME) industries will be 70% percent and the remaining 30% percent will go to medium industries while minimum 5% of total credit needs to be provided women enterprises.
a)	The businesses having yearly turnover up to 1 crore can get loan from the Emergency Fund with 1% interest rate. The businesses having yearly turnover above 2 crore can get loan from the Emergency Fund with 2% interest rate for paying wages and salary to the employees.	The government will provide 5% interest subsidy against the loan only for 1 year and after this, Entrepreneurs have to pay the total 9% interest.
b)	DCCI requests Government to create a 3-year long Emergency Fund (Press Release) This fund can be disbursed through commercial banks with 1 year grace period.	The fund is disbursed through banking channel and the duration of the stimulus package will be 3 years. The loan can't be renewed under this package.
3.1.2	Channel SME refinancing scheme for working capital for MSMEs	Not Implemented
3.1.3	Waiver of Port demurrage fee and Bank interest rate for delayed goods release	Chattogram Port waives container storage fees until May 4
3.1.4	Waiver of Rent of the government owned spaces	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) have suspended its 3-month service charge to save the sector from the wrath of the present economic woes.
3.1.5	Market access support for MSMEs	Not Implemented
3.1.6	Waiver of Utility bills, VAT and SD for all traders and MSMEs	Not Implemented

SL.No.	DCCI Recommendation	Implementation
3.1.7	Waiver of VAT, SD & AT on Essentials Commodities and Health Safety Instruments at Import	The government has waived the import duty and taxes on 12 medical items needed for protection from the coronavirus. NBR waived the full import duty, regulatory duty, supplementary duty, VAT, advance tax and advance income tax on medical items under 17 HS codes which will remain in force until 30 June.
3.1.8	Deferral of Corporate tax and Individual tax for current FY2019-20	Not Implemented
3.1.9	a) Withdraw the Provision of 4% Turnover VAT on annual turnover limit Tk. 3 Crore and Turnover tax limit may be increased to Tk 4 Crore. b) Incentives to E-Commerce	Not Implemented
3.2	For Export oriented Industries	
3.2.1	DCCI urged 1 Year waiver in interest payment	Bangladesh Bank has asked scheduled banks not to classify borrowers' loans till June this year, even if they do not repay the loan installments.
3.2.2	Effort to restore GSP facility from USA and GSP Plus from EU	Not Taken any Pragmatic step
3.3	Trading	
3.3.1	Strengthening the mobile court for market monitoring	Implemented in the retail market of Chottogram
3.3.2	Fixing the sale limit for daily essentials and health and hygiene items	Not Implemented
3.4	Financial Sector	
3.4.1	Ensure Adequate Liquidity in the Banking Sector to Support MSMEs	Government has Declared 50 thousands crore Taka as the Stimulus package for Industry and Service Sector and Cottage, Micro, Small & Medium Enterprise (CMSME) to fight the Challenges of Coronavirus Pandemic
a)	In order to ensure adequate liquidity in the Banking Sector-The threshold of CRR may be further relaxed.	The central bank also reduced the cash reserve ratio of the banks to 4 per cent from 5.5 per cent. The money market regulator also lowered the repurchase agreement (REPO) rate to 5.25 per cent from 6 per cent.
b)	SLR may be reduced for next six months.	SLR is Reduced

SL.No.	DCCI Recommendation	Implementation
c)	ADR for commercial banks may increase by minimum 1.5% from current level of 85% for next six months.	The Bangladesh Bank has increased the ADR to 87 per cent for conventional banks and the investment to deposit ratio (IDR) to 92 per cent for Shariah-based banks with effect from April 15. Prior to the revision, the ADR and IDR were 85 per cent and 90 per cent respectively.
d)	Bangladesh Bank can provide direct liquidity support to commercial banks.	Not Implemented
3.4	Financial Sector	
3.4.1	Ensure Adequate Liquidity in the Banking Sector to Support MSMEs	Government has declared Stimulus Package for Industry and Service Sector and Cottage, Micro, Small & Medium Enterprise (CMSME) amounting 50 thousands crore taka to fight the Challenges of Coronavirus Pandemic.
3.4.2	Re-financing can be changed into Pre-financing scheme for MSMEs	Bangladesh Bank introduce a new credit facility of Tk 500 billion (5,000 crore) as 'Pre-shipment Credit Refinance Scheme' with 7.0 per cent interest.
3.4.3	Bank Guarantee requirement waiver by commercial banks from Limited liability companies	Not relaxed the condition only cited that under this special stimulus package, Bank and Financial Institutions will provide working capital through a credit system based on Bank-Client Relationship. This loan amount can be used as the working capital to continue the regular operations of affected industry and service sector business.
3.4.4	Government scheduled banks can be engaged in disbursement of loan under stimulus package for Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises.	Not Implemented
3.5	Informal sector	
3.5.1	Inclusive and widespread safety net for Informal sector. Considering this, job loss of this sector, victim should be brought under social safety net program of the Government. (Press Release)	Direct cash transfer to almost 50 million people while six hundred thousand metric tons of food grains have so far been allocated to support the poor and low-income people. Rice at Tk 10 per kilogramme through the open market sale operation.
3.6	Power Sector	
3.6.1	Revisit the Power Purchase Agreement to retain the money within government	Not Implemented

SL.No.	DCCI Recommendation	Implementation
3.7	International Funding Agencies	
3.7.1	Negotiating with International Funding Agencies for required resources	The ADB has approved a \$100 million loan to support Bangladesh in its efforts to address the immediate public health requirements. EU donates Tk230cr to strengthen social security in Bangladesh. WB will provide \$100m loan to support Bangladesh with 2% interest rate for health sector where The payment deadline is 25 years – with a grace period of five years, Asian Infrastructure Investment Bank approved \$250 million assistance to Bangladesh for health sector. The World Bank approved a fast-track \$100 million financing to help Bangladesh prevent, detect, and respond to the COVID-19 (Coronavirus) pandemic and strengthen its national systems for public health emergencies.
3.7.2	Corona lockdown exit plan	The government has allowed opening the export oriented industry at three steps. Hence, from 26th April to 27th April, factory owner opened the industrial zone of Dhaka and Narayanganj while the factory of Ashulia and Savar were opened in 28th April to 30th April. Meanwhile, the factory of Norshingdhi, Kachpur, Mymensing and Gazipur would open 2nd May to 3rd May. Moreover, it is assured that at the opening of the industry 30% Capacity of the factory is utilized which would be increased gradually.

ডিসিসিআই আয়োজিত ওয়েবিনার, ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালার সংক্ষিপ্তসার

কোভিড-১৯ পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রস্তুতি: বিনিয়োগ ও দক্ষতা শীর্ষক ওয়েবিনার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ০৪ জুলাই ২০২০ তারিখে “কোভিড-১৯ পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রস্তুতি: বিনিয়োগ ও দক্ষতা” শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব সিরাজুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. মোঃ শওকত আলী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিজনেস ইন্টেলিজেন্স লিমিটেডের এন্টারপ্রাইজার জনাব শাকিব কোরেশি। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) সদস্য (যুগ্ম-সচিব) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ-ফিলিপিন্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কোচ, সেন্টার ফর লিডারশিপ ইঞ্জিনিয়ার আকবর আল হাকিম, দি কম্পিউটার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানি, এফসিএ, ডিসিসিআই এর সহ-সভাপতি, জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই এর উর্বরতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

সুপারিশসমূহ

- শিল্পখাতে দক্ষতা চাহিদা নিরূপণ করে সে অনুযায়ী শিক্ষা কারিকুলাম সংস্কার করে কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার উপর ব্যাপকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।
- 4IR প্রযুক্তিতে দক্ষতা তৈরি এবং শিল্পখাত থেকে কর্ম হারানো শ্রমিকদের rehabilitate করতে শ্রমিক এবং তরুণদের ধারাবাহিকভাবে Upskilling এবং Reskilling এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- বিদেশ ফেরত এবং স্থানীয় শিল্পখাত থেকে কর্ম হারানো শ্রমিকদের শিল্পখাতে rehabilitate করার জন্য সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ILO, UNIDO, IOM (International Organization for Migration) এর সহযোগিতা প্রয়োজন।
- কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী Internationally accredited skill development training এর ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত training institute গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- Digital Economy তে তরুণদের access বৃদ্ধি করতে Inclusive Digital Infrastructure গড়ে তোলার পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সিলেবাসে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিয়ে আসা প্রয়োজন।
- যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মতো দেশ চীন থেকে Investment Relocate করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য আমাদের নীতি নির্ধারকদের বিনিয়োগ সহজীকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মনোযোগ দিতে হবে।
- আমাদেরকে পাবলিক-প্রাইভেট বিদ্যালয়ের Graduate student দেয় ইন্ডাস্ট্রি Attachment বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। ফলে কাজের দক্ষতা চাকরির বাজারে প্রবেশের আগেই চলে আসবে। পাশাপাশি, গবেষণা এবং মার্কেট প্রমোশনে দক্ষতা তৈরি করা প্রয়োজন।
- SME এবং ই-কমার্স উদ্যোক্তার জন্য Market Forecasting, International Marketing, Supply Chain Management বিষয়ে দক্ষতা তৈরি করা প্রয়োজন।

- বিজনেস ডেভেলপমেন্টের জন্য কৃষি পণ্য ও অ-কৃষি পণ্যের বাজার সংযোগ স্থাপন, ব্র্যান্ডিং এবং মানসম্পন্ন পণ্য তৈরিতে দক্ষতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- গ্র্যাজুয়েটদের দক্ষ হতে হবে এবং Critical Thinking করার ক্ষমতা থাকতে হবে, তা না হলে তাদের বর্তমান দক্ষতাগুলি কয়েক বছরের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে।
- যারা চাকরি হারিয়েছে তাদের সহায়তা দিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- ডাটা সায়েন্স, ব্লক চেইন প্রভৃতি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য Re-skilling and Up-skilling করা প্রয়োজন।
- সুইডেন এবং ডেনমার্ক One Person Company (OPC) আছে, আমাদেরও One Person Company (OPC) তৈরি করতে হবে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া খুব সহজ হয়।
- ফেরত আসা প্রবাসীদের অনেকে এসএমইতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা করে পুঁজি নিয়ে আসছেন। ফেরত আসা প্রবাসীদের সুযোগ করে দিতে পরিকল্পনা করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা তৈরিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।
- অনেক দাতা সংস্থাসহ সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যাতে প্রশিক্ষণগুলো ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী হয়। বিশেষ করে এসএমই খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা তৈরি করা বাঞ্ছনীয়।
- ইন্ডাস্ট্রি এবং অ্যাকাডেমিয়ার মধ্যে সম্পর্ক বাড়াতে হবে যাতে দক্ষ জনশক্তি এবং নেতৃত্ব তৈরি করা যায়। এজন্য সল্ল-মেয়াদী, মধ্য-মেয়াদী এবং দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে।
- তথ্য প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য প্রকৌশল দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে। কারণ মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়া তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ সম্ভব নয়।
- দক্ষতা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের উন্নয়নে একটি Timebound পরিকল্পনা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার ও বেসরকারি খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে।
- দেশের বেসরকারি খাত ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সমন্বয় আরও বাড়ানো দরকার। যাতে শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালু এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা সম্ভব হয়।
- আমাদের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণে দীর্ঘ কোর্সের তুলনায় শর্ট কোর্সে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শর্ট কোর্সের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতার ঘাটতি মেটাতে ‘স্কিল ম্যাপিং’ এর কাজ আরও ত্বরান্বিত করতে হবে।
- শিল্পখাতে যেহেতু এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তাই এসএমই খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে করোনা পরবর্তী সময়ে এ খাত সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized the biannual economic outlook of Bangladesh under the theme “Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy” on July 11, 2020, Saturday through a webinar. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI, delivered Keynote Presentation in the webinar. He also moderated the open discussion session of the program.

Mr. M A Mannan, Minister, Ministry of Planning, Govt. of the people’s Republic of Bangladesh graced the occasion as Chief Guest. Mr. Hossain Khaled, Managing Director, Anwar Group of Industries and Former President, DCCI; Mr. Abul Kasem Khan, Chairman, BUILD & Former President, DCCI; Mr. Asif Ibrahim, Chairman, Chittagong Stock Exchange & Former President DCCI and Dr. M. Mashrur Reaz, Chairman, Policy Exchange participated in the webinar as designated discussants.

Besides, in open discussion session, DCCI former President Mr. R M Khan, Former President Mr. M H Rahman, Former President Mr. Aftab-ul Islam, former president Mr. Benajir Ahmed, Former President Mr. Sayeeful Islam and Former President Mr. Sabur Khan participated and illuminated the session with their thoughtful viewpoint.

Summary of Recommendations

● National Budget FY2020-21:

- To finance the deficit budget of FY2020-21, more focus needs to be given on sourcing funds from external sources reducing dependency on bank borrowing.
- Increase the Tax and Non-Tax Receipt net to reduce tax burden from the existing taxpayers.
- Corporate tax needs to be reduced further while Source tax for export oriented sectors needs to be reduced to 0.25%.
- Reconsider the decreasing amount of allowable expenditure for travel expenses and increase the compliance condition of travel expenses.
- Allow provision for 10% deposit for filing disputed tax appeal before the Appellate Tribunal or Appeal Commissioner.
- Budget allocation for health expenditure needs to be increased while implementation capacity and time bound implementation also need to be ensured.
- Considering the impact of COVID- 19, budget needs to be reviewed quarterly and based on this priority and allocation need to be re-considered.
- Capital flight needs to be addressed properly and get back the money from foreign country as early as possible.

- **Performance of Monetary Policy FY2019-20:**

- Exploring low-cost external borrowing and expanding tax net will increase government's revenue thereby reducing the public sector bank borrowing. This will help increase private sector credit growth.
- To increase private sector credit to the some extent, Bangladesh Bank needs to publish a report monthly highlighting disbursement status under stimulus packages.
- Financial sector needs more bold policy support from govt. to support the economy to get rid from this pandemic situation.
- In Dhaka and Chittagong, two bond markets need to be established.
- CRR needs to be 1.5-2% for better support from the govt. side.
- Bond market is so complex and its procedure needs to be simplified
- Bangladesh Bank needs to come forward to participating the auction and buy the Treasury bill to control the participation of private banks.

- **Inflation:**

- Low price and adequate supply of energy needs to be ensured to keep non-food product, service and relevant industrial operation cost lower.
- Market driven food inflation needs to be controlled through strong market vigilance and monitoring fair price.
- Fresh flood and Amphan cyclone affected people, farmers need to be supported with budgetary measures and agro sector stimulus fund to ensure the food supply.
- Agriculture and agro processing industry need to be supported and remain functional with strong local-supply chain system to ensure low-cost food security.

- **Private Investment:**

- To seize the opportunities of investment relocation from China, Bangladesh needs to frame sector specific investment road-map with strategy and action plan. This can be promoted as country position to attract foreign investors through Bangladeshi embassies and global investment forums.
- Ensure quality investment for infrastructure development such as road, rail, airport and waterways to reduce shipment and logistics costs.
- Company act is not updated to support the business community and reform the economy.
- 2% incentives can be initiated for the industries which are retaining their employees in this pandemic period.
- Localize value chain or supply chain needs to be stronger to support the export oriented industry as well as the economy.

- Focused institutional and policy reforms for improving doing business environment and expedite the process to improve the position of Bangladesh within 100 in the Doing Business Index by 2021.
- It is very important to develop the manufacturing of raw materials industry in Bangladesh so that we get support from it and attract more FDI.
- In 8th five year plan, it is important to add supply side backward linkage development policy to support the backward linkage industry.

● **International Trade:**

- Restore GSP facility from USA and extend the GSP facility from EU up to 2030.
- Efforts to enjoy the LDC-specific benefits for a certain period even after the country's graduation from the LDC.
- Diplomatic initiatives need to be taken to eliminate Non-tariff barriers with the trade partners.
- FTA and PTA with potential countries and access to regional economic/trade bloc need to be expedited.
- Image problem arises for issuing a false report of Covid-19 and we need to take pragmatic steps for prohibiting false report strictly.
- Press release may be given to the EU about the matter happened and what measures we have taken so far to mitigate the problem.
- Govt. and Sectoral businessmen may visit China to get a specific direction from Chinese president which product may be exported rapidly in China. (It may be 5-10% of their import).

● **Skills and Employment:**

- Ensure channeling the funds of stimulus packages to the labor intensive industries and informal sector.
- It will be very helpful if we keep a budget of at least 2% of revenue for Research and Development.
- Strategies including re-skilling and up-skilling for placing the unemployed migrant workers in the agriculture and other local industries need to be formulated.
- Active persuasion is needed to find out the migration opportunities in the OECD countries and some other high growth emerging economies such as Russia, Turkey, China, Malaysia, Eastern African countries.
- As construction sector of many Middle Eastern countries hit hard by COVID-19, steps can be taken to relocate migrant workers from this sector to the agricultural sector.

- **Agriculture Sector:**

- Enable a more efficient distribution system of agricultural inputs - seeds, fertilizer, animal feed, veterinary medicinal products and water.
- Promote access to finance, modern machineries, technology and market transactions.
- Good Agriculture Practice (GAP) has to be ensured in every segment of supply chain.
- Develop logistics, warehouse and cold storage infrastructure and establishment of a strong processing industry.
- Engage more farmers in the online platforms to ensure fair price of agricultural produces.
- Formulate and implement Health and Safety Friendly agro operation protocol.

- **Ready Made Garment (RMG) Sector:**

- Need to create own apparel brands for branding Bangladesh in global market to get a better profit margin.
- High Street retailers need to contribute for providing financial support for workers' wage and smooth operation of the factories.
- Prepare long-term plans to for product diversification.
- Reduce source tax from 0.5% to 0.25% as the world export market is shrinking.

- **Leather Sector:**

- Social Compliance practices in the factory and expediting the process of setting up Central Effluent Treatment Plant (CETP) to get the Leather Working Group (LWG) certification.
- Effluent Treatment Plant (ETP) building may transfer to the private sector in case of government inability to build it.
- Government may initiate a fund to help the entrepreneurs of this sector to be certified by LWG.
- Setting up well constructed preservation and processing facility in different parts of the country so that raw hides can be preserved for longer time in a bid to ensure fair prices.
- To ensure loan assistance for tannery owners to store sufficient raw hide in the upcoming Eid-ul-Azha.
- Expedite to implement two footwear industry zones in Chattogram and in Rajshahi.
- Needs to reduce duty on the import of chemicals needed for treating rawhides.

- **Agro Processing Sector:**

- Product diversification can be encouraged by utilizing different crops and fruits which are produced abundantly in Bangladesh such as potato, jackfruit, pineapple, banana and guava.

- Policy supports including establishing test lab, credit to SMEs and removing non-tariff barriers with neighboring countries.
- Policy support for capacity building and transfer of technology.
- Online platform for Agro processed food business may be introduced to create an online market place for the low-end agro producers.

- **Jute Sector:**

- Investment should focus on facilitating Jute diversified products and innovations on the production-end are necessary.
- Pilot project is to be taken by the Ministry for Jute paper making from jute pulp.
- Need to prepare a jute pulp and paper act like Mandatory Jute Packaging Act.
- Mandatory use of jute paper in government office to promote the jute use.
- Preferential tax treatment like RMG sector and VAT exemption for next five years.

- **Pharmaceutical Sector:**

- Government needs to concentrate on quicker completion of the API Park.
- Need to invest in R&D to develop own patented pharmaceutical products before 2024, as patent payment will be required after graduation from LDC.
- Central bioequivalence and drug testing laboratory.

- **Light Engineering Sector:**

- Withdrawal of VAT on spare parts & machinery produced locally.
- Quicker implementation of Light Engineering industrial park in Munshiganj.
- Low cost credit and skill development training are needed.
- A Common Facility Centre (CFC) requires to be established in LES clusters.

- **Micro, Small & Medium Enterprise (MSME) Sector:**

- For MSME recovery, special re-financing scheme needs to be introduced with low-cost foreign fund with minimum 2 years grace period and 1%-2% interest rate.
- Deferral of payment of interest and loan installment for 1 year for MSMEs.
- Most Banks are using Treasury bond facility for securing their money as a result we need to introduce credit guarantee scheme as early as possible for the survival of the SMEs.
- SMEs are in informal position need to be brought into the formal sector and in the coverage of stimulus package.
- Adopt innovative business and industrial models, upgraded production and marketing processes to maintain a sustainable growth in the MSME sector.

- Flexible, hassle free and collateral free loan disbursement need to be ensured under stimulus package.
- Introduce digital trade receivable discounting platform to get rid of the financial shortage of MSMEs.

- **Energy & Power Sector:**

- Stable, predictable primary energy fuel sourcing mix and pricing policy are needed.
- Energy Division budget is reduced by Tk. 581 crore and budget of energy and power division needs to be rationally allocated so that gas exploration and reserve can be enriched.
- 24 off-shore blocs need to be allocated for seismic survey and speedy exploration works.
- Local exploration and production companies need to be well-equipped and enlisted in capital market for raising fund.
- All Power Purchase Agreements (PPAs) need revision. No production, no payment strategy and local currency payment can be followed to reduce foreign currency pressure and current account imbalance.
- Gas based PPA may not be renewed considering slim gas reserve and exploration.

- **Banking Sector:**

- Credit guarantee scheme needs to be introduced in order to allow access to stimulus packages for MSMEs.
- CRR rate needs to be reduced to 1 -1.5% to bring positive result.
- Formation of an independent committee titled 'Financial Sector Advisory Committee (FSAC)' including former governors, leading economists and financial sector experts.

- **Capital Market:**

- Simplifying the IPO listing process and strengthening the role of merchant banks and asset management companies.
- In capital market, online settlement system needs to be introduced with full automations of the share trading and transaction ecosystem.
- Capital market needs to be developed for long term financing instead of reducing dependency on the banking system.
- Bangladesh Bank circular on investing Tk. 200 cr. by each bank in the capital market needs to be expedited as few banks invest in capital market.
- IPO process should be transparent and simplified. In order to listing quality IPO in the market, BSEC IPO department can form a coordination committee including DSE, CSE, FRC and Merchant banks.

- Secondary bond market needs to be developed and Islamic bond system “Sukub” needs to be introduced.
- Market monitoring should be more strong and transparent.
- Script netting system may be reintroduced.
- Short sell needs to be introduced in the market.
- Introduce mandatory share buy-back policy by the issuing company if share price of that company falls below face value.
- Extend the tax gap between listing and non-listing companies based on international practices.
- Withdraw tax on dividend and double taxation on profit needs to be reviewed.
- Policy reform on developing secondary bond market and introduce COVID bond for long term financing.
- Allow listing Green-Field projects to raise fund from capital market.
- Monitoring of brokerage houses and merchant banks needs to be strengthened and risk based capital adequacy by the brokerage houses and merchant banks need to be ensured.

● **Transport, Rail and Waterway Services:**

- Effective and business friendly steps need to be taken to minimize the port congestion due to pandemic.
- Innovative and cost-effective project completion solutions need to be developed to complete the mega projects within planned time.
- Expediting Deep Sea Port project implementation can be sustainable solution for port infrastructure.
- Health safety protocol needs to be developed and followed rigorously in all modes of transportation.

● **Real Estate Sector:**

- An independent rating system should be used to assess the quality of real estate products.
- More satellite cities around the capital and on its outskirts need to be built for decentralization.
- Bangladesh Bank has a loan scheme of 1.5% interest rate. That may be disbursed for real estate sector through Bank, NBFIs etc. to revitalize the sector.
- Provide One Stop Service for the Real Estate Developer.
- Government can reduce TDS at 50% level on both property and flat sale across all ranges.
- House building loan repayment tenure can be substantially extended.

- **Information & Communication Technology (ICT) Sector:**

- VAT on the local software needs to be exempted up to 2024.
- Large investment is to be made by the government to resolve the existing skill gap to increase the scalability of the industry.
- Government needs to facilitate short-term partnership or long-term Joint-ventures for ensuring technical know-how, access to finance, organizational and marketing resources.
- To promote E-commerce business, government needs to do more promotional activities for the entrepreneurs and to attract the international buyers.

- **Health Sector:**

- Increase investment in the healthcare sector to 4-5% of GDP as LMIC standard.
- Optimum number of hospitals, necessary make-shift healthcare facilities needs to be arranged at district and upazila levels.
- Adequate infrastructure, medical equipment and human resource need to be maintained.
- Administration of the health sector needs to be restructured.
- Allocation needs to be increased in Research and Development (R&D) of public health, Bio Technology, epidemic disease control etc.
- A well-organized regulation needs to be formulated to monitor the private sector health care services.

- **Informal Sector:**

- Government needs to create a flexible regulation to bring the informal businesses into the mainstream for their record and traceability so that they can access to fiscal benefits can be ensured for them.
- Bringing the informal sector workers into the social safety net facility as well as support services (e.g. skills or business training).
- Needs to publish the list of the beneficiaries of union parishads/pourashavas and city corporations in the websites to make sure that the benefits go to the vulnerable people.

- **Social Safety Net:**

- Form an authority to introduce 'Universal Health Care Scheme' and 'Pension Scheme.'
- A comprehensive digitized list needs to be prepared and published to identify the actual beneficiaries.
- Safety net scheme should be gradually shifted towards employment generation through small-scale credit and training.
- Implement the National Social Security Strategy (NSSS) with comprehensive life-cycle based safety net approach.

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের সংকট ও প্রতিকার নির্ধারণ শীর্ষক ওয়েবিনার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে “কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের সংকট ও প্রতিকার নির্ধারণ” শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিসিসিআই এর প্রাক্তন সভাপতি, জনাব এম. এ. মোমেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ। প্রকাশনা, মুদ্রণ ও গ্রন্থাগার উন্নয়ন স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক এবং ডিসিসিআই এর সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান জনাব শহীদ সেরনিয়াবাত, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি জনাব ফরিদ আহমেদ, বাংলাদেশ পেপার ইন্সপেক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব শফিকুল ইসলাম ভরসা, হাসেম পেপারস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব আজমল হোসাইন, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহ-সভাপতি, জনাব শ্যামল পাল, ডিসিসিআই এর প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, জনাব এমএস সেকিল চৌধুরী, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি জনাব রফিকুল ইসলাম আজাদ, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি জনাব মো. আব্দুল কাদের খান, বাংলাদেশ লোকাল কার্টন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মো. বাশার পাটোয়ারী, চট্রগ্রাম পেপার এবং সেলফোন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল, জনাব মোহাম্মদ বেলাল, ডিসিসিআই এর পরিচালক, জনাব দ্বীন মোহাম্মদ, ডিসিসিআই এর প্রকাশনা, মুদ্রণ ও গ্রন্থাগার উন্নয়ন স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব শহিদ হোসাইন, মিস লিলি হক, এবং জনাব ওয়ালিউল ইসলাম আলাচনায় অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

সুপারিশসমূহ

- করোনা মহামারীর কারণে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অর্থ প্রবাহ নিশ্চিত করাই এখন উদ্যোক্তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। মাইক্রো, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজহতে ঋণ সুবিধা পাওয়া উদ্যোক্তাদের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতার মনোভাব জোরালো করা প্রয়োজন।
- করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সারাদেশে সাধারণ ছুটির কারণে প্রায় ৭ হাজার ছাপাখানা বন্ধ ছিল। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৫ লাখ কর্মজীবী বেকার হয়েছে। তাই এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের নীতি সহায়তা, দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ানো এবং আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- প্রকাশনা শিল্পে বছরে ১২ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়। তবে নভেল করোনাভাইরাসের কারণে গত চার মাসে এ শিল্পে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। তাই শুল্ক কাঠামোর সংস্কার করে এ খাতকে বাঁচাতে হবে।
- করোনাকালে প্রকাশনা শিল্পের বেচা-কেনা কমেছে প্রায় ৯০ শতাংশ। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ও ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়া সহজীকরণ প্রয়োজন।
- দেশে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্য রয়েছেন প্রায় ১২ হাজার। এ শিল্পের সাথে যুক্ত প্রায় ২ লাখ পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাই এই খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং ক্ষতি পুষিয়ে নিতে করোনাকালীন সময়ে অনলাইনভিত্তিক বই বিক্রয়ে প্রণোদনা, সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার বই ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

- কোভিড-১৯ এর কারণে মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাতে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা খুঁজে বের করার জন্য একটি বিস্তৃত গবেষণা পরিচালনা করা দরকার।
- মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্প শ্রমঘন হওয়ায় এই খাতে অনেক বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব। তাই এ খাতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার বিকল্প নেই।
- মুদ্রণ শিল্প ও কার্টন শিল্পকে বাঁচাতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহজীকরণ করা প্রয়োজন কেননা এই শিল্প দুটি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।
- দেশীয় শিল্পকে বাঁচাতে বিদেশ থেকে ফিনিশড প্রিন্টিং দ্রব্যাদি যেন না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী।
- ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকারের মাঝে সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরী করা যাতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহজীকরণ হয়।
- বাজারে নৈতিক এবং ন্যায্য প্রতিযোগিতা বজায় রাখা প্রয়োজন।
- কোভিড-১৯ মহামারী হতে উত্তরণের জন্য সরকারের পাশাপাশি আমাদের সব শিল্প খাতের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একটি কার্যকর উপায় বের করতে হবে।
- কোভিড-১৯ এর কারণে অনেক সাংবাদিক তাদের চাকরি হারিয়েছে এবং অনেকের চাকরি হারানোর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাই মুদ্রণ এবং প্রকাশনা শিল্পের সাথে যারা জড়িত তাদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- বর্তমানে, দেশে অনুমোদিত ২৫৪টি সংবাদপত্রের মধ্যে মাত্র ৮-৬টি চালু রয়েছে। মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পে শুধু ঢাকাতেই প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে, তাই এ শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প খাত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া এবং ডিসিসিআই ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।
- এ শিল্পের অসম শুল্ক কার্টামোর সংস্কার, ডিউটি ড্র-ব্যাচ পদ্ধতির জটিলতা নিরসন এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর জোর দিতে হবে।
- ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মধ্যে সম্পর্ক বাড়াতে হবে যাতে দক্ষ জনশক্তি এবং নেতৃত্ব তৈরি করা যায়। এজন্য স্বল্প-মেয়াদী, মধ্য-মেয়াদী এবং দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে।
- সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা পেতে ডিসিসিআই, বিএবি, এবিবি এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে সাথে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
- এ শিল্পের অগ্রগতির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে মুদ্রণ ব্যবসায়ী প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- শিক্ষা খাতের কিছু আইনের ধারা প্রকাশনা খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে, যা সংস্কার একান্ত জরুরী।
- মুন্সিগঞ্জে ৫০ একর জায়গায় মুদ্রণ শিল্প পার্কের জন্য বরাদ্দ থাকলেও এখন পর্যন্ত মালিকানা হস্তান্তর করা হয়নি। পাশাপাশি, কেরানীগঞ্জে ১০০ একরের দুটি মুদ্রণ শিল্প পার্ক স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাই অতি দ্রুত এ শিল্পের জন্য শিল্প পার্ক বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।
- স্থানীয় শিল্পকে বাঁচাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রণ দরপত্রে দেশীয় কোম্পানির কাজের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।
- করোনার কারণে এ খাতের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেছে। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সকলের জন্য সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ডিসিসিআই আয়োজিত ওয়েবিনার, কর্মশালার সুপারিশমালার সংক্ষিপ্তসার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ১৯ জুলাই ২০২০ তারিখে “আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহায় কোরবানীর পশুর হাটসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি” শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. জিয়া রহমান, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ক্রিমিনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া, আমন্ত্রিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন— বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ও এফবিসিসিআই’র প্রাক্তন সহ-সভাপতি, জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন; ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি ও এফবিসিসিআই’র পরিচালক, মিস শমী কায়সার এবং বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহীন আহমেদ।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আমন্ত্রিত আলোচকবৃন্দের বক্তব্য প্রদান শেষে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সভায় উপস্থিত সকলকে আহবান জানান। মুক্ত আলোচনায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. আল-আমিন, আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ, জনাব মো.শাহিদ হোসেন, জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী, জনাব মনোয়ার হোসেন, সাবেক উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী এবং সাবেক সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ, আলহাজ্ব মো. আলাউদ্দিন মালিক, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, জনাব নাজির হোসেন, জনাব রিয়াদ হোসেন এবং সাবেক পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, জনাব দাতা মগফুর, আহবায়ক ব্যারিস্টার সিয়াম আলদিন মালিক প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে ডিসিসিআই এর সহ-সভাপতি জনাব বাশিরউদ্দিন সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

সুপারিশসমূহ

- কোরবানীর পশু পরিবহনে চাঁদাবাজী, হাটে জাল নোট বন্ধে তৎপরতা, অতিরিক্ত হাসিল বন্ধ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আরও কার্যকর ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।
- রাজধানীর বাইরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাট চালু করার জন্য যে গাইডলাইন তৈরি করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তা মানার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- প্রশাসনের সাথে ও স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যাতে হাটে আসা ক্রেতা-বিক্রেতা সচেতন হয়।
- কোরবানির হাটে পশু বেচাকেনার সময় অনেক জাল টাকার ছড়াছড়ি হয় যা নিয়ন্ত্রণ করা এবং জালটাকার মাধ্যমে সাধারণ কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয় তার জন্য পশুর হাটে জালটাকা চিহ্নিতকরণের মেশিন বসানো প্রয়োজন।
- খামারি কৃষকরা যেন পশুর ন্যায্যমূল্য পায় এবং চাঁদাবজীর শিকার না হন।
- কোরবানির জন্য বা পশু জবাইয়ের নির্দিষ্ট জায়গা বা নির্দিষ্ট “স্টার হাউজ” তৈরি করা এবং বাড়ির সামনে বা রাস্তায় পশু জবাই করা বন্ধ করা প্রয়োজন এবং কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট করা স্থানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা প্রয়োজন।
- কোরবানির হাটে প্রবেশের পূর্বে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা, পশুর হাটে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা, প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে প্রয়োজনে সেনাবাহিনী বা পুলিশ মোতায়েন করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।
- পশুর হাট নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করা, হাত ধোয়া, হাটে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা প্রয়োজন যাতে হাটে তারা জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সচেতন করে।

- ঢাকার হাটে কৃষক খামারিদের প্রবেশ করতে না দিয়ে গরুর কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ানো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ঈদে পশু পরিবহনে যেন কোন চাঁদাবাজী না হয় সেদিকেও লক্ষ রাখা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে মাঠ পর্যায়ে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বেকার হয়ে যাওয়া ও দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানকারী বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ, জীবিকার নিরাপত্তা না দিতে পারলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না।
- ডিজিটাল হাট বা ই-কর্মসেীর সম্প্রসারণ সরকার সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করলেও প্রতারণা রোধের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সক্রিয় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।
- ঈদ উপলক্ষে খুচড়া পর্যায়ে পোষাক ও বিপণি বিতানে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ত্রয় বিক্রয়ের সুবিধার্থে মার্কেটগুলোকে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি প্রদান করা প্রয়োজন।
- স্বাস্থ্যবিধি না মানলে বা মাস্ক পরিধান না করলে প্রাশাসনিক ব্যবস্থা ও আইন অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- চামড়ার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সাভারে সেন্ট্রাল ইন্সফ্রয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন, ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রদান ও দেশের চামড়া পাচার বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
- ই-কর্মসেী প্রতারণা রোধে ই-ক্যাব এর উদ্যোগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের অংশগ্রহণে জাতীয় ভোক্তা অধিকার আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।
- যারা অনলাইন পোর্টাল না করে শুধু ফেসবুকের মাধ্যমে কেনাবেচা করছেন, তাদের জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সচেতন পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।
- খামারিদের পালিত পশু ছিনতাই হওয়া এবং গ্রামের পশু চুরি ঠেকাতে সিটিবাহীন মাইক্রোবাস বা যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রন আরোপ করা প্রয়োজন।
- ডিজিটাল হাটের মাধ্যমে ব্যবসায়ীকভাবে লাভবান হওয়ার উপর জোর দেওয়ার তুলনায় আমাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।
- আমাদের মাদ্রাসা ও এতিমখানাসমূহ ধনী মানুষের দান ও ধনীদের দেয়া কোরবানির চামড়া থেকে প্রাপ্ত অর্থে দিয়ে পুরো বছরের পরিচালনা ব্যয়ের একটি বিশাল অংশ মিটিয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে সরকার যেন কাঁচা চামড়ার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে যাতে করে মাদ্রাসা ও এতিমখানা করোনার কারণে হ্রাস পাওয়া দান ও সহযোগিতার ক্ষতি চামড়া থেকে প্রাপ্ত ন্যায্যমূল্য থেকে মেটাতে পারে।
- স্বাস্থ্যবিধি মানার ব্যাপারে অসচেতনতা এবং জোন ভিত্তিক লকডাউন পুরোই ব্যর্থ হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মানার উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।
- অনলাইনে বেচাকেনার ব্যাপারে যদি কোন প্রতারণা হয়, তবে কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- আবাসন খাতে নির্মাণ কাজে রাতে নির্মাণসামগ্রী আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের সহায়তা করা প্রয়োজন। আর তা না হলে রিয়েল এস্টেট বিজনেস সচল রাখা অসম্ভব।
- অনলাইনে কেনা-বেচায় প্রতারণা রোধে ই-ক্যাব-এর শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, পণ্য পরিবর্তন বা ডিজিটাল হাটে গরু ত্রয় করার পর গরু পরিবর্তন করার বিষয়ে ভাবতে হবে যাতে করে পণ্যের পরিবর্তনের ব্যবস্থা সহজ করা যায়।

- ই-কমার্স এর মাধ্যমে বিক্রয় করা পণ্য বা গরুর ত্রয় মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করার ব্যাপারে ই-ক্যাব-এর সক্রিয় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। আর তা না হলে অনলাইন কেনা-বেচা জনপ্রিয় করা যাবে না।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ও ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়া সহজতর করা প্রয়োজন যাতে এ খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা ঘুরে দাঁড়াতে পারে।
- দেশীয় খামারিরা যাতে গবাদিপশুর ভালো দাম পান, তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- কোরবানির পশুর হাটের নিরাপত্তায় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প, সিসিটিভি স্থাপন, চামড়া বেচাকেনায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বন্ধ, চামড়া পাচার রোধে নজরদারি বাড়ানো এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে পশুর বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- ঈদের সময় সীমান্তে স্মাগলিং বেড়ে যায় যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। স্মাগলিং করে আনা কম দামে পণ্য বাজারে বিক্রয় করায় বৈধ আমদানীকারগণগণ শুল্ক দিয়ে ক্রয় করা পণ্য অতিরিক্ত দামে বিক্রয় করতে পারছেন না।
- কোরবানির পশু অনলাইনে কেনা-বেচার “ডিজিটাল হাট” ও অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কেনা-বেচা যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার য়াতে কোনোভাবেই প্রতারণার শিকার না হয় সেজন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।
- কোরবানির হাট আয়োজনের জন্য বড় মাঠগুলোকে বাছাই করা যেতে পারে যেখানে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে।
- গণপরিবহণে যাতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হয় সে ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত থাকা প্রয়োজন।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং করণীয় নির্ধারণে পুরোনো ঢাকার এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে “কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং করণীয় নির্ধারণে পুরোনো ঢাকার এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময়” শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব হোসেন খালেদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ।

ডিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি, জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ পোষাক প্রস্তুতকারক সমিতি’র সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, ঢাকা শিল্প মালিক সমিতি’র সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, বাংলাদেশ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি’র সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ ব্রেড, বিস্কুট ও কনফেকশনারী প্রস্তুতকারী সমিতি’র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন এবং বাংলাদেশ পাইকারী ভোজ্য তেল ব্যবসায়ী সমিতি’র সভাপতি হাজী মোঃ গোলাম মওলা, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী, পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ, জনাব মোঃ শাহিদ হোসেন, জনাব মনোয়ার হোসেন, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়াহ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ, খন্দ. শহীদুল ইসলাম, জনাব রিয়াদ হোসেন, বাংলাদেশ হস্তশিল্প সমবায় ফেডারেশন-এর সভাপতি মিস জেরিনা সাইদ এবং আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ জমশের আলী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

সুপারিশসমূহ

১. কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিশেষকরে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাবৃন্দ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং সরকারের ঘোষিত প্রণোদনার প্যাকেজ হতে এখাতের উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদানে ব্যাংকসমূহের তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না।
২. ব্যাংক লোন দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করছে এবং বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। তাই শুধুমাত্র ব্যাংক ফাইন্যান্সিং এর উপর নির্ভর না করে ব্যবসা সচল রাখার জন্য অন্য মাধ্যম থেকে ফাইন্যান্সিং এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
৩. পুরান ঢাকার অনেক ব্যবসায়ীর ব্যাংক একাউন্ট নেই। একারণে সিএমএসএমই খাতের অনেকেই ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারছেন না। যে সকল ব্যবসায়ীর ব্যাংক একাউন্ট নেই তাদেরকে যাতে এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় যায় সেজন্য পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।
৪. যাদের ব্যাংক একাউন্ট নেই, তারা লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের স্ব-স্ব এসোসিয়েশন বা চেম্বারের মাধ্যমে যদি আবেদন করে তবে তাদেরকেও যাতে চেম্বার বা এসোসিয়েশন এর রিকমেন্ডেশনের প্রেক্ষিতে লোন দেওয়া হয় তা কার্যকর করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চেম্বার বা এসোসিয়েশন তাদের গেরান্টর হিসেবে কাজ করবে।
৫. এখনো অনেক ব্যবসায়ী সিঙ্গেল ডিজিট ইন্টারেস্ট-এ লোন পাচ্ছেন না। সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।
৬. প্রণোদনার লোন নিতে গিয়ে অনেক জটিল প্রক্রিয়ার কারণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা। তাই এই খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার জন্য এই প্রক্রিয়া আরো সহজিকরণ করা প্রয়োজন।
৭. এসএমই রিফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেট ১.৫-২ শতাংশ করা হলে একদিক থেকে ব্যাংক ঋণ প্রদানে উৎসাহিত হবে অন্যদিকে উদ্যোক্তারাও উপকৃত হবেন।
৮. এপ্রিল ও মে এই দুই মাসের ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে যা অত্যন্ত প্রশংসার। কিন্তু এই মওকুফের পরিমাণ এতো নগণ্য যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং এই ঋণ মওকুফের পরিমাণ যাতে বাড়ানো হয় সেদিকে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।
৯. বাংলাদেশ ব্যাংক এর কাছে ১০,০০০ কোটি টাকার একটা প্যাকেজ আছে যেটা এনবিএফআই ডিসবার্স করছে। এক্ষেত্রে ব্যাংক তাদের সাথে এই লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে।
১০. করোনাকালীন সাধারণ ছুটি এর পর থেকে পরিবহন সেক্টরের কারণে লোকাল মার্কেটে কাপড় দেওয়া যচ্ছেনা। এতে করে পুরান ঢাকার অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন থেকে ধার করে কাপড় তৈরী করেছেন যা অবিক্রিত অবস্থায় রয়ে গেছে। তাই সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী লোন এর পরিবর্তে ১ বছরের ভাট মওকুফ করা বা বিদ্যুৎ বিল মওকুফের মাধ্যমেও সরকার প্রণোদনা দিতে পারে।
১১. মার্চ থেকে জুন, এই তিন মাসের গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল একসাথে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যা ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই এই বিল যাতে আগামী ৬ মাসে কিস্তিতে পরিশোধ করা যায় সে ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানানো হয়।
১২. এ খাতের উদ্যোক্তাদের ট্যাক্স, ভাট এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির প্রভৃতির বিল ১ বছর স্থগিত রেখে, পরবর্তী বছরের কিস্তিতে প্রদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
১৩. যারা ছোট ছোট কারখানা চালাচ্ছে ১০-৫০ ওয়াট বিদ্যুৎ দিয়ে, তাদের পক্ষে পল্লীবিদ্যুতের প্রিপেইড মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কিনে এনে উৎপাদন করাটা অনেক কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। তাই এটিকে যাতে পোস্টপেইড করা হয় তার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১৪. দেশের ৬৪ জেলায় সে সকল নারী উদ্যোক্তারা আছেন তাদের ব্যবসা এবং আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।
১৫. কোভিড-১৯ এর কারণে বর্তমানে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অনেকটাই কার্যকর। আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের এই অনলাইন ব্যবসায় টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনার মাধ্যমে তাদের জন্য ল্যাপটপ, ওয়েবসাইট এর ব্যবস্থা করে দিলে তারা সময়ের সাথে আরো এগিয়ে যেতে পারবে।
১৬. ক্ষুদ্র ব্যববাসায়ী যারা ভ্যাট দিচ্ছেন তাদের জন্য এই করোনাকালীন সময়ে যদি সরকারের পক্ষ হতে একটি সাসটেইনেবল প্যাকেজ দেওয়া যায় তবে ক্ষুদ্র ব্যববাসায়ীরা অনেক উপকৃত হবেন।
১৭. ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে একটি পণ্য আমদানীর জন্য ৩ বার ভ্যাট প্রদান করতে হয় যা পণ্যের দাম অনেকাংশেই বাড়িয়ে দিচ্ছে।
১৮. ইম্পোর্ট প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে জটিলতার কারণে আমাদের ব্যবসায় কস্টিং অনেক বেড়ে যাচ্ছে। যার কারণে আমাদের অনেক ফরেন কারেন্সি বিদেশে চলে যাচ্ছে যা সহজীকরণের মাধ্যমে খুব সহজেই দেশে ধরে রাখা যেতো।
১৯. এসএমই সেক্টরের সাথে এফডিআই পলিসির একটা কম্বিনেশন করে একটা লিঙ্কেজ পলিসির জন্য আহ্বান জানাচ্ছি যাতে করে এফডিআই এর মাধ্যমে এসএমই খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।
২০. সরকারের প্রকিউরমেন্ট এ সিএমএসএমই খাত থেকে যাতে অন্তত ২০ শতাংশ ক্রয় করা হয় এবং ডিফেন্সের সকল সাপ্লাই চাইন এ যাতে এই পরিমান ক্রয়াদেশ সিএমএসএমই থেকে হয় সেটার জোর দাবি জানানো হয়।
২১. বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে এসেছে, তাই আমাদের দেশেও এর এডজাস্টমেন্ট করা প্রয়োজন।
২২. পুরান ঢাকার রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ার কারণে এখানে প্রতিনিয়ত জ্যাম লেগে থাকে। তাই এই সংকীর্ণ রাস্তাকে প্রশস্ত করার জন্য জেলখানার যে জায়গা আছে সেটাকে পরিবর্তন করে ৫০ ফিট পর্যন্ত বৃদ্ধি করলে এই জ্যাম এর সমস্যা আর থাকবেনা।
২৩. যানজটের কারণে পুরান ঢাকা থেকে ব্যবসা অনেক কমে যাচ্ছে; তাই অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে যদি এর সমাধান করা না যায় তাহলে ব্যবসার পরিস্থিতি আরো খারাপ এর দিকে যাবে।
২৪. পুরান ঢাকার রিকশাকে কালার কোডিং করার অনুরোধ করা যাচ্ছে যাতে অতিরিক্ত রিক্সা চলাচলের মাধ্যমে যানজটের সৃষ্টি না হয়।
২৫. পুরান, ঢাকার যারা ব্যববাসায়ী আছেন তাদেরকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর সাথে কার্যোপযোগী করে তোলার জন্য ঢাকা চেম্বারের এসএমই হেল্প ডেস্ক থেকে কিছু ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে যার মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত মেম্বাররা ডিজিটালি নিজেদেরকে সাবলম্বি করে নিতে পারেন।
২৬. মিডলইস্ট-এ লেবার মার্কেট ক্লোজারের কারণে যে সকল মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা দেশে ফেরত আসছে তাদের কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি বা তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি সেজন্য ডিসিসিআই থেকে রিসার্চ করা প্রয়োজন।
২৭. এই ফেরত আসা ইমিগ্রেন্টদের কিভাবে আবার বিশ্ববাজারে প্রেরণ করা যায় সেজন্য সরকারের যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া এখন থেকেই প্রয়োজন।

International Trade in COVID Times: Impact and Way Forward for Bangladesh

Resurgent Bangladesh is a joint economic recovery initiative by five institutions- DCCI, MCCI, Policy Exchange, BUILD and CSE. Under the Resurgent Bangladesh platform, DCCI organized the Resurgent Dialogue-5 on “International Trade in COVID Times: Impact and Way Forward for Bangladesh” on July 25, 2020, Saturday through a webinar. Mr. Tofail Ahmed, MP, Chairman, Parliamentary Standing Committee on Ministry of Commerce, GoB was the Chief Guest. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI, presided over the programme and delivered the Keynote Presentation. He also moderated the panel discussion session of the program. Mr. Abul Kasem Khan, Chairman, BUILD & Former President, DCCI delivered the welcome speech.

Mr. Syed Nasim Manzur, Managing Director, Apex Footwear Limited, Professor Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow, Center for Policy Dialogue, Mr. Humayun Rashid, Managing Director, Energypac Group, Mr. Wahidur Rahman Sharif, Managing Director, Digicon Technologies Ltd & President, BACCO, Dr. M. Masrur Reaz, Chairman, Policy Exchange and Mr. Nayeemur Rahman, Head of Business Planning, Uttara Motors Limited participated in the dialogue as the panelists. Besides, in open discussion session, Mr. Asif Ibrahim, Chairman, Chittagong Stock Exchanges, Barrister Nihad Kabir, President, MCCI, Dr. Zaidi Sattar, Chairperson, Policy Research Institute, Mr. Waqar Ahmad Chowdhury, Director & Former Senior Vice President, DCCI, Barrister Sameer Sattar, Former Director, DCCI participated and illuminated with their thoughtful viewpoints. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI summed up the discussion.

Summary of Recommendations

- Trade competitiveness and country competitiveness need to be improved and Time bound strategies to improve in competitiveness and Ease of Doing Business Indices are required.
- Develop Bonded Warehouse policy across all sectors to reduce lead time and cost.
- Faster implementation of National Single Window.
- Strengthening NCMID through engaging more private sector.
- Export policy, import policy and industrial policy need to be revised following the COVID-19 impact and better coordination among the policies are required.
- Foreign Exchange policy, Investment policy and Taxation Policy need to be updated.
- FTA with potential trade partners need to be expedited to increase trade and FDI.
- Economic Diplomacy and Political Diplomacy are required to gain Observer status of ASEAN Bloc.
- Warehouse and Logistics sector needs to be declared as the thrust sector and a dedicated Ministry can be formed to address the Warehouse and Logistics Sector.
- Need to negotiate with export destinations to avoid restrictions on export goods.
- Ministry of Foreign Affairs (MoFA) needs to take immediate step to withdraw the travel restrictions.
- Need to address the issues like port protocols immediately with our destination countries as more than 50 countries have changed these protocols.
- WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) together with cross-border paperless trade measures needs to be implemented to reduce trade cost and time.

- Establishment of relevant regulations and recognized certification authority are needed to implement the TFA and Paperless trade.
- Construction of Port infrastructure like container terminals and Bay terminal need to be expedited.
- Deep Sea Port project needs to be expedited to reduce the lead time in international trade.
- Private sector needs to be allowed for port development.
- Automation and full-fledged implementation of ASYCUDA World needs to be ensured.
- Foreign exchange regulations need to be updated.
- Stimulus package of Government for export oriented industries needs to be disbursed with flexible terms and conditions and the stimulus amount needs to be increased.
- Sustain Re-financing facilities for settlement of payment against back to back LCs under supplier's/buyer's credit.
- Need to reduce dependence on import duty for revenue generation.
- Government can take initiative for relocating industrial resources and eye on seizing LDCs market for medical supplies besides pharmaceutical products.
- Improvement in the ranking at trade across the border in the Doing business index.
- Restore GSP facility from USA and extend the EU GSP facility up to 2030.
- Economic diplomacy needs to be extended for the LDC-specific benefits even after the country's graduation from the LDC.
- In the wake of the COVID-19, our diplomatic mission needs to do more work for the deferral of LDC Graduation from 2024 to 2027. We should negotiate with developed countries to extend the International Support Measures (ISM) for 5 more years after graduation if LDC graduation time is not extended.
- Regional agreements like FTA/PTA with single country, MERCOSUR, Eurasian Economic Union etc.
- TICFA needs to be implemented to increase opportunities for FDI from USA.
- Preferential treatment as per the Bali agreement of WTO for LDCs including Bangladesh for service trade growth.
- WTO LDC forum can demand to refrain from imposing export prohibitions by developed countries on medical goods and food.
- FDI out of relocation from China can be made in Bangladesh to avail the DFQF export to Chinese market.
- Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) process with India can be expedited to expand the trade.
- Expedite the negotiation for BIG-B initiative and One Belt One Road (OBOR) initiative for trade promotion.
- Need to address the issues of Para-Tariff and NTBs with India and other SAARC countries.
- Need a time-bound target to reduce high sensitive list for functioning SFATA.
- Industrial strategy and Trade strategy need to be harmonized so that we may increase our trade competitiveness.
- For attracting FDI it is important to increase the local private investment in Bangladesh.
- Need to give priority on policy support of service sector to create new service export opportunities.
- Health sector needs to be managed well first. All economic activities are largely dependent on curbing the spread of COVID 19.

- Accelerating the Economic Diplomacy is required as erosion of advantage is happening.
- Export credit guarantee needs to be started. Chinese government gives Export credit guarantee facility to its exporters.
- Devaluation of Taka is important as competing countries devalued their money.
- Free trade export warehouse zone needs to be introduced to facilitate the export.
- For export diversification, all major export sectors need to be treated equally.
- Need to create new market in neighboring countries especially in 7 north eastern states of India for Automobile sector.
- A separate zone for Automobile industry is required.
- Strong backward linkage like local vendors and auto parts makers needs to be developed.
- Need a Technology acquisition Fund for R&D and new technological up-gradation in Automobile Sector.
- Vehicle registration and other certification fees are so high and need be reduced.
- There are no charging and Lithium battery recycling facilities in Bangladesh. For Electric vehicles, these facilities need to be ensured.
- In COVID time, we have seen a boom in e-commerce sector. However, we need to minimize challenges in backward linkage service i.e. transport and logistics.
- Need to nurture our Startup Community through policy help and including them in Government procurement in Local industry.
- Access to finance with Collateral is another challenge for IT sector. Banks need to offer more appropriate products and treat IP rights, Contract and Agreement as the collateral.
- A committee may be formed to formulate a policy for IT and ITES industry.
- A national framework needs to be developed for ensuring export product quality along with developing institutional capacity.
- Need to formulate the technology up-gradation and adaptation strategy to increase our productivity.
- Equality in Export Development Fund and taxation policies for all export sectors are required.
- Trade facilitation measures needs to be increased and improved to ensure efficiency in border clearance process.
- Capacity of Public Sector institutions needs to be developed drastically.
- Research Capacity of NBR, Trade and Tariff Commission, BFTI needs to be developed.
- Specialized negotiating ability of Ministry of Commerce and Ministry of Foreign Affairs needs to be developed.
- Honourable Prime Minister of GoB can meet Private Sector representatives on quarterly basis for speedy solution of the private sector related challenges.
- Branding is very important for Bangladesh. Foreign missions need to take more initiatives to increase the branding of investment in Bangladesh.
- Export incentives needs to be increased to Non Garments sector.
- To remain competitive in trade, depreciation of the exchange rate is required with reduction in tariff.
- E-VISA needs to be implemented immediately.
- Taxation policy needs to be more business friendly.
- SMEs need to be given priority in government declared stimulus packages.

Webinar on Exploring Trade & FDI opportunities with the UK

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar on “Exploring Trade & FDI Opportunities with the UK” on August 19, 2020, Wednesday. The objective of the webinar is to explore the FDI opportunity in Bangladesh, especially the UK. UK is one of the largest trade and investment partners of Bangladesh and more than 200 British companies are operating in Bangladesh reflecting the testimony of historical relation between Bangladesh and UK.

Dr. Selim Raihan, Professor, Department of Economics, University of Dhaka made the keynote presentation. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI, presided over the program and gave the welcome speech and also moderated the question answer session of the program.

Mr. Md. Shahriar Alam, M.P., Hon'ble State Minister, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest while H.E. Mr. Robert Chatterton Dickson, British High Commissioner to Bangladesh and H.E. Ms. Saida Muna Tasneem, High Commissioner of Bangladesh to the United Kingdom, Ireland and Liberia graced the occasion as the Special Guests.

Besides, as the designated discussants, Mr. Ahsan Khan Chowdhury, Chairman & CEO of PRAN RFL Group; Mrs. Sharifa Khan, Additional Secretary (FTA Wing), Ministry of Commerce; Mr. Faraaz A Rahim, Executive Director, Rahimafrroz Storage Power Business; Mr. Abdul Muktedir, Chairman & CEO, Incepta Pharmaceuticals Ltd; Mr. Syed Almas Kabir, President, BASIS; Mr. Hossain Khaled, Managing Director, Anwar Group; Mr. Asif Ibrahim, Chairman, Chittagong Stock Exchange & Former President, DCCI and Mr. Abul Kasem Khan, Chairman, BUILD & Former President, DCCI participated in the webinar and explore the potentials of FDI investment in Bangladesh.

Summary of Recommendations

- The UK mostly imports RMG products from Bangladesh, though there is huge potential in light engineering sectors as the UK can jointly invest in the recycling battery industry.
- Scrap market is dominated by the unregulated authority of Bangladesh; as the selling price is 50% than import price and hence, the lower price of UK scrapped battery and recycling battery can create an opportunity for investment in Bangladesh.
- Before the termination of LDC opportunities by 2027, we cannot think about FTA with the UK.
- There is no alternative but diversification of both product and market as it is the way to survive after COVID-19.
- Ethnic Market is reducing from Bangladesh in the world market, though we export a huge amount of vegetable, fish and ethnic fruits due to proper compliance.
- The cost of doing business is the major concern for Bangladesh to export and foreign direct investment.
- Ensure continuity in taxation policy, regulatory policy and regulatory law for enhancing long term FDI as we have seen good governance can ensure the secure investment from FDI.
- For developing the Information Technology sector, we can hire skilled manpower from Cambridge and Oxford.
- We have to think about the NRB Ethnic investment and need to provide security as they have huge money in the banking sector of Bangladesh.

- There is a LDC graduation condition- to add minimum 40% value for export and reducing the Duty-free entrance of Bangladeshi product to the UK, but FTA is the way with which we can reap the benefits of historical relation should consider it after graduation.
- Bangladeshi corporate should issue bonds in the international market, especially from the UK, as UK is the biggest market of the financial sector.
- We can tap the FDI opportunity with issuing international bonds, as FDI investment depends on several conditions for the foreign investor.
- UK generic medicine market is amounting to US\$ 300 million and the market is dependent on India completely, where Bangladesh may be the potential alternative to India.
- We can build up a strong relationship with the UK Pharmaceutical industry in the regulatory process that will give us access to export pharmaceutical products in the world market, as registration of pharmaceutical products of Bangladesh in the UK increases its price triple time.
- We can attract all the commonwealth markets with the help of the UK market and increase the valuation.
- The establishment of the Campus of Cambridge, Oxford and other reputed British university for educating Science and engineering in Bangladesh is the best option for adopting skilled manpower and attracting FDI.
- With the help of Her Excellency, Ambassador in the UK, communication needs to be enhanced with Imperial College to produce the COVID-19 vaccine in Bangladesh.
- We need to renovate the image of Bangladesh, as we have established it as a source of cheap labor and hence we have to establish Bangladesh is not the country of cheap labor but the country of skilled manpower.
- Rebranding through the Embassy of Bangladesh in the UK needs to start as early as possible.
- Because of 4IR, the RMG sector becomes accustomed to using the industrial robot and hence, the renowned industry of the UK in robotics can start to assemble robots in Bangladesh and provide after sell service at lower cost.
- ICT companies of Bangladesh should register in the UK, as 2000 Sri-lanka Companies registered here while a few numbers of Bangladeshi companies are registered in the UK.
- As the return on investment in Bangladesh is high, we need to exploit the opportunity of FDI with an investment-friendly regulatory process.
- For developing the service industry, we suggest for a joint venture in information and technology from the UK in Bangladesh
- Capital gain tax, dividend tax, regulatory uncertainty and complexity in the profit repatriation are the major concern of FDI investors.
- There is tremendous opportunity in investing in the capital market, as Bangladesh will make a fully automated capital market and the UK is the 37 largest investors in the financial sector in the world market.
- There is a huge investment opportunity with the Bangla bond and more corporate companies should go for the London market to reap the benefit of low-cost financing for working capital.
- We should start the process of FTA signing with the UK, as the global trade paradigm shift from multilateral trade system to the bilateral trade regime.
- Most of the infrastructure investment comes from the public fund for which we can issue bonds and attract FDI for financing the infra-project.

- Bangladesh needs to increase competitiveness regarding tax structure; regulatory procedure and one-stop service in Bangladesh to attract foreign investment.
- Improvement in the ranking of Ease of Doing Business, intellectual property rights and level playing need to be ensured for attracting the FDI.
- Value addition in Pharmaceutical products with registration in the UK is the opportunity that needs to be explored with the export in commonwealth market.
- Request DCCI to be a partner of the UK chamber to develop communication as most of the UK chambers are not aware of Bangladesh Chamber.
- Bangladesh's export volume increases in the UK market but the value of Bangladeshi products does not increase and hence, we need to concentrate on diversified quality products along with value addition.
- Halal food products market has huge potential for expanding the export of Bangladesh in the UK.
- Chamber to Chamber B2B connectivity for online and digital marketing with the UK needs to increase to expand the trade and investment.
- British Group of Business is focusing Bangladesh as a potential for investment and they have identified problems like tax structure, SEZ and other regulatory problems.
- There needs to ensure strong connectivity with the British chamber and FBCCI and DCCI and London Chamber for Branding Bangladesh as an important hub for investment.
- The government has to prepare policy decisions to attract the FDI in the service sector and FDI in the service sector will brand Bangladesh differently.

Implications of COVID-19 on FDI Inflow to Bangladesh: Challenges and Way Forward

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar on “Implications of COVID-19 on FDI inflow to Bangladesh: Challenges and Way Forward” on August 22, 2020. Mr. Salman Fazlur Rahman, Hon'ble Private Industry and Investment Adviser to the Hon'ble Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest. Mr. Paban Chowdhury, Executive Chairman, Bangladesh Economics Zones Authority (BEZA) was present as the Special Guest and H.E.Mr. ITO Naoki, Ambassador of Japan to Bangladesh was present as the Guest of Honor. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI, presided over the program and delivered the welcome speech. Mr. Masrur Reaz, Chairman, Policy Exchange delivered the Keynote Presentation.

Ms. Jo Anne Wagner, Deputy Chief of Mission, US Embassy to Bangladesh, Mr Yuji Andro, JETRO Country Representative, Dhaka Office & President, JBCCI, Mr. Asif Ibrahim, Chairman, Chittagong Stock Exchange (CSE) & Former President of DCCI, Mr. Syed Ershad Ahmed, President, AmCham, Mr. Ruhul Alam Al Mahub, Managing Director, Samsung-Fair Distribution Ltd & Chairman, Fair Group, Mr. ASM Mainuddin Monem, Deputy Managing director, Abdul Monem Ltd, Mr. Abul Kasem Khan, Chairman, BUILD & Former President, DCCI and Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Director & Former Senior Vice President, DCCI participated in the dialogue as panel discussants. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS Senior Vice President, DCCI delivered the concluding remarks in the program.

Summary of the Recommendations

- In order to cope with the new normal post-pandemic state, focus needs to be given on developing local backward linkages, adopt timely policy reforms, policy consistency and predictability along with inter-agency policy coordination.
- To harness new investment, it is important to strengthen the investment ecosystem through implementing mega infrastructure projects and pandemic resistant industrial operation protocol.
- To attract FDI apart from conventional model, focus needs to be given on designing innovative models like Bangla Bond introduced in London Stock Exchange.
- Need to accelerate regional cooperation in cooperation with ASEAN, BIG-B, and One Belt One Road initiatives for multilateral regional economic interests.
- Dividend payable to foreign shareholders may be credited to their foreign currency accounts maintained in Bangladesh.
- Declared dividend may be treated and used as inward remittances for re-investment.
- Allowing foreign investors to remit share sale proceeds in non-listed companies under three bases without taking prior approval from the central bank.
- Ease the lock-in period for holding share.
- Amendment of Bankruptcy Act of 1997 is needed.
- Establishing a regulatory framework for professional insolvency practitioners.
- Amendment is needed in Tax Ordinance 1984 to ease tax system related issues and challenges.
- Need to develop a structured model of Corporate Debt Restructuring Mechanism (CDRM) as per international best practices.
- To make the income tax law more pragmatic, it is needed to reduce the tax rates and value added tax burden on the SMEs.
- Some specific policy reforms such as reviewing the non-performing loan resolution strategy, liberalization of the bonded regime for non-readymade garment sectors, development of logistics warehousing facilities, strengthening port governance and implementation of National Single window for improving our investment climate.
- To attract more FDI and investment, it is important to empower BEZA, BIDA and Hi-Tech Park with more authoritative power.
- Need to sign Free Trade Agreements (FTA) with potential countries.
- Immediate reforms are needed in customs and repatriation of profits by the foreign companies for bringing more FDI.
- It is required to establish new ports and capacity building of existing ports.
- Easing the business terms and conditions for foreign investors including taking good care of the existing foreign companies are needed for attracting more investment.
- Need to accelerate the custom clearance procedure which is more important for investors.
- To attract more FDI, need to develop a good Infrastructure, building confidence among local investors, policy consistency, removal of bureaucracy and political stability.

- Need to make an immediate solution of the easing the land registration process and time for registration.
- A coordinated approach is important among BIDA, BEZA and the land ministry.
- Fast-tracking of the special economic zones is crucial and Bangladesh needs to invest USD300 billion for improving the infrastructure.
- Need to develop a National Infrastructure Development Monitoring Advisory Authority (NIDMAA) Bond/Fund to arrange financing in infrastructure development from local and foreign sources.
- Need to frame out a strategy to grab FDI in the healthcare sector in the post COVID-19 time of Bangladesh.
- Need to widen the scope of investment to allow NRBs to make direct investment.
- Companies Act amendment is needed.

Webinar on 4IR in the Wake of COVID-19: Bangladesh Perspective

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar on “4IR in the wake of COVID-19: Bangladesh Perspective” on September 03, 2020, Thursday. The objective of the webinar is to explore the potentials of 4IR in COVID situation. Bangladesh has built the foundation of digitalization to embrace the disruptive technologies to forge a new cycle of economic growth. In response to COVID-19 pandemic, technological development in Bangladesh has supported to continue economic activities during the lock-down, facilitating people working from home. Besides, opportunities like establishing digitally-enabled supply chains systems, introducing e-shops, virtual market place, e-learning, e-health, virtual court room, virtual working platforms and virtual meeting have added another dimension of working format for the economy.

Mr. Sajid Amit, Associate Professor, University of Liberal Arts Bangladesh, made the keynote presentation. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI, presided over the program and gave the welcome speech and also moderated the question answer session of the program.

Mr. Mustafa Jabbar, Hon'ble Minister, Posts and Telecommunications Division, Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest while Ms. Parag, Additional Secretary, Ministry of Industries, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Besides, as the designated discussants, Mr. Fahim Ahmed, President & CFO of Pathao Ltd; Mr. Md. Sirajul Haider, ndc, General Manager, SME Foundation; Mr. Mohammad Abdul Momen, Director, BGMEA; Mr. Md. Rashedur Rahman, Associate Professor, Department of Organization Strategy and Leadership; Dr. Shaikh Anowarul Fattah, Professor, Department Electrical Electronic Engineering, BUET; Mr. Zaki Uz Zaman, Country Representative UNIDO; participated in the seminar.

Summary of Recommendations

- The upcoming National Industrial Policy of Bangladesh needs to be prepared considering the necessity of 4IR perspective. In the policy, priority needs to be given on both public and private sector investment in R&D to be accustomed with technology adoption and 4IR era.
- China, Vietnam, Indonesia have taken 4IR policy for industrial development and we also need to start formulating 4IR policy.
- We need to formulate a national 5 year plan for 4IR, retrieving the learning form global model.
- Action Plan or National Strategic Plan needs to be done keeping in mind to transfer the workforce in a new working structure with newer form of Skill through creating new opportunity of employment.

- Fund allocation in National Budget need to be increased to expand the research and STI (Science Technology & innovation).
- University curriculum needs to be designed in consultation with the industry representatives.
- Introducing diploma programs on 4IR technologies (not generic ones) to expedite the price of adaptation with new technology.
- Need to make a skill development or capacity building platform for ensuring collaboration among academia, industry and government.
- We need to create a center for addressing the industrial revolution, where everybody can come discuss and communicate with new technology for Industrial growth and hence we can start a pilot project on it.
- Need to make a digital corner to promote Bangladesh as brand of higher skilled labor and not introducing as a country of cheap labor.
- Sector-wise re-skilling, up-skilling and development of human resources in line with the 4IR demand to substitute conventional manual labor based production system with higher-skilled 4IR oriented skills need to be ensured.
- It is important to build skill especially learn soft skill like mathematics and analytical capabilities instead of hard skills.
- Introduce Technology Up-gradation Fund (TUF) to upgrade the capacities of the manufacturing sector for coping with 4IR.
- Our education system needs to be overhauled with an extensive focus on Science, Technology, Engineering, or Math (STEM) Education for developing a skilled workforce while ICT education should be introduced from the primary level.
- Integration with Fintech is very critical like the Primary Education Stipend disbursement to the student with transparency.
- For upgrading the CMSMEs, SME foundation is working to educate the CMSME entrepreneurs with 4IR skills within the shortest possible time.
- A sector wise national data base needs to create for the CMSMEs and their financial transactions to enlist their in national data.
- Training program on digitalization and MFS services for the CMSMEs need to accelerate.
- In fostering a vibrant economy with a sustainable cycle of production, manufacturing, supply chain, transactions and resource management, 4IR provide the key guidance addressing these issues.
- We need to motivate the industries about the necessity of 4IR to reap the benefit of it using the demographic dividend of Bangladesh 5G brings a range of benefits to the IOT and hence for IOT, 5G is very important.
- With 5G, low cost sensor can be used to make the industry for effective with report generation while finding out the supply chain disruption and other issues to the businesses.
- We need to start a Business to Customer (B2C) platform so that we can create a brand in front of the world.
- Those who will not be able to be technologically sound they should be sent to physical production so that productivity can rise.
- International collaboration needs to be enlarged to expand technology transfer and become adapted with new technology-use.

- We have to think about smart village before smart city since we have a lot of population are residing in village.
- We need policy support to adopt new technology of 4IR since the price of the machineries are highly expensive than general machineries used in the industry.
- Long-term policy, modernization of curriculum system, infrastructure development, industry-academia collaboration, skilling, re-skilling and up-skilling are priority for adopting the advantages of the 4th industrial revolution.
- Creating and enabling regulatory ecosystem including enforcement of Intellectual property rights will facilitate the pathway of 4IR.
- To motivate entrepreneurs about adoption of 4IR and to create inter-university linkage, inter-ministry and industry collaboration for capacity building as well.
- Access to connectivity and technology is more important and we must need to build soft skills and innovation while resilience and preparedness are very important things to adopt the challenges of 4IR.
- A long-term policy to streamline with the 4IR to create awareness, mentorship and providing training along with new curriculum design in collaboration with industries.
- 4IR is not the future but it is happening now and hence automation and technology transformation in the manufacturing industry indeed reduces manpower.
- It is high time to sell our culture-based products in the international market to popularize made in Bangladesh connotation and to face the challenges of job cut due to 4IR, as we have to re-train our existing workforce.

ই-লার্নিং শীর্ষক ওয়েবিনার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে “E-Learning” শীর্ষক একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারের উদ্দেশ্য ছিল, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকট উদ্ভরণে ই-লার্নিং এর ব্যবহার, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা এবং নীতিমালা প্রণয়নের নিমিত্তে সুপারিশমালা তৈরিকরণ। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই-এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ওসামা খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষা ও প্রফেসর ইন প্র্যাকটিস, ইউনিভার্সিটি অব সারে, যুক্তরাজ্য।

ওয়েবিনারে সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. হারুনুর রশিদ, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক ড. কারমেন জে. লামাগনা, উপাচার্য, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ; ড. মো. মুরাদ হোসেন মোল্লা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড; অধ্যাপক ড. খাজা ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ড. মোহাম্মাদ ইশতিয়াক আজিম, অধ্যাপক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স বিভাগ, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি। ওয়েবিনারে আরও অংশগ্রহণ করেন ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। ডিসিসিআই-এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

সুপারিশসমূহ

- E-Learning কে দীর্ঘমেয়াদে পাঠদান কার্যক্রমের একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।
- জাতীয় শিক্ষা নীতিতে E-Learning Policy অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার সর্বস্তরে এর ব্যবহার উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
- সারাদেশে নির্ভরযোগ্য হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন।
- E-Learning-কে অংশীজনদের বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য Economically Viable করতে শিক্ষা বাজেটে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় ডিভাইস প্রদান করতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর VAT, Surcharge হ্রাস করা প্রয়োজন।
- ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী তরুণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নে বাংলা ভাষায় অনলাইন কনটেন্ট তৈরি করা জরুরি।
- E-Learning এর বিকাশে এর সঙ্গে যুক্ত স্টার্টআপগুলোকে বিশেষ প্রণোদনা দেয়া এবং ব্যাংক অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ, সুফল এবং সমস্যাসমূহ নিয়ে ব্যাপক পরিসরে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা যাতে E-Learning-কে আরও কার্যকর করা যায়।
- কারিগরি শিক্ষাকে সকলের জন্য সহজলভ্য করে তুলতে সরকার ও বেসরকারি খাতকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
- E-Learning-কে কার্যকর করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি করতে হবে এবং কমিউনিটি গঠনের সুযোগ বৃদ্ধি করা জরুরি।
- প্রযুক্তির মাধ্যমে সামাজিকভাবে শেখার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনীয় বাস্তবসম্মত অ্যাকাডেমিক কনটেন্ট প্রস্তুত থাকা এবং প্রশ্ন তৈরি, সৃজনশীলতা এবং বিশ্লেষণের সুযোগ দেয়া এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্লুম'স ট্যাক্সোনোমি দিক-নির্দেশনা দিতে পারে।
- প্রথাগত শিক্ষকের ধারণা থেকে বেরিয়ে ফ্যাসিলিটের এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। ব্লেন্ডেড লার্নিং এবং সিমুলেশন এর মাধ্যমে, ডিজিটাল পরিসরে দক্ষ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্মিলনে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।
- সোলেন্ট কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী কারিকুলাম এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যেন শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণী, সৃজনশীল এবং বাস্তবসম্মত চিন্তা করতে সক্ষম হয়, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নিয়োজিত থেকে জীবনের জন্য শিখতে উদ্বুদ্ধ হয়, সামাজিক ও নৈতিকভাবে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়, গবেষণা ও নতুন কিছু জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, নির্ভরযোগ্য যাচাই এর সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং কমিউনিটি, ইন্ডাস্ট্রি এবং বিশ্বের সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- ই-লার্নিং এর ক্ষেত্রে কমিউনিটি নির্মাণের ক্ষেত্রে MOOC (Massive, Open, Online, Course) অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ই লার্নিং এর কার্যকারিতা যাচাইয়ে শুধু প্রথাগত সময় নির্ধারিত পরীক্ষা নয় অন্যান্য কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।
- জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ই-লার্নিংকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ইন্ডাস্ট্রির কৌশল অনুযায়ী যথাযথ বাজেট দিতে হবে।
- শিক্ষার ক্ষেত্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ উন্নয়ন করা জরুরি।
- ইন্ডাস্ট্রির কৌশল অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উচ্চশিক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে।

- বিশ্বের কোথায় কি ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন হবে এবং সেজন্য কি ধরনের দক্ষতা, শিক্ষক ও অবকাঠামো তৈরি করতে হবে তার একটি ম্যাপিং তৈরি করতে হবে।
- শিক্ষকতা পেশাকে আরো আকর্ষণীয় করার প্রয়োজন রয়েছে। সবচেয়ে মেধাবীরা যাতে আগ্রহ নিয়ে এই পেশায় আসতে চান সে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে যোগ্য শিক্ষক হতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, ভাষা ক্ষমতায়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
- বাংলাদেশিরা নতুন বিষয় খুব দ্রুত গ্রহণ করতে পারি। কোভিডের পর কোভিডকালীন যে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে তা এটা আমরা কতদূর এগিয়ে নিতে চাই তা নিয়ে এখন থেকে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।
- সবার জন্য ইন্টারনেট নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আমাদের দীর্ঘমেয়াদে ২০-৩০ বছরের মধ্যে কি হবে তা নিয়ে চিন্তা ও পরিকল্পনা করতে হবে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষার্থীদের কীভাবে প্রস্তুত করবো তার পরিকল্পনা থাকতে হবে।
- আমাদের শিক্ষক কেন্দ্রিক থেকে বেরিয়ে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক লার্নিং এর দিকে যেতে হবে।
- আমরা ব্লেন্ডেড লার্নিং এর দিকে যেতে পারি এবং কিভাবে শিক্ষার্থীদের স্ক্রিন টাইম কমানো যায় তা বিবেচনা করতে হবে।
- ইন্ডাস্ট্রি'র চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করতে হবে এবং এক্ষেত্রে যে গ্যাপগুলো রয়েছে তা পূরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে এগিয়ে আসতে হবে।
- সিমুলেশন এর মাধ্যমে প্রাকটিক্যাল ক্লাসগুলোতে ডেমোনেস্ট্রেশন করা যেতে পারে।
- ই-লার্নিং এ শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি লেকচারভিত্তিক না হয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে হলে আরও বেশি কার্যকর হবে।
- ই-লার্নিং এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যাচাই করা একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। তাই শিক্ষার্থীদের ক্রিটিক্যাল থিংকিং এ অভ্যস্ত করতে হবে সে ক্ষেত্রে কিভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে হবে সেবিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।
- অনলাইন ডিগ্রি প্রদানের অনুমোদন দেয়া উচিত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন অনলাইন কোর্স অফার করতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইনসহ একটি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক থাকা প্রয়োজন আমাদের শিক্ষানীতিতে।
- ভিডিও, পোডকাস্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রভৃতির মাধ্যমে ফ্লিপড লার্নিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে পার্টনারশিপ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- শিক্ষাপদ্ধতি কে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল, নমনীয়, সহিষ্ণুতা এবং উদ্যমতা সৃষ্টি করতে হবে।
- অনলাইনে শিক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দিকগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

Logistics–Issues and Challenges in cross-border trade of Bangladesh

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar on “Logistics-Issues and Challenges in cross-border trade of Bangladesh” on September 22, 2020, Tuesday. The objective of the webinar is to improve competitiveness of the logistics sector to facilitate cross-border trade growth. Logistics facilitation enhances countries trade competitiveness through making on-time trading of goods and services with lower transaction costs.

The whole world foresees Bangladesh becoming a developed economy by 2041, a greater leap forward in our logistics ecosystem is critical to calibrate our development visions. Development of adequate, diverse logistics infrastructure including ports, multimodal sub-regional transport connectivity is important to improve our trade competitiveness and secure low-cost trade potentials in a competitive market.

Mr. Khalid Mahmud Chowdhury, MP, Honorable State Minister of Shipping kindly consented to grace the Webinar as the Chief Guest. He couldn't attend the program due to his illness. Dr. Rubana Huq, President, Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association (BGMEA) graced the occasion as the Special Guest. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI, presided over the program and gave the welcome speech and also moderated the open discussion session of the program. Dr. Selim Raihan, Professor, Department of Economics, University of Dhaka and Executive Director, SANEM made the keynote presentation.

Besides, as the designated Panel discussants, Barrister Sameer Sattar, Advocate, Supreme Court of Bangladesh; Dr. M. Masrur Reaz, Chairman, Policy exchange; Dr. Zaidi Sattar, Chairman, Policy Research Institute; Mr. Mahbulul Alam, President; Chittagong Chamber of Commerce & Industry; Mr. Md. Zafar Alam, Member (Admin & Planning), Chittagong Port Authority; Mr. Khondaker Mohammad Aminur Rahman, Member, Customs, Audit, Modernisation and International Trade, National Board of Revenue were present.

Summary of Recommendations

Recommendations on Customs, Tariff and NBR issues:

- Customs clearance process needs to be fully automated to make our trading system time and cost efficient.
- Need to facilitate trade growth of modernizing the country's port customs services but not as a means to solely increase revenue.
- To create pressure on the NBR to implement all the measures of trade facilitation agreements from business trade bodies.
- Easy release/clearance of goods and access to pre-arrival processing, electronic payment, separation of release from final determination and payment of customs duties, taxes, fees and charge.
- Need to set up a standard to harmonize between trading countries and mutual recognition.
- Need to engage sector specific specialist or efficiency development to harmonize HS codes, name, specifications for specific products components between trading countries.
- Need to introduce digitization of clearing and forwarding formalities and payment process.

Recommendations on Port, Road and Rail Infrastructure:

- Integrated Port infrastructure with larger storage, handling facility, terminal and deep sea port needs to be improved. Alongside, faster rail connectivity between port and Dhaka needs to be developed to improve the cargo transport system.

- For structured logistics and freight sector, a long-term multimodal Logistics sector roadmap with Logistics sector policy is to be framed allowing scope of engagement of the private sector.
- Need to develop railway cargo connectivity with the Chittagong Port, bay terminals and a cross-border link. For this purpose the working capacity of newly formed Bangladesh Container Company Ltd needs to be expedited to ease the logistic services.
- Introducing a feasibility study to connect small canals to increase connectivity and easily transfer products through shipping to different destinations.
- Government should build a large truck terminal in Chattogram to park those carriers while being offloaded.
- Upgrading the Dhaka-Chattagram highway from 4 lanes to 8 lanes.
- Need to develop a railway cargo connectivity with the Chittagong Port and a cross-border link.

Recommendations on Policy and Framework:

- Need to formulate a comprehensive logistic policy under a single authority or a ministry to supervise to monitor all logistic supports to get competitive edge in the export markets.
- Government needs to declare logistics as a thrust sector since logistics is a big issue and there is no single authority to look after it.
- Need to remain vigilant in order to protect the interests of domestic industries.
- WTO trade facilitation agreement needs to be implemented soon for faster trade and growth.

Recommendation on Public Private Cooperation:

- Need greater coordination among public institutions, border agencies and private sectors involved in logistics in policy reform moves.

Recommendations on Logistics and Warehousing Park:

- Development of logistics and warehousing parks in line with the other developing countries.
- Regulation to allow common bonded warehousing to import raw material and create large inventories to address seasonal demands for all sorts of exporters.

Recommendations on Developing Logistics Index:

- Need to develop port and customs infrastructure. Due to this, the position in the logistic performance index will improve resulting in a cut in trade costs and the non-apparel sector will get its real benefits.
- Need to have an internal index of competitiveness which needs to be monitored regularly.

Recommendations on Reducing Trade Costs and boost Trade:

- Need to give incentives in respect of exports and reduce anti export bias through reducing tariff protection for local sales.
- Need to reduce the port charges because the port charges in our countries are higher than our neighboring countries.
- Need to reduce excessive time of securing port clearance. It requires 168 hours to secure port clearance for a consignment in Bangladesh but in Vietnam, it takes just 55 hours.
- Government needs to facilitate export diversification promoting other non-RMG products as in our export basket only 290 products have a yearly export value of above \$1 million.

Recommendations on Institutional Reform and Regional Connectivity:

- To improve logistics services, strong inter-ministerial coordination among the Ministry of Finance, Ministry of Commerce, National Board of Revenue (NBR), Port Authorities and other related ministries is crucial. An inter-ministerial Logistics and Infrastructure Standing Committee must be formed to sort out and present trade reforms.
- Need to join ASEAN in order to boost the country's trade as this single market will become the world's fourth largest economy by 2030 following the US, China and EU.

Strengthening the Supply Chain of CMSMEs after COVID-19 Disruption

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF Bangladesh) jointly organized a webinar on “Strengthening the Supply Chain of CMSMEs after COVID-19 Disruption” on Thursday, September 24, 2020. The objective of the webinar is to strengthen the capacity of the SME entrepreneurs in supply chain management and enable them formulating way out strategies from disruptive situation.

Mr. Shams Mahmud, President, DCCI, presided over the program and gave the welcome speech while Dr. Najmul Hossain, Country Representative, Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF Bangladesh) was also present in the program. Mr. Afsarul Arifeen, Secretary General (Acting), DCCI moderated the question answer session of the program. Mr. Shankar Kumar Roy, Corporate Trainer & Consultant, conducted the Interactive Session on Supply Chain Management.

Summary of the Recommendations

- Successful Supply Chain Management requires a change from managing individual functions to integrating activities into key supply-chain processes.
- The purchasing function may also develop rapid communication systems, such as Electronic Data Interchange (EDI) and internet linkage, to convey possible requirements more rapidly.
- Activities should increase to obtain products and materials from outside suppliers which may involve resource planning, supply sourcing, negotiation, order placement, inbound transportation, storage, handling, and quality assurance.
- It is important to build knowledge about inventory Management and Supply Chain Management in a systematic way.
- CMSMEs need to look for opportunities in exploring market with the idea of better supply chain management and seek out market “niches”
- Considering the pandemic situation, companies should reduce numbers of suppliers to achieve efficiencies with efficient supply chain management for better supply conditions.
- CMSMEs businesses should establish the skilled man power, changed old machine by new One, and diversified Product, new product designed and product development.
- CMSMEs businesses need to focus on how much amount need to produce, where to produce and source it, and what suppliers has the necessity for it.

- Businesses owners have to take the decision where to store their products, and how much to store by using the Supply Chain Management mechanism.
- We need to look for the best ways to pay suppliers and get paid by customers maintaining the Supply Chain Management.
- CMSMEs Business owners should remember that Supply Chain Management starts with the customer and ends with the customer whether the customer could be an internal or external.
- Need to improve the responsive system to the actual customer's requirements.
- Need to adjust the storage space for finished goods which reduces the damage resources.
- It's not easy to maintain a sustainable supply chain management system as one of the best ways to do it is by using a combination of lean practices (like waste removal) with agile.
- Need to protect the agriculture sector of Bangladesh from the supply chain disruptions, the government needs to allocate more cash incentive to the farmers and dairy firms.
- Cold storage capacities need to be built to save rural farmers during the current crisis agricultural crop production. In order to avoid the crop wastage, cream separator machines can be introduced to produce ghee or cheese that can be stored more easily than liquid milk.
- Have to ensure the quality of the product as poor quality causes customers complaints; loss of reputations and loss of market share etc shrink the export of business.
- Need to ensure the cost reduction because customers demand better product with less cost.
- Outlook of the product is very much important to attract the customer especially CMSMEs sectors.
- Considering the COVID-19, CMSMEs Businesses could apply the Break Even Analysis determining the selling price and reducing cost of doing business.
- CMSMEs sector need to consider the appraisal and prevention costs which are related to the costs of controlling the quality.
- As only a small percentage of SMEs eventually grew into larger firms and hence it is very important to follow the Supply Chain Management mechanism to survive in business areas.
- Finding and developing buyers and suppliers and operating cost-effective mechanism is the another challenge issue for the CMSMEs sector as it can reduce the cost of doing business.
- According to a BIDS report, there has been an overall decrease in revenue in the SME sector of about 66 percent and hence we need to think the SME to overcome the situation.
- It is necessary to know, when our businessmen implements supply chain management systems as it will be able to adjust the business more dynamically to the fluctuating economies, emergency markets and shorter product life-cycles.
- We need to know that which time we should consider our businesses to adopt the new technologies and an improve collaboration within the different areas as it will ultimately increase our business profit margin.

Financial Reporting Act-2015: Its Implication on the Business House

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar on “Financial Reporting Act-2015: Its Implications on the Business House” on September 26, 2020, Saturday. The objective of the webinar is to shed light on compliance with accounting standards and fair and transparent financial reporting, as it proved good financial reports by business organizations including smaller ones can build investors’ confidence, making Bangladeshi businesses comparable globally. The Financial Reporting Council is created for bringing Public Interest Entities (PIEs) or business houses financial reporting activities under a well regulated structure, setting standards for the accounting and auditing profession and ensures transparent reporting.

Mr. Mohammad Muslim Chowdhury, Comptroller & Auditor General (CAG) of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest. Mr. Aftab Ul Islam, FCA, Director, Bangladesh Bank & Former President, DCCI also graced the occasion as the Guest of Honour. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI, Presided over the program and gave the welcome speech. He also moderated the discussion session of the program. Mr. Mohammad Mohiuddin Ahmed, FCA, ACA (E&W), Executive Director, Financial Report Monitoring Division, Financial Reporting Council presented the keynote paper.

Mr. M Anwarul Karim, FCA, CPA (USA), CFE, Executive Director, Standard Setting Division, Financial Reporting Council, Professor Dr. Md. Mizanur Rahman, Commissioner, Bangladesh Securities & Exchange Commission, Mr. Md. Jasim Uddin Akond, FCMA, President, The Institute of Cost & Management Accountants of Bangladesh (ICMAB), Dr. Javed Siddiqui, Associate Professor, University of Manchester, UK, Barrister A M Masum, Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh and Mr. Muhammad Farooq, FCA, President, The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) participated in the webinar as the panel discussants. Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI delivered the concluding remarks in the program.

Mr. CQK Mustaq Ahmed, Former Chairman, Financial Reporting Council, Mr. Abdul Kader Joarder, FCA, CFO, Standard Chartered Bank, Bangladesh, Mr. Akter Hossain Sannamat FCA, FCS, CEO, Omera Fuels Limited, Dr. Sharif Nurul Ahkam, Faculty Professor & Director of Graduate Studies, North South University, Mr. R. Tareque Moudud, FCMA, Director, Office of Placement & Alumni (OPA), American International University took part in the open discussion session.

Summary of Recommendations

- Prepare a roadmap for the auditing profession: address issues relating to audit fees and second tier accountancy bodies.
- FRC needs to focus on consultation rather than imposition and exercising its power. Before Auditors’ work, corporate houses need to show proper commitment to ensure transparent and fair financial reporting.
- FRC needs to organize workshops and training programmes for raising awareness on FRA and code of corporate governance.
- SME’s return on earning is low and their financial weakness shrinks their opportunity to comply with the FRC. In the current context of Bangladesh, FRC is not suitable for SMEs. FRC can motivate small businesses and SMEs for improvement of financial reporting systems and adopt best practices instead of imposing reporting obligations.
- Simple, user-friendly accounting and financial reporting guidelines for MSMEs need to be in place to ensure better access to finance.
- The thresholds for public entities need to revisit as its amount is very low. It should be higher than the existing level so that a minimal number of entities will be there and FRC can monitor it properly.

- FRC needs to consult with SME for fixing the threshold. At present, the threshold for a private company is: revenue more than 5 crore taka yearly, at least 50 employees and property of 3 crore taka are considered as public interest entity for which the SME sector become concerned.
- Accounting Standards need to be differentiated according to the size of the enterprises.
- The regulatory space has already dominated by Bangladesh Bank, BSEC, IDRA, ICAB and ICMAB. FRC can work collaborative way with existing regulators. It will also help to extend visibility of FRC.
- ICAB and ICMAB have some regulations and standards for auditing systems and FRC should employ the rule of ICAB and ICMAB and should not impose additional jurisdiction on the accountant, as there are limited accountants in the market.
- Considering the country context IFRS needs to be adopted as compliance is associated with cost. FRC needs to have more professional resources for implantation of this Act.
- Corporate houses needs to conduct Gap Analysis of preparation and presentation of Financial Statements. Submit the gaps to the Board and take mitigation actions to close the gaps within an agreed target date.
- If boards or managers of companies are serious about doing away with anomalies not just on papers but based on the facts, auditors have little scope to juggle with figures or data and manufacture artificial audit reports.
- Besides strengthening auditors, emphasized strengthening management and board of a company because as per section 47 of FRA, FRC can make the management more responsible for transparent audit reporting.
- Make the company Board strong, as FRA is not only limited to listed companies but also for all companies. For this reason, FRC executes the rule of law like the BSEC.
- The company should be regarded as a social institution not as a family business and hence, FRC should protect social interest by making the board and management. more responsible. There should be a separation in the board and management of companies to protect the public interest.
- Financial reports, prepared by the company and upon that report, the audit report is prepared by the auditors. If any anomalies are found, not only auditors are to be blamed, but the management of the company should also be accountable for that.
- For a credible audit report and local or international acceptance, corporate governance, and positive will of the companies' managements and boards are the key factors.
- Suggested to include a cost audit in the FRA and requested FRC to take the initiative for this.
- ICAB and ICMAB should collaborate with FRC to enhance the management information system and corporate governance in the next 10 years.
- A roadmap needs to be finalized at least for 5 years for adopting FRA in the reporting system and ensuring good governance.
- Business organizations need to be transparent and use one audit report prepared by the auditor with which NBR may use their capacity determination of paying taxes while fining the business entity for wrong information.
- FRA should come as the appropriate authority for giving a rating to the companies for their goodwill.
- Prepare a central auditors' panel instead of auditors' panel enlisted by different regulatory organizations.
- Nomination of the professional accountants from Bangladesh Bank, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Ministries of commerce and Ministry of Finance in FRC is necessary, as their representatives will further strengthen the role of FRC.

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ই-কমার্স এবং ভোক্তা অধিকার: প্রতিবন্ধকতা ও সুপারিশ শীর্ষক ওয়েবিনার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ০৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে “কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ই-কমার্স এবং ভোক্তা অধিকার: প্রতিবন্ধকতা ও সুপারিশ” শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, ড. মো. জাফর উদ্দীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি, জনাব গোলাম রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর সভাপতি, জনাব সৈয়দ আলমাস কবির। এছাড়া, আমন্ত্রিত প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন- পাঠাও লিমিটেডের সভাপতি এবং চীফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার জনাব ফাহিম আহমেদ, দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মোস্তাহিদুল হক, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী অফিসার মিস টিনা জাবিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পেয়ান্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বাবলু কুমার সাহা।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আমন্ত্রিত আলোচকবৃন্দের বক্তব্য প্রদান শেষে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সভায় উপস্থিত সকলকে আহবান জানান। উক্ত ওয়েবিনারে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিএসটিআইর পরিচালক (মান) মিস নিলুফা হক এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মো. আব্দুর রউফ। পরিশেষে ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সুপারিশসমূহ

- কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ই-কমার্স খাতকে স্টিমুলাস প্যাকেজের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।
- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ই-কমার্স খাতের উদ্যোক্তাদের পণ্যের মান নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিএসটিআইকে আরও proactive হয়ে ব্যবসা-বান্ধব উপায়ে পণ্যের মান নিশ্চিত করতে হবে।
- Damaged, broken/faulty product এর ক্ষেত্রে product replacement mechanism থাকা এবং যদি পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে credit card বা debit card payment করা হয় সেক্ষেত্রে refund mechanism এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করতে third party service provider Ges food cloud কোম্পানিসহ এই জাতীয় ব্যবসায়সমূহকে কঠোর compliance supervision এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
- ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে সঠিক বিধি প্রয়োগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত বাংলাদেশের ব্যাংকের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।
- ই-কমার্স সেবার উপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও এসডি যৌক্তিক হারে হ্রাস করা প্রয়োজন যাতে ভোক্তারা ন্যূনতম মূল্যে সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর সঠিকভাবে ভ্যাট আদায় এবং পরিশোধ নিশ্চিতকরণে তদারকি বৃদ্ধি করা।
- ই-কমার্সভিত্তিক Informal ব্যবসাকে formalize করতে লাইসেন্সিং, ব্যাংকিংসহ অন্যান্য সেবার শর্তসমূহ সহজ করা।
- কিউআর কোডভিত্তিক ব্যবসায়িক লেনদেনকে উৎসাহিত ও জনপ্রিয় করা।
- ই-কমার্স খাতের সমৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল Ecosystem উন্নয়নে 5G প্রযুক্তি দ্রুত চালু করা উচিত।

- ই-কমার্স খাতের ক্ষুদ্র ও মাইক্রো উদ্যোক্তাদের বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।
- জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা-২০১৮ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংহত করা এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশেষত, নীতিমালায় উল্লিখিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় সেল গঠনের পরিকল্পনাটি দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
- ফেসবুক কেন্দ্রিক উদ্যোক্তাদের অধিকাংশেরই ট্রেড লাইসেন্স নেই। উদ্যোক্তাদের একটি নিবন্ধন কার্যক্রমের আওতায় আনা প্রয়োজন যাতে তাদের আর্থিক ঋণসুবিধা পাওয়া সহজ হয়। যার ফলে উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব হবে।
- তৃণমূল পর্যায়ে মানুষদের ই-কমার্সের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সুলভ মূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।
- তথ্য-প্রযুক্তিখাতে অবকাঠামো উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য এবং এখাতের সার্বিক বিকাশে দীর্ঘ মেয়াদী নীতি সহায়তা প্রয়োজন বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে শুল্ক নীতিমালা বিষয়ক সহায়তা।
- ই-কমার্স বাণিজ্যের সমূহ সম্ভাবনা কাজে লাগানো এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি ডিজিটাল সেল গঠন করা হয়েছে এবং ডিজিটাল সেল এবং ই-সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে এই খাতের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা যেতে পারে। ই-কমার্স বিপন্ন নীতিমালা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করা যায়।
- ই-কমার্স খাতের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তার যথাযথভাবে সমাধান করা প্রয়োজন কেননা কিছু অসংলোক এর অপব্যবহার করার কারণে খাতটির অগ্রযাত্রা ব্যাহত হতে পারে।
- ই-কমার্স খাতের ব্যবসা বিস্তৃতির গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নীতিমালা করা প্রয়োজন যাতে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষিত হয়।
- দেশে ফেসবুকভিত্তিক ই-কমার্সের বিস্তৃতি অত্যন্ত বেশি এবং এ খাতের উদ্যোক্তাদের স্বল্পমূল্যে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়।
- অতীতে ই-কমার্স ব্যবসায় দেশি বিনিয়োগ ৫১ শতাংশ থাকার শর্ত ছিল বলে দেশীয় ই-কমার্স ব্যবসা গড়ে উঠে। কিন্তু বর্তমানে বিদেশি কোম্পানির অধিকাংশ মালিকানা নিয়ে ই-কমার্স ব্যবসার অনুমোদন দেওয়ার ফলে বাজারে দেশীয় কোম্পানিগুলো বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় অনেক ক্ষেত্রেই টিকে থাকতে পারছে না। ফলে মনোপলি বিজনেসের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তাই ই-কমার্স মালিকানায় দেশীয় কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার থাকার শর্তারোপ পুনরায় বহাল করার প্রস্তাব করছি।
- একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক ই-বাণিজ্য বাজার নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা বাজারে একচেটিয়া ব্যবস্থা তৈরি করতে না পারে, সেজন্য স্থানীয় উদ্যোক্তারা যাতে অন্যান্য বিদেশি সংস্থার সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
- অবাদে বিদেশি বিনিয়োগ ই-কমার্স ব্যবসায় উৎসাহিত করার কারণে দেশীয় উদ্যোক্তাদের জন্য ই-কমার্সের মতো একটি সম্ভাবনাময় খাত সংকুচিত হয়ে পড়ছে।
- এ খাতের নিয়মনীতি অত্যন্ত বেশি, যার বেশির ভাগই ইংরেজি ভাষায় লিখা থাকায় অধিকাংশ ভোক্তাই না বুঝে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমে অংশ নেওয়াই অনেক সময় প্রতারণিত হয়ে থাকেন। এ অবস্থা উত্তরণে, অনলাইন ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমের শর্তাবলী সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার লক্ষ্যে, সেগুলোকে বাংলায় প্রস্তুত করা প্রয়োজন।
- এখাতের উদ্যোক্তাবৃন্দ ও ভোক্তাদের মধ্যে আস্থা অর্জনের জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন খুবই জরুরী বলে মত প্রকাশ করেন।

- বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে পুনঃসংস্কার এবং উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থানমুখী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য রাজস্ব নীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে করের আওতা বৃদ্ধি, ট্যাক্স ও ভ্যাট রিটার্ন পদ্ধতি সম্পূর্ণ অনলাইন করা ও রিফান্ড পদ্ধতি সহজীকরণ করা প্রয়োজন।
- ভ্যাট আইনের ধারা অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তাকে পূর্ব অনুমতি ছাড়া ব্যবসাস্থল পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষা করতে দিলে হয়রানির আশঙ্কা থেকে যায়। তাই এই সিদ্ধান্তকে পুনঃবিবেচনা করা প্রয়োজন।
- কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% করের পরিবর্তে ১০% কর নির্ধারণ করা এবং তা চূড়ান্ত কর হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন।
- নন সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোর জন্য লভ্যাংশের উপর ডাবল ট্যাক্স বিলুপ্ত করা প্রয়োজন।
- কোম্পানীর একই গ্রুপের অন্য কর্পোরেট সত্তা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর কর্পোরেট সংস্থাসমূহের কর ছাড়ের বিবেচনায় ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশে নতুন সংজ্ঞা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- কোম্পানির করযোগ্য আয়ের ৫ শতাংশ পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D), দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের এসডিজিখাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ করলে উক্ত আয় করমুক্ত ঘোষণা করা প্রয়োজন।
- প্রাচুর্য রপ্তানির জন্য এআইটিএর হার পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- শুধু ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করলে কর রেয়াত নেওয়ার সুযোগ প্রদানের পরিবর্তে ৫%, ৭.৫%, ১০% অথবা যে কোন হারে ভ্যাট প্রদান করলে কর রেয়াতের সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। ১৫% ব্যতিত মূসক প্রদান করলে প্রযোজ্য ট্রাসকৃত করহার এবং ১৫% এর আনুপাতিক হারে কর রেয়াত দরকার।
- বার্ষিক টার্নওভারের উর্দ্ধসীমা ৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করা এবং পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে বা মুনাফা অনুপাতে ৪% ভ্যাট আরোপ করা প্রয়োজন।
- বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাৎক্ষণিক ভাবে বিনা নোটিশে জব্দ না করা।
- ইকোনোমিক জোনে স্থাপিত শিল্পের জন্য নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেজার লীজ রেন্টের উপর এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯ অনুসারে মূসক অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন।
- সাপ্লায়ার হিসেবে একজন ব্যবসায়ীকে যেন একবারই ভ্যাট দিতে হয় সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- ধারা- ৬৮, ৬৯, ৭০ এবং বিধি ৫২, ৫৩, ৫৪ এবং সাধারণ আদেশ নং- ০৪/মূসক/২০২০, তারিখ ০১ মার্চ ২০২০ কে আরো সহজীকরণ ও ভ্যাট রিফান্ড প্রদানের সময়সীমা ৩ মাস হতে ২ মাস করা প্রয়োজন।
- অনলাইনে ভ্যাট প্রদান করা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
- দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো এবং ব্যবসাবান্ধব কর কাঠামো দরকার।
- বিনিয়োগকারীরা যাতে ব্যবসায়ের প্রাক্কলন তৈরি করতে সমস্যায় না পড়ে সেজন্য বছর বছর করের হার পরিবর্তনের প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসা এবং প্রতিযোগী দেশের সাথে সমন্বয় করে কর কাঠামো নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- বছরে বছরে এসআরও পরিবর্তনের প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন কারণ বছরের মাঝামাঝি সময়ে জারি করা বিভিন্ন এসআরও কখনও কখনও ব্যবসায়ের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে।
- কর ফাঁকি রোধে কর নীতিমালা সহজীকরণ করা দরকার।
- কর ছাড়ের হার ২০% হার থেকে কমিয়ে ১০% করা প্রয়োজন যাতে বৈদেশিক সহায়তা বৃদ্ধি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা পায় যার ফলে বাংলাদেশের আর্থিক সক্ষমতা বাড়বে।

- পরিসেবার 52AA সংজ্ঞার সংশোধন প্রয়োজন যাতে ‘আবাসন সরবরাহ করা পরিসেবা’ এবং ‘সহ-বস্তান কাজের জায়গা পরিসেবা’ সরবরাহ করা একই বিষয়ে পরিণত না হয়।
- দুর্ঘটনাক্রমে যে কোন ফিনিশড মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং আনুপাতিকভাবে ইনপুট রিবেট বাতিল করা প্রয়োজন।
- আরজেএসসিতে বর্তমানে নিবন্ধিত কোম্পানির সংখ্যা ১ লাখ ৭৬ হাজার, যার মধ্যে টিনধারী কোম্পানির সংখ্যা ৭০ থেকে ৭৫ হাজার এবং মাত্র ৩৬ হাজার কোম্পানি প্রতি বছর রিটার্ন দাখিল করে থাকে। নিবন্ধিত সব প্রতিষ্ঠানকে সময়মতো রিটার্ন দাখিল করা প্রয়োজন।
- আগামী বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাবনাগুলো এনবিআরের কাছে লিখিতভাবে জমা দেওয়ার পাশাপাশি খাত ভিত্তিক প্রস্তাবনাগুলো আলাদা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট বিভাগে জমা দেওয়া প্রয়োজন, যাতে করে সহজেই খাত ভিত্তিক প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা যায়।

Webinar on The Future of Jobs and Skills: Preparing for A Post-Covid World

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar on “The Future of Jobs and Skills: Preparing for A Post-Covid World” on November 21, 2020, Saturday. DR. M. Masrur Reaz, Chairman, Policy Exchange, made the keynote presentation. Mr. Shams Mahmud, President, DCCI, presided over the program and gave the welcome speech and also moderated the program.

Mr. Md. Ashadul Islam, Senior Secretary, Financial Institution Division, Ministry of Finance, Government of the People's, Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest while Mr. Dulal Krishna Saha, Executive Chairman (Secretary), National Skills Development Authority; Mr. Shudipto Mukerjee, Resident representative, UNIDO; Mr. Zaki Uz Zaman, Country Representative, UNIDO; Mr. Tuomo Poutiainen, Country Director, ILO were present as Special Guests of the program.

Besides, as designated discussants, Mr. Yasir Azman, CEO, Grameen Phone Ltd; Mr. Rahat Ahmed, Founding Partner and CEO, Anchorless Bangladesh; Ms. Marianne Oehlers, Program Manager, Generation Unlimited, UNICEF Bangladesh; Mr. Iqbal Hossain, Education Specialist, UNICEF Bangladesh also participated on that webinar.

Summary of Recommendations

- Alongside the new skills, we also need to address improvement of conventional skills to exploit the demographic dividend as our workforce are diverse by skills and education to meet employment needs in home and abroad.
- The online business also needs access to payment gateway service like Paypal to leverage business growth and economic digitalization.
- Strengthen Industry-academia collaboration to orient emerging skills and redesign the education curricula based on market demand.
- Need to Modernize the trade and investment environment and strengthen systems that protect workers and build resilience.
- Improving policies and programs that enhance access to jobs for priority / vulnerable populations
- Developing Long-term Skills Strategy/Master plan/Program Aligning With National Growth Strategies and Projected Key Growth Drivers

- Public Private Partnership in delivery of skills helps in high skills matching and high employment outcomes.
- Employment-linked performance-based financing of skills program would yield better employment outcomes.
- Skills training for females will lead to high female labor force participation and employment.
- Common strategy for the development of occupational standards, curriculum and training materials through the official channels (BTEB).
- Greater emphasis on soft skills training as part of the technical/vocational skills training program.
- We need to improve the statistics of the e-commerce although a lot of e-commerce industry in Bangladesh.
- We need to give focus on how we can bring wealth in Bangladesh.
- Data Science is very important like python can give more jobs in future and the youth can have ownership and wealth generation capacity through skilling themselves in Data Science and in this way we can keep money in Bangladesh.
- The freedom of choice needs to be given. The youths need to choose what they will do with right skill and give them opportunity to learn something technological.
- We need to modernize secondary education with soft skill development and TVET module.
- We need to connect the private sector for specific agenda for skill development.
- The private sectors need to give sector based demand information and for this there need to develop a data warehouse.
- Need an online platform and a good communication with NSDA and the sectors, Government, private sector and stakeholders.
- We will have to invest in digital literacy to make the youth enable in working from home.
- Industrial Cluster development is one of the major concerns for SMEs and need to make it stronger.
- There will be a need of at least 10000 mechanics in rural areas for new technology adaptation. They will need to be placed and well skilled with handling the new machines.
- ILO has job strategy with modern technology with entrance of women, TVET, connectivity with NSDA with private sector.

শিল্পনীতির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা শীর্ষক ওয়েবিনার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে “শিল্পনীতির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা” শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ। সম্মানিত অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. মো. মাসুদুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের অধ্যাপক ড. মো. আবু ইউসুফ। এছাড়া, আমন্ত্রিত প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন- বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মিস হোসনে আরা শিখা, বিল্ডের চেয়ারপারসন ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, এবং বিসিকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মোশতাক হাসান এনডিসি। পরিশেষে ডিসিসিআই এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সুপারিশসমূহ

- বাংলাদেশ ব্যাংক ও শিল্পনীতিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের একটি ইউনিফর্ম সংজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি, কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পকে একটি পলিসি এবং মাঝারি শিল্পকে আরেকটি পলিসির আওতায় বিবেচনা করা প্রয়োজন যাতে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প পলিসি সুবিধাসমূহ সহজে গ্রহণ করতে পারে।
- Value Addition কে অনুপ্রাণিত করতে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য কর সুবিধা দেয়া প্রয়োজন।
- CMSME খাতের recovery এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় ধাপে Stimulus Package ঘোষণা করা প্রয়োজন।
- CMSME সমূহের খাতভিত্তিক একটি জাতীয় ডাটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন যা প্রকৃত CMSME দের যথাযথ প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করতে সহায়তা করবে। আর ডেটাবেজ আপডেট করতে কার্যকর হতে পারে QR Code ভিত্তিক ব্যবসায়ীক লেনদেন।
- SEZ এ Import Substitute এসএমই'র জন্য আলাদা Incentive Package ও প্লট বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন এবং এসএমইদের Wealth Creation এ Linkage Policy ও বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করতে খাতভিত্তিক প্রযুক্তি ম্যাপিং করা এবং এ সকল প্রযুক্তিতে তরুণ প্রজন্মকে আরও দক্ষ করে তোলার ক্ষেত্রে বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
- সাভারে চামড়া শিল্পপার্কে CETP স্থাপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং কারখানা সমূহকে পর্যায়ক্রমে Zero Discharge Policy গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন।
- শিল্পনীতি বাস্তবায়ন মনিটরে সরকারকে সহায়তা করতে সকল Stakeholder যেমন এসএমই ফাউন্ডেশন, এমসিসিআই, ডিসিসিআইসহ একটি High level Taskforce গঠন করা প্রয়োজন।
- নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা, জিডিপিতে এমএসএমই'র অবদান বৃদ্ধি ও National productivity Roadmap বিবেচনায় জাতীয় শিল্পনীতিকে সমন্বয়যোগী করতে হবে।
- অতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তারা যেন প্যাকেজের সুবিধা সহজে পায় তা নিয়ে ভাবা প্রয়োজন।
- শিল্প নীতি-২০১৬ তে পল্লী শিল্প উন্নয়ন, পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স, জুউ-এর জন্য ইনসেন্টিভ, নিয়মিত এসএমই শুমারি, উদ্যোক্তাদের সার সংক্ষেপ এবং আপডেটেড ডাটাবেস প্রভৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ গুলোর সমন্বয়যোগী প্রয়োগ প্রয়োজন।
- শিল্পনীতির বাস্তবায়ন পর্যালোচনার জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান থাকা প্রয়োজন।
- বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে দীর্ঘমেয়াদী নীতি সহায়তা এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে সব খাতকে সমান সুযোগ দেয়া প্রয়োজন।
- এসএমই ফাউন্ডেশন দ্বারা Credit Wholesaling Scheme (CWS) ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।
- শিল্প নীতি-২০১৬ অনুসারে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ১৫% পর্যন্ত ঋণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- একটি এসএমই ব্যাংক/মহিলা উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপনের কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন।
- জাতীয় প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), বাংলাদেশ অ্যাক্রিডেশন বোর্ড এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর কৌশলগত সমন্বয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়তে পারে।
- খাত অনুযায়ী পণ্যাদির মান বাড়ানোর জন্য লক্ষ্যযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত এবং এর ফলে পণ্যের বহুমুখীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- খাত অনুসারে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে নীতিমালাটি গুরুত্ব সহকারে এমনভাবে অনুসরণ করা উচিত যাতে এটি বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত ব্র্যান্ডকে আকর্ষণ করতে পারে।
- প্রণোদনার মাধ্যমে সবুজ শিল্প বিকাশের এবং সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত।
- শিল্প নীতি-২০১৬ এর একটি স্টাডি হওয়া দরকার অগ্রগতির সন্ধানের জন্য।

- শিল্প নীতিটি বেজা, বেপজা, বিডা, বিসিক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিমালার সাথে সমন্বয় করা উচিত।
- বর্তমান সময়ে আভ্যন্তরীণ চাহিদা কিভাবে চাঙ্গা রাখা যায় সেটার দিকে নজর দিতে হবে।
- রফতানিমুখী পণ্যের বহুমুখীকরণ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির বিষয়টি এখন বেশ প্রকট হয়েছে এবং এ অবস্থার উত্তরণে বিশেষ করে কৃষি খাত ও এসএমই খাতের উদ্যোক্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা অঞ্চল স্থাপন করা প্রয়োজন।
- সরকারকে প্রণোদনার টাকা ফেরত দেয়ার সময়সীমা অন্তত দুই বছর বাড়ানো প্রয়োজন।
- দক্ষ মানবসম্পদের জন্য শিক্ষা ও শিল্প ব্যবস্থার সমন্বয় বাড়াতে হবে এবং শিল্প খাতের জন্য কী ধরনের দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন, তা নিরূপণ করে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের ওপর জোরারোপ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ এলসি ড্যাশ বোর্ডের ন্যায় প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইটে একটি ড্যাশ বোর্ড তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেটা বাস্তবায়িত হলে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম আরও সফল হবে।
- গ্রামীণ অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রণোদনার প্যাকেজ সবার কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে সব সংস্থার সমন্বয় বাড়ানোর ওপর জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।
- আমাদের অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান প্রায় ২৫ শতাংশ। যেখানে প্রতিবেশী দেশে এর পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশ। এজন্য সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এসএমই খাতের উন্নয়নে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের কোনো বিকল্প নেই।
- ই-কমার্স ও এফ-কমার্স খাতের উদ্যোক্তাদের অনেকেই ট্রেড লাইসেন্স নেই। ফলে তাদের ঋণ সহায়তা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় এ খাতের উদ্যোক্তাদের ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিরেকে ঋণ সহায়তা দেয়া যায় কিনা অথবা প্রক্রিয়াটি সহজ করার জন্য যে কোন ট্রেড সংস্থার সাথে বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করা থাকলেই সেটি ট্রেড লাইসেন্স হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
- ভবিষ্যতে করোনার মতো মহামারী মোকবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ‘ক্রাইসিস মিটআপ ফান্ড’ গঠন করা প্রয়োজন।
- শিল্পের মালিক ও শ্রমিকদের সম্পর্ক উন্নয়নে একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা শিল্পনীতিতে থাকা প্রয়োজন।

কোভিড পরবর্তী সময়ে ফুড ভ্যালু চেইন শীর্ষক ওয়েবিনার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে “কোভিড পরবর্তী সময়ে ফুড ভ্যালু চেইন” শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শামস মাহমুদ। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন— বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ- এর ফুড টেকনোলজি এবং রুরাল ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এম বোরহানউদ্দিন। এছাড়া, আমন্ত্রিত প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন— জনাব মালিক তালহা ইসমাইল বারী, পরিচালক, ইউনিমার্ট, ইউনাইটেড গ্রুপ, জনাব মোঃ ইকতাদুল হক, জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা), জনাব উজমা চৌধুরী, পরিচালক (ফাইন্যান্স), প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, ড. সালেহ আহমেদ, চেয়ারম্যান, কারনেল ফাউন্ডেশন এবং জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ, সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। পরিশেষে ডিসিসিআই-এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

সুপারিশসমূহ

- কৃষি পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে ও রপ্তানির জন্য দেশে বিদ্যমান ২.২৩ লক্ষ হেক্টর আবাদযোগ্য পতিত জমিতে ফসল চাষের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।
- আমদানি বিকল্প খাদ্য শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য সরবরাহ যেন অপরিকল্পিতভাবে আমদানির কারণে দামহ্রাস বা বৃদ্ধি না পায়, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- Good Agricultural Practice (GAP) বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রত্যেকটি কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে GAP অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- প্রযুক্তির ব্যবহার ও উচ্চ মান সংযোজন পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী করতে আর্থিক ও নীতি প্রণোদনা প্রদান করা প্রয়োজন।
- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা- বিএসটিআইসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানো দরকার।
- Competitive বাজারে survive করার জন্য Capacity বাড়াতে Market Research এবং বেসরকারিখাতের কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারীদের দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন।
- কৃষিখাতের অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক ব্যবসার প্রসারে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা।
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের Ready to Eat পর্যায়ের কৃষিজ খাদ্য উৎপাদন ও “জৈব কৃষি নীতি ২০১৬” দ্রুত বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- Argo Processing Business এর মাধ্যমে পণ্যের বহুমুখীকরনে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও নতুন বাজারের জন্য বেসরকারি খাতের ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
- ক্রেতা ও বিক্রেতার ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য ফরিয়াদের প্রভাব হ্রাস করার জন্য ভোক্তা, উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারীদের মধ্যে সমন্বয় করে আরও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।
- ই-কমার্স এর মাধ্যমে এসব খাতের ক্ষুদ্র ও মাইক্রো উদ্যোক্তাদের সংযুক্ত করতে Skill development training ও আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং এই খাতসমূহ জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা-২০১৮-এ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
- খাদ্য সুরক্ষা আইন এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন।
- কৃষি নির্ভর রাসায়নিক সামগ্রী এবং ওষুধসহ সকল ধরনের কৃষি উপকরণসমূহের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন ও বিধিমালা কার্যকর করা জরুরী।
- ইজারা নীতিমালা এবং বাজারের রাজস্ব কীভাবে ব্যবহৃত হবে এই সম্পর্কিত আইনসমূহকে অগ্রাধিকার হিসাবে পর্যালোচনা করা উচিত।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ জোরদার করা এবং বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন।
- কৃষি পণ্য উৎপাদন ও পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং জ্ঞানের উন্নতি করা দরকার।
- দক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন মানব সম্পদ গঠনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের উন্নতি ও প্রশিক্ষণের কর্মসূচি আরো উন্মুক্ত এবং প্রসারিত করা প্রয়োজন।
- কৃষি নির্ভর ব্যবসার উন্নয়নের জন্য বেসরকারী খাতকে আরো সমৃদ্ধশালী এবং জ্ঞানভিত্তি আরো জোরদার করার জন্য বিনিয়োগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।
- চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃষকদের সাথে যে চুক্তি করা হয় সে চুক্তিসমূহ সতর্কভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members' of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Dhaka

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of "Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Dhaka" which comprise the Statement of Financial Position as at September 30, 2020 and the Statement of Comprehensive Income, the Statement of Cash Flows and notes to the financial Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Dhaka as at 30 September 2020, and of its financial performance for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management of the project is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the project's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, section 213 (4), we also report the following:

- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- (b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Entity so far as it appeared from our examination of these books;
- (c) The statements of financial position and statement of comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns;

Dated, Dhaka
November 28, 2020


A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Ziaur Rahman Zia, FCA)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry Statement of Financial Position

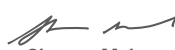
As at 30 September 2020

		As at 30 September 2020	As at 30 September 2019
Assets	Notes	Taka	Taka
Non-Current Assets			
Property, plant and equipment	3.1	41,213,499	38,934,534
Intangible asset	3.2	725,991	347,068
Investment property	3.3	18,763,703	16,979,202
Investment in FDR	7.3	122,360,863	122,360,863
		183,064,056	178,621,667
Current Assets			
Accounts receivable	4	49,043,222	44,341,513
Interest receivable		135,997,529	111,440,245
Deferred revenue expenditure	5	849,595	1,260,585
Advance, deposits and pre-payments	6	115,459,224	116,346,462
Inventories		1,607,322	1,445,844
Investment in FDR	7.2	590,182,214	537,259,868
Cash and cash equivalents	7.1	6,998,103	13,062,068
		900,137,209	825,156,585
Current Liabilities			
Liabilities for expenses and services	8	5,947,988	8,511,670
Liabilities for other finance	9	55,475,876	57,076,002
Advance building rent	10	5,449,427	9,359,182
Short term loan finance		-	37,106
		66,873,291	74,983,960
Net Current Assets		833,263,918	750,172,625
Net Assets		1,016,327,974	928,794,292
Sources of Funds			
General fund	11	896,235,289	827,023,892
DCCI relief and social welfare fund	12	13,300,716	12,046,506
DCCI development fund	13	81,896,070	71,720,086
Deferred liability - gratuity	14	24,895,899	17,926,888
Grant	15	-	76,920
Total Fund		1,016,327,974	928,794,292

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.


Afsarul Arifeen
Acting Secretary General


N K A Mobin FCS, FCA
Sr. Vice President & Coordinating Director


Shams Mahmud
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Dated, Dhaka
November 28, 2020


A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce & Industry Statement of Comprehensive Income

For the year ended 30 September 2020

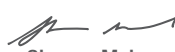
		For the year ended 30 September 2020	For the year ended 30 September 2019
Income	Notes	Taka	Taka
A) General Income			
Subscriptions	16	38,182,750	40,192,950
Admission fee	17	7,127,250	7,747,500
Bulletin fee	18	2,731,613	2,445,763
Certificate of origin fee		1,436,675	1,607,875
Certification and attestation fee		1,187,550	1,619,100
Rent	19	34,257,962	50,020,155
Income from Investment - interest	20	61,000,531	56,839,748
DBI (DCCI Business Institute)		10,451,268	13,124,353
Miscellaneous income	21	2,925,180	2,530,289
Total General Income		159,300,779	176,127,733
B) Extraordinary Income			
DCCI 60 Years Celebration Income		-	27,153,094
Projects Income	22	1,730,951	10,865,853
Total Extraordinary Income		1,730,951	38,018,947
C) Total income (A+B)		161,031,730	214,146,680
Expenditure			
D) General Expenses			
Pay and allowances	23	51,851,183	44,458,612
Postage and telephone	24	726,806	816,738
Printing and stationery		748,180	988,498
Newspapers, bulletin and publications	25	3,506,061	2,501,994
Travelling & conveyance		312,905	387,766
Repairs and maintenance	26	1,658,792	2,803,811
Fuel and lubricants		269,261	316,571
Entertainment		757,887	1,270,380
Audit and Legal fees	27	645,250	576,387
Subscription expense		-	130,000
Seminar & symposium, conference and delegation	28	1,247,377	2,061,299
AGM, EGM and election expenses		2,022,512	1,494,141
Utility charges	29	1,776,123	2,271,684
Rent -Gulshan Centre		1,872,000	1,704,000
DBI (DCCI Business Institute)		10,389,139	13,697,632
Ifar party expense		-	520,580
Rate and taxes		1,197,180	1,227,174
Estate expenses		415,268	1,536,971
Deferred revenue expenses-written off		410,990	1,078,601
DCCI Members Night expense		2,824,947	-
Research & Studies exp. (Rni)		103,225	-
Depreciation		5,674,552	4,991,265
Miscellaneous expenses	30	1,675,968	3,057,188
Total General Expenses		90,085,606	87,891,292

		For the year ended 30 September 2020	For the year ended 30 September 2019
	Notes	Taka	Taka
E) Extraordinary Expenses			
DCCI 60 Years Celebration exp.		-	17,902,301
Project expenses		1,734,727	2,614,848
Total Extraordinary Expenses		1,734,727	20,517,149
F) Total expenditure (D+E)		91,820,333	108,408,441
Excess of income over expenditure	11	69,211,397	105,738,239

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.


Afsarul Arifeen
 Acting Secretary General


N K A Mobin FCS, FCA
 Sr. Vice President & Coordinating Director


Shams Mahmud
 President

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Dated, Dhaka
 November 28, 2020

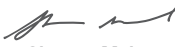

A. Qasem & Co.
 Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 September 2020

	For the year ended 30 September 2020	For the year ended 30 September 2019
Cash flows from operating activities	Taka	Taka
Excess of income over expenditure for the year	69,211,397	105,738,239
Adjustment for items not involving movement of cash:		
Depreciation on fixed assets	5,674,552	4,991,265
Gratuity provision against paid	6,969,011	162,760
(Increase) / Decrease in current assets:		
Accounts receivable	(4,701,709)	1,062,041
Interest receivable	(24,557,284)	(33,930,407)
Deferred revenue expenditure	410,990	1,402,865
Advance, deposits and prepayments	887,238	8,634,948
Inventories	(161,478)	209,532
Increase / (Decrease) in current liabilities:		
Liabilities for expenses & services	(2,563,682)	(2,996,529)
Liabilities for other finance	(1,600,127)	8,261,589
Short Term Finance	(37,106)	-
Advance Building rent	(3,909,755)	(2,659,317)
Net cash provided by operating activities	45,622,047	90,876,986
Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(10,116,940)	(26,705,482)
Changes in investment in FDR	(52,922,346)	(65,762,133)
Disposal of assets	-	339,560
Net cash used in investing activities	(63,039,286)	(92,128,055)
Cash flows from financing activities		
General Fund	-	(1,118,000)
DCCI Relief & Social Welfare Fund	1,254,210	81,252
DCCI Development Fund	10,175,984	10,339,699
Grant received	(76,920)	1,290
Net cash used in financing activities	11,353,274	9,304,241
Net increase in cash and cash equivalents	(6,063,965)	8,053,172
Opening cash and cash equivalents	13,062,068	5,008,896
Cash and cash equivalents at the end of the year	6,998,103	13,062,068


Afsarul Arifeen
Acting Secretary General


N K A Mobin FCS, FCA
Sr. Vice President & Coordinating Director


Shams Mahmud
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Dated, Dhaka
November 28, 2020


A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2020

1.0 Background

1.1 Incorporation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on 10 March 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1914.

1.2 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

- a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.
- b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.
- c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2.0 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Accounting basis

These Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) under historical cost convention which has been in conformity with the International Accounting Standards (IAS) issued by International Federation of Accountants (IFAC) through the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

2.2 Property, plant and equipment

Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation in the Financial Statements.

Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.3 Investment property

The chamber building have been recognized as Investment property according to IAS 40. Building are allocated as per space occupied basis rental spaces are 63,115 sq.ft and own occupied spaces are 25,900 sq.ft. The value of the investment property is measured under cost model.

Cost of the investment property comprises its purchase price, import duties and non-refundable taxes, after deducting trade discount and rebates, and any costs directly attributable to the asset.

Depreciation

Depreciation on building is charged @ 5% on reducing balance method.

2.4 Revenue recognition

All income and expenses, other than subscription income/bulletin fee are accounted for on accrual basis. Subscription and bulletin fee are recognized as income on the date these are received on cash basis excepting that so much thereof as relates to the period subsequent to the year ended 30 September 2020 is accounted for as a liability (advance subscription under Liabilities for other finance).

2.5 Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

2.6 Employee benefits

Adequate provisions have been set up in the accounts for Gratuity and for Annual Leave (earned leave) benefits to employees.

2.7 Provision for Income Tax Liability

National Board of Revenue, Bangladesh vide SRO # 234-Ain-Income Tax/2011 dated 6 July 2011, SRO # 216-Ain-Income Tax/2012 dated 27 June 2012 and SRO # 210-Ain-Income Tax/2012 dated 1 July 2013 introduced income tax on Trade Bodies. The issue has been protested by Trade Bodies and the decision from the Government is awaiting. DCCI maintains accounts from October to September. If the above noted SROs stand, DCCI may have to pay tax on its partial income for the year. The matter being unresolved till to date, no provision for income tax has been made.

2.8 Reporting currency

DCCI maintains its Books of Accounts in Bangladeshi Taka (BDT), and all figures represented in the financial statements are in BDT.

2.9 Reporting period

The reporting period of the DCCI cover one year from October to September consistently.

2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the Financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.11 General

- a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.
- b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry Notes to the Financial Statements

as at and for the year ended 30 September 2020

	As at 30 September 2020	As at 30 September 2019
	Taka	Taka
3.1 Property, plant and equipment		
(A) At Cost		
Opening balance	96,091,378	77,686,163
Add: Additions during the year	6,784,455	20,500,502
	102,875,833	98,186,665
Less: Disposals / adj. during the year	-	(2,095,287)
Closing balance	102,875,833	96,091,378
(B) Less: Accumulated depreciation		
Opening balance	57,156,844	54,915,658
Add: Charge during the year	4,505,490	4,017,958
	61,662,333	58,933,616
Less: Acc. depreciation of disposed assets	-	(1,776,772)
Closing balance	61,662,333	57,156,844
(A-B) Written down value	41,213,499	38,934,534
3.2 Intangible Asset		
(A) At Cost		
Opening balance	1,089,500	929,500
Add: Additions during the year	560,421	160,000
Less: Disposals / adj. during the year	-	-
Closing balance	1,649,921	1,089,500
(B) Less: Accumulated Amortization		
Opening balance	742,432	655,665
Add: Charge during the year	181,498	86,767
Less: Acc. amortization of disposed assets	-	-
Closing balance	923,930	742,432
(A-B) Written down value	725,991	347,068
3.3 Investment property		
(A) At Cost		
Opening balance	43,243,578	37,354,586
Add: Additions during the year	2,772,064	6,044,980
Less: Disposals / adj. during the year	-	(155,988)
Closing balance	46,015,642	43,243,578
(B) Less: Accumulated depreciation		
Opening balance	26,264,376	25,512,779
Add: Charge during the year	987,563	886,540
Less: Acc. depreciation of disposed assets	-	(134,943)
Closing balance	27,251,939	26,264,376
(A-B) Written down value	18,763,703	16,979,202

Details are shown in the enclosed Annexure-1

Dhaka Chamber of Commerce & Industry Notes to the Financial Statements

as at and for the year ended 30 September 2020

	As at 30 September 2020	As at 30 September 2019
	Taka	Taka
4.0 Accounts receivable		
Considered good		
Building rent	366,595	444,400
Utility charge (Electricity)	1,631,926	1,252,056
Utility charge (WASA)	264,108	185,998
Sponsorship & other income receivable	-	1,529,312
Service charge (Modhumoti Bank)	99,180	39,550
Current A/C with DBI-BBA	41,850,396	37,394,340
Current A/C with DCCI Foundation	3,486,500	2,151,340
	47,698,705	42,996,996
Considered doubtful		
Building rent	1,233,039	1,233,039
Utility charge (electricity)	54,290	54,290
Utility charge (WASA)	57,188	57,188
	1,344,517	1,344,517
	49,043,222	44,341,513
4.1	i) The aforesaid doubtful debts of Tk. 1,344,517 include Tk. 725,494, Tk. 236,012 and Tk. 383, 011 receivable from M/s Progressive Plastic Industries Limited, Mir Shafiul Haque (an ex-employee) and Mannujan Textile respectively. Management has taken all possible steps to realize the dues. (ii) In this respect, cases were lodged with the court which are now in process.	
5.0 Deferred revenue expenditure		
Opening balance	1,260,585	2,663,450
Less: Written off (Note-5.1)	410,990	1,402,865
	849,595	1,260,585
5.1 Written off		
Pre Budget Discussion Meeting	-	727,066
Commercial History (Bangla)	351,480	351,535
Estate expenses - Gulshan	59,510	324,264
	410,990	1,402,865
5.2 Break up of Deferred revenue expenditure		
Commercial History (Bangla)	849,595	1,201,075
Estate expenses - Gulshan Centre	-	59,510
	849,595	1,260,585

Management has decided to amortize the aforesaid deferred Estate expenses - Gulshan Centre in five years effective from the year 2017. Deferred Commercial History (Bangla) completed. In 2017 and will be amortized from the year 2020 after decision thereon.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2020

	As at 30 September 2020	As at 30 September 2019
	Taka	Taka
6.0 Advances, deposits and pre-payments		
Advances		
Advance against salaries	70,537	14,477
Advance against Gulshan Office Space	70,339,200	70,339,200
Advance against expenses	739,670	7,099,610
Taxes deducted at source by bank / parties	42,467,617	36,733,956
	113,617,024	114,187,243
Security deposits		
Gulshan Centre	400,000	400,000
PDB	314,000	314,000
T&T	5,540	5,540
Others	19,360	19,360
	738,900	738,900
Prepayments		
City Corporation tax	897,885	897,885
Prepaid R & M Building Estate	-	79,816
Prepaid insurance premium	104,672	190,674
Prepaid subscription - ICCB/FBCCI	42,503	42,503
Prepaid AGM/ election expenses	-	61,415
Prepaid internet connectivity	14,906	41,671
Patent & trade marks	43,334	79,350
Prepaid Members Night	-	4,235
Prepaid Publication	-	22,770
	1,103,300	1,420,319
	115,459,224	116,346,462
7.1 Cash and cash equivalents		
Cash in hand	34,178	34,245
On Project Bank accents	4,977	4,982
STD account - Custom Automation	87,377	86,952
STD accounts -DCCI	6,871,571	12,935,889
	6,998,103	13,062,068
7.2 Investment in Fixed Deposit (FDR) accounts:		
FDR accounts (current portion)	590,182,214	537,259,868
	590,182,214	537,259,868
7.3 Investment in Fixed Deposit (FDR) accounts:		
FDR on Double Money (non-current portion)	122,360,863	122,360,863
	122,360,863	122,360,863
	719,541,180	672,682,799

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Notes to the Financial Statements

as at and for the year ended 30 September 2020

	As at 30 September 2020	As at 30 September 2019
	Taka	Taka
8.0 Liabilities for expenses & services		
Salaries payable	3,354,360	2,993,391
Employer's contribution to Provident Fund	115,278	95,845
Utility charges (electricity/water/gas)	602,080	848,193
Rent/Utility suspense (tenants)	76,360	137,297
Date expired cheque	-	92,980
Provision for annual leave	447,891	869,660
Telephone expenses	10,000	78,261
Bulletin and publications	621,793	991,589
Newspaper and periodicals	5,995	28,902
Entertainment	6,020	214,370
Festival National Day & Gift Payable	-	9,567
Fax & internet connectivity	400	53,725
Audit fee and legal expenses	196,633	166,383
Postage and stamp	-	4,003
Repairs and maintenance	-	289,250
Printing and stationery	-	45,270
Seminar exp. Payable	-	101,052
International Seminar payable	200,400	700,400
Insurance premium	-	26,000
Washing expense and others	23,668	9,978
Project payable	-	12,102
Estate expenses	27,497	238,097
Subscription & Donation payable	-	208,333
Interest Payable	-	3,045
Gift Payable	57,500	-
DBI College Scholarship Fund	165,000	165,000
DBI exp.	37,113	128,977
	5,947,988	8,511,670
9.0 Liabilities for other finance		
Employees' contribution to Provident Fund	145,841	144,130
Staff income tax	56,150	41,800
Tax / VAT deducted at sources (parties)	42,953	118,707
Advance subscription (Note 9.1)	9,476,875	10,320,088
Subscription advance	10,350	2,628
Security deposits	3,102,124	4,648,542
Project -METABUILD / AVC Project	55,584	4,686,779
Advance advertisement	-	18,000
DBI training fee	1,070,207	1,268,100
Delegation fee payable	-	45,070
Tax Fund	41,515,792	35,782,158
	55,475,876	57,076,002

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2020

	As at 30 September 2020	As at 30 September 2019
	Taka	Taka
9.1 Advance subscription		
Opening balance	10,316,888	8,917,800
Transferred to income	10,316,888	8,917,800
	-	-
Adjustment for the year:		
Subscriptions (note 16)	7,670,250	8,211,750
Admission fee(note 17)	1,242,750	1,500,000
Bulletin fee (note 18)	563,875	605,138
	9,476,875	10,316,888
10 Advance Building rent		
Opening balance	9,359,182	12,018,499
Advance rent received during the year	-	1,111,500
	9,359,182	13,129,999
Advance rent adjusted during the year	3,909,755	3,770,817
	5,449,427	9,359,182
11 General Fund		
Opening balance	827,023,892	722,403,653
Prior year's adjustment	-	(1,118,000)
	827,023,892	721,285,653
Excess of income over expenditure for the year	69,211,397	105,738,239
	896,235,289	827,023,892
12 DCCI Relief and Social Welfare Fund		
Opening balance	12,046,506	11,965,254
Received from members during the year	2,892,500	3,040,300
Interest on R.S.W.F. FDR	-	36,903
	14,939,006	15,042,457
Paid during the year against Relief Fund	(1,638,290)	(2,995,951)
	13,300,716	12,046,506
13 DCCI Development Fund		
Opening balance	71,720,086	61,380,387
Collections during the year	6,140,000	6,770,000
Interest on Development Fund FDR	4,035,984	3,569,699
	81,896,070	71,720,086

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2020

	As at 30 September 2020	As at 30 September 2019
	Taka	Taka
14 Deferred Liability - Gratuity		
Opening balance	17,926,888	17,764,128
Provision made during the year	8,836,989	4,800,000
	26,763,877	22,564,128
Paid during the year	(1,867,978)	4,637,240
	24,895,899	17,926,888
15 Grant received		
Custom Automation (Note 15.1)	-	76,920
	-	76,920
15.1 Received from IFC & interest		
Opening balance	76,920	75,630
Add: Interest from IFC	885	1,980
Less: Custom automation expenses	(77,805)	(690)
	-	76,920

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2020

	For the year ended 30 September 2020	For the year ended 30 September 2019
	Taka	Taka
16 Subscriptions		
New	6,582,750	7,167,000
Renewal	35,493,000	36,874,500
Arrear	3,777,250	4,354,200
Advance adjustment	-	9,000
	45,853,000	48,404,700
Portion attributable to the period from October 2020 to December 2020 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(7,670,250)	(8,211,750)
	38,182,750	40,192,950
17 Admission fee		
Admission fee	6,582,750	7,167,000
Re-admission fee	1,787,250	2,080,500
	8,370,000	9,247,500
Portion attributable to the period from October 2020 to December 2020 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(1,242,750)	(1,500,000)
	7,127,250	7,747,500
18 Bulletin fee		
Current	3,093,338	2,864,350
Arrear	202,150	186,200
Advance adjustment	-	350
	3,295,488	3,050,900
Portion attributable to the period from October 2020 to December 2020 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(563,875)	(605,138)
	2,731,613	2,445,763
19 Rent		
Building rent	34,045,962	49,847,405
Auditorium rent	212,000	172,750
	34,257,962	50,020,155
20 Income from Investment - interest		
Interest from Fixed Deposits (Note 20.1)	60,612,592	56,537,982
Interest from STD and savings account	387,939	301,766
	61,000,531	56,839,748
20.1 Interest from Fixed Deposits		
DCCI Fund	53,353,249	48,702,858
DCCI Scholarship Fund	450,716	520,700
DCCI Retirement Benefit Fund	2,112,274	2,474,802
DCCI Research Fund	4,696,353	4,839,622
	60,612,592	56,537,982

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2020

	For the year ended 30 September 2020	For the year ended 30 September 2019
	Taka	Taka
21 Miscellaneous income		
Membership forms fee	108,100	118,100
Photocopy charge realized	1,834	4,568
Advertisement income	1,265,045	703,185
Services income	1,000,423	969,650
Commercial History book sale	11,600	8,000
Seminar & Workshop	125,000	-
Other Income -misc	413,178	726,786
	2,925,180	2,530,289
22 Projects Income:		
Income from project	1,730,951	10,865,853
	1,730,951	10,865,853
23 Pay and allowances		
Pay and allowances	42,584,876	39,343,896
Liveries & Uniforms	65,490	9,050
Gratuity exp. Provision	8,836,989	4,800,000
Employees insurance premium (Pension)	363,828	305,666
	51,851,183	44,458,612
24 Postage and telephone		
Postage and stamps	301,984	352,240
Telephone	41,065	161,118
Fax charges	2,645	7,778
Internet connectivity	381,112	295,602
	726,806	816,738
25 Newspapers, bulletin and publications		
Newspapers and periodicals	59,914	108,200
Bulletin	2,230,756	1,171,419
Publication	1,215,391	1,222,375
	3,506,061	2,501,994
26 Repairs and maintenance		
Car	192,313	269,164
Computer	123,822	204,553
Lift	170,480	217,237
AC	8,000	247,500
Generator	86,730	27,760
Building	500,803	1,085,291
Others	576,644	752,306
	1,658,792	2,803,811
27 Audit and Legal fees		
Statutory audit	115,000	80,000
Internal audit	215,250	185,871
Legal exp.	315,000	310,516
	645,250	576,387

Dhaka Chamber of Commerce & Industry Notes to the Financial Statements

as at and for the year ended 30 September 2020

	For the year ended 30 September 2020	For the year ended 30 September 2019
	Taka	Taka
28 Seminar & symposium, conference and delegation		
Seminar and symposium	1,046,619	1,139,143
Conference and delegation	200,758	922,156
	1,247,377	2,061,299
29 Utility charges		
Electricity	5,343,641	7,210,516
WASA	835,373	863,517
Gas	44,976	27,641
Utility reimbursement from tenants (Note-29.1)	(4,447,867)	(5,829,990)
	1,776,123	2,271,684
29.1 Utility reimbursement from tenants		
Electricity	3,835,165	5,103,686
WASA	612,702	726,304
	4,447,867	5,829,990
30 Miscellaneous expenses		
Gift & Presentation	72,308	274,847
Festival / national day expenses	164,279	464,406
Washing expenses	16,760	26,385
ISO 9001 Certification exp.	-	68,000
Photography	60,570	40,700
Bank charge	9,485	11,495
Training expenses	25,142	196,538
Insurance	106,735	35,142
Advertisement expenses	221,250	254,211
Loss on sale of assets	-	240,360
Service Charge -Corporate Credit Card	11,500	-
DCCI Business Award	-	262,309
Reception & Dinner	812,563	218,065
Interest on loan from BFIC	2,670	8,977
Employees Hajj exp.	30,752	471,504
In kind contribution (rent) -BUILD	-	252,000
Patent & trade marks	36,016	37,850
Pot plant rent & garden maintenance	-	84,800
Others. exp.	105,938	109,599
	1,675,968	3,057,188

31 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

32 Comparative statement of operating activities

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Schedule of Property, plant and equipment

As at 30 September 2020

Annexure-1

A. Property, plant and equipment

Particulars	Cost			Dep.	Depreciation			Written Down Value (WDV)	
	As at 01 October 2019	Additions during the year	Disposals/ adjustment		As at 01 October 2019	Charged during the year	Disposals/ adj.	As at 30 September 2020	As at 30 September 2019
	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Land	29,157	-	-	-	-	-	-	29,157	29,157
Building	17,745,523	1,137,550	-	5%	10,777,903	405,258	-	11,183,161	6,967,620
Mach. & equipment	12,077,514	1,558,650	-	15%	6,767,327	1,030,326	-	7,797,653	5,310,187
Furniture & fixtures	12,947,126	1,666,930	-	10%	5,515,228	909,883	-	6,425,111	7,431,898
Books	1,080,819	-	-	10%	950,954	12,987	-	963,941	129,865
Electrical inst.	4,100,509	881,950	-	10%	1,971,182	301,128	-	2,272,310	2,129,327
Sanitary fittings & renov.	1,595,553	174,421	-	10%	690,278	107,970	-	798,248	905,275
Air cooler	13,069,746	347,917	-	15%	9,331,591	612,911	-	9,944,502	3,738,155
Wall clock	2,050	-	-	15%	1,475	86	-	1,561	489
Franking machine	17,500	-	-	15%	17,473	4	-	17,477	23
Sundry assets	2,103,064	886,497	-	12.50%	711,889	284,709	-	996,598	1,391,175
Water installation	126,766	-	-	2.50%	38,416	2,209	-	40,625	86,350
Crockery & cutleries	296,576	-	-	10%	200,483	9,609	-	210,092	86,484
Telephone inst.	1,348,705	-	-	10%	1,196,946	15,176	-	1,212,122	136,583
Lift	10,843,860	-	-	10%	7,872,299	297,156	-	8,169,455	2,971,561
Auditorium	9,055,810	-	-	5%	4,036,629	250,959	-	4,287,588	5,019,181
Transformer	1,359,181	-	-	15%	1,266,772	13,861	-	1,280,633	92,409
E-mail /internet inst.	519,227	130,540	-	10%	385,125	26,464	-	411,589	236,178
DCCI car	3,951,964	-	-	15%	3,087,250	129,707	-	3,216,957	735,007
Diesel generator	2,068,090	-	-	15%	1,737,851	49,536	-	1,787,387	280,703
Island Development	1,445,498	-	-	5%	534,474	45,551	-	580,025	865,473
Gift assets	307,140	-	-	-	65,299	-	-	65,299	241,841
As at 30 Sept 2020	96,091,378	6,784,455	-		57,156,844	4,505,490	-	61,662,333	38,934,534
As at 30 Sept 2019	77,686,163	20,500,502	(2,095,287)	-	54,915,658	4,017,958	(1,776,772)	57,156,844	-

B. Intangible Asset

Particulars	Cost				Dep.	Amortization			Written Down Value (WDV)			
	As at 01 October 2019	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 September 2020		Rate	As at 01 October 2019	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 Sep. 2020	As at 30 September 2020	As at 30 September 2019
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	
MIS & Software	1,089,500	560,421	-	1,649,921	20%	742,432	181,498	-	923,930	725,991	347,068	
As at 30 Sept 2020	1,089,500	560,421	-	1,649,921	-	742,432	181,498	-	923,930	725,991	347,068	
As at 30 Sept 2019	929,500	160,000	-	1,089,500		655,665	86,767	-	742,432	347,068		

C. Investment property

Particulars	Cost			Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV)	
	As at 01 October 2019	Additions during the year	Disposals/ adjustment		As at 30 September 2020	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 Sep. 2020	As at 30 September 2020	As at 30 September 2019
	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Building	43,243,578	2,772,064	-	5%	26,264,376	987,563	-	27,251,939	18,763,703	16,979,202
As at 30 Sept 2020	43,243,578	2,772,064	-		26,264,376	987,563	-	27,251,939	18,763,703	16,979,202
As at 30 Sept 2019	37,354,586	6,044,980	(155,988)		25,512,779	886,540	(134,943)	26,264,376	16,979,202	
Grand Total (A+B+C)	140,424,456	10,116,940	-		84,163,652	5,674,551	-	89,838,203	60,703,193	56,260,804

Dhaka Chamber of Commerce & Industry Comparative Statement of Operating Activities

For the year ended 30 September 2020

	For the year ended 30 September 2020	For the year ended 30 September 2019
Particulars	Taka	Taka
Subscription income	38,182,750	40,192,950
Admission fee	7,127,250	7,747,500
Bulletin fee	2,731,613	2,445,763
	48,041,613	50,386,213
Less: Pay & allowances	51,851,183	(44,458,612)
Surplus / (deficit)	(3,809,570)	5,927,601
Less: Utilities- net	1,776,123	2,271,684
Printing & stationery	748,180	988,498
Postage and telephone	726,806	816,738
Subscription & donation	-	130,000
News paper, bulletin & publications	3,506,061	2,501,994
Rates & taxes	1,197,180	1,227,174
Entertainment	757,887	1,270,380
Seminar & symposi, conf. & delegation	1,247,377	2,061,299
Travelling & Conveyance	312,905	387,766
AGM, EGM & election expenses	2,022,512	1,494,141
Audit & legal fee	645,250	576,387
Repairs & maintenance	1,658,792	2,803,811
Fuel & lubricants	269,261	316,571
Rent -Gulshan Centre	1,872,000	1,704,000
Iftar Party expenses	-	520,580
Estate expenses	415,268	1,536,971
Deferred revenue expenses - written off	410,990	1,078,601
Project expenses	1,734,727	2,614,848
Depreciation	5,674,552	4,991,265
Research & Studies	103,225	-
DCCI Members Night exp.	2,824,947	-
Miscellaneous expenses	1,675,968	3,057,188
	29,580,011	32,349,896
(Deficit)	(33,389,581)	(26,422,295)
Add: Income		
Certificate of Origin	1,436,675	1,607,875
Certification & attestation fee	1,187,550	1,619,100
DCCI 60 Years Celebration income -net	-	9,250,793
Project Income	1,730,951	10,865,853
Miscellaneous income	2,925,180	2,530,289
	7,280,356	25,873,910
(Deficit)	(26,109,225)	(548,385)
Add : Interest income	61,000,531	56,839,748
DBI (DCCI Business Institute) -net	62,129	(573,279)
	61,062,660	56,266,469
Surplus	34,953,435	55,718,084
Add : Rent	34,257,962	50,020,155
Excess of Income over Expenditure for the year	69,211,397	105,738,239



The largest and most active Chamber of Commerce in Bangladesh with over 4000 members started its journey in 1958. Since its inception, DCCI has been a strong voice for the private sector development. DCCI pioneered in promoting private sector in the country. During 1980s, DCCI spearheaded the banking and insurance sector privatization reform process. In the late 1990s, DCCI played an important role towards opening up the mobile telecommunication sector for increased private investments. And from 2000 onward, DCCI has been playing an important role in various business initiatives including policy reforms, simplification of taxation systems, cross border trade, trade facilitation, public-private platform for improved policy design, trade reforms for conducive investment climate and improvement of the overall business eco-system of Bangladesh.

Contact us on:

info@dhakachamber.com
www.dhakachamber.com